ডিপিএড প্রশিক্ষণ বিদ্যালয়ের শিক্ষক, সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার ও ইউআরসি ইন্সট্রাক্টরদের জন্য

তথ্যপুস্তক



প্রোগ্রাম ডিভিশন
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

ডিপিএড প্রশিক্ষণ বিদ্যালয়ের শিক্ষক, সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার ও ইউআরসি ইন্সট্রাক্টরদের জন্য

তথ্যপুস্তক

প্রোগ্রাম ডিভিশন
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

রচনায়
রঙ্গলাল রায়
মোঃ আব্দুল জলিল
মাহ্‌ফুজা খানম
মির্জা নুরুন্নাহার
মাসহুদা পারভীন

সম্পাদনায়
জোহরা খাতুন
কনসালটেন্ট, ইউনিসেফ

সার্বিক পরিকল্পনায়
শামীম আহমেদ
কনসালটেন্ট, ডিপিএড প্রোগ্রাম
সামসে আরা হাসান
কনসালটেন্ট, বিশ্বব্যাংক

সমন্বয়ক
মোঃ ফজলুর রহমান ভূঁঞা
প্রোগ্রাম পরিচালক
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

সার্বিক তত্ত্বাবধানে
মোঃ আলমগীর
মহাপরিচালক
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

প্রকাশনায়
প্রোগ্রাম ডিভিশন
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

প্রথম প্রকাশ, অক্টোবর ২০১৩
দ্বিতীয় সংস্করণ, ডিসেম্বর ২০১৪

মূদ্রণে :

প্রসঙ্গ কথা

বাংলাদেশের সকল শিশুর জন্য মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা নিশ্চিত করাই হচ্ছে তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচির (পিইডিপি-৩) অভীষ্ট লক্ষ্য। গত তিন দশকে সরকার কর্তৃক নেওয়া বিভিন্ন পদক্ষেপের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষার্থী অন্তর্ভুক্তি ও শিক্ষায় জেন্ডার সমতা বাংলাদেশে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জিত হলেও শিক্ষার গুণগতমানের উন্নয়ন আশানুরূপ পর্যায়ে পৌঁছাতে পারেনি। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর (DPE) কর্তৃক বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার বার্ষিক অগ্রগতি প্রতিবেদন (ASPR) ২০১৩ থেকে জানা যায় গ্রেড ৫-এ বাংলা বিষয়ে ২৫% শিক্ষার্থী এবং গণিত বিষয়ে ৩২% শিক্ষার্থী তার নির্ধারিত যোগ্যতাগুলো অর্জন করতে পেরেছে।

আমাদের প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় শ্রেণির সকল শিশুর শিখন চাহিদা বিবেচনায় রেখে পাঠদান করা হয় না। শিক্ষাক্রমে নির্ধারিত যোগ্যতা অর্জনে শিক্ষার্থীর আশাব্যাঞ্জক সাফল্য অর্জিত না হওয়ার এটি একটি বড় কারণ। ধরে নেওয়া হয়, সকলে একই গতিতে ও একই নিয়মে শিখবে। সে অনুযায়ী একটি নির্দিষ্ট শ্রেণিতে সকল শিশু একই বিষয়বস্তু একই পদ্ধতিতে পড়ে। কিন্তু শিখন সম্পর্কিত বিভিন্ন গবেষণা থেকে জানা যায়, ভিন্ন ভিন্ন শিশুর শেখার ধরন, আগ্রহ ও বৈশিষ্ট্য ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। শেখার গতিও সকল শিশুর একরকম নয়। তাই একই পদ্ধতি ও গতিতে সকলকে গতানুগতিক ধারায় পাঠদান করলে শিখনে কেউ কেউ পিছিয়ে পড়তে পারে। একবার কোনো শিশু শিখনে পিছিয়ে পড়লে এবং তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে সে ক্রমেই আরও পিছিয়ে পড়ে। শ্রেণিকক্ষের প্রচলিত পাঠদান পদ্ধতি ঐ শিক্ষার্থীকে শ্রেণি কার্যে নিষ্ক্রিয় করে তোলে, ফলে একসময় সেই শিক্ষার্থী স্কুলে আসার আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। শিক্ষার্থীদের শ্রেণি কার্যে নিষ্ক্রিয় থাকার আরও একটি বড় কারণ হলো শ্রেণিকক্ষের পঠন-পাঠন পাঠ্যবই-নির্ভর এবং শিক্ষদান প্রক্রিয়া মূলত শিক্ষককেন্দ্রিক।

পিইডিপি ৩ এর আওতায় শিশুর শিখনের গুণগত মান উন্নয়নের জন্য যেসকল কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে তার মধ্যে 'শিখবে প্রতিটি শিশু' ও 'ডিপ্লোমা ইন এডুকেশন' দুটি গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম। 'শিখবে প্রতিটি শিশু' কার্যক্রমের লক্ষ্য হচ্ছে শ্রেণিকক্ষে শিখন শেখানো (Teaching learning) প্রক্রিয়ায় পরিবর্তন এনে শিক্ষার্থীদের ক্রিয়াশীল শিখন শেখানো (Activity based learning) প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শিখনে সক্রিয় করা। 'শিখবে প্রতিটি শিশু' কার্যক্রম প্রাথমিক শিক্ষার ১ম থেকে ৩য় শ্রেণির শিক্ষার্থীদের বাংলা বিষয় ও গণিত বিষয়ের শিখনের মান উন্নয়নের লক্ষ্যে পরিচালিত। এই কার্যক্রমে শিক্ষক, সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার, ইউআরসি ইন্সট্রাক্টরগণকে বাংলা এবং গণিত বিষয়ে মোট ৩৬ দিনের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়, যার ১২দিন সেন্টারভিত্তিক (৬ দিন বাংলা এবং ৬ দিন গণিত) এবং বাকী ২৪ দিনে বিদ্যালয়ভিত্তিক হাতে কলমে তত্ত্বীয়জ্ঞানের প্রয়োগ করা হয়। পরবর্তীতে সেন্টারভিত্তিক ১২ দিনের প্রশিক্ষণটি ৯ দিন বাংলা এবং ৬ দিন গণিত বিষয়ের জন্য ১৫ দিনে বর্ধিত করা হয় ।

'ডিপ্লোমা ইন প্রাইমারী এডুকেশন '(ডিপিএড) কোর্সের আওতায় প্রশিক্ষণার্থী-শিক্ষকগণকে আধুনিক শিখন শেখানো পদ্ধতিগুলোর সাথে এমনভাবে পরিচিত করানো হয়, যেন তারা ক্রিয়াশীল শিখন শেখানো (Activity based teaching learning) পদ্ধতির মাধ্যমে শ্রেণি পরিচালনা করে শিক্ষার্থীদের শিখন নিশ্চিত করতে পারেন।

'ডিপ্লোমা ইন প্রাইমারী এডুকেশন' কোর্সের প্রশিক্ষণার্থী-শিক্ষকগণ কোর্সের অংশ হিসেবে পিটিআই সংলগ্ন ২০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষে হাতে কলমে তত্ত্বীয়জ্ঞানের প্রয়োগে করেন। একারণে 'ডিপ্লোমা ইন প্রাইমারী এডুকেশন '(ডিপিএড) কোর্সের অংশ হিসেবে,'বিদ্যালয় প্রস্তুতকরণ' প্রশিক্ষণের আওতার প্রতিটি পিটিআই সংলগ্ন ঐ বিদ্যালগুলোর শিক্ষক এবং সংশ্লিষ্ট সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার, ইউআরসি ইন্সট্রাক্টরগণ ক্রিয়াশীল শিখন শেখানো (Activity based teaching learning) এর উপর ২৬দিনের

একটি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এই ২৬ দিনের প্রশিক্ষণের পর, ঐ বিদ্যালয়গুলোর শিক্ষকগণ তাদের শ্রেণিকক্ষে ক্রিয়াশীল শিখন শেখানো (Activity based teaching learning) কার্যক্রম প্রবর্তন করেন।

'শিখবে প্রতিটি শিশু' ও' ডিপ্লোমা ইন প্রাইমারী এডুকেশন' উভয় কোর্সের অন্তর্নিহিত দর্শন এক, কিন্তু 'শিখবে প্রতিটি শিশু' কার্যক্রমের আওতায় প্রস্তুত করা ১৫ দিনের প্রশিক্ষণ ম্যানুয়ালে এবং 'ডিপ্লোমা ইন প্রাইমারী এডুকেশন' কোর্সের আওতায় প্রস্তুত করা ২৬ দিনের প্রশিক্ষণ ম্যানুয়ালের বিষয় বিস্তরণে কিছুটা পার্থক্য আছে। একারণে, উভয় প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষিত প্রশিক্ষণার্থীগণের মতামতের ভিত্তিতে প্রোগ্রাম ডিভিশন ২৬ দিনের ম্যানুয়াল সংস্কার করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এ সিদ্ধান্তের আলোকে ২৬দিনের শিক্ষক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল এবং তথ্যপুস্তকে শিখবে প্রতিটি শিশু কার্যক্রমের ১৫দিনের প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল এবং তথ্যপুস্তকের আওতাভুক্ত বাংলা এবং গণিত অংশ একত্রিকরণ করার মাধ্যমে ২৬ দিনের ম্যানুয়াল সংস্কার করা হয়। ২৬ দিনের ম্যানুয়ালটিতে বাংলা এবং গণিত অংশ ছাড়াও ইংরেজি, বিজ্ঞান, সমাজ বিষয়গুলো শ্রেণিকক্ষে ক্রিয়াশীল শিখন শেখানো (Activity based teaching learning) কার্যক্রম প্রবর্তনের মাধ্যমে কীভাবে করতে হবে,তা বিস্তারিত বর্ণনা করা আছে।

বিগত সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ২০১৩ সময়ে নেপ এর দুইজন বিশেষজ্ঞ এবং শিখবে প্রতিটি শিশু কার্যক্রমের তিনজন রিসোর্স পারসন, ইউনিসেফ কনসালটেন্ট, 'শিখবে প্রতিটি শিশু' টিম লিডার, ডিপিএড টিম লিডারের তত্ত্বাবধানে 'ডিপ্লেমা ইন প্রাইমারী এডুকেশন' কোর্সের আওতায় প্রস্তুত করা ২৬ দিনের প্রশিক্ষণ সামগ্রী সংস্করণের কাজ সম্পন্ন হয়।

'ডিপ্লোমা ইন প্রাইমারী এডুকেশন' কোর্সের চাহিদার নিরীখে বিশেষজ্ঞদের মাধ্যমে ব্যবহার উপযোগী প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল ও তথ্যপুস্তক প্রণয়ন করা হয়েছে। আশা করা যায় প্রশিক্ষণ পরিচালনার সময় ম্যানুয়ালের যথাযথ অনুসরণ প্রশিক্ষণকে কার্যকর করবে। এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে দক্ষ জনশক্তি তৈরি হবে, যারা মানসম্মত শিশু শিক্ষা কার্যক্রমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

সূচিপত্র

বিষয়		পৃষ্ঠা নং
দিন -১	.....	০৭-১৩
দিন -২	.....	১৪-৩৫
দিন -৩	.....	৩৬
দিন -৫	.....	৩৭-৫৬
দিন -৬	.....	৫৭-৭০
দিন -৭	.....	৭১-৮৭
দিন -৮	.....	৮৮-১০৪
দিন -৯	.....	১০৫-১০৭
দিন-১০	.....	১০৮
দিন -১১	.....	১০৯-১৪৪
দিন -১২	.....	১৪৫-১৪৯
দিন -১৩	.....	১৫০-১৫২
দিন -১৫	.....	১৫৩-১৫৯
দিন -১৬	.....	১৬০-১৬৩
দিন -১৭	.....	১৬৪-২০১
দিন -১৮	.....	২০২-২০৭
দিন -১৯	.....	২০৮-২৪২
দিন -২১	.....	২৪৩-২৪৮
দিন -২২	.....	২৪৯-২৬২
দিন -২৩	.....	২৬৩-২৬৫
দিন -২৪	.....	২৬৬-২৮৯
দিন -২৫	.....	২৯০-৩১৬
দিন -২৬	.....	৩১৭-৩২৪

দিন-১
অধিবেশন-১
তথ্যপত্র-১
প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য

এই প্রশিক্ষণ শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

১. ডিপিএড কোর্সের প্রেক্ষাপট শ্রেণিকার্যক্রম, বাংলা ও গণিতের কোর্স আউটলাইন ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
২. বাংলা, গণিত, বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়, প্রাথমিক বিজ্ঞান ও ইংরেজি বিষয়ে প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত প্রতিটি শিশুর শিখন চাহিদা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় কী কী পদক্ষেপ নিতে হবে তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
৩. প্রথম শ্রেণি থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত প্রতিটি শিক্ষার্থীর প্রতিটি বিষয়ের (বাংলা, গণিত, বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়, প্রাথমিক বিজ্ঞান ও ইংরেজি) শিখনের বর্তমান অবস্থা চিহ্নিত করতে পারবেন;
৪. প্রথম শ্রেণি থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত প্রতিটি শিক্ষার্থীর প্রতিটি বিষয়ের শিখন চাহিদা(Learning need)নির্ণয় করতে পারবেন;
৫. প্রতিটি বিষয়ে ভিন্ন পাঠগত অবস্থানে অবস্থিত শিক্ষার্থীদের ভিন্ন ভিন্ন শিখন চাহিদা নির্দেশ করে পাক্ষিক পরিকল্পনা তৈরি করতে পারবেন;
৬. তৈরিকৃত পাক্ষিক পরিকল্পনা অনুযায়ী শ্রেণিতে অবস্থিত ভিন্ন পাঠগত অবস্থানে অবস্থিত শিক্ষার্থীদের পাঠ পরিচালনার কৌশলগুলো আয়ত্ব করতে পারবেন;
৭. শিশুর বর্তমান চাহিদা অনুযায়ী স্তরভিত্তিক পাঠদান করতে পারবেন;
৮. প্রতিটি বিষয়ের শ্রেণি পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ তৈরির কৌশল ও বিভিন্ন উপকরণের ব্যবহার ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
৯. Activity Based Learning (ABL) পদ্ধতিতে শিখন- শেখানো কার্যাবলি পরিচালনা করতে পারবেন;
১০. শিখন প্রক্রিয়ায় প্রতিটি শিশুর সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে, শ্রেণিকক্ষেই শিশুর শিখন নিশ্চিত করতে পারবেন;
১১. শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের সময়ের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে পারবেন;
১২. প্রত্যেক শিক্ষার্থীর সামর্থ অনুযায়ী শিখন নিশ্চিত করার জন্য চলমান মূল্যায়ন ও চলমান মূল্যায়নের ভিত্তিতে পাঠ পরিকল্পনা প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
১৩. বিদ্যালয়ে হাতে কলমে বাংলা ও গণিত বিষয়ে শ্রেণি পরিচালনা করতে পারবেন;
১৪. মেন্টরিং কী তা বাস্তব উদাহরণের সাহায্যে ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
১৫. শিক্ষক মান বলতে কী বোঝায় এবং শিক্ষক মান নিশ্চিত করার জন্য মেন্টরিং করতে পারবেন;
১৬. শ্রেণি পর্যবেক্ষণের কৌশল বর্ণনা করতে পারবেন;

দিন-১
অধিবেশন-১
তথ্যপত্র-২
প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু

১. ডিপিএড প্রেক্ষাপট ও ডিপিএড কোর্স পরিচিতি;

২. প্রাথমিক শিক্ষার, বাংলা , গণিত, ইংরেজি, বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় ও প্রাথমিক বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু;

৩. প্রাথমিক শিক্ষার, বাংলা , গণিত, ইংরেজি, বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় ও প্রাথমিক বিজ্ঞানের প্রান্তিক যোগ্যতা ও অর্জন উপযোগী যোগ্যতা ও পাঠ উপকরণ পরিচিতি;

৪. বেস লাইন মূল্যায়ন টুলস ও ফরমেট পরিচিতি ও বেস লাইন মূল্যায়ন টুলস ও ফরমেটের সাহায্যে শিক্ষার্থী মূল্যায়ন ও শিখন সামর্থ অনুযায়ী শ্রেণিকরণ;

৫. প্রতিটি বিষয়ের জন্য প্রস্তাবিত পাঠদান পদ্ধতি;

৬. প্রতিটি বিষয়ের শিখন-শেখানো পদ্ধতি আলোচনা;

৭. শিক্ষার্থীর শিখন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সময় বিভাজন, পাঠদান পদ্ধতি, শ্রেণি ব্যবস্থাপনা ও শ্রেণি পরিচালনায় বিভিন্ন কৌশল;

৮. প্রতিটি বিষয়ের সহায়ক উপকরণ তৈরির কৌশল;

৯. শিক্ষার্থীর সামর্থ অনুযায়ী শিখন মূল্যায়ন কৌশল ও মূল্যায়নের ভিত্তিতে পাঠ পরিকল্পনা;

১০. বিদ্যালয়ে হাতে কলমে বাংলা ও গণিত বিষয়ে শ্রেণি পরিচালনা;

১১. মেন্টরিং, শিক্ষক মান নিয়ে আলোচনা;

১২. শ্রেণি পর্যবেক্ষণ নিয়ে আলোচনা।

দিন-১
অধিবেশন-২
তথ্যপত্র-১
ডিপিএড কর্মসূচি এবং ভিত্তি

প্রেক্ষাপট:

ডিপিএড কর্মসূচি বাংলাদেশের প্রাথমিক ও প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষকদের নতুন নতুন ধ্যান ধারণার সাথে তাল মিলিয়ে যুগোপযোগী কর্মকেন্দ্রিক শিখন- শেখানো পদ্ধতির উন্মেষ ঘটানোর একটি উন্নতমানের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির প্রচেষ্টার প্রথম ধাপ। বর্তমান সি-ইন-এড প্রশিক্ষণের উপর ভিত্তি করে সক্রিয় বিদ্যালয় শিখন কাঠামো তৈরি করা হয়েছে। সি-ইন-এড হলো প্রশিক্ষণ কিন্তু ডিপিএড হলো শিখন। এ পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণার্থীগণ তাত্ত্বিক জ্ঞান অর্জন করে একজন প্রদর্শকের অধীনে তা শ্রেণিকক্ষে প্রয়োগ করতে অভ্যস্ত হবেন। ফলে স্বাভাবিকভাবে শিক্ষা সম্পর্কিত গতানুগতিক ধ্যান ধারণা পরিহার করে সক্রিয়ভাবে শিখন কাজ পরিচালনায় অভ্যস্থ হবেন, আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার এবং গাঠনিক মূল্যায়নের মাধ্যমে শতভাগ যোগ্যতাভিত্তিক শিখন নিশ্চিত হবে। এছাড়া একবছর পিটিআইতে শিখন শেষে ছয় মাস একটি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকসহ কর্মকর্তাদের নিবিড় তত্ত্বাবধানের দ্বারা লব্ধ জ্ঞানকে স্বাধীনভাবে প্রয়োগের মাধ্যমে পরীক্ষা নিরিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি হবে। এটি একটি দ্বিমূখী প্রক্রিয়া এবং ব্যবহারিক শিখন চর্চা। এ ধরনের সৃষ্টিশীল ডিপিএড কর্মসূচিতে আইসিটি প্রয়োগ করে সকল স্তরে সম্পদের ব্যবহারের মাধ্যমে কাঙ্খিত পেশাগত দক্ষতার উন্নয়ন ঘটবে। অধ্যায় ও বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান সম্পর্কিত করে প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি এবং সকল কোর্স কম্পোনেন্ট এর বিস্তারিত সহায়ক সামগ্রীর সুষ্ঠু ব্যবহারের ভবিষ্যত পরিকল্পনা করতে সক্ষম হবেন।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য :

ডিপিএড কর্মসূচি অন্যতম লক্ষ্য হলো সক্রিয়তার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শিখন কাজ পরিচালনা, শিখনে সবোর্চ্চ প্রযুক্তির ব্যবহার ও গাঠনিক মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শিখন সুনিশ্চিত করা। শিক্ষকের পেশাগত দক্ষতা এক্ষেত্রে একান্ত অপরিহার্য। শিক্ষকের বিষয় জ্ঞানের জন্য প্রয়োজন নির্ভুল পরিকল্পনা, আন্তরিকভাবে শিক্ষাদান এবং যথাযথ মূল্যায়ন যা কি না আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে প্রাথমিক ও প্রাক-প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যসূচিকে কার্যকর করতে সহজতর হয়। বৈজ্ঞানিক শিখন জ্ঞান ও উপলব্ধিকে কাজে লাগাতে শিক্ষককে প্রাথমিক ও প্রাক-প্রাথমিক কারিকুলামের কাঠামো, পাঠ্যসূচি, যোগ্যতাসমূহ এবং মূল্যায়ন কৌশল অবশ্যই জানতে হবে। শিখন চাহিদামাফিক উন্নয়নের এবং শিখন তত্ত্বের কার্যকরি ও দ্বিমূখী চর্চার জ্ঞান ও উপলব্ধি করতে হবে।

যৌক্তিকতা :

সি-ইন-এড প্রশিক্ষণে শিক্ষকগণ জ্ঞান ও উপলব্ধির অভিন্ন এ্যাপ্রোচ উন্নয়নে পুরোপুরি সক্ষম হন নাই, যা কি না ডিপিএড কর্মসূচি সম্পন্ন করলে অর্জন করা সম্ভব হবে। ডিপিএড কর্মসূচিতে এটি একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। প্রশিক্ষণার্থী তাদের লব্ধ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা প্রয়োগ এবং অন্যান্যদের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে জ্ঞানকে চেতনায় পরিণত করতে সক্ষম হবে। অংশগ্রহণমূলক, সৃজনশীল ও মিথষ্ক্রিয়ার মাধ্যমে বেশিরভাগ শিক্ষক শিশুকে নতুন জ্ঞান অর্জনে প্রস্তুত করতে অবশ্যই সক্ষম হবেন। শিক্ষক বেশিরভাগ শিশুর নিজস্ব শিখন আবশ্যকতা চিহ্নিত করতে ও জ্ঞানমূলক উন্নয়নের ক্ষেত্র চিহ্নিত করতে সক্ষম হবেন। একীভূত শিক্ষার শিখন

পরিবেশ প্রস্তুত করে ফলাবর্তন দিতে পারবেন। শিক্ষক প্রশিক্ষণে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক জ্ঞান অত্যাবশ্যক। শিক্ষকের পেশাগতজ্ঞান, চর্চা, মূল্যবোধ এবং সম্পর্ক স্থাপন সম্মন্ধে উন্নয়ন অত্যন্ত জরুরী। সাথে সাথে বিষয়বস্তু অনুধাবন,শিখনফল, শিক্ষকযোগ্যতা, শিক্ষাদান কৌশল জানা ও প্রয়োগ প্রতিটি শিক্ষকের পেশাগত নৈতিক দায়িত্ব। পাশাপাশি শিশুর মূল্যায়ন এবং শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনায় দক্ষ হওয়া দরকার। কাজেই ডিপিএড কর্মসূচি শিক্ষার গুণগতমান নিশ্চিত করতে এবং শিক্ষকের পেশাগত দক্ষতা অর্জনে সি-ইন-এড প্রশিক্ষণের চেয়ে অধিকতর ফলপ্রসূ হবে।

ডিপিএড প্রোগ্রাম কাঠামো

সময়কাল: ১৮ মাস

পিটিআই এবং ট্রেনিং বিদ্যালয় -১২ মাস (টার্ম-১ম, ২য় এবং ৩য়)

নিজস্ব বিদ্যালয়-৬ মাস শিক্ষানবিশ (টার্ম-৪র্থ)

১ম টার্ম - ৪.৫ মাস

২য় টার্ম - ৩.৫ মাস

৩য় টার্ম - ৪ মাস

৪র্থ টার্ম - ৬ মাস

কোর্সে বিষয়সমূহ (পিটিআই ভিত্তিক ১২টি কোর্স এবং বিদ্যালয় ভিত্তিক ২টি কোর্স)

১। প্রোফেশন্যাল স্টাডিজ

• প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা এবং শিক্ষাক্রম	• মূল্যায়ন এবং শিক্ষণ
• প্রাথমিক শিক্ষা এবং শিক্ষাক্রম	• ধর্ম এবং মূল্যবোধ
• শিশুর বিকাশ এবং শিক্ষণ, ইনক্লুসিভ শিক্ষা	• শিক্ষণ এবং এ্যাকশান রিসার্চ
• শিক্ষণ পদ্ধতি	• আইসিটি মৌলিক জ্ঞান

২। বাংলা বিষয়জ্ঞান এবং বাংলা শিক্ষণবিজ্ঞান

৩। ইংরেজি বিষয়জ্ঞান এবং ইংরেজি শিক্ষণবিজ্ঞান

৪। গণিত বিষয়জ্ঞান এবং গণিত শিক্ষণবিজ্ঞান

৫। বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় বিষয়জ্ঞান এবং শিক্ষণবিজ্ঞান

৬। প্রাথমিক বিজ্ঞান বিষয়জ্ঞান এবং শিক্ষণবিজ্ঞান

৭। এক্সপ্রেসিভ আর্টস

- শারীরিক শিক্ষা
- চারু ও কারুকলা
- সংগীত

ডিপিএড প্রোগ্রাম

নতুন শিক্ষকের প্রারম্ভিক যোগ্যতা উন্নয়নের জন্য ডিপিএড প্রশিক্ষণ কোর্স প্রাথমিক ও প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার একটি সুচিন্তিত পদক্ষেপ। বর্তমানে প্রচলিত সি-ইন-এড কর্মসূচি কাঠামো থেকে অনেকক্ষেত্রে ডিপিএড প্রশিক্ষণ কোর্সের তাৎপর্যপূর্ণ স্বাতন্ত্র্য রয়েছে। পিটিআই-তে যেভাবে শিক্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালিত হয়, তার সংগে সক্রিয়ভাবে বাস্তব অনুশীলন সংযুক্ত করে ডিপিএড কোর্স সাজানো হয়েছে।

বর্তমান ডিপিএড কোর্সটি এমন এক রূপকল্পের আধারে ধারণ করা হয়েছে, যেখানে শিশুরা একটি সামগ্রিক শিখন পরিবেশে সৃজনশীল ও সংগঠনবাদী শিক্ষণ দর্শনের আলোকে লেখাপড়া করবে এ লক্ষ্যে অনুচিন্তনমূলক অনুশীলনের উপর ভিত্তি করে শিক্ষক-শিক্ষণ পরিচালিত হবে। অতপরঃ একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে উদ্ভূত একসেট মান (standards) ও যোগ্যতার (competencies) নিরিখে উপরে বর্ণিত কার্যক্রম নিয়ন্ত্রিত ও মূল্যায়িত হয়। এভাবে শিক্ষার্থীরা তাদের আনুষ্ঠানিক শিক্ষাকে বিদ্যালয়ের শিখনের সাথে বারংবার সম্পর্কিত করতে পারবে। কর্মসূচি-কাঠামো অনুযায়ী পিটিআই-এ ও ট্রেনিং স্কুলে অনুষ্ঠিত হবে বলে শিখনের মাঝে একটি যৌথক্রিয়ার প্রতিফলন ঘটে যাবে, ফলে শিক্ষার্থী ও প্রশিক্ষণার্থী-শিক্ষকদের মধ্যে একটা সার্থক পরিবেশ তৈরি করবে।

ডিপিএড প্রোগ্রাম এর উদ্দেশ্যাবলি (**Objectives**)

একজন কার্যকর শিক্ষকের অত্যাবশ্যক গুণাবলি, দক্ষতা ও জ্ঞান কী হতে পারে তার উপর ভিত্তি করে নিচে একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রণয়ন করা হলোঃ

পেশাগত জ্ঞান (**Professional Knowledge**)

১. প্রাথমিক ও প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রমের পূর্ণ পরিধি কার্যকর ও আস্থার সঙ্গে শিক্ষাদান ও মূল্যায়নের জন্য বিষয়জ্ঞানের পরিকল্পনা;
২. প্রাথমিক ও প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রমের পূর্ণ পরিধি কার্যকর ও আস্থার সঙ্গে শিক্ষাদান ও মূল্যায়নের জন্য শিক্ষণ বিজ্ঞানবিষয়ক জ্ঞানের পরিকল্পনা;
৩. জাতীয় প্রাথমিক ও প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রম, শিক্ষাক্রমের কাঠামো, বিষয়, যোগ্যতাসমূহ এবং মূল্যায়ন কৌশল সম্পর্কে জ্ঞান থাকা;
৪. কার্যকর ও সামগ্রিকভাবে শিক্ষাদানের জন্য শিশুবিকাশ ও শিক্ষণ তত্ত্বসমূহ সম্পর্কে জ্ঞান ও উপলব্ধি থাকা;
৫. শিক্ষকতার দায়িত্ব পালনের জন্য ব্যবহৃত বিধি-বিধান ও নীতিমালা সম্পর্কে অবহিত থাকা।

পেশাগত অনুশীলন (**Professional Practice**)

১. শিক্ষার্থীদের চাহিদার আলোকে পৃথক পৃথক শিক্ষণ তত্ত্ব ও শিক্ষণ পদ্ধতি অনুসরণে পাঠপরিকল্পনা ও পাঠপরিচালনার সক্ষমতা থাকা;
২. সকল শিক্ষার্থীর উচ্চ-প্রত্যাশা উপলব্ধি করতে পারা;

৩. যোগাযোগ দক্ষতা– সকল শিশু যাতে শিখনের বিষয়বস্তু সুস্পষ্টভাবে বুঝতে পারে সে জন্য উপস্থাপন করতে পারা;
৪. যোগাযোগ দক্ষতা– বিভিন্ন ধরনের কর্মতৎপরতা ও যথাযথ প্রশ্ন করার কৌশল জানা এবং শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনা দক্ষতার মাধ্যমে একটি শিখন পরিবেশ (scaffold of learning) তৈরির সক্ষমতা থাকা;
৫. নিরাপদ, যত্নশীল, সৃজনশীল, উদ্বুদ্ধকরণ ও চ্যালেঞ্জিং এবং একীভূত শিখন পরিবেশ সৃষ্টির দক্ষতা থাকা;
৬. পাঠসংশ্লিষ্ট ও কার্যকর এবং ICT-সহ শিক্ষোপকরণ পরিকল্পনা, উন্নয়ন ও ব্যবহারের দক্ষতা থাকা;
৭. শিক্ষার্থীদের শিখন এবং একীভূত শিক্ষা সম্প্রসারণে সমর্থন ও সহায়তাদানে পরিকল্পনা জ্ঞান ও মূল্যায়ন পরিচালনার দক্ষতা থাকা।

পেশাগত মূল্যবোধ ও সম্পর্ক স্থাপন (**Profesional Values / (Relationship)**

১. শিক্ষক সকল শিক্ষার্থীর সঙ্গে ব্যবহারে সমতাবিধান, একীভূতকরণ ও ন্যায়পরায়ণতার প্রতি দায়বদ্ধ থাকবেন;
২. শিক্ষক অনুচিন্তন অনুশীলন ও ধারাবাহিক পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নে দায়বদ্ধ থাকবেন;
৩. শিক্ষক সমাজের সকল সদস্যর সঙ্গে একত্রে কার্যকরভাবে কাজ করতে দায়বদ্ধ ও সক্ষম হবেন;
৪. সহকর্মীদের সাথে পেশাগত সহযোগিতার মাধ্যমে কাজ করার ব্যাপারে দায়িত্বশীল থাকবেন;

ভিত্তি

- সংগঠনবাদী শিক্ষাদর্শন ও অনুচিন্তনশীল শিক্ষণ মডেলের উপর ভিত্তি করে রচিত হয়েছে ডিপিএড শিক্ষক-শিক্ষার ফ্রেমওয়ার্ক। এটিই জাতীয় পরিকল্পনা এবং পেশাগত জ্ঞানের ভিত্তি। সংগঠনবাদী তত্ত্বের সহজ অর্থ হচ্ছে, শিশু, প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষক এবং শিক্ষকবৃন্দ তাদের মধ্যে বিদ্যমান ধারণা অথবা পূর্বজ্ঞান নিয়ে শ্রেণিকক্ষে আসেন। প্রত্যেক ব্যক্তির স্বতন্ত্র একগুচ্ছ জীবন অভিজ্ঞতা রয়েছে। তাদের কাছে শিক্ষণের অর্থ, ছোট বড় নির্বিশেষে একটি ব্যক্তিগত প্রক্রিয়া মাত্র। স্কুলের শিশু ও শিক্ষক উভয়ই স্কুলের শিখন পরিবেশে ও সমাজের নানা ক্ষেত্রে উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গের পূর্বজ্ঞান দ্বারা প্রভাবিত হন। নতুন শিখন অবশ্যই পূর্ববর্তী জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সঙ্গে সংযুক্ত হতে হবে যা তার পূর্ববর্তী জ্ঞানের বলবৃদ্ধিতে ও ধারণা প্রতিস্থাপনে সহায়তা করবে। যখন শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের সাথে দলে কাজ করে তখন তার সাহচার্যে শিক্ষার্থীর জ্ঞানের সৃষ্টি ও পুনর্সৃষ্টি হতে (Co-construct) থাকে।
- অনুচিন্তনমূলক শিক্ষণ মূলত একটি অনুসন্ধানী ও জিজ্ঞাসু শিক্ষণপদ্ধতি, যেখানে নৈতিকতার উপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়। এ পদ্ধতি বস্তুত সংগঠনবাদী শিক্ষণ ধারা ও সমস্যা সমাধানের সাথে সম্পর্কযুক্ত। এ তত্ত্বে ব্যক্তিকে সেবাদান মনোবৃত্তির নৈতিকতায় উজ্জীবিত করে, বহুমুখী প্রতিভাবান ব্যক্তিবর্গের মেধাকে তাদের সাংস্কৃতিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও লিঙ্গ পার্থক্য নির্বিশেষে শক্তি ও সম্মান প্রদর্শন করে। চাকরিপূর্ব শিক্ষার সূচনা থেকে শিক্ষকের পেশাগত জীবনব্যাপী কোর্সসমূহ ও কর্মশালাগুলো সতর্কভাবে আয়োজন করা বাঞ্ছনীয় যাতে সেগুলো মাঠ-অভিজ্ঞতার সংগে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। পিটিআই, সাব-ক্লাস্টার ও ইউআরসিতে অনুষ্ঠিত জীবনব্যাপী সিপিডি কোর্সে শিক্ষক-শিক্ষার প্রকৃত লক্ষ্য হচ্ছে, শিক্ষকদের মধ্যে অনুসন্ধানস্পৃহা জাগিয়ে তোলা, যাতে তারা সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় মূল্যবোধের প্রয়োগে দৃঢ় অবস্থান নেন।

- সক্রিয় (Active) শিক্ষণ মডেলের উপর ভিত্তি করে রচিত হয়েছে।
- শিক্ষার্থী তার মুক্ত চিন্তনের মাধ্যমে শিখবে।
- শিখন শিক্ষক, শিক্ষার্থীদের এবং অভিভাবকদের সহযোগিতায় সম্পন্ন হবে।
- শিক্ষার্থী পর্যবেক্ষণ এবং Reflection এর মাধ্যমে অভিজ্ঞতা অর্জন করবে এবং শিখবেন।
- শিক্ষার্থী তার নিজস্ব শিখনের ধরন অনুযায়ী শিখবে।
- শিক্ষার্থী তার নিজের পূর্বজ্ঞান যাচাই করে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে ধীরে ধীরে শিখবে।

দিন-২
অধিবেশন-১
তথ্যপত্র-১
বাংলা বিষয়ের উদ্দেশ্য

এই প্রশিক্ষণ শেষে অংশগ্রহণকারীগণ -

১. প্রথম শ্রেণি থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত প্রতিটি শিক্ষার্থীর, বাংলা বিষয়ের শিখনের বর্তমান অবস্থা চিহ্নিত করতে পারবেন।
২. প্রথম শ্রেণি থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত প্রতিটি শিক্ষার্থীর বাংলা বিষয়ের শিখন চাহিদা (Learning need) নির্ণয় করতে পারবেন।
৩. ভিন্ন পাঠগত অবস্থানে অবস্থিত শিক্ষার্থীদের ভিন্ন ভিন্ন শিখন চাহিদা নির্দেশ করে পাক্ষিক পরিকল্পনা তৈরি করতে পারবেন।
৪. তৈরিকৃত পাঠ পরিকল্পনা অনুযায়ী শ্রেণিতে অবস্থিত ভিন্ন পাঠগত অবস্থানে অবস্থিত শিক্ষার্থীদের জন্য পাঠ পরিচালনার কৌশলগুলো আয়ত্ব করতে পারবেন।
৫. শ্রেণি পরিচালনায় বাংলা বিষয়ের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ তৈরির কৌশল ও বিভিন্ন উপকরণ ব্যবহার ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
৬. শিশুর শিখনের বর্তমান চাহিদা অনুযায়ী স্তরভিত্তিক পাঠদান করতে পারবেন।
৭. Activity Based Learning (ABL)পদ্ধতিতে শ্রেণিকক্ষ কার্যাবলি পরিচালনা করতে পারবেন।
৮. শিখন প্রক্রিয়ায় প্রতিটি শিশুর সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে, শ্রেণিকক্ষেই শিশুর শিখন নিশ্চিত করতে পারবেন।
৯. শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের সময়ের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে পারবেন।
১০. প্রত্যেক শিক্ষার্থীর সামর্থ অনুযায়ী শিখন নিশ্চিত করার জন্য চলমান মূল্যায়ন ও চলমান মূল্যায়নের ভিত্তিতে পাঠ পরিকল্পনা প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
১১. প্রতিটি শিশুর সৃজনশীলতার বিকাশের সুযোগ তৈরি করে, প্রত্যেকটি শিশুকে স্বনির্ভর পাঠক ও স্বনির্ভর লেখক হিসাবে গড়ে তুলতে পারার কৌশল শিখবেন।

প্রশিক্ষণে বাংলা বিষয়ের বিষয়বস্তু

১. বাংলা বিষয়ের প্রান্তিক যোগ্যতা ও অর্জন উপযোগী যোগ্যতা ও পাঠ উপকরণ পরিচিতি।
২. বেইসলাইন মূল্যায়ন টুলস ও ফরমেট পরিচিতি ও বেইসলাইন মূল্যায়ন টুলস ও ফরমেটের সাহায্যে শিক্ষার্থী মূল্যায়ন ও সামর্থ অনুযায়ী শ্রেণিকরণ।
৩. বাংলা বিষয়ের বর্তমান ও প্রস্তাবিত পাঠদান পদ্ধতি বিশ্লেষণ ও তুলনামূলক আলোচনা।
৪. শিক্ষার্থীর শিখন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সময় বিভাজন, পাঠদান পদ্ধতি, শ্রেণি ব্যবস্থাপনা ও শ্রেণি পরিচালনা বিভিন্ন কৌশল।
৫. বাংলা বিষয়ের সহায়ক উপকরণ তৈরির কৌশল।
৬. শিক্ষার্থীর সামর্থ অনুযায়ী শিখন মূল্যায়ন কৌশল ও মূল্যায়নের ভিত্তিতে পাঠ পরিকল্পনা।

দিন-২
অধিবেশন-২
তথ্যপত্র-১

শ্রেণিভিত্তিক ও বিষয়ভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম হলো এমন শিক্ষাক্রম যেখানে বিষয়বস্তু আত্মস্থ করাটা মুখ্য নয়, বরং বিষয়বস্তুকে ব্যবহার করে কতগুলো যোগ্যতা অর্জনকে লক্ষ্য হিসেবে নির্ধারণ করা হয়। অর্থাৎ বিষয়বস্তু বা পদ্ধতি যাই হোক না কেন, শ্রেণিকক্ষের প্রতিটি শিশুকে কতগুলো যোগ্যতা বা শিখন মানদণ্ড অর্জন করতে হবে। বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষাক্রমের অন্তর্গত সকল বিষয়ে ১ম থেকে ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত ৫ বছর মেয়াদী পঠন-পাঠন শেষে শিশুরা কতগুলো প্রান্তিক যোগ্যতা অর্জন করবে বলে প্রত্যাশা করা হয়। প্রান্তিক যোগ্যতা অর্জনের প্রক্রিয়াকে সুনির্দিষ্ট করার জন্য প্রতিটি বিষয়-ক্ষেত্রে প্রতিটি শ্রেণির জন্য শ্রেণি ও বিষয়ভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা নির্ধারণ করা হয়েছে। বাংলা বিষয়ের ১ম থেকে ৫ম শ্রেণির যোগ্যতাগুলো নিচে দেয়া হলো। মনে রাখতে হবে যে, শ্রেণিকক্ষের সকল কর্মকাণ্ড এমনভাবে পরিচালিত হবে যাতে করে শ্রেণির প্রতিটি শিশুই প্রতিটি যোগ্যতা অর্জন করতে পারে।

আবশ্যকীয় শিখনক্রম

বিষয় : বাংলা ভাষা

বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা	শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা				
	প্রথম শ্রেণি	দ্বিতীয় শ্রেণি	তৃতীয় শ্রেণি	চতুর্থ শ্রেণি	পঞ্চম শ্রেণি
ভাষাদক্ষতা : শোনা					
১. বাংলাভাষার গঠন-বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ধারণা লাভ করা।	১.১ বাক্য ও শব্দে ব্যবহৃত বাংলা বর্ণমালার ধ্বনি ও নির্বাচিত যুক্তবর্ণের ধ্বনি মনোযোগ সহকারে শুনবে। ১.২ কারচিহ্নহীন ও কারচিহ্নযুক্ত শব্দ এবং অনুরূপ শব্দযোগে বাক্য শুনবে। ১.৩ নির্দেশনা, প্রশ্ন, অনুরোধ ইত্যাদি শুনে বুঝতে পারবে।	১.১ বাক্য ও শব্দে ব্যবহৃত বাংলা যুক্তবর্ণের ধ্বনি মনোযোগ সহকারে শুনবে। ১.২ বিভিন্ন শব্দ ও ছোট ছোট বাক্য শুনে বুঝতে পারবে। ১.৩ নির্দেশনা, প্রশ্ন, অনুরোধ শুনে বুঝতে পারবে।	১.১ বাংলা বর্ণ ও যুক্তবর্ণ সহযোগে গঠিত শব্দ শুনে বুঝতে পারবে। ১.২ পরিচিত ও পাঠে ব্যবহৃত শব্দ দিয়ে গঠিত বাক্য শুনে বুঝতে পারবে। ১.৩ নির্দেশনা, প্রশ্ন, অনুরোধ, ঘোষণা শুনে বুঝতে পারবে।	১.১ বাংলা যুক্তবর্ণ সহযোগে গঠিত শব্দ শুনে বুঝতে পারবে। ১.২ সহজ বাক্য শুনে বুঝতে পারবে। ১.৩ নির্দেশনা, প্রশ্ন, অনুরোধ, ঘোষণা, আদেশ শুনে বুঝতে পারবে।	১.২ বাংলা যুক্তবর্ণ সহযোগে গঠিত শব্দ শুনে বুঝতে পারবে। ১.২ সহজ বাক্য শুনে বুঝতে পারবে। ১.৩ নির্দেশনা, প্রশ্ন, অনুরোধ,ঘোষণা, আদেশ, উপদেশ শুনে বুঝতে পারবে।
২. ছড়া, কবিতা, রূপকথা, গল্প ইত্যাদি শ্রুতিগ্রাহ্য সাহিত্য শুনে বুঝতে পারা ও আনন্দ লাভ করা।	২.১ ছড়া ও কবিতা শুনে আনন্দ লাভ করবে। ২.২ গল্পকথা শুনে বুঝতে পারবে ও আনন্দ লাভ করবে।	২.১ ছড়া ও কবিতা শুনে বুঝতে পারবে ও আনন্দ লাভ করবে। ২.২ গল্প শুনে বুঝতে পারবে ও আনন্দ লাভ করবে।	২.১ ছড়া ও কবিতা শুনে মূল বিষয় বুঝতে পারবে। ২.২ গল্প ও উপকথা শুনে মূল বিষয় বুঝতে পারবে।	২.১ ছড়া ও কবিতা শুনে মূল বিষয় ও ভাব বুঝতে পারবে। ২.২ গল্প ও রূপকথা শুনে মূল বিষয় ও ভাব বুঝতে পারবে।	২.১ ছড়া ও কবিতা শুনে মূল বিষয় ও ভাব অনুধাবন করতে পারবে। ২.২ গল্প ও রূপকথা শুনে ঘটনা, মূল বিষয় ও ভাব বুঝতে ও উপভোগ করতে পারবে।

বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা	শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা				
	প্রথম শ্রেণি	দ্বিতীয় শ্রেণি	তৃতীয় শ্রেণি	চতুর্থ শ্রেণি	পঞ্চম শ্রেণি
৩. কথোপকথন, বর্ণনা, সংলাপ ইত্যাদি শুনে বুঝতে পারা।	৩.১ পরিচয়মূলক কথোপকথন ও বর্ণনা শুনে বুঝতে পারবে	৩.১ পরিচয়মূলক কথোপকথন ও বর্ণনা শুনে বুঝতে পারবে।	৩.১ পরিচিত বিষয়ে কথোপকথন ও বর্ণনা শুনে বুঝতে পারবে।	৩.১ নির্ধারিত বিষয়ে কথোপকথন ও বর্ণনা শুনে বুঝতে পারবে।	৩.১ নাটকের সংলাপ ও বর্ণনা শুনে বুঝতে পারবে।
	৩.২ সহপাঠী ওপরিচিত ব্যক্তির নাম শুনে মনে রাখতে পারবে।	৩.২ -	৩.২ -	৩.২ -	৩.২ -
	৩.৩ পরিচিত ফুল,ফল, রং, পশুপাখি ইত্যাদির নাম শুনে মনে রাখতে পারবে।	৩.৩ পরিচিত ফুল,ফল, রং,পশুপাখি,গাছপালা, নদী ইত্যাদির বর্ণনা শুনে বুঝতে পারবে।	৩.৩ পাখির বর্ণনা শুনে বুঝতে পারবে।	৩.৩ -	৩.৩ -
	৩.৪ সাত দিনের নাম শুনে মনে রাখতে পারবে।	৩.৪ বাংলা বার মাস ও ছয় ঋতুর নাম শুনে মনে রাখতে ও বিষয় বুঝতে পারবে।	৩.৪ -	৩.৪ বাংলাদেশের প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যের বর্ণনা শুনে বুঝতে পারবে।	১.৪ সহজ বিষয়ে আলোচনা শুনে মূলভাব বুঝতে পারবে।
	৩.৫ এক থেকে বিশ পর্যন্ত গণনাবাচক শব্দ শুনে বুঝতে পারবে	৩.৫ এক থেকেএকশ পর্যন্ত গণনাবাচক শব্দ শুনে বুঝতে পারবে।	৩.৫ প্রথম থেকে দশম পর্যন্ত ক্রমবাচক শব্দ শুনে বুঝতে পারবে।	৩.৫ প্রথম থেকে বিংশ পর্যন্ত ক্রমবাচক এবং এক থেকে দশ পর্যন্ত তারিখবাচক শব্দ শুনে বুঝতে পারবে।	১.৫ পাঠে ও অন্যান্য ক্ষেত্রে ব্যবহৃত সংখ্যাবাচক শব্দ শুনে বুঝতে পারবে।

বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা	শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা									
	প্রথম শ্রেণি		দ্বিতীয় শ্রেণি		তৃতীয় শ্রেণি		চতুর্থ শ্রেণি		পঞ্চম শ্রেণি	
ভাষাদক্ষতা : বলা										
১. বাংলাভাষার গঠন-বৈশিষ্ট্য সম্পর্কিত ধারণা প্রয়োগ করে কথা বলতে পারা	১.১	বাক্য ও শব্দে ব্যবহৃত বাংলা বর্ণমালার ধ্বনি ও নির্বাচিত যুক্তবর্ণের ধ্বনি স্পষ্ট ও শুদ্ধভাবে বলতে পারবে।	১.১	বাক্য ও শব্দে ব্যবহৃত বাংলা যুক্তবর্ণের ধ্বনি স্পষ্ট ও শুদ্ধভাবে বলতে পারবে।	১.১	যুক্তবর্ণ সহযোগে তৈরি শব্দ ও শব্দযুক্ত বাক্য স্পষ্ট ও শুদ্ধভাবে বলতে পারবে।	১.১	যুক্তবর্ণ সহযোগে তৈরি শব্দ ও এরূপ শব্দযুক্ত বাক্য স্পষ্ট ও শুদ্ধভাবে বলতে পারবে।	১.১	যুক্তবর্ণ সহযোগে তৈরি শব্দ ও অনুরূপ শব্দযুক্ত বাক্য স্পষ্ট ও শুদ্ধভাবে বলতে পারবে।
	১.২	কারচিহ্নহীন ও কারচিহ্নযুক্ত শব্দ বলতে পারবে।	১.২	-	১.২	-	১.২		১.২	-
	১.৩	অনুরোধ ও প্রশ্ন করতে পারবে।	১.৩	অনুরোধ ও প্রশ্ন করতে পারবে।	১.৩	অনুরোধ ও প্রশ্ন করতে পারবে।	১.৩	অনুরোধ, প্রশ্ন ও ঘোষণা করতে পারবে।	১.৩	নির্দেশ দিতে এবং অনুরোধ, প্রশ্ন ও ঘোষণা করতে পারবে।

বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা	শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা				
	প্রথম শ্রেণি	দ্বিতীয় শ্রেণি	তৃতীয় শ্রেণি	চতুর্থ শ্রেণি	পঞ্চম শ্রেণি
২. ছড়া, কবিতা, রূপকথা, গল্প, কথোপকথন, বর্ণনা ইত্যাদি বুঝে বলতে পারা।	২.১ পাঠ্য ও পাঠ-বহির্ভূত ছড়া ও কবিতা স্পষ্টভাবে বলতে পারবে।	২.১ পাঠ্য ও পাঠ-বহির্ভূত ছড়া ও কবিতা আবৃত্তি করতে পারবে।	২.১ পাঠ্য ও পাঠ-বহির্ভূত ছড়া ও কবিতা শ্রবণযোগ্য স্বরে আবৃত্তি করতে পারবে।	২.১ পাঠ্য ও পাঠ-বহির্ভূত ছড়া ও কবিতা সঠিক ছন্দে আবৃত্তি করতে পারবে।	২.১ প্রমিত উচ্চারণে ও ছন্দ বজায় রেখে কবিতা আবৃত্তি করতে পারবে।
	২.২ -	২.২ ছড়া ও কবিতার বিষয়বস্তু সম্পর্কে বলতে পারবে।	২.২ ছড়া ও কবিতার মূল বিষয় বলতে পারবে।	২.২ কবিতা সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর এবং কবিতার মূলভাব বলতে পারবে।	২.২ কবিতা সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর এবং কবিতার মূলভাব বলতে পারবে।
	২.৩ ছবি দেখে গল্প বলতে পারবে।	২.৩ ছবি দেখে গল্প বলতে পারবে।	২.৩ ছবি দেখে গল্প বলতে পারবে।	২.৩ -	২.৩ -
	২.৪ গল্প সম্পর্কে বলতে পারবে।	২.৪ গল্প সম্পর্কে বলতে পারবে।	২.৪ গল্প ও উপকথার মূল বিষয় বলতে পারবে।	২.৪ গল্প ও রূপকথার মূল বিষয় ও ভাব বলতে পারবে।	২.৪ গল্প ও রূপকথার মূল বিষয় ও ভাব বলতে পারবে।
	২.৫ পরিচয়মূলক কথোপকথনে অংশগ্রহণ করতে ও বর্ণনা করতে পারবে।	২.৫ কথোপকথনে অংশগ্রহণ করতে ও বিভিন্ন বিষয় বর্ণনা করতে পারবে।	২.৫ কথোপকথনে অংশগ্রহণ করতে ও সহজ বিষয় বর্ণনা করতে পারবে।	২.৫ কথোপকথনে অংশগ্রহণ করতে ও বিভিন্ন বিষয় বর্ণনা করতে পারবে।	২.৫ নাটকের সংলাপ বলতে পারবে ও নির্দিষ্ট বিষয় বর্ণনা করতে পারবে।
	২.৬ পরিচিত ফুল, ফল, রং, পশুপাখি ইত্যাদির নাম বলতে পারবে।	২.৬ পরিচিত ফুল,ফল, রং,পশুপাখি,গাছপালা, নদী ইত্যাদি বিষয়ে বলতে পারবে।	২.৬ পাখির বর্ণনা করতে পারবে ও সংশিণ্টষ্ট প্রশ্ন করতে ও উত্তর দিতে পারবে।	২.৬ -	২.৬ -
	২.৭ সাত দিনের নাম বলতে পারবে।	২.৭ বাংলা বারো মাস ও ছয় ঋতুর নাম ও এ সম্পর্কে বলতে পারবে।	২.৭ -	২.৭ বাংলাদেশের প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য সম্পর্কে বলতে পারবে।	২.৭ বাংলাদেশের প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য সম্পর্কে বলতে পারবে।
	২.৮ এক থেকে বিশ পর্যন্ত গণনাবাচক শব্দ বলতে পারবে।	২.৮ এক থেকে এক শ পর্যন্ত গণনাবাচক শব্দ শুদ্ধভাবে বলতে পারবে।	২.৮ প্রথম থেকে দশম পর্যন্ত ক্রমবাচক শব্দ শুদ্ধভাবে বলতে পারবে।	২.৮ প্রথম থেকে বিংশ পর্যন্ত ক্রমবাচক ও এক থেকে দশ পর্যন্ত তারিখবাচক শব্দ শুদ্ধভাবে বলতে পারবে।	২.৮ পাঠে ও অন্যান্য রচনায় ব্যবহৃত সংখ্যাবাচক শব্দ বলতে পারবে।

বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা	শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা				
	প্রথম শ্রেণি	দ্বিতীয় শ্রেণি	তৃতীয় শ্রেণি	চতুর্থ শ্রেণি	পঞ্চম শ্রেণি
৩. সহপাঠী ও অন্যদের সঙ্গে প্রমিত উচ্চারণে কথা বলতে পারা।	৩.১ প্রমিত চলিত উচ্চারণে কথা বলা অনুশীলন করতে পারবে। ৩.১ সম্মানসূচক সম্বোধন করতে পারবে।	৩.১ প্রমিত চলিত উচ্চারণে কথা বলতে পারবে। ৩.২ সম্মানসূচক সম্ভাষণ করতে পারবে।	৩.১ শ্রেণিকক্ষে নিজের ও সহপাঠীদের পরিচয় প্রমিত চলিত উচ্চারণে বলতে পারবে। ৩.২ বিনয়ের সাথে সম্বোধন করে অনুমতি চাইতে ও কথা বলতে পারবে।	৩.১ প্রমিত চলিত উচ্চারণে জানা বিষয়বস্তু বুঝিয়ে বলতে পারবে। ৩.২ সম্মান প্রদর্শন করে বিনয়ের সঙ্গে প্রমিত চলিত উচ্চারণে কথা বলতে পারবে।	৩.১ প্রমিত চলিত উচ্চারণে সকলের সঙ্গে কথা বলতে পারবে। ৩.২ আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক পরিবেশে মৌখিক আদব-কায়দাসহ কথা বলতে পারবে।
৪. বিভিন্ন বিষয়ে মতামত প্রদান ও অনুভূতি ব্যক্ত করতে পারা।	৪.১ সহজ বিষয়ে অনুভূতি ব্যক্ত করতে পারবে।	৪.১ শ্রেণিকক্ষে পঠিত বিষয় সম্পর্কে নিজের অনুভূতি ব্যক্ত করতে পারবে।	৪.১ দেখা ঘটনা সম্পর্কে কথা বলতে পারবে।	৪.১ দেখা ঘটনার বিষয়ে অভিব্যক্তিসহ মত প্রকাশ করতে পারবে।	৪.১ বিভিন্ন বিষয়ে অনুভূতি ও মত প্রকাশ করতে পারবে।

বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা	শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা				
	প্রথম শ্রেণি	দ্বিতীয় শ্রেণি	তৃতীয় শ্রেণি	চতুর্থ শ্রেণি	পঞ্চম শ্রেণি
ভাষাদক্ষতা : পড়া					
১. স্পষ্ট, শুদ্ধ ও প্রমিত উচ্চারণে সাবলীলভাবে পড়তে পারা।	১.১ বাংলা বর্ণমালা পড়তে পারবে। ১.২ বর্ণের সঙ্গে কারচিহ্ন যুক্ত করে পড়তে পারবে। ১.৩ নির্বাচিত কয়েকটি যুক্তব্যঞ্জন পড়তে পারবে। ১.৪ পাঠ্যপুস্তক ও সমমানের বইয়ের শব্দ ও বাক্য পড়তে পারবে। ১.৫ দাঁড়ি বিরামচিহ্নটি চিনে বাক্য পড়তে পারবে।	১.১ - ১.২ - ১.৩ যুক্তব্যঞ্জন পড়তে পারবে। ১.৪ পাঠ্যপুস্তক ও সমমানের বইয়ের শব্দ ও বাক্য প্রমিত উচ্চারণে পড়তে পারবে। [১.৫ দাঁড়ি, প্রশ্নবোধক, কমা বিরামচিহ্ন চিনে বাক্য পড়তে পারবে।	১.১ - ১.২ - ১.৩ যুক্তব্যঞ্জন স্পষ্ট ও শুদ্ধ উচ্চারণে পড়তে পারবে। ১.৪ পাঠ্যপুস্তক ও সমমানের বইয়ের শব্দ ও বাক্য শ্রবণযোগ্য স্বরে ও প্রমিত উচ্চারণে পড়তে পারবে। ১.৫ বিভিন্ন বিরামচিহ্ন চিনে স্বাভাবিকভাবে বাক্য ও চরণ পড়তে পারবে।	১.১ - ১.২ - ১.৩ যুক্তব্যঞ্জন-সংবলিত শব্দ ও বাক্য শুদ্ধভাবে পড়তে পারবে। ১.৪ পাঠ্যপুস্তক ও সমমানের বইয়ের শব্দ ও বাক্য শ্রবণযোগ্য স্পষ্ট স্বরে ও প্রমিত উচ্চারণে যথাসম্ভব স্বাভাবিক গতিতে পড়তে পারবে। ১.৫ বিরামচিহ্ন দেখে সাবলীলভাবে স্তবক ও অনুচ্ছেদ পড়তে পারবে।	১.১ - ১.২ - ১.৩ পাঠে ও সমমানের বইয়ে ব্যবহৃত যুক্তব্যঞ্জন-সংবলিত শব্দ ও বাক্য শুদ্ধভাবে পড়তে পারবে। ১.৪ পাঠ্যপুস্তক ও সমমানের বইয়ের পাঠ শ্রবণযোগ্য স্পষ্ট স্বরে ও প্রমিত উচ্চারণে সাবলীলভাবে পড়তে পারবে। ১.৫ বিরামচিহ্ন দেখে অর্থযতি ও শ্বাসযতি বজায় রেখে স্তবক ও অনুচ্ছেদ পড়তে পারবে।

বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা	শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা				
	প্রথম শ্রেণি	দ্বিতীয় শ্রেণি	তৃতীয় শ্রেণি	চতুর্থ শ্রেণি	পঞ্চম শ্রেণি
২. ছড়া, কবিতা, রূপকথা, গল্প, কথোপকথন, বর্ণনা ইত্যাদি পড়ে মূলভাব বুঝতে পারা।	২.১ সহজ ছড়া কবিতা পড়তে পারবে। ২.২ - ২.৩ - ২.৪ গল্পকথা পড়ে বুঝতে পারবে। ২.৫ কথোপকথন ও বর্ণনা পড়তে পারবে। ২.৬ পরিচিত ফুল, ফল, রং, পশুপাখি ইত্যাদির নাম পড়তে পারবে। ২.৭ সাত দিনের নাম পড়তে পারবে। ২.৮ এক থেকে বিশ পর্যন্ত গণনাবাচক শব্দ পড়তে পারবে।	২.১ প্রমিত উচ্চারণে ছড়া ও কবিতা পড়তে পারবে। ২.২ প্রমিত উচ্চারণে ছড়া ও কবিতা আবৃত্তি করতে পারবে। ২.৩ - ২.৪ গল্পকথা ও রূপকথা পড়ে বুঝতে পারবে। ২.৫ কথোপকথন ও বর্ণনা পড়ে বুঝতে পারবে। ২.৬ পরিচিত ফুল, ফল, রং, পশুপাখি, গাছপালা, নদী ইত্যাদি বিষয়ে পড়তে ও বিষয় বুঝতে পারবে। ২.৭ বাংলা বারো মাস ও ছয় ঋতুর নাম পড়তে ও বিষয় বুঝতে পারবে। ২.৮ এক থেকে এক শ পর্যন্ত গণনাবাচক শব্দ পড়তে পারবে।	২.১ প্রমিত উচ্চারণে ছড়া ও কবিতা পড়তে পারবে। ২.২ প্রমিত উচ্চারণে ছড়া ও কবিতা আবৃত্তি করতে পারবে। ২.৩ - ২.৪ গল্পকথা ও উপকথা পড়ে বুঝতে পারবে। ২.৫ কথোপকথন ও বর্ণনা প্রমিত উচ্চারণে পড়ে বুঝতে পারবে। ২.৬ পাখির বর্ণনা পড়তে ও বিষয়বস্তু বুঝতে পারবে। ২.৭ - ২.৮ প্রথম থেকে দশম পর্যন্ত ক্রমবাচক শব্দ পড়তে পারবে।	২.১ ছন্দ ঠিক রেখে প্রমিত উচ্চারণে, স্বাভাবিক গতিতে ছড়া ও কবিতা পড়তে পারবে ও মূলভাব বুঝতে পারবে। ২.২ ছড়া ও কবিতা সঠিক ছন্দে, স্বরভঙ্গিতে, প্রমিত উচ্চারণে, স্বাভাবিক গতিতে আবৃত্তি করতে পারবে। ২.৩ - ২.৪ গল্পকথা ও রূপকথা পড়ে বিষয় ও ভাব বুঝতে পারবে। ২.৫ কথোপকথন ও বর্ণনা পড়ে বিষয় ও ভাব বুঝতে পারবে। ২.৬ - ২.৭ বাংলাদেশের প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য বিষয়ে বর্ণনা বুঝতে পারবে। ২.৮ প্রথম থেকে বিংশ পর্যন্ত ক্রমবাচক ও এক থেকে দশ পর্যন্ত তারিখবাচক শব্দ পড়তে পারবে।	২.১ পাঠ্যবই ও সমমানের বইয়ের ছড়া ও কবিতা পড়ে মূলভাব বুঝতে পারবে। ২.২ পাঠ্যবই ও সমমানের বইয়ের ছড়া ও কবিতা সাবলীলভাবে আবৃত্তি করতে পারবে। ২.৩ - ২.৪ গল্পকথা ও রূপকথা পড়ে মূল বিষয় ও ভাব বুঝতে পারবে। ২.৫ নাটকের সংলাপ ও নির্দিষ্ট বিষয়ের বর্ণনা পড়ে বুঝতে পারবে। ২.৬ - ২.৭ বাংলাদেশের প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য বিষয়ে বর্ণনা বুঝতে পারবে। ২.৮ পাঠে ও অন্যান্য রচনায় ব্যবহৃত সংখ্যাবাচক শব্দ পড়তে পারবে।

বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা	শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা				
	প্রথম শ্রেণি	দ্বিতীয় শ্রেণি	তৃতীয় শ্রেণি	চতুর্থ শ্রেণি	পঞ্চম শ্রেণি
৩. হাতের লেখা ও মুদ্রিত লেখা পড়তে পারা।	৩.১ নিজের লেখা বর্ণ, শব্দ ও বাক্য পড়তে পারবে। ৩.২ - ৩.৩ পাঠ্যপুস্তকের সমমানসম্পন্ন শিশুতোষ বই পড়তে পারবে।	৩.১ নিজের ও অন্যের লেখা শব্দ ও বাক্য পড়তে পারবে। ৩.২ - ৩.৩ পাঠ্যপুস্তকের সমমানসম্পন্ন শিশুতোষ বই পড়তে পারবে।	৩.১ নিজের ও অন্যের লেখা অনুচ্ছেদ পড়তে পারবে। ৩.২ বিভিন্ন ধরনের সহজ সংকেত/নির্দেশ, ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নামফলক পড়তে পারবে। ৩.৩ পাঠ্যপুস্তকের সমমানসম্পন্ন শিশুতোষ ও অন্যান্য বই পড়তে পারবে।	৩.১ নিজের ও অন্যের লেখা চিঠিপত্র ও দরখাস্ত পড়তে পারবে। ৩.২ বিভিন্ন ধরনের সহজ সংকেত/নির্দেশ, ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নামফলক, বিজ্ঞাপন, দেয়ালপত্র, প্রচারপত্র ইত্যাদি পড়তে পারবে। ৩.৩ পাঠ্যপুস্তকের সমমানসম্পন্ন শিশুতোষ ও অন্যান্য বই পড়তে পারবে।	৩.১ নিজের ও অন্যের লেখা চিঠিপত্র, দরখাস্ত ও ফরম পড়তে পারবে। ৩.২ বিভিন্ন ধরনের সহজ সংকেত/নির্দেশ, ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নামফলক, বিজ্ঞাপন, দেয়ালপত্র, প্রচারপত্র ইত্যাদি পড়তে ও বুঝতে পারবে। ৩.৩ পাঠ্যপুস্তকের সমমানসম্পন্ন শিশুতোষ বই ও পত্র-পত্রিকার শিশুদের পাতা পড়ে বুঝতে পারবে।

প্রান্তিক যোগ্যতা	শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা				
	প্রথম শ্রেণি	দ্বিতীয় শ্রেণি	তৃতীয় শ্রেণি	চতুর্থ শ্রেণি	পঞ্চম শ্রেণি
ভাষাদক্ষতা : লেখা					
১. স্পষ্ট, পরিচ্ছন্ন ও শুদ্ধভাবে লিখতে পারা।	১.১ স্পষ্ট ও সঠিক আকৃতিতে বাংলা বর্ণমালা লিখতে পারবে। ১.২ কারচিহ্ন সঠিক আকৃতিতে লিখতে পারবে। ১.৩ কারচিহ্নহীন ও কারচিহ্নযুক্ত বর্ণ-সহযোগে শব্দ লিখতে পারবে। ১.৪ নির্বাচিত যুক্তব্যঞ্জন ভেঙে লিখতে ও যুক্তব্যঞ্জন সহযোগে শব্দ লিখতে পারবে। ১.৫ পাঠ্যপুস্তকের শব্দ ও বাক্য লিখতে পারবে। ১.৬ বিরামচিহ্ন - দাঁড়ি ব্যবহার করে বাক্য লিখতে পারবে। ১.৭ এক থেকে বিশ পর্যন্ত গণনাবাচক শব্দ লিখতে পারবে ১.৮ -	১.১ - ১.২ - ১.৩ ১.৪ যুক্তব্যঞ্জন ব্যবহার করে শব্দ লিখতে পারবে। ১.৫ পাঠে ব্যবহৃত শব্দ দিয়ে বাক্য লিখতে পারবে। ১.৬ বিরামচিহ্ন - দাঁড়ি, কমা ও প্রশ্নবোধক চিহ্ন ব্যবহার করে বাক্য লিখতে পারবে। ১.৭ এক থেকে এক শ পর্যন্ত গণনাবাচক শব্দ লিখতে পারবে। ১.৮ -	১.১ - ১.২ - ১.৩ - ১.৪ যুক্তব্যঞ্জন ব্যবহার করে শব্দ গঠন করতে ও বাক্যে প্রয়োগ করতে পারবে। ১.৫ পাঠে ব্যবহৃত শব্দ ব্যবহার করে নতুন বাক্য লিখতে পারবে ১.৬ পাঠ্যপুস্তকে ব্যবহৃত বিরামচিহ্ন ব্যবহার করে বাক্য ও চরণ লিখতে পারবে। ১.৭ প্রথম থেকে দশম পর্যন্ত ক্রমবাচক শব্দ লিখতে পারবে। ১.৮ -	১.১ - ১.২ - ১.৩ - ১.৪ যুক্তব্যঞ্জন ব্যবহার করে নতুন নতুন শব্দ গঠন করে বাক্যে প্রয়োগ করতে পারবে। ১.৫ পাঠ ও পাঠ-বহির্ভূত শব্দ ব্যবহার করে নতুন নতুন বাক্য লিখতে পারবে। ১.৬ পাঠে ব্যবহৃত বিরামচিহ্ন ব্যবহার করে বাক্য ও চরণ লিখতে পারবে। ১.৭ এক থেকে দশ পর্যন্ত ক্রমবাচক এবং এক থেকে দশ পর্যন্ত তারিখবাচক শব্দ লিখতে পারবে। ১.৮ সংক্ষিপ্ত শ্রুতলিপি লিখতে পারবে।	১.১ - ১.২ - ১.৩ - ১.৪ যুক্তব্যঞ্জন ব্যবহার করে নতুন নতুন শব্দ গঠন করে বাক্যে প্রয়োগ করতে পারবে। ১.৫ পাঠ ও পাঠ-বহির্ভূত শব্দ ব্যবহার করে নতুন নতুন বাক্য লিখতে পারবে। ১.৬ বিরামচিহ্ন ব্যবহার করে বাক্য ও চরণ লিখতে পারবে। ১.৭ পাঠে ও অন্যান্য রচনায় ব্যবহৃত সংখ্যাবাচক শব্দ লিখতে পারবে। ১.৮ পাঠ ও পাঠ-বহির্ভূত শ্রুতলিপি লিখতে পারবে।

প্রান্তিক যোগ্যতা	শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা				
	প্রথম শ্রেণি	দ্বিতীয় শ্রেণি	তৃতীয় শ্রেণি	চতুর্থ শ্রেণি	পঞ্চম শ্রেণি
২. ছড়া, কবিতা, রূপকথা, গল্প, কথোপকথন, বর্ণনা ইত্যাদির বিষয়বস্তু ও মূলভাব বুঝে লিখতে পারা।	২.১ - ২.২ নিজের ও পিতামাতার নাম লিখতে পারবে। ২.৩ ছড়া, কবিতা, গল্প ইত্যাদি থেকে সহজ শব্দ ও বাক্য লিখতে পারবে। ২.৪ পরিচিত ফুল,ফল, রং,পশুপাখি ইত্যাদির নাম লিখতে পারবে। ২.৫ সাত দিনের নাম লিখতে পারবে। ২.৬ এক থেকে বিশ পর্যন্ত গণনাবাচক শব্দ লিখতে পারবে।	২.১ পাঠ্যপুস্তকের ছড়া ও কবিতা লিখতে পারবে। ২.২ নিজের ও বিদ্যালয়ের নাম-ঠিকানা লিখতে পারবে। ২.৩ ছড়া, কবিতা, গল্প, কথোপকথন ও বর্ণনা সম্পর্কে লিখতে পারবে। ২.৪ পরিচিত ফুল,ফল, রং,পশুপাখি,গাছপালা, নদী ইত্যাদি সম্পর্কে লিখতে পারবে। ২.৫ বাংলা বারো মাস ও ছয় ঋতুর নাম ও পাঠ সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর লিখতে পারবে। ২.৬ এক থেকে একশ পর্যন্ত গণনাবাচক শব্দ লিখতে পারবে।	২.১ পাঠ্যপুস্তকের ছড়া ও কবিতা লিখতে পারবে। ২.২ - ২.৩ ছড়া, কবিতা, উপকথা, গল্প, কথোপকথন, বর্ণনা ইত্যাদি বিষয়ে শুদ্ধভাবে লিখতে পারবে। ২.৪ পাখির বর্ণনা ও সংশিণ্ঢষ্ট প্রশ্নের উত্তর লিখতে পারবে। ২.৫ - ২.৬ প্রথম থেকে দশম পর্যন্ত ক্রমবাচক সংখ্যা লিখতে পারবে।	২.১ পাঠ্যপুস্তকের ছড়া ও কবিতা লিখতে পারবে। ২.২ - ২.৩ ছড়া, কবিতা, রূপকথা, গল্প, কথোপকথন, বর্ণনা ইত্যাদি বিষয়ে শুদ্ধভাবে লিখতে পারবে। ২.৪ - ২.৫ বাংলাদেশের প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য বিষয়ক বর্ণনা লিখতে পারবে। ২.৬ প্রথম থেকে বিংশ পর্যন্ত ক্রমবাচক সংখ্যা ও এক থেকে দশ পর্যন্ত তারিখবাচক সংখ্যা লিখতে পারবে।	২.১ পাঠ্যপুস্তক ও সমমানের ছড়া ও কবিতা লিখতে পারবে। ২.২ - ২.৩ ছড়া, কবিতা, রূপকথা, গল্প, কথোপকথন, বর্ণনা ইত্যাদি বিষয়ের মূলভাব লিখতে পারবে। ২.৪ - ২.৫ বাংলাদেশের প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য বিষয়ক বর্ণনা ও প্রশ্নোত্তর লিখতে পারবে। ২.৬ পাঠে ও অন্যান্য রচনায় ব্যবহৃত সংখ্যাবাচক শব্দ লিখতে পারবে।

প্রান্তিক যোগ্যতা	শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা				
	প্রথম শ্রেণি	দ্বিতীয় শ্রেণি	তৃতীয় শ্রেণি	চতুর্থ শ্রেণি	পঞ্চম শ্রেণি
৩. পর্যবেক্ষণ, অভিজ্ঞতা ও মনোভাব ইত্যাদি শুদ্ধ ও স্পষ্টভাবে নিজের ভাষায় লিখে প্রকাশ করতে পারা।	৩.১ ছাব দেখে শব্দ লিখতে পারবে। ৩.২ - ৩.৩ - ৩.৪ -	৩.১ ছাব দেখে দৃষ্ট বিষয় নিজের ভাষায় লিখতে পারবে। ৩.২ - ৩.৩ - ৩.৪ -	৩.১ ছাবতে দেখা ঘটনা সহজ বর্ণনায় লিখতে পারবে। ৩.২ দেখা ঘটনা লিখে প্রকাশ করতে পারবে। ৩.৩ - ৩.৪ -	৩.১ ছাব দেখে দৃষ্ট বিষয়ে অনুচ্ছেদ লিখতে পারবে। ৩.২ পরিচিত পরিবেশ ও আনন্দদায়ক অভিজ্ঞতার কথা লিখতে পারবে। ৩.৩ সহজ বিষয়ে অনুচ্ছেদ লিখতে পারবে। ৩.৪ -	৩.১ ছাব দেখে দৃষ্ট বিষয়ে রচনা লিখতে পারবে। ৩.২ অভিমতসহ পরিচিত পরিবেশ ও অভিজ্ঞতার বিবরণ লিখতে পারবে। ৩.৩ সহজ ভাষায় রচনা লিখতে পারবে। ৩.৪ যেকোনো বিষয়ে নিজের মনোভাব লিখতে পারবে।
৪. সাধারণ চিঠি, দরখাস্ত লিখতে পারা এবং ফরম পূরণ করতে পারা।	৪.১ - ৪.২ -	৪.১ - ৪.২ -	৪.১ - ৪.২ সহজ ফরম পূরণ করতে পারবে।	৪.১ সহজ ভাষায় চিঠি ও দরখাস্ত লিখতে পারবে। ৪.২ -	৪.১ সহজ ভাষায় চিঠি, দরখাস্ত লিখতে পারবে। ৪.২ ফরম পূরণ করতে পারবে।

দিন-২

অধিবেশন-২

তথ্যপত্র-২

১ম–৫ম শ্রেণির বাংলা পাঠ্যপুস্তকের অন্তর্ভুক্ত বিষয়বস্তু

১ম শ্রেণি		২য় শ্রেণি		৩য় শ্রেণি		৪র্থ শ্রেণি	৫ম শ্রেণি
বিষয়	পৃষ্ঠা নম্বর	বিষয়	পৃষ্ঠা নম্বর	বিষয়	পৃষ্ঠা নম্বর		
• বর্ণ শিখি/ স্বরবর্ণ	১১–১৭	– –		•			
• বর্ণ শিখি/ ব্যঞ্জনবর্ণ	২০–২৯	–		•			
•	৩২–৩৮ ৪০–৪১	–		•			
• ছবি দেখি, শব্দ বলি ও লিখি	১১, ৩১, ৪৩						
• কার চিহ্ন দিয়ে শব্দ তৈরি	৪৪– ৫৪	–		•			
• যুক্ত বর্ণ ভেঙ্গে যুক্ত বর্ণ দিয়ে শব্দ তৈরি	৬২–৭১	–					
• ছড়া (৪টি)	৫, ১৮, ৩০, ৩৯, ৬৫	• কবিতা (৬টি)	৭, ১৪, ২৬, ৩৫, ৪৩, ৫৯				
• কবিতা	৪২, ৫৬, ৭০						
• গল্প •	৫৮, ৫৯, ৬১, ৬৩, ৬৭, ৬৮, ৬৯, ৭১	• গল্প (৩টি) – –	২, ১৭, ৩০	• গল্প (২টি)	৬, ১১, ২৭, ৫২, ৬৪, ৭২, ৭৯, ৯৬, ৩৭, ৬৭		
• ছবি নিয়ে কথা		• তথ্যভিত্তিক লেখা		• তথ্যভিত্তিক (৫টি)	১, ১৮, ৫৬, ৯৩, ৯৯		
• ডায়ালগ		–	৫২				
• তথ্যভিত্তিক লেখা		• ছবির গল্প	২–৪	• নাটিকা (১টি)			
• শব্দের খেলা		• বর্ণনামূলক (১টি)	৬৫	• জীবনী (১টি)	২৯		
• ছবির গল্প		• নাটিকা (১টি)	১০	• ভ্রমণ কাহিনী (১)	৭৬		
		• জীবন কাহিনী (১)	৩৯	• উপকথা (১টি)	৮৭		
		• ভ্রমণ কাহিনী (১)	৬২	• মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক (১)	৮ ৪৬		
		• মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক লেখা					

দিন-২
অধিবেশন-৩
তথ্যপত্র-১
বেইসলাইন মূল্যায়ন ফরমেট ও টুল্‌স পরিচিতি

- প্রতিটি শিশুর পাঠগত অবস্থান জানার মাধ্যমে, শিশুর শিখন স্তর চিহ্নিত করে, প্রতিটি শিশুকে তার শিখনভিত্তিক স্তর অনুযায়ী সহায়তা দেয়া আমাদের উদ্দেশ্য। প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত শিশুদের বাংলার পাঠগত অবস্থান চিহ্নিত করার উদ্দেশ্যে কিছু বেইসলাইন মূল্যায়ন টুলস এবং টুলসের উপর ভিত্তি করে মূল্যায়ন ফল সংরক্ষণের জন্য মূল্যায়ন ফরমেট তৈরি করা হয়েছে। এই মূল্যায়ন টুলস ও ফরমেট ব্যবহার করে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পাঠগত অবস্থানের বেইসলাইন মূল্যায়ন করে,মূল্যায়ন তথ্য বেইসলাইন মূল্যায়ন ফরমেটে সংরক্ষণ করেন। এই বেইসলাইন মূল্যায়নের প্যাকেজটিতে আছে–
    ১. মূল্যায়ন টুল্‌স (১মথেকে ৫ম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের মূল্যায়নের জন্য ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম শ্রেণির পাঠ্যবই বা পাঠ্যবই এর পাঠ্যাংশ, ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম শ্রেণির সমমানের বই);
    ২. মূল্যায়ন ফলাফল রেকর্ড রাখার জন্য ফরমেট;
    ৩. শ্রেণিভিত্তিক/বিদ্যালয় ভিত্তিক মূল্যায়ন ফলাফল বিশ্লেষণ ও রেকর্ড রাখার জন্য ফরমেট।

উ ঋ ও ঘ ঝ ঢ ণ

য র ভ স থ ফ ল

ি ে ৈ ো া

ৌ ্ ৃ ী

রুবির একটি বাগান আছে। সেখানে নানা রকম ফুলের গাছ। একদিকে লাল গোলাপের সারি। আরেক দিকে হলুদ গাঁদার গাছ। তার পাশে আছে জবা ফুলের ঝোপ। জবার রং লাল। বাগানের চারপাশে বেড়া। ঢোলকলমি গাছের। তাতে বেগুনি ফুল ফোটে। বাগানের দরজার পাশে দু'টি শিউলি গাছ। সাদা শিউলি ফুলের বোঁটা কমলা রঙের। গাছের তলায় সবুজ ঘাস।

চঁড়ুই ডোবায় বাজাই মৌমাছি ওড়না টায়রা

আম টগর ভেলা ঘুঙুর রস শসা ফুরুত

এক বনেছিল এক কাঠুরে। সে ছিল খুব গরিব। সে রোজ কাঠ কেটে বাজারে বেঁচত। তা দিয়ে সে চাল ডাল কিনত। কোনো ভাবে খেয়ে পরে দুঃখে তার দিন কাটত।
একদিন সে কাঠ কাটতে গেল নদীর ধারে। সে গাছের একটা ডাল কাটছিল। হঠাৎ তার হাত ফসকে গেল। কুড়ালটি পড়ে গেল নদীর পানিতে। নদীতে অনেক স্রোত। তাছাড়া ছিল কুমিরের ভয়। তাই সে নদীতে নেমে কুড়াল খুঁজতে পারল না। তার কুড়াল কেনার টাকাও ছিলনা। তাই মনের দুঃখে সে কাঁদতে লাগল।

পোহানো সুন্দর ঠান্ডা মিষ্টি রান্নাঘর মাঝি উনুন

মজাদার বিখ্যাত বাজনা ঝাঁকড়া চিড়ল সুরেলা

বুড়িগঙ্গার দু'পাড়ের দৃশ্য দেখে দেখে আমরা এগিয়ে চলেছি। তারপর এক সময় এলো মুন্সিগঞ্জ। দেখা গেল ধলেশ্বরী নদীর মোহনা। তারপর আরও একটু এগিয়ে দেখা গেল নারায়ণগঞ্জ। পৌছে গেলাম শীতলক্ষ্যা নদীর মোহনায়। দু'পাশে শহরের কোলাহল ছাড়িয়ে স্টিমার এক সময় মেঘনা নদীতে পড়ল। দু'তীরের দৃশ্যে আমাদের চোখ জুড়িয়ে গেল। একদিকে শ্যামল শস্যের বিস্তীর্ণ মাঠ। আরেক দিকে দূরে ঘন বন।

মুক্তিযুদ্ধ ব্রতচারী বরকন্দাজ হিতাহিত বুড়িগঙ্গা

চৌরাস্তা জলধারা হোঁচট বিস্তীর্ণ পাঠশালা

সে অনেক কাল আগের কথা। রংপুরের পায়রাবন্দ গ্রাম। সেই গ্রামেই পায়রার পালকের মতো কোমল মনের এক শিশুর জন্ম হলো। নাম তার রোকেয়া। রোকেয়ার দুই বোন আর দুই ভাই। বাবা জমিদার। কিন্তু সেই জমিদারি তখন পড়তির দিকে। তবে বনেদি ঠাট, হালচাল, সবই আছে। রোকেয়ার সকালে ঘুম ভাঙ্গে ঘুঘুর ডাকে। কখনো বৌ কথা কও পাখির কথায় মনটা খুশিতে ভরে ওঠে, কখনো বিষন্ন।

ইলশেগুঁড়ি মুষল বাঙ্কার ক্রলিং প্রসাদ ভোজন সরপুরিয়া রাবড়ি বনেদি অকুতোভয় সর্ন্তপনে

দিন-২

অধিবেশন-৩

তথ্যপত্র-২

বেইসলাইন মূল্যায়ন প্রক্রিয়া

- ভীতিহীন পরিবেশে শিক্ষার্থী মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে, মূল্যায়নের পূর্বে শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে শিশুদের সাথে মত বিনিময় করবেন। প্রতিটি শিশুর একক (One to One approach) মূল্যায়ন শিশুর প্রকৃত পাঠগত অবস্থান চিহ্নিত করতে সহায়ক হবে। শিক্ষক একে একে প্রতিটি শিশুর মূল্যায়ন করবেন (One to One approach) এবং মূল্যায়ন ফলাফল ফরমেট- ১এ লিপিবদ্ধ করবেন।

পদ্ধতি:

- সুমী ৩য় শ্রেণির একজন শিক্ষার্থী। তার বেইসলাইন মূল্যায়নের জন্য প্রথমে ৩য় শ্রেণির মূল্যায়ন টুলস থেকে পড়তে দিতে হবে।
- যদি সে নিজে নিজেই শিক্ষকের সাহায্য ছাড়া দ্রুত পড়তে পারে, তবে বুঝতে হবে সে ৩য় শ্রেণির পর্যায়ে সাবলীল পাঠক।
- আর যদি দেখা যায়, সে কোথাও কোথাও পড়তে গিয়ে আটকে যাচ্ছে অথবা যুক্তবর্ণ সম্বলিত শব্দ বা অপরিচিত শব্দ পড়ার ক্ষেত্রে শিক্ষকের সাহায্য নিচ্ছে তাহলে বুঝতে হবে এই শিক্ষার্থী শিক্ষকের আংশিক সাহায্যে পড়ে।
- এক্ষেত্রে উক্ত শিক্ষার্থীকে ২য় শ্রেণির মূল্যায়ন টুলস পড়তে দিতে হবে। যদি সে শিক্ষকের কোনো রকম সাহায্য ছাড়া দ্রুত পড়তে পারে, তাহলে বুঝতে হবে এই শিক্ষার্থী ২য় শ্রেণির পর্যায়ে সাবলীল পাঠক।
- আর যদি দেখা যায় শিশুটি ২য় শ্রেণির মূল্যায়ন টুলস নিজে পড়তে পারছে না, তাকে শিক্ষকের সাহায্য নিতে হচ্ছে তখন তাকে ১ম শ্রেণির মূল্যায়ন টুলস পড়তে দিতে হবে।
- যদি সে ১ম শ্রেণির মূল্যায়ন টুলস নিজে দ্রুত পড়তে পারে, তবে সে ১ম শ্রেণির পর্যায়ে সাবলীল পাঠক। আর যদি দেখা যায়, সে ১ম শ্রেণির মূল্যায়ন টুলস পড়তে পারছে না তবে তাকে বর্ণ কার্ড ও কার চিহ্ন কার্ড দিয়ে দেখতে হবে সে বর্ণ/চিহ্নগুলো চিনতে ও পড়তে পারছে কি না। যদি না পারে তবে বুঝতে হবে সে পড়ার জন্য সম্পূর্ণরূপে শিক্ষকের উপর নির্ভরশীল। মূল্যায়নের জন্য পাঠ্যপুস্তকের পাশাপাশি প্রিন্ট করা মূল্যায়ন টুলস ব্যবহার করবেন।
- এভাবেই উপরোক্ত নিয়মে একজন শিক্ষক শিক্ষার্থীকে মূল্যায়ন করবেন। অর্থাৎ শিশুটি পাঠের কোন অবস্থানে আছে তা চিহ্নিত করবেন এবং এক্ষত্রে শিশুর প্রকৃত অবস্থান চিহ্নিত করে একটি ঘরে টিক চিহ্ন দিবেন। যাতে করে শিশুকে তার অবস্থান থেকে পরবর্তী উন্নত অবস্থানে নিয়ে যাওয়ার জন্য সহায়তা করতে পারে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য: মুল্যায়ন চলাকালিন সময় অন্য শিক্ষার্থীদের লেখা বা ছবি আঁকার কাজ দিয়ে ব্যস্ত রাখতে হবে।

দিন-২

অধিবেশন-৩

তথ্যপত্র-৩

প্রাথমিক শিক্ষা

বাংলা বিষয়ের মূল্যায়নের বেইসলাইন তথ্য সংগ্রহ ছক (ছক ১)

স্কুলের নামঃ **শিক্ষকের নামঃ** **মূল্যায়নকারীর নামঃ** **তারিখঃ**

রোল নম্বর	শিক্ষার্থীর নাম	প্রথম শ্রেণি				দ্বিতীয় শ্রেণি				তৃতীয় শ্রেণি				চতুর্থ শ্রেণি				পঞ্চম শ্রেণি				যে যে বর্ণ চেনে না	যে যে কার চিহ্ন চেনে না
		সাবলীল ভাবে পড়তে পারে	শিক্ষকের আংশিক সাহায্যে পড়তে পারে	বানান করে পড়তে পারে	কিছু শব্দ পড়তে পারে	সাবলীল ভাবে পড়তে পারে	শিক্ষকের আংশিক সাহায্যে পড়তে পারে	বানান করে পড়তে পারে	কিছু শব্দ পড়তে পারে	সাবলীল ভাবে পড়তে পারে	শিক্ষকের আংশিক সাহায্যে পড়তে পারে	বানান করে পড়তে পারে	কিছু শব্দ পড়তে পারে	সাবলীল ভাবে পড়তে পারে	শিক্ষকের আংশিক সাহায্যে পড়তে পারে	বানান করে পড়তে পারে	কিছু শব্দ পড়তে পারে	সাবলীল ভাবে পড়তে পারে	শিক্ষকের আংশিক সাহায্যে পড়তে পারে	বানান করে পড়তে পারে	কিছু শব্দ পড়তে পারে		
১																							
২																							
৩																							
৪																							

দিন-৩

অধিবেশন-৩

তথ্যপত্র-১

বেইসলাইন মূল্যায়ন ফরমেট বিশ্লেষণ ও শ্রেণিকরণ ছক

বিদ্যালয়ের নাম ঃ **প্রধান শিক্ষকের নাম ঃ**

উপজেলা ঃ

জেলা ঃ

শ্রেণি	মূল্যায়নকৃত শিক্ষার্থীর সংখ্যা	সাবলীল					শিক্ষকের আংশিক সাহায্যে					সম্পূর্ণ শিক্ষকের সাহায্যে		মন্তব্য	
১	২	৩					৪					৫		৬	
		৫ম	৪র্থ	৩য়	২য়	১ম	৫ম	৪র্থ	৩য়	২য়	১ম	বানান করে পড়তে পারে	কিছু শব্দ পড়তে পারে	যে যে বর্ণ চেনে না	যে যে কার চিহ্ন চেনে না

বিশেষ দ্রষ্টব্য : ৩, ৪ এবং ৫ নম্বর কলাম যোগ করলে যোগফল ২ নম্বর কলামের শিক্ষার্থীর সংখ্যার সমান হবে।

দিন-৫

অধিবেশন-১

তথ্যপত্র-১

সময় বিভাজন (বাংলা)

কাজ	শিক্ষকের সময়	শিক্ষার্থীর সময়
১. সমবেত কাজ (১০ মিনিট)		
১.১ কুশল বিনিময় ও নাম ডাকা	• ৩ মিনিট	• ৩ মিনিট
১.২গল্প বলা / কবিতা আবৃত্তি অথবা বর্ণ দিয়ে শব্দ/ কার চিহ্ন দিয়ে শব্দ/ যুক্তবর্ণ ভেঙ্গে দেখানো/ যুক্তবর্ণ দিয়ে শব্দ তৈরি (সিলেবাস অনুযায়ী)।	• ৩ মিনিট	• ৩ মিনিট
১.৩ স্তর অনুযায়ী শিক্ষার্থীরা যে কাজ করবে তার নির্দেশনা বোর্ডে লিখে দেয়া এবং এ্যাকটিভিটি বুঝিয়া দেয়া	• ৪ মিনিট	• ৪ মিনিট
২. মিশ্র দলে/বন্ধু দলে শিক্ষকের সহায়তায়/শিক্ষকের সহায়তা ছাড়া কাজ (৩০ মিনিট)		
২.১ মিনিট রিডিং (শিক্ষকের সহায়তায়)	২.১ ১৫ মিনিট (১ মিনিট করে ১৫ মিনিটে ১০-১৫ জন শিক্ষার্থীর রিডিং শুনবেন/ আঙ্গুল ধরে পড়াবেন)	২.১ ১ মিনিট
২.২ সৃজনশীল লেখা (শিক্ষকের সহায়তা ছাড়া)	–	২.২ ১৪/১৫ মিনিট সৃজনশীল লেখার কাজ করবে। (যে সকল শিক্ষার্থী রিডিং পড়বে তারা ১৪ মিঃ সময় পাবে)।
২.৩ স্তর ভিত্তিক শিক্ষার্থীর কাজ (শিক্ষকের সহায়তা ছাড়া)	–	২.৩ ৭.৫/১৫ মিনিট (মিশ্র দলে বসে একাকী/ দলগতভাবে নির্দেশনা ও স্তর অনুযায়ী এ্যাকটিভিটির কাজ করবে)
২.৪ ছোট দলে কাজ (শিক্ষকের সহায়তায়)	২.৪ ১৫ মিনিট (২ টি দল শিক্ষকের সহায়তায় কাজ করবে। প্রতি দল সময় পাবে ৭.৫মিঃ)	২.৪ ৭.৫ মিনিট (যে সকল শিক্ষার্থী ছোট দলে শিক্ষকের সহায়তায় কাজ করবে)
২.৫ বাড়তি সময়ের কাজ (শিক্ষকের সহায়তায় ছাড়া)	–	২.৫ যে সকল শিক্ষার্থীর কাজ শেষ হবে তারা তাদের অতিরিক্ত সময় বুক কর্ণার হতে বই নিয়ে স্বাধীনভাবে পড়বে।

দিন-৫
অধিবেশন-১
তথ্যপত্র-২

সমবেত কাজের নির্দেশনা :

- সপ্তাহে তিন দিন গল্প / কবিতা /SRM ও অন্যান্য বইয়ের থেকে গল্প/ কবিতা আবৃত্তি করা ও তিন দিন বর্ণ , কার চিহ্ন / যুক্ত বর্ণের কাজ করা।
- প্রতিদিন নির্ধারিত শ্রেণির পাঠ্যবইয়ের সিলেবাস অনুযায়ী পড়া।
- প্রতিদিন শিক্ষার্থীদের স্তর অনুযায়ী বোর্ডে কাজের নির্দেশনা প্রদান ও অ্যাকটিভিটি বুঝিয়ে দেয়া। (এক্ষেত্রে পূর্ববর্তী দিনগুলোর ছোট দলে কাজের অনুশীলনী কাজ প্রদান একা / বন্ধু দলে)।

মিশ্র দলে / বন্ধু দলে / ছোট দলে স্তর ভিত্তিক কাজের নির্দেশনা :-

- সৃজনশীল লেখা ও স্তরভিত্তিক দলীয় কাজ শ্রেণির সকল শিক্ষার্থী একই সাথে শুরু করবে। অর্ধেক শিক্ষার্থী আগে সৃজনশীল লেখার কাজ করবে এবং পরে বোর্ডের নির্দেশনা অনুযায়ী স্তর ভিত্তিক কাজ করবে। আবার বাকী অর্ধেক শিক্ষার্থী আগে স্তরভিত্তিক নির্দেশনা অনুযায়ী বোর্ডের কাজ করবে এবং পরে সৃজনশীল লেখার কাজ করবে।

ছোট দলে কাজ :-

- শিক্ষক প্রতিদিন পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন স্তরের ২টি দল নিয়ে কাজ করবেন।
- প্রতি দলে একই স্তরের ৬/৭ জন শিক্ষার্থী থাকবে।
- প্রতি দল শিক্ষকের কাছে ৭.৫ মিনিট করে সময় পাবে।

প্রতিদিন প্রতিটি শিশু কমপক্ষে ৩-৬ টি কাজ করবে–

- বোর্ডে বর্ণ/শব্দ লেখার কাজ
- স্তরভিত্তিক মিশ্র দলে বসে একাকী/ দলগত কাজ
- শিক্ষকের সহায়তায় ১ মিনিট রিডিং পড়া (১০ থেকে ১৫ জন শিক্ষার্থী)
- আমার আঁকা - আমার লেখা
- ছোট দলে কাজ (শিক্ষকের সহায়তায় দুই দলের শিক্ষার্থী)
- বুক কর্ণার থেকে বই নিয়ে স্বাধীনভাবে পড়া

দিন-৫
অধিবেশন-১
তথ্যপত্র-৩

সময় ব্যবস্থাপনা

- শ্রেণিকক্ষে শিখন-শেখানো কার্যক্রমকে ফলপ্রসু করতে সময় ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব অনেক। প্রতিটি পিরিয়ডে শিক্ষকের যেমন ৩৫/৪০ মিনিট সময় থাকে, তেমনি শিক্ষার্থী প্রত্যেকেরও ৩৫/৪০ মিনিট সময় থাকে। শিক্ষকের কাজ হবে ক্রিয়াশীল কাজের মাধ্যমে প্রতিটি শিক্ষার্থীর শিখন চাহিদা অনুযায়ী ৩৫/৪০ মিনিটই তাদের সক্রিয় রাখা এবং যথাযথ শিখন পরিবেশ সৃষ্টি করে শ্রেণিকক্ষেই শিশুর শিখন নিশ্চিত করা।
- বাংলা ক্লাসের এই ৩৫/৪০ মিনিট সময়ে শিশুদের স্বতঃস্ফূর্ত ও সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য প্রতিটি শিক্ষার্থীর পাঠগত অবস্থান অনুযায়ী শিক্ষার্থী এবং শিক্ষক কতটুকু সময় ধরে কী কী কাজ করবেন সে পরিকল্পনা অনুযায়ী ক্লাস পরিচালনা করাই হলো সময় ব্যবস্থাপনা। সময় ব্যবস্থাপনা ফলপ্রসূ করার জন্য নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ লক্ষ্য রাখতে হবে:
  ১) প্রতিটি শিশুর পাঠগত অবস্থান জানা;
  ২) পাঠগত অবস্থান অনুযায়ী দল গঠন (প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে উপদল গঠন);
  ৩) শিক্ষার্থীর পাঠগত অবস্থান অনুযায়ী একাধিক কাজ নির্ধারণ করা (যেমন-বর্ণের কাজ, কার চিহ্নের কাজ, বন্ধু দলে বসে স্তর অনুযায়ী কাজ, সৃজনশীল কাজ, ছোট দলের কাজ, স্বাধীনভাবে বই পড়া, গেইম ইত্যাদি);
  ৪) বড় দলে / বন্ধু দলে বসে শিক্ষার্থীরা কে কী কাজ করবে তার সুস্পষ্ট নির্দেশনা প্রদান;
  ৫) প্রতিটি শিক্ষার্থীকে তার শিখন স্তর অনুযায়ী কাজে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করানো;
  ৬) শিশুরা যখন শিখন স্তর অনুযায়ী অনুশীলনমূলক কাজে ব্যস্ত থাকবে, তখন শিক্ষক কী কাজ করবেন তার পরিকল্পনা থাকা, যেমন- ১ মিনিট রিডিং রেকর্ড খাতা প্রস্তুত রাখা, কোন্ শিশু কোন্ বই থেকে রিডিং পড়বে তা নির্ধারণ করা, ছোট দলে যে দু'টি দলের শিক্ষার্থীকে শিখনে সহায়তা দেয়া হবে তাদের জন্য উপকরণ প্রস্তুত রাখা;
  ৭) শিক্ষক প্রতিদিন ১৫ মিনিটে ১০-১৫ জন শিক্ষার্থীর পড়া শুনবেন/ পড়াবেন এবং পর্যায়ক্রমে শ্রেণিকক্ষের সকল শিশুই শিক্ষকের সাথে ১ মিনিট রিডিং পড়ার সুযোগ পাবে। শিক্ষক সকল শিশুর রিডিং রেকর্ড লিপিবদ্ধ করবেন;
  ৮) সৃজনশীল লেখার নির্দেশনা প্রদান এবং শিশুদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা;
  ৯) শিশুদের সৃজনশীল লেখা এবং বন্ধু / মিশ্র দলে ব্যস্ত রেখে শিক্ষক প্রতিদিন ১৫ মিনিট ছোট দলে দু'টি দলের শিক্ষার্থীকে শিক্ষকের কাছে এনে কাজ করার পরিকল্পনা থাকা;
  ১০) পাঠগত অবস্থান অনুযায়ী যতগুলো দল থাকবে প্রতিটি দলের শিক্ষার্থীকে পর্যায়ক্রমে শিক্ষকের সাথে কাজ করার সুযোগ সৃষ্টি করা, প্রয়োজনে শিক্ষকের নোট খাতা ব্যবহার করা;

১১) শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের সময়ের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য পাঠ সংশ্লিষ্ট উপকরণ (আঠা, রং পেন্সিল, সার্পনার, অনুশীলনী কার্ড, বর্ণ ও শব্দ কার্ড, বিভিন্ন সাইজের সাদা কাগজ- বর্ণ, শব্দ, বাক্য ও সৃজনশীল লেখার জন্য কাগজ) প্রস্তুত রাখা;

১২)স্বাধীনভাবে পড়ার জন্য সংশ্লিষ্ট ক্লাসের শিখনস্তর অনুযায়ী শ্রেণিকক্ষে পর্যাপ্ত বই থাকা।

শ্রেণিকক্ষে বিভিন্ন কাজের মধ্যে সম্পর্ক ও সমন্বয় সাধনঃ

- শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের স্বতঃস্ফূর্ত ও সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য শিক্ষকের বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করা অত্যাবশ্যক। কেননা বিভিন্ন শিখন চাহিদা সম্পন্ন শিশু একই শ্রেণিকক্ষে থাকে। কাজেই তাদের শিখনের ঘাটতি পূরণের জন্য এবং একঘেয়েমি দূর করার জন্য একাধিক কাজের সুযোগ থাকা জরুরী। এরই প্রেক্ষিতে শ্রেণিকক্ষে শিশুদের একাধিক কাজ করার সুযোগ আছে, যেমন- বোর্ডের কাজ ও নির্দেশনা। বড়/ বন্ধু দলে বসে স্তরভিত্তিক কাজ (একাকী , জোড়ায় ও দলগত), ছোট দলে বসে শিক্ষকের সাথে কাজ, ১ মিনিট রিডিং, সৃজনশীল লেখা ও ইচ্ছামতো বই পড়া। শিক্ষকের মূল কাজ হলো শ্রেণিকক্ষের কাজগুলোর মধ্যে সম্পর্ক ও সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে প্রতিটি শিক্ষার্থীর শিখন ঘাটতি পূরণ করে শিক্ষার্থীকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।

শ্রেণিকক্ষে বিভিন্ন কাজের মধ্যে সম্পর্ক ও সমন্বয় সাধনের জন্য লক্ষ্যণীয় দিকসমূহঃ

- প্রতিদিন ১০ মিনিট বর্ণ ও কার চিহ্নের উপর বোর্ডে যে শব্দ তৈরির কাজ করা হয় তার উপর ভিত্তি করে 'সম্পূর্ণ শিক্ষকের সাহায্যে'র দলকে অন্য কোনো বর্ণ বা কার চিহ্ন দিয়ে বন্ধু দলে বসে কাজ করতে দেয়া। আবার বন্ধু দলে বসে যে বর্ণ দিয়ে শব্দ তৈরি করল তা নিয়ে ছোট দলে এনে সহায়তা দেয়া। এভাবে পরের দিনের ক্লাসে এই ধারাবাহিকতা বজার রেখে কাজ দেয়া। যেমন- যে বর্ণ ও শব্দ / কার চিহ্নের উপর তারা কাজ করল তা দিয়েই লুডু, ফ্লাশ কার্ড, শব্দ শেখার অভিধান তৈরি ইত্যাদি কাজ অনুশীলন করা। অর্থাৎ বোর্ডের কাজ, বড় দলের কাজ, ছোট দলের কাজের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে শিক্ষার্থীদের এগিয়ে নেয়া।
- শ্রেণিকক্ষে শিশুরা বর্ণ, শব্দ, বাক্য ও প্রশ্ন তৈরির যে কাজগুলো করে তা শ্রেণিকক্ষে পৃথক পৃথক বক্স (শব্দ বক্স, বর্ণ বক্স, বাক্য বক্স) এর ব্যবস্থা রাখা যাতে করে পরবর্তীতে অনুশীলনমূলক কাজের জন্য ব্যবহার করতে পারে। যেমন– বিভিন্ন বর্ণ দিয়ে শিক্ষার্থীরা যখন শব্দ / বাক্য তৈরি করে সেই কাজগুলোই বক্সে সংরক্ষণ করা এবং পরবর্তীতে তা ব্যবহার করা।

দিন-৫
অধিবেশন-১
তথ্যপত্র-৪

শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনা

- শ্রেণিকক্ষকে কেন্দ্র করেই সকল শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালিত হয়। শ্রেণিকক্ষে শিখন-শেখানো কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য শিক্ষক যে সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করে তাকে শ্রেণি ব্যবস্থাপনা বলে। শিখন-শেখানো কার্যক্রম ফলপ্রসু করার জন্য নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ লক্ষ্য রাখতে হবে।
  ১) শিক্ষকের পূর্ব প্রস্তুতি,
  ২) শিক্ষার্থীদের বসার / আসন ব্যবস্থাপনা (একাকী, জোড়ায়, মিশ্র দলে / বড় দলে, ছোট দলে) এমনভাবে করা যেন শিক্ষার্থীরা একে অপরের সাহায্যে শিখনে অংশগ্রহণ করে,
  ৩) উপকরণ ব্যবস্থাপনা (বুক কর্ণার, গণিত কর্ণার, বাংলা কর্ণার),
  ৪) প্রতিটি শিক্ষার্থীকে তার চাহিদা / স্তর অনুযায়ী কাজে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করানো,
  ৫) বিভিন্ন শিখন কৌশল প্রয়োগ করা (একক কাজ, দলগত কাজ, ছোট দল, বড় দল জোড়ায় কাজ, বিভিন্ন ধরনের গেইম),
  ৬) ধারাবাহিক মূল্যায়নের ব্যবস্থা রাখা,
  ৭) শিক্ষক শিক্ষার্থীদের ভীতিহীন সম্পর্ক তৈরি,
  ৮) ভীতিহীন পরিবেশে শিক্ষার্থীদের শেখার সুযোগ থাকা।

আসন ব্যবস্থাপনাঃ

- শিক্ষার্থীদের সংখ্যা অনুযায়ী আসন বিন্যাস করতে হবে।
- শ্রেণিকক্ষে এমনভাবে আসন বিন্যাস করতে হবে যেন শিক্ষার্থীরা যাতে বড় দল/বন্ধুদলে মুখোমুখি বসে মত বিনিময় করে একাকী, জোড়ায়, দলে কাজ করতে পারে এবং একে অপরের কাছে যেতে পারে।
- এমনভাবে আসন বিন্যাস করতে হবে যাতে শিক্ষক প্রতিটি শিশুর কাছে সহজে যেতে পারে এবং প্রতিটি শিশু প্রতিটি শিশুর কাছে যেতে পারে।
- শিক্ষকের টেবিল, চেয়ার শ্রেণিকক্ষের একটি কর্ণারে থাকবে, যেখানে শিক্ষক প্রতিদিন দুটি দলকে ছোট দলে শিখন সহায়তা দিতে পারে; শিক্ষকের সহায়তায় লেভেল অনুযায়ী কাজের জন্য শ্রেণিকক্ষের সামনের দিকে (যেখান থেকে শিক্ষক পুরো শ্রেণিকক্ষ নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন) আসন ব্যবস্থা রাখা।
- শ্রেণিকক্ষে Activity Based Learning কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বিভিন্ন কর্ণার (গণিত কর্ণার, বাংলা কর্ণার, বুক কর্ণার) এর ব্যবস্থা রাখা। এক কোনায় বুক কর্ণারের ব্যবস্থা করা যেখানে বাংলার উপকরণ ও গল্পের বই থাকবে।

শিক্ষা উপকরণ ও শ্রেণিকক্ষ সজ্জিতকরণঃ

- শ্রেণিকক্ষ শিশুর চাহিদা অনুযায়ী আকর্ষণীয় ও দৃষ্টিনন্দন শিক্ষা উপকরণ দ্বারা এমনভাবে সজ্জিত রাখতে হবে যাতে শিখনের একটি উপযোগী পরিবেশ তৈরি হয়।
- চকবোর্ড এমন জায়গায় স্থাপন করতে হবে যাতে সকল শিশু দেখতে পায় এবং বাইরের আলো প্রতিফলিত না হয়।
- গণিত উপকরণ কর্ণারে, বিভিন্ন ধরনের সংখ্যা কার্ড, অনুশীলন কার্ড, অ্যাকটিভিটি সিট, আটি, কাঠি, বীচি, রাবার, বাংলা উপকরণ কর্ণারে বর্ণ, শব্দ, বাক্য, অনুশীলনী কার্ড, রিডিং গেইম দ্বারা সজ্জিত রাখা।
- শিশুদের অনুশীলনের জন্য সংখ্যা ও বাক্য কার্ড এবং সৃজনশীল লেখার জন্য পেন্সিল, রং পেন্সিল, আঠা, কাঁচি, সাদা কাগজ এর ব্যবস্থা থাকা।
- বুক কর্ণারে শিশু উপযোগী বই, SRM, পত্রিকা, সাময়িক, শিশুদের লেখা বই (সৃজনশীল লেখা) থাকা।
- শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল লেখা প্রদর্শনের জন্য শ্রেণিকক্ষে এককর্ণার থেকে অন্য কর্ণারে রশি টানানো অথবা পুশপিন বোর্ডের ব্যবস্থা রাখা।
- শ্রেণিকক্ষ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য একটি কর্ণারে ময়লা ফেলার ব্যবস্থা রাখা।

দিন-৫
অধিবেশন-২
তথ্যপত্র-১

১. নিচের অক্ষর দেখে দেখে লিখ

ব ক ল ম য ক

২. নিচের শব্দগুলো দেখে দেখে লিখ

ছেলে মেয়ে প্রতি কাক বল শব্দ

৩.নিচের শব্দগুলো দিয়ে বাক্য রচনা কর

খাবার দই বোতল বই চকলেট

৪. নিচের পাঠ্যাংশটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখ

সমুদ্রের গভীরে মৎসকন্যাদের দেশ। মৎসকন্যারা দেখতে অর্ধেক মাছের মতো আর অর্ধেক মানুষের মতো।
মৎসকন্যাদের এক রাজা ছিল। সেই রাজার ছয়টি সুন্দর সুন্দর মেয়ে ছিল। এই ছয় মেয়ের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর ছিল রাজার ছোট মেয়ে। সবাই এই ছোট্ট সুন্দর রাজকন্যাকে ছোট্ট মৎসকন্যা বলে ডাকত।
সব বোন হেসে খেলে সমুদ্রের তলে ঘুরে বেড়াত। রাজার হুকুম ছিল ১৮ বছরের আগে কেউই সমুদ্রের উপরে যেতে পারবে না।
ছোট মৎসকন্যার বড় বোনেরা সবাই ১৮ বছরের উপরে। তাই বোনেরা সমুদ্রের উপরে বেড়াতে যেতে পারত। কিন্তু ছোট্ট মৎসকন্যার তখনও ১৮ বছর বয়স হয়নি। বোনদের কাছে সে সমুদ্রের উপরের গল্প শুনত। ডাঙার মানুষদের গল্প শুনত। মৎসকন্যাদের দাদিও মানুষদের, জাহাজের অনেক গল্প করত। গল্প শুনে শুনে ছোট্ট মৎসকন্যা ভাবত, কবে যে সে মানুষ দেখবে, জাহাজ দেখবে!
তারপর একদিন ছোট্ট মৎসকন্যার বয়স ১৮ বছর হলো। রাজা এবার বলল, ছোট্ট মৎসকন্যা, তুমি এখন তোমার বোনদের সাথে সমুদ্রের উপর যেতে পারো। শুনে খুশি হয়ে ছোট্ট মৎসকন্যা সেজেগুজে বোনদের সাথে চলল সমুদ্রের উপর দেখতে। তার খুব ভালো লাগল সমুদ্রের উপর দেখে। পাল তোলা জাহাজ আর দুই পাওয়ালা মানুষ দেখে।
ছোট মৎসকন্যা সবসময় ঘুরে বেড়াত সমুদ্রের উপর। একদিন সমুদ্রে ভীষণ ঝড় উঠল। এই ঝড়ে একটা জাহাজ ডুবে গেল। ছোট্ট মৎসকন্যা দেখল একজন মানুষ সমুদ্রে ডুবে যাচ্ছে

১। মৎসকন্যা দেখতে কেমন ছিল?

২। রাজার কয়টি সুন্দর সুন্দর মেয়ে ছিল?

৩। কত বছরের আগে সমুদ্রের উপরে যেতে পারবে না?

৪। রাজার কোন মেয়েটি সবচেয়ে বেশি সুন্দর ছিল?

৫. নিচের যে কোনো একটি বিষয়ে লেখ

১) ঈদ কেমন কাটাল তা জানিয়ে তোমার বন্ধুকে চিঠি লিখ।
২) তোমার জীবনের একটি স্মরনীয় ঘটনা নিয়ে লিখ।
৩) বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থা নিয়ে তোমার মতামত বর্ণনা করো।
৪) 'মুক্তিযুদ্ধ' নিয়ে যা জান তা লিখ।
৫) একটি গল্প লিখ।
৬) কাগজের অর্ধেক অংশে ছবি আঁক এবং নিচে ছবি সম্পর্কে লিখ।
৭) যে কোনো একটি ভ্রমন কাহিনী লিখ।
৮) বাংলাদেশের ফল সম্পর্কে ১০টি বাক্য লিখ।
৯) একটি কবিতা / ছড়া লিখ।
১০) তোমার জানা একটি দেশ সম্পর্কে ১০টি বাক্য লিখ।

দিন-৫
অধিবেশন-২
তথ্যপত্র-২

পঠন দক্ষতা ও পঠন দক্ষতার উপাদানসমূহ

বেইস লাইন মুল্যায়নের মাধ্যমে দেখা যায় একই শ্রেণিতে ভিন্ন ভিন্ন পাঠগত অবস্থানের শিক্ষার্থী অবস্থান করে। এ কারণে শ্রেণি পরিচালনার সময়কে এমনভাবে ভাগ করা হয়েছে, যেন প্রতিটি শিক্ষার্থীই তার নিজস্ব পাঠগত অবস্থান থেকে নিজস্ব গতিতে শ্রেণিকার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে সাবলীল পাঠক হিসাবে গড়ে উঠতে পারে।

- শ্রেণি পরিচালনায়, এই কৌশলগুলো যেমন
    ১. শিক্ষকের সহায়তায় ছোট দলে কাজ
    ২. বন্ধু দলে / মিশ্র দলে কাজ
    ৩. সমবেত কাজ
    ৪. একাকী / জোড়ায় কাজ

প্রবর্তন করার মূল কারণ, প্রতিটি শিক্ষার্থী তার পাঠগত অবস্থান থেকে সাবলীল পাঠক ও সাবলীল লেখক হিসেবে গড়ে ওঠে, যা প্রচলিত শ্রেণি পরিচালনায় সম্ভব নয়। কারণ প্রচলিত শ্রেণি পরিচালনায় শুধুমাত্র একটি পাঠগত অবস্থানের শিক্ষার্থীদের শিখন চাহিদা মেটানোর জন্য শ্রেণি পরিচালনা করা হয়।

- 'সাবলীল পাঠক' বা পঠনে সাবলীলতা বলতে আমরা কী বুঝি, এই প্রশ্নটির উত্তরের আগে পড়ার মূল লক্ষ্য কী? অর্থাৎ "আমরা কেন পড়ি"? এ প্রশ্নের উত্তর বোঝা উচিৎ

পড়ার মূল লক্ষ্য
১. কোনো বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ ২. আনন্দ পাওয়া

- পঠনে "সাবলীলতা" (fluency), পঠন দক্ষতার (Reading skill) একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বা উপাদান (Component)। শিক্ষার্থীদের বা পাঠকের পঠন দক্ষতা, পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বা উপাদানের (Component) উপর নির্ভরশীল।

পঠন দক্ষতার উপাদান

১. অনুধাবন (Comprehensive)
২. সাবলীলতা (Tluency)
৩. শব্দভান্ডার (Vocabulary)
৪. শব্দ (Word)
৫. বর্ণ / কার চিহ্ন ও বানান কৌশল
৬. ধ্বনি সচেতনতা

সাবলীলভাবে পাঠ বা দ্রুত পাঠ বলতে মূলত বোঝায় পড়ার গতি বা হার। একজন সাবলীল পাঠক ঐ নির্দিষ্ট পাঠ বা পাঠ্যাংশ অভিব্যক্তি সহকারে পড়বে। সাবলীলভাবে পড়ার ক্ষমতা না থাকলে ঐ পাঠ্যাংশ বা পাঠ এর অর্থ অনুধাবন (Comprehension) করা যায় না।

সাবলীল পাঠক, যে কোনো পাঠ্যাংশের শব্দগুলো দ্রুত, অনায়াসে এবং দেখা মাত্রই (automatic) চিনতে পারে। শব্দগুলো পড়তে তার বেশি কষ্ট হয় না। অর্থাৎ সাবলীল পাঠকের প্রয়োজন তার বয়োসপোযোগী এবং পরিচিত জগতের শব্দগুলোর একটি শব্দ ভান্ডার (Vocabulalry)।

শব্দভান্ডার বাড়ানোর জন্য প্রয়োজন-

১. শিক্ষার্থীদের পরিচিত শব্দের সাথে পরিচয় করানো
২. শিক্ষার্থীদের বর্ণ/ কার চিহ্ন এবং বানান কৌশল শেখানো যাতে তারা নূতন নূতন শব্দ পড়তে পারে,
৩. নূতন শব্দ দিয়ে পাঠ বার বার পড়ানো,
৪. শিক্ষার্থীদের ধ্বনি সচেতনতা তৈরি করা অর্থাৎ ধ্বনির লিখিত রূপের সাথে পরিচয় করানো।
৫. শিক্ষার্থীদের তাদের বয়স/ শিখন স্তর অনুযায়ী প্রচুর বই পড়তে দেয়া।

দিন-৫
অধিবেশন-২
তথ্যপত্র-৩

লিখন দক্ষতা ও লিখন দক্ষতার উপাদান সমূহ

সাবলীল লেখক, "যে কোনো বিষয়ের উপর মনের ভাব নিয়ম অনুযায়ী প্রকাশ করতে পারবে (Communication) যেন অন্যেরা সেই লেখা পড়ে লেখার মূলভাব বুঝতে পারে"।

১. লিখিত পাঠ বা পাঠ্যাংশের অর্থ বোধ্যতা (Communication)
২. শব্দ লিখতে পারা বা বানান কৌশলের মাধ্যমে
৩. বর্ণ / কার চিহ্ন লিখতে পারা

- শ্রেণিকক্ষে পাঠ্যবইয়ের পাঠ বা পাঠ্যাংশের অনুশীলনী ভিত্তিক যে সমস্ত লেখার কাজ করতে হয়, সেগুলোও লেখা। এই লেখাগুলোর মাধ্যমে মূলত, শিক্ষার্থীরা যেকোনো পাঠ বা পাঠ্যাংশ পড়ার পর পাঠ বা পাঠ্যাংশটির ভাব অনুধাবন (Comprehand) করতে পেরেছে কি না তা প্রশ্ন করার মাধ্যমে মৌখিকভাবে যাচাই/পরীক্ষা (assess) করা হয়, এই যাচাই/পরীক্ষা (assessment) লিখিতভাবেও করা যায়।

দিন-৫
অধিবেশন-২
তথ্যপত্র-৪

শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের পড়ার দক্ষতা (Reading skill) বাড়ানোর জন্য শ্রেণিকক্ষে যে যে কাজ করা হয়

ক্ষেত্র	প্রচলিত পদ্ধতিতে	প্রস্তাবিত পদ্ধতিতে
অনুধাবন	• শ্রেণিকক্ষে পাঠ, → শিক্ষার্থীদের মৌখিক প্রশ্ন করে যাচাই → লিখিত প্রশ্ন করা	• ছোট দলে / প্রতিটি শিশুকে তার শিখন সামর্থ অনুযায়ী পাঠের অংশ রিডিং পড়ানো → মৌখিক প্রশ্ন → লিখিত প্রশ্ন করে
পঠন সাবলীলতা	→ শ্রেণিকক্ষে শিক্ষককের সাথে সমস্বরে পড়া → এককভাবে পড়া শিক্ষকের নির্দেশে (৪/৫ জন) প্রতিদিন → আদর্শ পাঠ শিক্ষকের (শুধু যারা পড়তে পারে) → নিরব পাঠ (যারা পড়তে পারে)	→ শিক্ষকের সাথে ১ মিনিট পড়া (১০-১৫ জন) → ছোট দলে শিক্ষকের সাথে পড়া → একক / জোড়ায় পড়া → বড় দলে শিক্ষকের আদর্শ পাঠ
শব্দ	→ বোর্ডে লেখা হয় → শিক্ষার্থীরা খাতায় লেখে	→ ছোট দলে শিক্ষকের সহায়তায় বিভিন্ন এ্যাকটিভিটির মাধ্যমে শব্দ পরিচিত করানো হয় → ছোট দলে বানান কৌশলের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শিখন চাহিদা অনুযায়ী নূতন শব্দ পরিচিত করানো হয় → বড় দলে অনুশীলন
বর্ণ / কার চিহ্ন / বানান কৌশল	→ শিক্ষক শুধু প্রথম শ্রেণিতে প্রথম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য বোর্ডে কাজ করেন।	→ ছোট দলে প্রতি শ্রেণির শিক্ষার্থীদের শিখন চাহিদা অনুযায়ী বর্ণ, কার, চিহ্ন ও বানান কৌশল শেখানো হয়।

দিন-৫
অধিবেশন-২
তথ্যপত্র-৫

শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের লিখন দক্ষতা (Writing skill) বাড়ানোর জন্য শ্রেণিকক্ষে যে যে কাজ করা হয়

ক্ষেত্র	প্রচলিত পদ্ধতিতে	প্রস্তাবিত পদ্ধতিতে
মনের ভাব প্রকাশ (Communication)	শুধুমাত্র তৃতীয়/ চতুর্থ/ পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য সীমিতভাবে (যারা লিখতে জানে না তারা এই কাজে অংশগ্রহণ করতে পারে না)	প্রতিটি শিশু এই কাজে অংশগ্রহণ করে
লিখিত যাচাই (Comprehand)	দ্বিতীয়/ তৃতীয়/ চতুর্থ/ পঞ্চম শ্রেণির যে শিক্ষার্থীরা লিখতে পারে এবং পড়তে পারে তারা এই কাজে অংশগ্রহণ করে	ছোট দলে প্রতিটি শিক্ষার্থী তাদের শিখন সামর্থ অনুযায়ী এই কাজে অংশগ্রহণ করে।
শব্দ/ বর্ণ / কার চিহ্ন ও বানান কৌশল	বোর্ডে যে শিক্ষার্থীরা লিখতে পারে, তারা শুধু বর্ণের কাজ করতে পারে	ছোট দলে প্রত্যেক শিক্ষার্থী তাদের শিখন চাহিদা অনুযায়ী শব্দ, বর্ণ, কার চিহ্ন ও বানান কৌশল শেখানো হয়

দিন-৫
অধিবেশন-৩
তথ্যপত্র-১

‘সহজ লেখা’

দুদিন পার হয়ে গেল। পাখীটি উড়তে পারত, কিন্ত বেশি উচুতে নয়। সে চিন্তিত হয়ে বলল; “বুনো হাঁস কাকা, আমার ছোট্ট ডানা দিয়ে উপরে ওড়া সম্ভব নয়”। বুনো হাঁস জবাব দিলঃ “এতে কিছু আসে যায় না। তুমি হাল্কা, বার বার অভ্যাস করলে উপরে উড়তে পারবে।”

তৃতীয় দিনে পাখীটি সারা গায়ে ব্যথা অনুভব করল এবং উড়তে শেখা ছেড়ে দিতে চাইল। যখন বুনো হাঁস তাকে শেখাতে এল তখন সে ছল করে পালিয়ে গেল। ঠিক করল আর উড়তে শিখবে না।

একদিন সে দেখল, জলাশয়ে সাঁতার কাটছে একজোড়া চীনা হাঁস। সে তাদের খুব প্রশংসা করল। মনে মনে ভাবল, “সাতার শিখে জলের বীর হতে পারলে কতই না মজা হত!”

উড়ে গিয়ে শাপলা পাতার উপর বসে সে অনুরোধ করলঃ “দিদিভাই, দয়া করে আমাকে সাঁতার কাটা শিখিয়ে দেন। আমি জলের বীর হতে চাই।” চীনা হাঁস জবাব দিলঃ “ভালো কথা। তোমার সংকল্প থাকলে নিশ্চয়ই আমরা তোমাকে শেখাব।”

‘কঠিন লেখা’

ক্ষমতাকে মূল্য দেওয়ার প্রশ্নে শত শত, এমনকি হাজার হাজার বছর ধরে বিতর্ক চলেছে। অনেকে খুব জোড় দিয়ে বলেছেন, স্বক্ষমতা অত্যন্ত মূল্যবান; অনেকে আবার এই মতের প্রবল বিরোধিতাও করেছেন। কিন্তু প্রথমেই বলা দরকার, এই বিভাজন ভৌগোলিক নয়। যদিও কেউ কেউ তেমনটা মনে করেন। তাঁদের ধারণাঃ ‘এশীয় মূল্যবোধ’ হচ্ছে কর্তৃত্ববাদী এবং সেই মূল্যবোধ স্বক্ষমতাকে গুরুত্ব দেয় নাঃ অন্য দিকে, চিরাচরিত ‘ইউরোপীয় মূল্যবোধ’ হচ্ছে স্বক্ষমতা পন্থী এবং কর্তৃত্ববাদ-বিরোধী। এইভাবে যাঁরা ভাগ করেন তাঁদের অনেকের মতে, ব্যক্তিস্বাতন্ত্রে বিশ্বাসই ‘পাশ্চাত্য’কে ‘প্রাচ্য’ থেকে আলাদা করেছে। এই বিভাজনের প্রবক্তাদের মধ্যে যেমন আছেন ‘পশ্চিমী সংস্কৃতি’র অদ্বিতীয়তার আপসহীন প্রবক্তরা, তেমনই আছেন ‘এশীয় মূল্যবোধ’ -এ বিশ্বাসীরা- যাঁরা মনে করেন, স্বক্ষমতার চেয়ে শৃঙ্খলা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু মানবচিন্তার ইতিহাসকে এইভাবে ভাগ করার পিছনে বাস্তব তথ্যপ্রমাণ নেই বললেই চলে।

দিন-৫
অধিবেশন-৩
তথ্যপত্র-২

পড়া

পড়তে পারার জন্য যা প্রয়োজনঃ

- পঠনে সাবলীলতা (fluency)
- পাঠ অনুধাবন করার ক্ষমতা (comprehension)
- শব্দভান্ডার বৃদ্ধি করা(vocabulary)
- বানান কৌশল জানা (spelling)
- বর্ণ কার চিহ্ন (alphabet)

শিক্ষার্থীদের শব্দভান্ডার যেভাবে বৃদ্ধি করা যায়ঃ

- শিক্ষকের সাহায্যে প্রতিদিন ১ মিনিট করে পড়ানো হয়
- ছোট গল্পের বই পড়ানো হয়
- স্বাধীনভাবে শিক্ষার্থীরা বুক কর্ণার হতে গল্পের বই পড়ে
- প্রতিদিন ছোট দলে শব্দ শেখার খেলা করানো হয়
- ছোট শব্দ ও বর্ণ গেইম করানো হয় (শিক্ষকের সহায়তায়)
- বর্ণ দিয়ে শব্দ তৈরি করানো হয়।

দিন-৫
অধিবেশন-৩
তথ্যপত্র-৩

পঠনে সাবলীলতা বাড়ানোর কৌশল সমূহ

- বেইসলাইন মূল্যায়ন ফলাফল অনুযায়ী, প্রতিটি শ্রেণির শিক্ষার্থীরা রিডিং/ পঠনের সাবলীলতা (Fluency) এর বিভিন্ন পর্যায়ে আছে যেমন-
    ১. কিছু শিক্ষার্থী তাকে দেয়া পাঠটি সাবলীলভাবে রিডিং পড়তে পারে;
    ২. কিছু শিক্ষার্থী তাকে দেয়া পাঠটি শিক্ষকের আংশিক সহায়তায় রিডিং পড়তে পারে;
    ৩. কিছু শিক্ষার্থী তাকে দেয়া পাঠটি বানান করে রিডিং পড়তে পারে;
    ৪. কিছু শিক্ষার্থী একদম রিডিং পড়তে পারে না, এমনকি তারা কিছু বর্ণ, কার চিহ্ন চেনে না বা কোনো শব্দও পড়তে পারে না।
- সাধারণতঃ প্রচলিত শ্রেণি পরিচালনার রিডিং করানো হয় এভাবে
    ১. শিক্ষকের আদর্শ পাঠ;
    ২. শিক্ষক / শিক্ষার্থীদের সরব পাঠ;
    ৩. শিক্ষার্থীদের একক সরব পাঠ;
    ৪. শিক্ষার্থীদের নিরব পাঠ।
- যেহেতু দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণির
    ১. কিছু শিক্ষার্থী ঐ শ্রেণির জন্য নির্ধারিত পাঠটি রিডিং পড়তে পারে না, কারণ সে বর্ণ, শব্দ চেনে না;
    ২. কিছু শিক্ষার্থী ঐ পাঠটি সাবলীলভাবে পড়তে পারে না। তারা বানান করে পড়ে;
    ৩. কিছু শিক্ষার্থীর শিক্ষকের আংশিক সাহায্য প্রয়োজন হয়। ফলে পাঠটি তারা অনুধাবন (Comprehand) করতে পারে না।
- এ কারণে শ্রেণিকক্ষে পরিচালিত রিডিং দক্ষতা বাড়ানোর যে কৌশলগুলো তা শুধুমাত্র সাবলীল পাঠককে আরো সাবলীল হতে সাহায্য করে। অন্য শিক্ষার্থীরা ধীরে ধীরে পিছিয়ে পড়ে এবং একসময় বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়ে।
- একারণে এ পদ্ধতিতে পাঠদানের সময়কে এমনভাবে ভাগ করা হয়েছে যেন প্রতিটি শিক্ষার্থী তার শিখন চাহিদা অনুযায়ী এগিয়ে যেতে পারে।
- প্রস্তাবিত সময়সূচি অনুযায়ী পঠনে/ রিডিং এ সাবলীলতা (Reading fluency) আনার জন্য বিভিন্ন কৌশল নেয়া হয়েছে

শ্রেণি পরিচালনার কৌশল

১. প্রথম সমবেত ক্লাসে শিক্ষকের আদর্শ / সরব পাঠ করবেন।

২. প্রতিদিন ১০-১৫ জন শিক্ষার্থী শিক্ষকের সাথে তার শিখন স্তর (Learning level) অনুযায়ী একটি বই থেকে ১ মিনিট পড়বে।

৩. ছোট দলে প্রতিদিন শিক্ষার্থীরা তাদের শিখন স্তর (Learning level) অনুযায়ী শিক্ষকের সহায়তায় নিচের কাজগুলো করবে।

ক) বর্ণ / কার চিহ্ন বানান কৌশল;

খ) শব্দ ভান্ডার বাড়ানোর কৌশল (Sight Vocabulary), বানান কৌশলের সাথে নূতন নূতন শব্দ শেখা, যুক্ত বর্ণ শেখা ২য়, ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম শ্রেণির যে সকল শিক্ষার্থী ১ম শ্রেণির সমমানের তাদের জন্য;

গ) পাঠ্যবই ও অন্যান্য Supplimentary Reading materials (SRM) ; সরকার প্রদত্ত HTR এর স্কুল কর্তপক্ষ কর্তৃক কেনা গল্পের বইয়ের বিভিন্ন গল্প কবিতা বা অন্যান্য ধরনের পাঠ নিয়ে আলোচনা।

৪. শিক্ষকের সহায়তা ছাড়া শিক্ষার্থীদের বন্ধু দলে, একাকী, জোড়ায় বা দলে বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে।

ক) বর্ণ, কার চিহ্ন / শব্দ এর সাথে পরিচিত হওয়ার জন্য শিক্ষকের নির্দেশিত লেখার বা কাজের মাধ্যমে;

খ) পাঠ্যবই বা বিভিন্ন SRMএর উপর ভিত্তি করে অনুধাবন (Comprehension) মূলক কাজ।

৫. একক রিডিং -

- প্রচলিত পদ্ধতি ও প্রস্তাবিত পদ্ধতিতে পঠন (Reading) বা লিখন (Writing) শিখন-শেখানো (Teaching learning) পদ্ধতিতে মূল পার্থক্য হচ্ছে প্রচলিত পদ্ধতিতে কোনো একটি নির্দিষ্ট শ্রেণিতে পুরো শ্রেণির শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে পাঠ প্রদর্শন করা হয়। যেমন- তৃতীয় শ্রেণির পাঠ তৃতীয় শ্রেণির পাঠ্যবই থেকে দেয়া হয়, যদিও ঐ শ্রেণিতে দ্বিতীয় বা প্রথম শ্রেণির সমমানের শিক্ষার্থী আছে।

  একারণেই এ পদ্ধতিতে সকল শিক্ষার্থীর শিখন সামর্থ (Learning ability) অনুযায়ী প্রস্তাবিত সময় বিভাজন অনুসারে শ্রেণি পরিচালনা করা হবে।

দিন-৫
অধিবেশন-৩
তথ্যপত্র-৪

১ মিনিট রিডিং ও রেকর্ড রাখা:

- শিক্ষক প্রতিদিন বোর্ডের কাজ শেষ করে ১২/১৫ জন শিক্ষার্থীকে পাঠ্যবই / পঠিত রিডিং থেকে ১ মিনিট রিডিং পড়াবেন। অর্থাৎ শিশুদের বড় দলে বসে একাকী / জোড়ায় অথবা দলগতভাবে লেভেল অনুযায়ী কাজ করার নির্দেশনা দিয়ে শিক্ষক ১৫ মিনিটে ১৫ জন শিশুর কাছে গিয়ে ১ মিনিট করে রিডিং শুনবেন / আঙ্গুল ধরে পড়াবেন এবং রিডিং রেকর্ড খাতায় লিখে রাখবেন।

১ মিনিট রিডিংয়ের নিয়ম:

- শিক্ষার্থীদের শিখন স্তর অনুযায়ী পড়ার বই নির্ধারণ করতে হবে।
- ১ মিনিটে যে কয়টি বাক্য পড়ানো সম্ভব ততটি বাক্য পড়বে।
- শিক্ষক ১ মিনিট পড়ানো শেষ করে রিডিং রেকর্ড খাতায় রেকর্ড রাখবেন।
- যে শিক্ষার্থী নিজে পড়তে পারে না, সে শিক্ষকের সহায়তায় ১ মিনিট করে পড়বে।
- যারা একটু পড়তে পারে সেই শিক্ষার্থী নিজে পড়তে চেষ্টা করবে। যে শব্দটি শিক্ষার্থী নিজে পড়তে পারবে না তা শিক্ষক বলে দিবেন।
- যে শিক্ষার্থী নিজে পড়তে পারে সে শিক্ষার্থী প্রত্যেকটি শব্দের নিচে আঙ্গুল দিয়ে পড়বে আর শিক্ষক শুনবেন ও পড়া শেষে রেকর্ড রাখবেন।
- প্রতিদিন ১৫ মিনিটে ১০-১৫ জন শিক্ষার্থীর পড়া শুনবেন, পর্যায়ক্রমে সকল শিক্ষার্থীর পড়া শুনবেন।
- ধীরে ধীরে শিক্ষার্থীদের পঠন দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে।

১ মিনিট রিডিং শোনার ব্যবস্থাপনা

শিশুদের পঠন দক্ষতা বাড়ানোর জন্য ECL এ্যাপ্রোচে বাংলা বিষয়ের একটি পদক্ষেপ হলো '১ মিনিট রিডিং শোনা'। এখানে প্রতিদিন শ্রেণিতে কমপক্ষে ১০/১৫ জন শিক্ষার্থীর বাংলা রিডিং শোনার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। সপ্তাহে প্রতি কার্যদিবসে ভিন্ন ১০-১৫ জনের পড়া শুনতে হবে। যদি শ্রেণিতে ৬০ জন শিক্ষার্থী থাকে তবে প্রতিদিন ১০ জন করে পড়ালে সপ্তাহে ৬০ জনকে পড়ানো যাবে। যেমন–

শনিবার	১–১০ রোল নম্বর পর্যন্ত
রবিবার	১১–২০ রোল নম্বর পর্যন্ত
সোমবার	২১–৩০ রোল নম্বর পর্যন্ত
মঙ্গলবার	৩১–৪০ রোল নম্বর পর্যন্ত
বুধবার	৪ ১–৫০ রোল নম্বর পর্যন্ত
বৃহস্পতিবার	৫১–৬০ রোল নম্বর পর্যন্ত

যদি ৫০ জন শিক্ষার্থী থাকে তবে

পুনরায়, বৃহস্পতিবার– ১ – ১০ রোল নম্বর শুরু হবে।

এবং যদি, ৪০ জন শিক্ষার্থী থাকে তবে

পুনরায়, বুধবার–১ – ১০ রোল নম্বর শুরু হবে।

অর্থাৎ শ্রেণিতে ৬০ জন থাকলে প্রত্যেকে সপ্তাহে ১ বার ১ মিনিট রিডিং পড়ার সুযোগ পাবে। এভাবে শ্রেণিতে ৪০/৫০ জন শিক্ষার্থী থাকলে কেউ কেউ ১ বার ১ মিনিট, কেউ কেউ ২ বার ২ মিনিট রিডিং পড়ার সুযোগ পাবে। এভাবে মাসে একজন শিক্ষার্থী রিডিং পড়ার জন্য কতটুকু সময় পাবে তা শিক্ষক নিজেই হিসাব করে বের করতে পারবেন।

দিন-৫
অধিবেশন-৩
তথ্যপত্র-৫

রিডিং রেকর্ড এর নমুনা ছক

মাসঃ জানুয়ারি, ২০১৩ শ্রেণিঃ ২য়

ক্রমিক নং	শিক্ষার্থীর পাঠগত অবস্থান	পঠিত রিডিং বই	তারিখ								
			১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
০১	সাবলীল	২য় শ্রেণির পাঠ্যবই/SRM									
০২	শি.আঃ সা	,,									
০৩	শি.সঃ সাহায্যে	১ম শ্রেণির পাঠ্যবই/ SRM									
০৪	সাবলীল	২য় শ্রেণির পাঠ্যবই/ SRM									
০৫	শি.সঃ সাহায্যে	১ম শ্রেণির পাঠ্যবই/ SRM									
০৬	সাবলীল	২য় শ্রেণির পাঠ্যবই/SRM									
...											
১২											
১৩											
১৪											
১৫											
....											
.....											
২৯											
৩০											

দিন-৬
অধিবেশন-১
তথ্যপত্র-১

বর্ণ, কার চিহ্ন ও বানান শেখানোর কৌশল

শিক্ষার্থীদের ছোটদলে এনে বর্ণ, কার চিহ্ন ও বানান শেখানোর জন্য ২টি অ্যাক্টিভিটি আছে।

অ্যাক্টিভিটি-১: যে কোনো বর্ণ দিয়ে ছবিযুক্ত শব্দ বলা, সেই বর্ণের ধ্বনি উচ্চারণ ও বর্ণের লিখিত রূপ চেনা।

উদ্দেশ্য: বর্ণ চিনতে পারবে

উপকরণ: যে কোনো বর্ণ দিয়ে পাঠ্যবই, হেসে খেলে পড়ি ও পরিচিত শব্দের কার্ড, ছবি সহ শব্দ কার্ড, বর্ণ কার্ড।

দল: ৬-৮ জন

<u>অ্যাক্টিভিটির নিয়ম:</u>

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের ছোটদলে নিয়ে বসাবেন।
- শিক্ষার্থীদের সামনে নির্ধারিত বর্ণ দিয়ে পূর্বে প্রস্তুতকৃত ছবিযুক্ত শব্দকার্ডগুলো উল্টিয়ে রাখবেন।
- প্রত্যেক শিক্ষার্থী ১টি করে কার্ড নেবে এবং পর্যায়ক্রমে প্রত্যেকে কার্ডের ছবির শব্দ বলবে।
- শব্দ সঠিক বলছে কি না অন্য বন্ধুরা তা যাচাই করবে।
- উত্তর যদি সঠিক না হয় তাহলে বন্ধুরা তাকে সহায়তা করবে।
- শিক্ষকের সাথে সাথে শিক্ষার্থীরা কার্ডের ছবির শব্দ বার বার উচ্চারণ করবে।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কার্ডগুলো নিজের কাছে নেবেন।
- কার্ডগুলো এলোমেলো করে উল্টিয়ে রাখবেন।
- পর্যায়ক্রমে ১টি করে কার্ড তুলে শিক্ষার্থীদের কার্ডের ছবির শব্দ বলার জন্য বলবেন।
- শিক্ষক উত্তর শুনবেন এবং খাতায় শব্দ লিখবেন।
- সবগুলো শব্দ লেখার পর শিক্ষার্থীদের একই রকম দেখা যায় এমন বর্ণ চিহ্নিত করতে বলবেন।

নমুনা	নমুনা
বক	ব
বউ	ব
বল	ব

- উপরের নমুনা অনুযায়ী একই রকম দেখা যায় এমন বর্ণ বাদ দিয়ে বাকী শব্দাংশগুলো কেটে ফেলবেন।
- এরপর বলবেন এটা ‘ ব ’ এবং ‘ ব ’ বর্ণ উচ্চারণ করবেন।
- ‘ ব ’ কীভাবে লিখতে হয় দেখাবেন।

দিন- ৬
অধিবেশন-১
তথ্যপত্র-২

অ্যাক্টিভিটি-২: বর্ণ উচ্চারণ করা ও একই বর্ণ দিয়ে পরিচিত শব্দ বলার খেলা।

উদ্দেশ্য: বর্ণ চিনতে ও উচ্চারণ করতে পারবে। বর্ণ দিয়ে সহজ শব্দ বলতে পারবে।

উপকরণ: বর্ণ কার্ড, ছবি যুক্ত শব্দ কার্ড

দল: ৬-৮ জন

নিয়ম:

- **শিক্ষক শিক্ষার্থীদের ছোট দলে নিয়ে বসবেন।**
- **নির্ধারিত বর্ণ দিয়ে ছবি যুক্ত কার্ড এক এক করে দেখাবেন এবং শব্দের উচ্চারণ বলবেন।**
- **শিক্ষক শব্দের শুরুর বর্ণ কী তা জানতে চাইবেন**
- **শিক্ষার্থীদের উত্তর শুনবেন এবং বর্ণ কার্ডটি দেখিয়ে বার বার বর্ণের উচ্চারণ করাবেন। যেমন:- ' ক '**
- **এবার ঐ বর্ণ দিয়ে পরিচিত কয়েকটি শব্দ বলতে বলবেন।**
- **পর্যায়ক্রমে প্রতিটি শিশু শব্দ বলবে। এক্ষেত্রে বন্ধুরা ও শিক্ষক প্রত্যেককে বলতে সহায়তা করবেন।**
- **শিক্ষক শব্দগুলো খাতায় পাশাপাশি লিখবেন।**
- **এখান থেকে শিক্ষক ' ক' বর্ণ কীভাবে লিখতে হবে তা দেখাবেন।**
- **শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তক অনুশীলন অংশ (পৃষ্ঠা ২১) বের করতে বলবেন।**
- **শিক্ষক ছোটদলে সহায়তার পর শিশুরা বড়দলে বসে একাকী, জোড়ায় ও দলগতভাবে খেলাটি অনুশীলন করবে।**
- **এ ধরনের অ্যাক্টিভিটির উপর শিশুরা যাতে বড়দলে বসে একাকী/ জোড়ায় ও দলে বসে অনুশীলন করতে পারে, সেজন্য শিক্ষক পরবর্তী ক্লাসে বোর্ডের নির্দেশনায় তা উল্লেখ করবেন।**
- **শিক্ষক এ ধরনের অ্যাক্টিভিটিতে যা ছোট দলে শেখালেন পরবর্তী ক্লাসে বড়দলে বোর্ডের নির্দেশনায় সেই দলকে এ ধরনের কাজ অনুশীলন করতে দেবেন।**

দিন-৬
অধিবেশন-১
তথ্যপত্র-৩

অ্যাক্টিভিটি-৩: একই ধরণের বর্ণ খুঁজে বের করা।
উদ্দেশ্য: বর্ণের আকৃতি চিনে বর্ণ মিল করতে পারবে এবং বর্ণের উচ্চারণ করতে পারবে।
উপকরণ: ৪ ধরনের রংঙের কালি ব্যবহার করে প্রতিটি বর্ণের ৪টি এর ১ সেট বর্ণ কার্ড।
দল: ৭-৮ জন

অ্যাক্টিভিটির নিয়ম:

ধাপ-১:

- **৪ ধরনের রং এর কালি (লাল,সবুজ,নীল ও বেগুনী) ব্যবহার করে বর্ণ কার্ড তৈরি করবেন। যেমন:-**

ব	ব	ব	ব
লাল কালি	সবুজ কালি	নীল কালি	বেগুনী কালি

- **একইভাবে ম,ক,ত বর্ণ দিয়ে ৪ ধরনের কালি ব্যবহার করে প্রতিটি বর্ণের ৪ টি করে ১ সেট কার্ড প্রস্তুত করে রাখবেন।**

ধাপ- ২

- **যে কোনো ৪ টি বর্ণ দিয়ে ৪ সেট কার্ড (৪×৪=১৬ টি বর্ণ কার্ড) টেবিলের উপর রাখবেন।**
- **শিক্ষার্থীদের একই ধরনের বর্ণ কার্ডগুলো একত্রিত করতে বলবেন।**
- **বর্ণগুলোর উচ্চারণ বার বার অনুশীলন করাবেন।**
- **বর্ণগুলো কীভাবে লিখতে হয় তা লিখে দেখাবেন।**
- **বর্ণগুলো লেখার জন্য পাঠ্য পুস্তক ও হেসে খেলে বইয়ে যে ধরনের অনুশীলনমূলক কাজ দেয়া আছে তা দেখাবেন।**
- **বড়দলে বসে লেখার অনুশীলনমূলক কাজ করতে দেবেন।**

দিন- ৬
অধিবেশন-১
তথ্যপত্র-৪

অ্যাক্টিভিটি-৪: বর্ণ দিয়ে ছবির ফ্লাশ কার্ডের সাথে শব্দের কার্ড মিলকরণ ও শব্দ চেনা।

উদ্দেশ্য:

- **ছবি দেখে বর্ণ ও শব্দের উচ্চারণ করতে পারবে**
- **শব্দ পড়তে পারবে**

উপকরণ: বর্ণ সম্বলিত ছবিযুক্ত কার্ড, ছবিযুক্ত শব্দ কার্ড, শব্দ কার্ড

দল: ৭/৮ জন

অ্যাক্টিভিটির নিয়ম:

যে কোনো ১টি বর্ণ দিয়ে বর্ণ সম্বলিত ছবি যুক্ত শব্দ কার্ড, শব্দ কার্ড টেবিলের উপর এলোমেলো করে রাখবেন। যেমন-

ব	ব	ব	ব
ব	ব 	ব	ব বাড়ি

- **শিক্ষার্থীদের ছবির সাথে শব্দ কার্ড মিল করে পাশাপাশি / উপরে নিচে রাখতে বলবেন।**
- **শব্দ উচ্চারণের সাথে সাথে শব্দের ১ম ধ্বনি ' ব ' উচ্চারণ বার বার অনুশীলন করাবেন এবং শব্দগুলোই বার বার উচ্চারণ করাবেন। যাতে করে শিক্ষার্থীার শব্দের লিখিত রূপের সাথে পরিচিত হয় এবং শব্দ দেখেই পড়তে পারে।**
- **বিভিন্ন বর্ণ দিয়ে ফ্লাশ কার্ডগুলো বড়দলে বসে শিক্ষার্থীদের তৈরি করতে দিবেন।**
- **বোর্ডের নির্দেশনায় এমন ধরনের কাজ দিবেন যাতে শিক্ষার্থীরা নিজেরাই ফ্লাশ কার্ড তৈরি করে। যাতে করে বর্ণ, শব্দ, ছবিযুক্ত শব্দ মিল করে একা একা শিখতে পারে।**

দিন-৬
অধিবেশন-১
তথ্যপত্র-৫

অ্যাক্টিভিটি-৫: বর্ণ ও শব্দের লুডু খেলা।

উদ্দেশ্য:

- লিখতে লিখতে বর্ণ চিনতে ও বলতে পারবে;
- বর্ণ দিয়ে ছবি দেখে শব্দ বলতে পারবে;
- শব্দের লিখিত রূপের সাথে পরিচিত হবে এবং শব্দ পড়তে পারবে।

উপকরণ: বর্ণ, বর্ণ দিয়ে ছবিযুক্ত শব্দ ও শব্দ কার্ড

দল: ৭/৮ জন

অ্যাক্টিভিটির নিময়:

- শিক্ষক নির্ধারিত বর্ণ দিয়ে পাঠ্যবই , হেসে খেলে পড়ি বই এর বর্ণ দিয়ে ছবিযুক্ত শব্দ কার্ড, ছবি ছাড়া শব্দ কার্ড ও পরিচিত আরও কিছু ছবিযুক্ত শব্দ কার্ড ও শব্দ দিয়ে লুডু তৈরি করে রাখবেন। (তথ্যপত্র ৫ নমুনা লুডু - ১)
- ছোট দলে ৪ জন শিক্ষার্থীকে নিয়ে খেলবেন এবং ৪ জনকে ৪ রংঙের ১টি করে গুটি দেবেন।
- বাকী বন্ধুরা দেখবে ও প্রয়োজনে বর্ণ, শব্দ বলার ক্ষেত্রে সহায়তা করবে।
- শিক্ষার্থীরা বর্ণ, শব্দ চেনার পর তাদের দিয়ে লুডু তৈরি করা শেখাবেন
- শিক্ষার্থীরা বড়দলে বসে লুডু তৈরি করবে এবং খেলতে খেলতে শিখবে।

লুডু (নমুনা -১)

<table>
<tr><td colspan="2">ঘ

ঘর</td><td>ক্ষ</td><td>বাড়ি</td><td>ব</td><td colspan="2">গ

গরু</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>ঞ্জ</td><td>বিড়াল</td><td>বই</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>ব</td><td>বউ</td><td>ঞ্জ</td><td>বউ</td><td>বল</td><td>বিড়াল</td><td>বাড়ি</td></tr>
<tr><td>বাবা</td><td>বিড়াল</td><td>ঞ্জ</td><td>‘ ব ’
বর্ণ শেখার লুডু</td><td>বিড়াল</td><td>বল</td><td>বক</td></tr>
<tr><td>বক</td><td>বল</td><td>বই</td><td>বল</td><td>বল</td><td>বই</td><td>ব</td></tr>
<tr><td colspan="2">ক

কলা</td><td>বাড়ি</td><td>বক</td><td>বক</td><td colspan="2">খ

খই</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>ব</td><td>ব

বাড়ি</td><td>বক</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

দিন-৬
অধিবেশন-১
তথ্যপত্র-৬

অ্যাক্টিভিটি-৬: শব্দ শেখার খেলা (রিডিং গেইম)।

উদ্দেশ্য: শব্দের আকৃতি ও শব্দ চিনবে এবং উচ্চারণ শিখবে।

উপকরণ: বাক্য কার্ড, শব্দ কার্ড।

দল: ৬/৭ জন

অ্যাক্টিভিটির নিয়ম:

ধাপ-১:

- **শিক্ষক প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে একটি করে বাক্য কার্ড দেবেন। শব্দ কার্ডগুলো নিজের হাতে রাখবেন।**
- **এক একটি কার্ডের শব্দ উচ্চারণ করে শিক্ষক জিজ্ঞাসা করবেন, এই শব্দটি কার কাছে আছে।**
- **শব্দটি যার কাছে আছে সে হাত তুলবে, তখন শিক্ষক শব্দটি সব শিক্ষার্থীকে উচ্চারণ করতে বলবেন এবং শব্দ কার্ডটি যে শিক্ষার্থী হাত তুলেছে তাকে দেবেন। শিক্ষার্থী শব্দ কার্ডটি তার বাক্য কার্ডের নির্দিষ্ট শব্দের ওপর রাখবে।**
- **এভাবে শিক্ষার্থীদের বাক্য কার্ডের শব্দ মিলে না যাওয়া পর্যন্ত খেলা চলতে থাকবে। শিক্ষক ছোট দলে খেলাটি খেলবেন যাতে করে শিক্ষার্থীরা বড় দলে বসে খেলতে খেলতে শব্দ পড়তে পারে।**

ধাপ-২:

- **প্রতি দলে ৬ থেকে ৭ জন শিক্ষার্থী নিয়ে ছোট দল বানাবেন**
- **এক একটি বাক্য কার্ড একেক জন শিক্ষার্থীর সামনে রাখবেন।**
- **শব্দগুলো উল্টো করে মাঝখানে রাখতে হবে।**
- **প্রত্যেকে পালা করে একটি শব্দ কার্ড ওঠাবে, তার বাক্য কার্ডের সাথে কার্ডের শব্দটি মিললে বাক্য কার্ডের ওপর রাখবে।**
- **আর যদি না মেলে তবে আবার উল্টো করে মাঝখানে রেখে দেবে।**
- **যখন বাক্যগুলোর পুরো শব্দগুলো মিলে যাবে তখন খেলা শেষ হবে।**

দিন-৬
অধিবেশন-১
তথ্যপত্র-৭

অ্যাক্টিভিটি-৭: বর্ণ দিয়ে শব্দ খুঁজে বের করা ও পড়া।

উদ্দেশ্য:

- বর্ণ চিনে পড়তে পারবে;
- বর্ণ দিয়ে শব্দ খুঁজে বের করে পড়তে পারবে।

উপকরণ: বর্ণের বেইস বোর্ড, বর্ণ দিয়ে শব্দ কার্ড

দল: ৬/৮ জন

অ্যাক্টিভিটির নিয়ম:

- শিক্ষার্থীদের সামনে যে কোনো ৩টি বর্ণ দিয়ে তৈরি বেইসবোর্ড রাখবেন। যেমন- ক, র , ত।
- প্রত্যেক শিক্ষার্থীর খাতায় নিচের বেইসবোর্ডের নমুনা অনুযায়ী বেইস বোর্ড আঁকতে বলবেন।

ক	ব	ত

- শিক্ষার্থীর আঁকা শেষে ' ব ' বর্ণ দিয়ে ছবি যুক্ত একাধিক শব্দ কার্ড (বল, বই, বর, বক, বাড়ি, বিড়াল) ও অন্য বর্ণ দ্বারা তৈরি শব্দ কার্ড গুলো এলোমেলোভাবে টেবিলের উপর রাখবেন।
- শিক্ষার্থীদের বলবেন এটা একাধিক মজার খেলা । ২ মিনিট পর্যন্ত খেলা চলবে।
- এবার শিক্ষার্থীদের বর্ণ দিয়ে শব্দের ফ্লাশ কার্ডগুলো খুঁজে বের করে নিজ নিজ বেইস কোর্ডের বর্ণের ঘরে রাখতে বলবেন।
- সময় শেষ হলে নিজ নিজ কার্ডগুলো পড়তে বলবেন। যে বেশি কার্ড পাবে তাকে বিজয়ী ঘোষণা করবেন।
- একইভাবে শিক্ষার্থীরা 'ক ' ও ' ত ' বর্ণের শব্দগুলো খুঁজে বের করে বেইসবোর্ডের ঘরে রাখবে।
- অ্যাক্টিভিটিটি শিক্ষার্থীরা বড় দলে বসে ৩-৪ মিনিট কীভাবে খেলবে তার নির্দেশনা দিবেন।
- বোর্ডের নির্দেশনায় এ অ্যাক্টিভিটির উপর কাজ করতে দেবেন।

দিন-৬
অধিবেশন-১
তথ্যপত্র-৮

অ্যাক্টিভিটি-৮: কার চিহ্ন চেনা ও পরিচিত বর্ণের সাথে কার চিহ্ন সহযোগে শব্দ তৈরি।

উদ্দেশ্য:

- **কার চিহ্ন চিনে উচ্চারণ করতে পারবে;**
- **পরিচিত বর্ণের সাথে ' া ' চিহ্ন যোগে শব্দ বলতে ও পড়তে পারবে।**

উকরণ: কার চিহ্ন কার্ড, শব্দ ও শব্দাংশ কার্ড

দল: ৬/৮ জন

অ্যাক্টিভিটির নিময়:

- **ছোট দলে শিক্ষার্থীদের কার চিহ্ন কার্ড দেখাবেন এবং খাতায় লিখাবেন। যেমন- ' া ' কার। উচ্চারণ শেখান আ = া কার।**
- **আ এবং ' া ' কার দুটো উচ্চারণই আ, আ শব্দের প্রথমে বসে। ' া ' কার বর্ণের সাথে যোগ হয়। যেমন:- বাবা, আমার।**
- **এবার যে সব বর্ণ আগেই শেখানো হয়েছে তাদের সাথে ' া ' কার যুক্ত করে বানান শেখান। অথবা ব/স এর সাথে ' া' কার যুক্ত করে কিছু শব্দ বলতে বলুন এবং খাতায় লিখুন। যেমন: -**

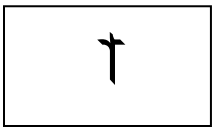

- **এবার প্রত্যেকটি শব্দের অংশ আলাদা করে ফ্লাশ কার্ডে লিখবেন ও উচ্চারণ করবেন। যেমন-**

শব্দ কার্ড **শব্দাংশ কার্ড**

দাদা → দা + দা = দাদা

বাবা → বা + বা = বাবা

- **প্রথমে শব্দ কার্ডটি দেখাবেন বা শব্দ খাতায় লিখবেন। তারপর শব্দাংশগুলোর কার্ড দেখিয়ে অথবা খাতায় লিখে উচ্চারণ করবেন ও শিক্ষার্থীদের দিয়েও বারবার উচ্চারণ করাবেন।**
- **শিক্ষার্থীর বড়দলে বসে অনুশীলন করার জন্য শিক্ষক বোর্ডের নির্দেশনায় এ ধরনের কাজ দিবেন এবং প্রয়োজনীয় বর্ণ, শব্দ ও শব্দাংশ কার্ড সরবরাহ করবেন। শিক্ষার্থীদের দিয়ে খেলার উকরণ তৈরি করাবেন।**

দিন-৬
অধিবেশন-১
তথ্যপত্র-৯

অ্যাক্টিভিটি-৯: কার চিহ্ন চেনা ও কার চিহ্ন দিয়ে পরিচিত শব্দ বলা, পড়া, বানান করা ও লেখা
উদ্দেশ্য:

- **'কার' চিহ্ন চিনে উচ্চারণ করতে পারবে;**
- **'কার' চিহ্ন দিয়ে পরিচিত শব্দ বলতে , পড়তে ও বানান করে লিখতে পারবে।**

উপকরণ: বর্ণ ও কার চিহ্ন সম্বলিত কার্ড।
দল: ৬-৮ জন
অ্যাক্টিভিটির নিয়ম:

- **ছোট দলে বেইস বোর্ড নিবেন, খাতায় ১টি ' ি' কার চিহ্ন লিখবেন। শিক্ষার্থীদের ' ি' কার চিহ্ন দিয়ে পর্যায়ক্রমে ১ টি করে পরিচিত শব্দ বলতে বলবেন।**
- **শিক্ষার্থীদের শব্দ মাইন্ড ম্যাপিং এর মাধ্যমে লিখবেন। শিক্ষার্থীরা প্রয়োজনে বই দেখে বলবে।**

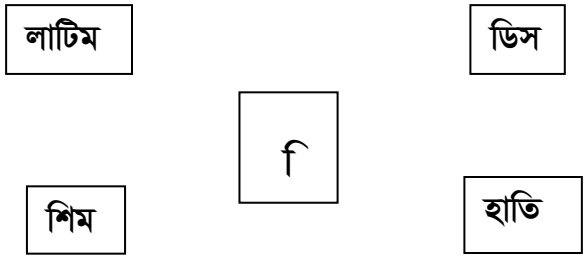

- **শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বলা শব্দটি বানান করে বলবেন আর লিখবেন। বার বার অনুশীলন করাবেন।**
- **এবার বর্ণ ও কার চিহ্ন সম্বলিত একাধিক কার্ড এলোমেলোভাবে টেবিলের উপর রাখবেন এবং শিক্ষার্থীদের বর্ণ ও কার চিহ্ন ব্যবহার করে শব্দ তৈরি করতে সহায়তা করবেন। শব্দ বানান করে খাতায় লেখার অনুশীলন করাবেন।**
- **শব্দ কার্ড, বর্ণ কার্ড ও চিহ্ন কার্ড শিক্ষার্থীদের সামনে রাখবেন । এবার শব্দে ব্যবহৃত বর্ণ ও চিহ্ন পাশাপাশি সাজাতে বলবেন। শব্দের নিচে বর্ণ ও চিহ্নগুলো সাজানোর পর এক এক করে ধারাবাহিকভাবে প্রতিটি বর্ণ ও চিহ্ন পড়তে বলবেন।**
- **শিক্ষার্থীদের আরও বলবেন নিদিষ্ট সময়ে যে শিক্ষার্থী বেশি শব্দের নিচের বর্ণ ও চিহ্ন বলতে পারবে সে বিজয়ী হবে।**
- **শিক্ষার্থীদের দিয়ে বার বার অনুশীলন করবেন, যাতে করে শিক্ষার্থীরা বড়দলে বসে জোড়ায়, দলে ও একাকী অনুশীলন করতে পারে।**
- **শ্রুতিলিপি লিখতে দিবেন এবং বানান করে লিখতে সহায়তা করবেন।**
- **লেখার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের পাঠ্যবই ও হেসেখেলে পড়ি বইয়ের বর্ণের সঠিক আকৃতি সম্বলিত ডট দ্বারা অনুশীলনী করাবেন।**

দিন-৬
অধিবেশন-২
তথ্যপত্র-১

ছোট দলে শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা-

(ক) পাঠ্য বইয়ের বিষয়বস্তু শিখন শেখানো কার্যক্রম (সাবলীল দল)ঃ বেইস লাইন সার্ভের ফলাফল বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, প্রতিটি শ্রেণিতেই কিছু শিক্ষার্থী আছে, যারা তাদের কাঙ্খিত যোগ্যতা অর্জন করতে পেরেছে। অর্থাৎ ঐ শ্রেণির সাবলীল পাঠক যারা সিলেবাস অনুযায়ী এগিয়ে যেতে পারে। এ সকল শিক্ষার্থীকে পাঠ্যবইয়ের বিষয়বস্তু ছোট দলে এনে শেখানোর সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যে, শিক্ষার্থীর পঠন দক্ষতার পাশাপাশি যেন তাদের লিখন দক্ষতারও উন্নয়ন ঘটে। শিক্ষার্থীরা যেন ক্লাসের পুরো সময় সক্রিয় ও অর্থপূর্ণভাবে অংশগ্রহণ করে। সাবলীল দলের শিক্ষার্থীরা যেহেতু বোর্ডে শিক্ষকের নির্দেশনা বুঝতে পারে এবং বড় দলে বসে অনুশীলনমূলক কাজ করতে পারে সেজন্য শিক্ষক পাক্ষিক পরিকল্পনায় সিলেবাস অনুযায়ী কবিতা ও গল্প নির্ধারণ করবেন। বাংলা ৩য় শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকে গল্প, কবিতা, তথ্যভিত্তিক লেখা মিলে মোট পাঠ আছে ১১টি। আর আমাদের সারা বছরে পাক্ষিক পরিকল্পনা করা যায় ১৩/১৪টি। কাজেই সাবলীল গ্রুপের জন্য ১টি পাক্ষিকে ১টি গল্প ও ১টি কবিতা অন্তর্ভূক্ত করে পাক্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করবেন।

সেক্ষেত্রে ৩য় শ্রেণির ১টি গল্প- রাজা ও তার তিন কন্যা (৮-১০পৃঃ) এর উপর পাঠ শিখি অংশে অনুশীলনমূলক কাজ আছে ৯টি। যেমন-

১. শব্দগুলোর অর্থ জেনে নেই। বাক্যগুলো পড়ি।
২. যুক্তবর্ণগুলো চিনে নেই। যুক্তবর্ণ দিয়ে গঠিত নতুন শব্দ পড়ি (৯টি যুক্তবর্ণ সম্বলিত শব্দ ভেঙ্গে দেয়া আছে এবং আরও ২টি করে শব্দ দেয়া আছে)।
৩. ঠিক উত্তরটি বাছাই করে বলি ও লিখি।
৪. শূন্যস্থান পূরণ করি।
৫. মুখে মুখে উত্তর বলি।
৬. উত্তরগুলো লিখি।
৭. কথাগুলোর উত্তর জেনে নেই।
৮. নাম বোঝানো শব্দ জেনে নেই।
৯. গল্পটি মুখে মুখে বলি।

আবার ১টি কবিতা- আমাদের এই দেশ (১৫ পৃঃ) এর উপর পাঠ শিখি অংশে অনুশীলনমূলক কাজ আছে ৮টি। যেমন-

১. শব্দগুলো জেনে নই। বাক্যগুলো পড়ি।
২. যুক্তবর্ণগুলো চিনে নেই (৬টি যুক্তবর্ণ সম্বলিত শব্দ ভেঙ্গে দেখানো আছে এবং আরও ২টি করে শব্দ আছে।)
৩. ঠিক উত্তরটি বাছাই করে বলি ও লিখি।
৪. মুখে মুখে উত্তর বলি ও লিখি।
৫. ডান দিকের প্রতি সারিতে দুটি করে কথা আছে। কবিতায় ব্যবহৃত ঠিক কথাটি নিয়ে বাম দিকের খালি জায়গা পূরণ করি।
৬. কবিতাটি সবাই মিলে একসঙ্গে জোরে জোরে পড়ি।
৭. কবিতাটি না দেখে লিখি।
৮. বাংলাদেশ সম্পর্কে তিনটি বাক্য লিখি।

একইভাবে অন্যান্য গল্প ও কবিতায় পাঠ শিখি অংশে ৭-১১টি করে অনুশীলন মূলক কাজ আছে। আবার এই অনুশীলনমূলক কাজের মধ্যে কিছু প্রশ্নের ধরণ একই রকমের যেমন- শব্দার্থ, শূন্যস্থান পূরণ, প্রশ্নোত্তর।

শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের শেখানোর জন্য/ কাজ করার জন্য ২টি জায়গা রয়েছে। একটি হলো বড়দলে বসে অনুশীলনমূলক কাজ আরেকটি হলো ছোট দলে শিক্ষকের সহায়তায় কাজ। যদি ১টি ক্লাসে উপদলের সংখ্যা হয় ৬, তাহলে প্রতিটি দল ছোট দলে কাজ করার সুযোগ পায় ৬ বার। অর্থাৎ গল্পের জন্য ছোটদলে কাজ করার সুযোগ পায় ৩ বার এবং কবিতার জন্য সুযোগ পায় ৩ বার। কিন্তু বড় দলে বসে অনুশীলন মূলক কাজ করার সুযোগ পায় ১৫দিন।

কাজেই দৈনিক পরিকল্পনার সময় শিক্ষার্থীরা বড়দলে বসে কী কী অনুশীলন করবে এবং ছোটদলে শিক্ষক কী কী শেখাবেন তা নির্ধারণ করবেন। আবার ছোটদলে শেখানোর পরবর্তী ১-৩ দিন শিক্ষার্থী বড় দলে বসে কী কী বিষয় অনুশীলন করবে তা ছোট দলেই বুঝিয়ে দেবেন। অর্থাৎ পরবর্তী দিনগুলোর বোর্ডের নির্দেশনাও ছোটদলে ব্যাখ্যা করবেন। এ দলকে পাঠ শিখি অংশের অনুশীলনমূলক কাজ শেষে অনুরূপ অনুশীলনমূলক প্রশ্ন তৈরির জন্য বড় দলে কাজ দেবেন।

শিক্ষক যা যা করবেনঃ

- ১টি পাক্ষিকে ১৫ কর্মদিবসের মধ্যে ১৫ দিনই শিক্ষার্থীদের বড় দলে অনুশীলনমূলক কাজ করার সুযোগ আছে। কাজেই শিক্ষক বোর্ডের নির্দেশনায় একাকী পড়া ও পাঠ শিখি অংশের অনুশীলনমূলক কাজ করতে দেবেন।
- আবার যখন শিক্ষার্থীরা ছোট দলে আসবে তখন শিক্ষক পূর্বের ক্লাসের অনুশীলনমূলক কাজগুলো দেখবেন ও প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন দেবেন। এরপর পাঠ শিখি অংশের যে কোনো ক্রমিকের ১টি বিষয় নিয়ে কাজ করবেন। যেমন রাজা ও তাঁর তিন কন্যার উপর পাঠ শিখি অংশে ৪নং ক্রমিকে আছে শূণ্যস্থান পূরণ করি। শিক্ষক বিষয়টি নিয়ে শিক্ষার্থীদের সাথে কাজ করবেন এবং কীভাবে শূণ্যস্থান পূরণের উপর প্রশ্ন তৈরি করবে তা শেখাবেন।
- যেহেতু পাঠ্যবইয়ের সবগুলো পাঠের শেষে পাঠ শিখি অংশে অনুশীলনমূলক কাজ আছে সেগুলো নিয়ে শিক্ষক ছোট দলে কাজ করবেন এবং পরবর্তী ক্লাসে বোর্ডের নির্দেশনায় শিক্ষার্থীদের বড় দলে বসে অনুরূপ প্রশ্ন তৈরি করতে দেবেন।
- এক্ষেত্রে শিক্ষক খেয়াল করবেন যাতে করে পর্যায়ক্রমে শিক্ষার্থীরা পাঠশিখি অংশের সব ধরনের প্রশ্ন তৈরি করতে পারে।
- শিক্ষার্থী দ্বারা শুধু প্রশ্ন তৈরিই নয়, শিক্ষার্থীদের দ্বারা তৈরিকৃত প্রশ্ন অন্য শিক্ষার্থীরাও ব্যবহার করবে।

(খ) পাঠ্যপুস্তকের বিষয় শিখন - শেখানো কার্যক্রম (আংশিক দল)ঃ

- বেইসলাইন সার্ভের ফলাফল বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, প্রতিটি শ্রেণিতেই বড় ধরণের একটা অংশ আছে যারা তাদের নির্ধারিত শ্রেণির বই ও নিচের শ্রেণির বই শিক্ষকের আংশিক সহায়তায় পড়তে পারে। অর্থাৎ যুক্ত বর্ণ সম্বলিত শব্দ, নতুন শব্দ পড়তে সহায়তার প্রয়োজন হয়। এসব শিক্ষার্থীকে ছোট দলে এনে সহায়তার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে করে শিক্ষার্থীর পঠন দক্ষতার উন্নয়ন হয়। শিক্ষার্থী যেন তার পুরো সময় পঠন দক্ষতার উন্নয়ন হয় এমন ধরনের কাজে সক্রিয় ও অর্থপূর্ণভাবে অংশগ্রহণ করে। যেহেতু এ দলের শিক্ষার্থীরা সাবলীল দলের মতো বোর্ডের নির্দেশনা অনুযায়ী কাজ করতে পারে, সেজন্য এ দলকে শিক্ষক তার নির্ধারিত শ্রেণির পাঠ্যবই থেকে গল্প ও কবিতা নির্বাচন করে পাক্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করবেন। এক্ষেত্রে গল্প ও কবিতা সাবলীলভাবে পড়ার ক্ষেত্রে জোড় দেবেন এবং পাঠ শিখি অংশ অনুধাবন করতে পেরেছে কিনা, যেমন, ছোট ছোট প্রশ্ন করা, প্রশ্নের উত্তর দেখে দেখে খুঁজে বের করে লেখা ইত্যাদি। নতুন কঠিন শব্দ খুঁজে বের করা, শব্দের উচ্চারণ অনুশীলন করা ইত্যাদি অনুশীলনমূলক কাজ করাবেন। পরবর্তীতে সাবলীল পাঠক হওয়ার পর আরও অন্যান্য অনুশীলনমূলক কাজ করাবেন।
- যদি শ্রেণিকক্ষে ৬টি স্তরভিত্তিক দল থাকে তাহলে প্রতিটি দল ৬ বার ছোট দলে কাজ করার সুযোগ পায়। এক্ষেত্রে শিক্ষক ঐ শ্রেণির পাঠ্যবইয়ের পাঠ থেকে ১টি গল্প ও ১টি কবিতা নিয়ে পাক্ষিক পরিকল্পনা করবেন। শিক্ষার্থীর সাবলীলতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে যদি ১টি পাক্ষিকে ১টি গল্প ও ১টি কবিতা শেষ করতে না পারেন সে ক্ষেত্রে ১টি গল্প অথবা ১টি কবিতা অন্তভূর্ক্ত করে পাক্ষিক পরিকল্পনা করবেন।
- আংশিক দলের শিক্ষার্থী যেহেতু ১টি পাক্ষিকের ১৫ দিন বড়দলে অনুশীলনমূলক কাজ করার সুযোগ পায়, সেজন্য শিক্ষক বোর্ডের নির্দেশনায় পাঠ্যবইয়ের পাঠ একাকী পড়ে নতুন শব্দ, যুক্তবর্ণ সম্বলিত শব্দ ও উচ্চারণ

করতে পারে না, পড়তে পারে না এমন শব্দ খুঁজে বের করে নিজ খাতায় তালিকা করতে বলবেন। অথবা শিক্ষক শব্দ লেখার জন্য কাগজ, শব্দ কার্ড বেইস কার্ড শ্রেণিকক্ষের ঝুড়িতে রাখবেন। শিক্ষার্থীরা শব্দ কার্ড নিয়ে পাঠ্যাংশ পড়ে নতুন শব্দ খুঁজে বের করে শব্দ কার্ডে লিখবে।

- শিক্ষার্থীরা যেহেতু ছোটদলে কাজ করার সুযোগ পায় ৬ দিন, কাজেই শিক্ষক এই ৬দিন কোন তারিখে ছোট দলে কী শেখাবেন তা দৈনিক পরিকল্পনায় অন্তভূর্ক্ত করবেন। দৈনিক পরিকল্পনায় ছোট দলের কাজ নির্বাচনের সময় এমন কাজ নির্বাচন করতে হবে যাতে করে শিক্ষার্থীদের পঠন দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। যেমন গল্প, রাজা ও তাঁর তিন কন্যা।

দিন	ছোটদলের কাজ	বড়দলের কাজ
১ম	- কঠিন শব্দগুলো পড়া বার বার উচ্চারণ করানো শিক্ষকের আদর্শ পাঠ প্রশ্নোত্তরে আলোচনা	১ম-২য় তিনবার অনুচ্ছেদ পড়া ও কঠিন শব্দ খুঁজে বের করে .....৩য় ও ৪র্থ অনুচ্ছেদ একাকী, জোড়ায় অনুচ্ছেদ পড়া ও নতুন শব্দের তালিকা তৈরি
৩য়	-	অনুচ্ছেদ পড়া ও নতুন শব্দের তালিকা তৈরি
৪র্থ	৩য় ও ৪র্থ অনুচ্ছেদের নতুন শব্দ পড়া শিক্ষার্থীদের দ্বারা পর্যায়ক্রমে পড়া এবং প্রশ্নোত্তরে আলোচনা	৫ম ও ৬ষ্ঠ অনুচ্ছেদের নতুন শব্দ, শব্দ কার্ডে লিখে A4 সাইজ কাগজে জোড়ায়/দলগতভাবে লাগানো এবং লুডু তৈরি
৫ম		লুডু খেলা (শিক্ষার্থীরা লুডুর ছক্কা চালবে এবং যে শব্দের পাশে ছক্কা পড়বে তাকে সেই শব্দ বলতে হবে। শব্দ বলার পর শব্দ যদি যথাযথভাবে বলতে পারে তাহলে সেই শব্দটি কেটে দেবে। এভাবে যে সবচেয়ে বেশি শব্দ বলতে পারবে সে বিজয়ী হবে)
৬ষ্ঠ	৫ম ও ৬ষ্ঠ অনুচ্ছেদের নতুন ও কঠিন শব্দ পড়া শিক্ষার্থীদের পড়া শোনা প্রশ্নোত্তরে আলোচনা করা পাঠ শিখি ৬নং প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বের করে লেখা।	পাঠ শিখি ৬নং প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বের করে লেখা
৭ম	পরবর্তী দিনের কাজের নির্দেশনা বুঝিয়ে দেয়া । অর্থাৎ ৬নং প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বের করে লেখা	পাঠ শিখি ৬নং প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বের করে লেখা।
৮ম	প্রশ্নোত্তর মূল্যায়ন ও প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেয়া, যুক্ত বর্ণ ভেঙ্গে দেখানো যুক্তবর্ণ দিয়ে নতুন শব্দ (পাঠশিখি ২নং ক্রমিক) পড়া	যুক্ত বর্ণ দিয়ে আরও নতুন শব্দ তৈরি ন্না রান্না ন + ন কান্না
৮ম	যুক্ত বর্ণ দিয়ে নতুন শব্দ পড়া	১নং ক্রমিকের শব্দগুলোর অর্থ বাক্য তৈরি করা

	পাঠ শিখি ১নং ক্রমিকের শব্দগুলো অর্থ জানা ও পড়া	
৯ম	যুক্ত বর্ণ দিয়ে নতুন শব্দ পড়া পাঠ শিখি ১নং ক্রমিকের শব্দগুলো অর্থ জানা ও পড়া	শব্দের অর্থ লেখা ও বাক্য তৈরি
১০ম	শূণ্যস্থান পূরণ করা	
১১ম	-	পাঠশিখি ৪নং ক্রমিকের শূণ্যস্থান এর উপায় তৈরিকৃত প্রশ্নপত্র পূরণ করা
১২তম	-	পাঠ শিখি ৫নং ক্রমিকের উত্তরগুলো লেখা
১৩তম	-	পাঠ শিখি ৫নং ক্রমিকের উত্তরগুলো লেখা
১৪তম	-	শব্দ দিয়ে বাক্য তৈরি
১৫তম	-	প্রশ্নোত্তর লেখা

- কয়েকটি পাক্ষিক পরিকল্পনায় শিক্ষক বড়দল ও ছোটদলে পড়ার উপর জোর দেবেন। শিক্ষার্থীদের ফ্রি রিডিং নিশ্চিত করবেন। শিক্ষার্থী যত বেশি বই পড়বে তত তাদের শব্দ ভান্ডার বাড়বে এবং পড়ার উৎসাহ্ বৃদ্ধি পাবে।

(গ) পাঠ্যবইয়ের বিষয় শিখন শেখানো কার্যক্রম সম্পূর্ণ শিক্ষকের সাহায্যে অর্থাৎ ১ম শ্রেণির সমমানের শিক্ষার্থী।

- বেইস লাইন সার্ভের ফলাফল বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ২য়, ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম শ্রেণিতে কিছু শিক্ষার্থী আছে, যারা ১ম শ্রেণির সমান। এ সকল শিক্ষার্থীদের মধ্যে দেখা যায়, কেউ কেউ বানান করে পড়ে, কেউ কিছু কিছু শব্দ পড়তে পারে, আবার কেউ কেউ বর্ণ চিনে কিন্তু কিছু শিক্ষার্থী কার চিহ্ন চেনে না, আবার কেউ কেউ, কিছু বর্ণ ও কার চিহ্ন চেনে না। কাজেই ২য়, ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম শ্রেণির বাংলা শিক্ষককে অবশ্যই ১ম শ্রেণির পাঠ্যবই ব্যবহার করে, বর্ণ, শব্দ, বাক্যের উপর উপকরণ তৈরি করতে হবে। শিক্ষক বেইস লাইন সার্ভের ফলাফল বিশ্লেষণ করে দেখবেন তার শ্রেণিতে কতজন শিশু এই অবস্থানে আছে। শিক্ষার্থী সংখ্যা যদি বেশি হয় তাহলে একই উপকরণের একাধিক সেট তৈরি করতে হবে। এক্ষেত্রে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের দ্বারা উপকরণ তৈরি করতে পারেন। আবার প্রতিটি বিদ্যালয়ে শিক্ষকগণ প্রতিটি শাখা অনুযায়ী ৫ সেট অথবা প্রয়োজনীয় ১ম শ্রেণির একাধিক সেট উপকরণ তৈরি করবেন। শিক্ষকগণ প্রশিক্ষণ কোর্সের সাথে সাথেই ১ম শ্রেণির পাঠ্যবইয়ের উপকরণসমূহ তৈরি করবেন। কারণ (১) প্রতিটি শ্রেণিতেই ১ম শ্রেণির সমমানের শিক্ষার্থী আছে, কিন্তু ঐ শ্রেণিতে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর কাছে ১ম শ্রেণির বই নেই।
- আবার, ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম শ্রেণিতে যদি ১ম শ্রেণির বই ব্যবহার করা হয় তাহলে শিক্ষার্থীদের মাঝে মিশ্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হতে পারে।
- এ সকল ১ম শ্রেণির সমমানের শিশুদের বেইস লাইন সার্ভের আলোকে শিক্ষক বার্ষিক পরিকল্পনায় লক্ষ্য নির্ধারণ করবেন। সে অনুযায়ী পাক্ষিক ও দৈনিক পরিকল্পনা করবেন। এ দলের শিক্ষার্থীদের ঐ শ্রেণির পাঠ্য পুস্তকের বিষয়বস্তু অনুসরণ না করে ১ম শ্রেণির বই ও সমমানের বই ব্যবহার করে তৈরিকৃত উপকরণের সাহায্যে শেখাবেন।
- ১ম শ্রেণির পাঠ্য বই বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, প্রতিটি বর্ণের জন্য ৩/৪টি করে শব্দ ২টি করে বাক্য ও লেখার জন্য অনুশীলনমূলক Activity Sheet আছে। এক্ষেত্রে শিক্ষক ছোট দলে এনে বর্ণ চেনা, লেখা, শব্দ পড়া ও লেখার কাজ করবেন এবং বড়দলে শিশুরা যাতে শিক্ষকের সহায়তা ছাড়া একাকী কাজ করার সুযোগ পায় তার জন্য Activity নির্ধারণ করবেন। এ দলের শিক্ষার্থীরা বোর্ডের নির্দেশনা পড়তে পারে না, কার্ডের নির্দেশনা কী আছে তাও পড়তে পারে না। কাজেই শিক্ষককে ছোট দলে বসেই পরবর্তীতে বড়দলে বসে শিক্ষার্থীরা কী কী কাজ করবে তা বুঝিয়ে দেবেন এবং প্রতিদিন বোর্ডের নির্দেশনা বুঝিয়ে দেবেন। Work Sheet এবং Activity Sheet এর উপরের নির্দেশনা সমূহ পড়তে শেখাবেন। যাতে করে শিশুরা স্বাচ্ছন্দ অনুভব করে এবং তাদের নিজ নিজ গতিতে এগিয়ে যায়।

দিন- ৭
অধিবেশন-১
তথ্যপত্র-১

ছোট দলে প্রথম শ্রেণি ও প্রথম শ্রেণির সমমানের শিক্ষার্থীদের জন্য শিখন শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা

- প্রথম শ্রেণির শিক্ষার্থী এবং দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণির যে শিক্ষার্থীরা প্রথম শ্রেণির সমমানের, অর্থাৎ যারা শিক্ষকের সহায়তা ছাড়া পড়তে পারে না বা শব্দ, বর্ণ, কার চিহ্ন বা বানান কৌশল জানে না, তাদের কীভাবে ছোট দলে শিখন সহায়তা দেয়া হবে তা নিয়ে আলোচনা করা হবে।
- প্রথম শ্রেণির পাঠ্যবইটিতে বর্ণ, শব্দ, কারচিহ্ন এবং বানান কৌশল ছাড়াও আরো বিভিন্ন ধরনের কাজ আছে যেমন
    ১. মুখে মুখে বলি
    ২. ছড়া / কবিতা আবৃত্তি
    ৩. ছবি দেখে গল্প বলা
    ৪. গল্প বলা ইত্যাদি
- যে শিক্ষার্থীরা প্রথম শ্রেণির তাদের প্রত্যেকের কাছে প্রথম শ্রেণির পাঠ্যবইটি আছে। কিন্তু ২য়, ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম শ্রেণির যে শিক্ষার্থীরা ১ম শ্রেণির সমমানের তাদের কাছে ১ম শ্রেণির পাঠ্যবই নেই, তাদের কাছে আছে যথাক্রমে ২য়, ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম শ্রেণির পাঠ্যবই। যে বইগুলোর "রিডিং" দক্ষতা তাদের নেই। সুতরাং ১ম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের তাদের পাঠ্যবই এবং প্রথম শ্রেণির সমমানের অন্যান্য যে সমস্ত সহায়ক (Supplimentary) উপকরণ আছে তা দিয়ে এবং প্রয়োজনে অন্য উপকরণ তৈরি করে শিখন শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে। কিন্তু অন্য শ্রেণির শিক্ষার্থীদের যাদের শিখন স্তর ১ম শ্রেণির সমমানের তাদের শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য, একই ধরনের উপকরণের প্রয়োজন। সুতরাং এই শিক্ষার্থীদের শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের একটি সম্মিলিত প্রচেষ্টার প্রয়োজন। প্রথমত তারা নির্ণয় করবেন।

১. প্রথম শ্রেণিতে এমন শিক্ষার্থীর সংখ্যা কয়জন
২. দ্বিতীয় শ্রেণিতে এমন শিক্ষার্থীর সংখ্যা কয়জন
৩. তৃতীয় শ্রেণিতে এমন শিক্ষার্থীর সংখ্যা কয়জন
৪. চতুর্থ শ্রেণিতে এমন শিক্ষার্থীর সংখ্যা কয়জন
৫. পঞ্চম শ্রেণিতে এমন শিক্ষার্থীর সংখ্যা কয়জন

- এই শিক্ষার্থীদের শিখন- শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য কী কী উপকরণ লাগবে এবং কয় সেট করে লাগবে।

১. শব্দের কার্ড
২. বর্ণের কার্ড
৩. কার চিহ্ন
৪. শব্দ/ বর্ণ / লুডু
৫. অন্যান্য উপকরণ
৬. বই

- এমনভাবে রুটিনে বাংলা বিষয়টিকে সেট করা যেন একই উপকরণ বিভিন্ন শ্রেণিতে ব্যবহার করার সুযোগ থাকে।
- অংশগ্রহণকারীদের বলুন এই প্রক্রিয়ার জন্য ৭.৩০ মিনিট সময় আছে। অংশগ্রহণকারীদের বলুন, আপনি ৭.৩০ মিনিট এই কাজটি করে দেখাবেন। অংশগ্রহণকারীদের বলুন আপনি একটি ক্লাস পরিচালনা করবেন এবং পরবর্তীতে তারা ছোট দলে কাজটি অনুশীলন করবে।

ছোট দলে প্রথম শ্রেণি ও প্রথম শ্রেণির সমমানের শিক্ষার্থীদের জন্য বিভিন্ন এ্যাকটিভিটির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের যে বর্ণ, শব্দ বা কারিকুলামে বিভিন্ন Competency অর্জন করানো উচিৎ। তা অনুশীলন করতে শিখন শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করানো যায় এভাবে, প্রতিদিন শিক্ষার্থীদের পাঠগত অবস্থান অনুযায়ী কয়েকটি পাঠ পরিচালনা করবে

১. পাঠ্যবইয়ের কবিতা মুখস্থ বলা
২. বর্ণ চেনানো
৩. শব্দের / ছবির সাথে মেলানো
৪. একটি গল্পের অংশবিশেষ পড়া এবং দুই একটি প্রশ্ন করা
৫. শব্দের লুডু খেলা
৬. শব্দগুলো খাতায় লিখতে বলা
৭. দুটি বর্ণের সাথে পরিচয় করান
৮. শব্দ / ছবি, ছবি-শব্দ শুধু শব্দ পরিচিত করান
৯. কার চিহ্ন দিয়ে একটি এ্যাকটিভিটি করান

- শ্রেণির শিক্ষার্থীর সংখ্যা অনুযায়ী প্রতিটি দল প্রতি পাক্ষিকে কতদিন শিক্ষকের সহায়তায় শিখনে অংশগ্রহণ করবে তা আমাদের নির্ণয় করতে হবে। এছাড়াও শিক্ষার্থীদের সময়ের পূর্ণ সদ্ব্যবহারের জন্য, প্রতিটি শিক্ষার্থী বাকী দিনগুলোতে কী কী কাজ শিক্ষকের সহায়তা ছাড়া অনুশীলন করতে পারে তা নির্ধারণ করতে হবে।

- অংশগ্রহণকারীদের জিজ্ঞেস করুন, শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের সহায়তা ছাড়া কী কী কাজ অনুশীলন করতে পারে, তাদের উত্তরগুলো শোনার পর বলুন।
    ১. সমবেত দলের বর্ণ ও কারচিহ্ন দিয়ে শব্দগুলো দেখে দেখে নিজ নিজ খাতায় লিখবে।
    ২. বর্ণ ও কার চিহ্ন দিয়ে পাঠ্যবই এ্যাকটিভিটি সীট ও ওয়ার্ক সীট হতে ছবিযুক্ত শব্দ বলবে ও শব্দ পড়বে।
    ৩. ছবিযুক্ত শব্দ হতে শব্দের লিখিত রূপ চিনে পড়বে
    ৪. বর্ণ, ছবিযুক্ত শব্দ ও শব্দের ফ্লাশ কার্ড মিল করবে।
    ৫. দলের সদস্যরা পরিচিত বর্ণ / কারচিহ্ন দিয়ে সমমানের বই, পাঠ্যপুস্তকের কবিতা ও গল্প হতে শব্দ খুঁজে বের করে পড়বে।
    ৬. এলেমেলো বর্ণ, শব্দ ও কার চিহ্ন মিলিয়ে শব্দ ও বাক্য তৈরি করবে।
    ৭. বর্ণ, কার চিহ্ন দিয়ে বইয়ের বাইরে শব্দ বলবে ও লিখবে।
    ৮. দলের সদস্যরা মিলে সমমানের বই, পুরানো পাঠ্যপুস্তক হতে তৈরি গল্প ও কবিতার বই পড়বে এবং নতুন ও অপরিচিত শব্দ চিহ্নিত করবে।
- শিক্ষার্থীরা বর্ণ দিয়ে পাঠ্যপুস্তকের শব্দ ও পরিচিত শব্দ, শব্দ কার্ডে লিখবে। এ দলের সদস্যরা তাদের শব্দ কার্ডগুলো কাগজে পেষ্ট করে লুডু তৈরি করে খেলবে। বন্ধুর সহায়তা নিয়ে খেলতে খেলতে শব্দ শিখবে।
- কবিতার শব্দগুলো রিডিং গেইম এর মাধ্যমে শিখবে।
- শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের সহায়তা ছাড়া ও বাকী শব্দের লিখিত রূপের সাথে পরিচিত হতে পারে। যেমন- ছবিযুক্ত শব্দের কার্ড ও শব্দ কার্ড থাকা। শিক্ষার্থী ছবি দেখেই শব্দটি বলতে পারবে। ছবিযুক্ত শব্দ কার্ডে কী লেখা আছে, তা ছবি দেখেই পড়তে পারবে। এভাবে ছবিযুক্ত শব্দ ও শব্দ কার্ডের সাথে ১ম মিল করতে দিবেন। পরবর্তীতে শুধু ছবির কার্ড ও এলোমেলো শব্দ কার্ডের মিল করতে দেবেন। যাতে করে শিক্ষার্থীরা একা একা শব্দের লিখিত রূপের সাথে পরিচিত হয় এবং শব্দ পড়তে পারে।
- স্মরণ রাখতে হবে যে শিক্ষক ছোট দলে বসেই বড় দলে বসে শিক্ষার্থীরা কী কী অনুশীলনমূলক কাজ কীভাবে করবে তা বুঝিয়ে দেবেন। তাছাড়া এ্যাকটিভিটি সীট, ওয়ার্ক কার্ড ও লুডুর নির্দেশনা পড়তে শেখাবেন। যাতে করে শিক্ষার্থীরা কার্ডের নির্দেশনা পড়ে বুঝতে পারে।

দিন-৭
অধিবেশন-২
তথ্যপত্র-১

লিখন দক্ষতা বৃদ্ধির কৌশল সমূহ

- একজন সাবলীল লেখক, যে কোনো বিষয়ের অর্থবোধকভাবে নিজের মতামত প্রকাশ (Communication) করতে পারে, যা অন্যেরা পড়ে বুঝতে পারে। প্রচলিত শ্রেণি পরিচালনায়
    ১. স্বাধীন ভাবে নিজের মতো করে শিক্ষার্থীদের কী লিখতে দেয়া হয় না বা
    ২. পাঠ্য বইয়ের অনুশীলনীতে এ ধরনের লেখার জন্য খুব বেশি কাজ নেই, কিন্তু প্রত্যেক অনুশীলনীতে ১/২টি সৃজনশীল প্রশ্ন থাকে, সে প্রশ্নগুলোর উত্তর পাঠ্য বইয়ে দেয়া নেই, কিন্তু শিক্ষার্থীদের ঐ প্রশ্নের উত্তর নিজে নিজে বের করতে হয়।

  কিন্তু
    ১. যে শিক্ষার্থী বর্ণ/শব্দ/ কার চিহ্ন চেনে না বা সাবলীলভাবে রিডিং পড়তে পারে না, তারা কি ঐ প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখতে পারবে?
    ২. প্রথম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য এরকম কোনো সুযোগ নেই।

- একারণে নতুন সময় ব্যবস্থাপনা অনুযায়ী প্রতিদিন শিক্ষার্থীদের জন্য ১৫ মিনিট সময় আছে এবং প্রতিটি শ্রেণির প্রতিটি শিক্ষার্থী ঐ সময়ে স্বাধীনভাবে কিছু না কিছু লিখবে।
- প্রস্তাবিত দৈনিক সময় ব্যবস্থাপনা অনুযায়ী প্রতিদিন শিক্ষার্থীরা ১৫ মিনিট সময় সৃজনশীল লেখা 'আমার আঁকা আমার লেখা'র জন্য ব্যয় করবে এবং বিভিন্ন এ্যাকটিভিটির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের লিখন দক্ষতা বৃদ্ধি করানো যায়, যেমন-
    ১. ছবি আঁকা 'আমার আঁকা আমার লেখা' ছবি একে ছবির নিচে বর্ণনা লেখা
    ২. গল্প লেখা
    ৩. যে কোনো একটি বাক্যের উপর অনুচ্ছেদ লেখা
    ৪. যে কোনো লেখার সারাংশ (Summery) লেখা
    ৫. তথ্যভিত্তিক লেখা

- প্রতিদিন সৃজনশীল লেখার সুযোগ করে দেয়ার ফলে, শিক্ষার্থীদের যে কোনো লেখার উপর নিজের ভাষায় লিখতে পারার দক্ষতা অর্জন করে।

দিন-৭
অধিবেশন-২
তথ্যপত্র-২

সৃজনশীল লেখা / আমার আঁকা আমার লেখা

- শ্রেণিকক্ষে সৃজনশীল লেখা 'আমার আঁকা আমার লেখা' শিশুর শিখনের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ে যখন শিক্ষার্থী তার নিজস্ব চিন্তা, ভাবনা, আবেগ, উপলব্ধি দিয়ে যখন একেবারেই নিজের মতো করে প্রকাশ করে লিখিত রুপ দিতে পারে তখন তাকে সৃজনশীল লেখা বলে। এই লেখা শিক্ষার্থীর চিন্তা চেতনাকে সচেতন ও সমৃদ্ধ করে ফলে ক্রমে ক্রমে শিক্ষার্থী আত্মবিশ্বাসী ও স্বনির্ভর লেখক হয়ে ওঠে। সৃজনশীল লেখার মাধ্যমে–

১) শিশুর কল্পনা শক্তি বাড়ে

২) সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ঘটে

৩) স্বাধীনভাবে মনের ভাব প্রকাশ করতে পারে ও লেখার জড়তা দূর হয়

৪) মুখস্থ করার প্রবণতা কমে ও আত্মবিশ্বাস বাড়ে

গল্প লেখা, অনুচ্ছেদ লেখা, চিঠি লেখা, নিজ সম্পর্কে লেখা, ব্যাখ্যা, তুলনা, বিশ্লেষণ ইত্যাদি সৃজনশীল লেখার উদাহরণ।

- প্রতিদিন শিক্ষার্থী যে কোনো একটি বিষয় সম্পর্কে চিন্তা করে বিষয়টি সম্পর্কে ছবি আঁকবে এবং ছবিটির বিষয়বস্তু লেখার চেষ্টা করবে। শিক্ষককে ছবির গল্পটি বলবে। শিক্ষক তাদের বলা গল্পটি ছবির নিচে কমপক্ষে তিনটি বাক্য দিয়ে লিখে দিবেন। লেখার সময় দুই বাক্যের মাঝে ফাঁক রাখতে হবে। শিক্ষার্থীরা ফাঁকা জায়গায় শিক্ষকের লেখা অনুকরণ করে লিখবে। ধীরে ধীরে শিক্ষার্থীরা বুঝবে, লেখাও মনের ভাব প্রকাশের একটা মাধ্যম। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এক পর্যায়ে শিক্ষার্থীরা ছবি এঁকে নিজেরাই গল্প লিখতে পারবে। যেসব শিক্ষার্থী নিজে নিজে বাক্য লিখতে পারে তাদেরকে আরও লিখতে উৎসাহিত করতে হবে। এভাবে শিক্ষার্থীরা ধীরে ধীরে স্বনির্ভর লেখক হয়ে উঠবে।

বিষয়ভিত্তিক লেখাঃ

- বিষয়ভিত্তিক লেখায় শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বিষয় সম্পর্কে সূত্র ধরিয়ে দেন। যেমন- তোমার শখ, ঈদের ছুটি, বৈশাখী মেলা। এক্ষেত্রে শিক্ষক বিষয় উল্লেখ করলেও শিক্ষার্থী নিজের মতো করে চিন্তা করে তার লেখার মাধ্যমে প্রকাশ করে। আবার শ্রেণিকক্ষে শিশুরা যে পাঠের উপর কাজ করে তার অনুরূপ অন্য একটি বিষয় শিক্ষক নির্ধারণ করে দেয়। এ বিষয়ের উপর শিক্ষার্থী নিজের মতো করে মনের ভাব গুছিয়ে লিখে। যেমন– ৩য় শ্রেণিতে চিঠি পাঠ শেষে শিক্ষার্থীদের স্টুডেন্ট কাউন্সিল নিয়ে বন্ধুকে / বাবাকে চিঠি লিখতে দেয়া।

দিন-৭
অধিবেশন-২
তথ্যপত্র-৩

গল্প লেখার বিভিন্ন কৌশল

- অংশগ্রহণকারীদের বলুন আজ আমরা গল্প লেখার বিভিন্ন কৌশল নিয়ে আলোচনা করবো। তার আগে একটি অনুশীলন করবো।
- গল্পে যে বৈশিষ্টগুলো থাকতে হয় তা হলো-
    ১. গল্পে এক বা একাধিক চরিত্র থাকে
    ২. গল্প এক বা একাধিক ঘটনাকে ঘিরে গড়ে ওঠে
    ৩. গল্পে সময় থাকে, অর্থাৎ বর্তমান অতীত বা ভবিষ্যৎ
    ৪. গল্প কোনো একটি সমস্যাকে বা আনন্দদায়ক ঘটনাকে ঘিরে গড়ে ওঠে এবং পরবর্তীতে সেই সমস্যাটির সমাধান হয়।
    ৫. গল্পে কোনো একটি স্থান থাকে
- অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন, আমরা এখন আরেকটি ছোট অনুশীলন করব। অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যেককে প্রশিক্ষণ কক্ষে থাকা উপকরণগুলো হতে একটি করে গল্প বা যে কোনো ধরনের তথ্যমূলক লেখা বাছাই করতে বলুন।
    ১. দ্বিতীয়–পঞ্চম পাঠ্যবই এর যে কোনো পাঠ
    ২. সরকার কর্তৃক প্রদত্ত সহায়ক পাঠ উপকরণ
    ৩. উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর পাঠ্যবইয়ের পাঠ
    ৪. উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর গল্পের বই
    ৫. যে কোনো গল্পের বই
    ৬. তৃতীয়–পঞ্চম শ্রেণির সমাজ বা বিজ্ঞান বই এর যে কোনো পাঠ
- অংশগ্রহণকারীদের বলুন আপনারা আপনাদের পছন্দকৃত লেখাটি পড়বেন, লেখাটি পড়ার পর লেখাটির উপর একটি প্রতিবেদন লিখতে হবে। যারা গল্প বাছাই করেছেন তাঁরা তথ্যপত্রে প্রদত্ত ছক অনুযায়ী প্রতিবেদনটি লিখবেন। সহায়ক বাছাই করে দিয়ে দিন কে কোনো ছক অনুযায়ী লিখবে।
    ১. যে অংশগ্রহণকারীগণ তথ্য ভিত্তিক লেখা বাছাই করেছেন তারা তথ্যপত্রে প্রদত্ত ছক অনুযায়ী প্রতিবেদনটি লিখবেন।
    ২. যে অংশগ্রহণকারীগণ জীবনীমূলক লেখা বাছাই করেছে, তাঁরা তথ্যপত্রে প্রদত্ত ছক অনুযায়ী প্রতিবেদনটি লিখবেন। তথ্যপত্র (দিন-৭.অধি-২.তথ্যপত্র-৩,৪, ৫, ৬, ৭)

দিন-৭
অধিবেশন-২
তথ্যপত্র-৪

বইয়ের নাম	লেখকের নাম

কোথায় ঘটনা ঘটে

চরিত্র

সমস্যা

প্রধান ঘটনাগুলো কী কী

গল্পের শেষে কী হলো

তুমি কি গল্পটি পছন্দ করেছ

দিন-৭
অধিবেশন-২
তথ্যপত্র-৫

বৃষ্টির দিন



আমি বৃষ্টি পছন্দ করি। কিন্তু বেশি বৃষ্টি হলে আমার খুব খারাপ লাগে। তবে বৃষ্টির দিন আমি....

দিন-৭
অধিবেশন-২
তথ্যপত্র-৬

গল্পের সারাংশ
একটি বই সম্বন্ধে লেখা

কোথায়? **গল্পের ঘটনা কোথায় ঘটেছে? জায়গাটির বর্ণনা দাও।**
চরিত্রগুলো **গল্পের প্রত্যেকটি চরিত্রের ছোট করে বর্ণনা দাও**
গল্পের ঘটনা কী ঘটেছিল? প্রথমে কী ঘটেছিল, মাঝে কী ঘটেছিল এবং শেষে কী ঘটেছিল
শেষ **গল্পের শেষ কীভাবে হয়েছে, খুশির, মজার না দুঃখের**

দিন-৭
অধিবেশন-২
তথ্যপত্র-৭



গল্পটিকে নূতন করে লেখা

নাম..... গল্পের নাম..... লেখকের নাম.....

চরিত্র .....

কোথায় .....

সমস্যা .....

সমাধান .....

গল্পের বিশেষ ঘটনাগুলো

১. .....

২. .....

৩. .....

৪. .....

৫. .....

গল্পটি নূতন করে লেখা

.....

.....

.....

.....

দিন-৭

অধিবেশন-২

তথ্যপত্র-৮

তথ্যমূলক লেখার উপর আলোচনা

শিরোনাম	লেখকের নাম

দিন-৭
অধিবেশন-২
তথ্যপত্র-৯

যে কোনো একটি শব্দের/বাক্যের উপর অনুচ্ছেদ লেখা

শিক্ষার্থীরা যে কোনো একটি পদ্ধতি অনুসরণ করে অনুচ্ছেদ লিখতে পারে।

- ১নং দল যে কোনো একটি শব্দের উপর একটি অনুচ্ছেদ লিখবে
- ২নং দল যে কোনো একটি বাক্যের উপর একটি অনুচ্ছেদ লিখবে
- ৩ নং দল নিচের যে কোনো একটি শব্দের উপর অনুচ্ছেদ লিখবে
- ৪ নং দল নিচের যে কোনো একটি শব্দের উপর অনুচ্ছেদ লিখবে যেমন
  - আমি যদি পাখি হতাম তাহলে .....
  - আম খেতে মজা কারণ .....

- এই প্রক্রিয়ায় প্রত্যেকের লেখা ভিন্ন হয়। কারণ প্রত্যেকে তাদের অভিজ্ঞতার আলোকে ঐ বাক্য/শব্দ, তার জন্য যে অর্থ বহন করে, তা নিজের ভাষায় লিখে প্রকাশ করে।

- তবে অনুচ্ছেদ লেখার একটি নিয়ম আছে। যে অনুচ্ছেদ লেখা হয়, সে অনুচ্ছেদে একটি মূলভাব থাকে। যে শব্দ বা বাক্যটি দেয়া হয়েছে, সেই ভাবের উপর ভিত্তি করে মূল ভাবটি লিখতে হয়। মূল ভাবটিকে আরো কয়েকটি বাক্য দিয়ে ব্যাখ্যা করতে হয়। এভাবে একটি অনুচ্ছেদে ৩ থেকে ১২টি বাক্য থাকতে পারে। যেমন-

দিন-৭
অধিবেশন-২
তথ্যপত্র-১০

যে কোনো লেখার সারাংশ (Summery)

অংশগ্রহণকারীদের জিজ্ঞেস করুন সারাংশ বলতে তারা কী বোঝে? তাদের উত্তর গুলো বোর্ডে বা ফ্লিপচার্টে লিখুন

- অংশগ্রহণকারীদের বলুন সাধারণত সারাংশ বলতে আমরা বুঝি কোনো একটি লেখার মূল ভাব। যে কোন্ লেখার মূলভাবকে ব্যাখ্যা করার জন্য আরো অনেক বাক্যের সাহায্য নেয়া হয়। সারাংশ লেখার সময় আমরা এই বাক্যের বাক্যগুলো বাদ দিয়ে শুধুমাত্র মূল বাক্যগুলো নেব। সারাংশ লেখার কয়েকটি দিক নির্দেশনা আছে।
- সারাংশ মূল লেখার ১/৩ এর বেশি হবে না।
- এবার বোর্ডে একটি অনুচ্ছেদ ঝুলিয়ে দিন। প্রত্যেককে উপরের দিক নির্দেশনা অনুযায়ী একটি সারাংশ লিখতে বলুন। এরপর ৪/৫ জনের সারাংশ শুনুন। এবার আপনার করা সারাংশটি ঝুলিয়ে দিন। কোথায় পার্থক্য হয়েছে তা নিয়ে আলোচনা করুন।
- অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যেককে পাঠ্যবইয়ের বা যে কোনো শ্রেণির সমমানের বইয়ের একটি করে গল্প বাছাই করতে বলুন। অংশগ্রহণকারীদের বলুন, প্রত্যেকে গল্পটি সম্পর্কে ৫ লাইনে এমনভাবে লিখবেন যেন গল্পটির ভাব বজায় থাকে। এরপর গল্পটি বিভিন্ন ভাবে প্রকাশ করবে। আপনি আগেই করে রাখা নমুনাগুলো প্রকাশ করুন।
    ১. কার্ডে ছবি একে গল্প লেখা
    ২. ৫ পৃষ্টার একটি বই লেখা
    ৩. একটি লম্বা কাগজে ছবি আঁকা ও গল্পটি লেখা
    ৪. গল্পটির চরিত্র গুলো শক্ত কাগজে আঁকা
    ৫. বাক্য পাঁচটি লম্বা কার্ডে লেখা

দিন-৭
অধিবেশন-২
তথ্যপত্র-১১

তথ্য ভিত্তিক লেখা

- তথ্য ভিত্তিক লেখার কৌশলঃ সাধারণতঃ যে বিষয়ের উপর তথ্যভিত্তিক লেখা লিখতে হয়, সে বিষয়ের উপর নানান উৎস হতে তথ্য সংগ্রহ করে তারপর একটি লেখা লিখতে হয়।
- শিক্ষার্থীরা যে বিষয়ে তথ্য ভিত্তিক লেখা লিখতে চায় তা ১ম থেকে ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত পাঠ্য বইগুলোতে বাংলা, সমাজ বা বিজ্ঞানে, একই প্রকার তথ্য সম্পর্কিত লেখা খুঁজবে এবং ঐ তথ্যগুলো নিয়ে একটি তথ্য ভিত্তিক লেখা লিখবে। এই লেখার কতগুলো বৈশিষ্ট্য থাকবে।
    - একটি অনুচ্ছেদের একটি মূলভাবের (Main Idea) উপরে লেখাটি লিখবে।
    - ঐ মূলভাবটি কী বোঝাচ্ছে তার জন্য আরো ২/৩টি বাক্য লিখতে হবে।
    - এভাবে প্রত্যেকটি অনুচ্ছেদের একটি মূলভাব থাকবে।
    - ভূমিকাতে কী সম্বন্ধে বলতে চাই তা স্পষ্ট করে ব্যাখ্যা করতে হবে।
    - পরের একটি অনুচ্ছেদে ভূমিকার বিষয় ব্যাখ্যা করতে হবে।
    - শেষে উপসংহার লিখবে।

যেমন তিনটি বিষয়ে লেখা যায়

- আমাদের দেশ
- মুক্তিযুদ্ধ
- পানি

- মূল লেখাটির জন্য ছক (তথ্যপত্র) থাকবে। এই ছক (Guide line) অনুযায়ী লেখাটি লিখতে হবে।
- প্রদত্ত তথ্যগুলো হতে মূল তথ্য (Key points) বাছাই করতে হবে
- লেখার মূল ভাব নির্ধারণ করতে হবে
- সব অনুচ্ছেদ কীভাবে লিখেছে ?
- এই কাজগুলো করানোর জন্য শিক্ষকদের একটি সারা বছরের পরিকল্পনা করতে হবে।

দিন-৭
অধিবেশন-৩
তথ্যপত্র-১

প্রথম শ্রেণি–পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য সৃজনশীল লেখার উন্নয়ন পরিকল্পনা

- প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার্থীরা প্রতিদিন ১৫ মিনিট সময় সৃজনশীল লেখায় ব্যয় করে। তাদের লিখন দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন কৌশল নেয়া যায়। এই কৌশলগুলোর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের স্বাধীনভাবে লিখন দক্ষতা উন্নয়ন ঘটবে এবং শিক্ষার্থীরা আনন্দের সাথে কাজ করে এই দক্ষতাগুলো অর্জন করবে।
- শিক্ষার্থীদের লিখন দক্ষতা বৃদ্ধি করানোর জন্য কৌশলগুলো কীভাবে প্রয়োগ করে শিক্ষার্থীদের লিখন দক্ষতা বৃদ্ধি করব তা পরিকল্পনা করা প্রয়োজনা।
- সৃজনশীল লেখার উন্নয়নের জন্য কৌশলগুলো হলো-

পোস্টার :

১. ‘আমার আঁকা, আমার লেখা’ (ইচ্ছেমতো বা সুত্র দিয়ে)
২. গল্প লেখা একক শিক্ষার্থীর পছন্দ অনুযায়ী
৩. গল্প লেখা দলীয়; দলের শিক্ষার্থীদের আলোচনা অনুযায়ী
৪. গল্প লেখা একক; শিক্ষক শব্দ বাছাই করে দিয়ে
৫. গল্প লেখা দলীয়; শিক্ষক শব্দ বাছাই করে দিয়ে
৬. অনুচ্ছেদ লেখা ; শিক্ষার্থীর পছন্দ অনুযায়ী যেকোন শব্দ দিয়ে তথ্যপত্র (দিন-৭, অধি-২, তথ্যপত্র-৬,৭)
৭. অনুচ্ছেদ লেখা; শিক্ষার্থীর পছন্দ অনুযায়ী যেকোন বাক্য দিয়ে তথ্যপত্র (দিন-৭, অধি-২, তথ্যপত্র-৬,৭)
৮. অনুচ্ছেদ লেখা; শিক্ষক উল্লিখিত যেকোনো শব্দ দিয়ে তথ্যপত্র (দিন-৭, অধি-২, তথ্যপত্র-৬,৭)
৯. অনুচ্ছেদ লেখা; শিক্ষক উল্লিখিত যেকোনো বাক্য দিয়ে তথ্যপত্র (দিন-৭, অধি-২, তথ্যপত্র-৬,৭)
১০. যে কোনো লেখা / গল্প পর্যালোচনা ছকের সাহায্যে তথ্যপত্র (দিন-৭, অধি-২, তথ্যপত্র-৪,৫)
১১. যে কোনো গল্প / পাঠের সারাংশ; শিক্ষার্থীর পাঠের স্তর অনুযায়ী বাছাইকৃত তথ্যপত্র (দিন-৭, অধি-২, তথ্যপত্র-৮,৯)
১২. তথ্যমূলক লেখা তথ্যপত্র (দিন-৭, অধি-২, তথ্যপত্র-৫, ১১)

- বেইসলাইন মূল্যায়নের ফলাফল অনুযায়ী, তিন ধরনের শিক্ষার্থীদের জন্য আমাদের পরিকল্পনা করতে হবে।
  ১. প্রথম শ্রেণির শিক্ষার্থী এবং অন্যান্য শ্রেণিতে (২য় থেকে ৫ম) প্রথম শ্রেণির সমমানের শিক্ষার্থীদের জন্য
     ক) যে সকল শিক্ষার্থী বর্ণ চেনে না বা শব্দ চেনে না বা লিখতে পারে না
     খ) যে সকল শিক্ষার্থী কিছু বর্ণ বা শব্দ চেনে এবং লিখতে পারে

গ) যে সকল শিক্ষার্থী ভাঙ্গা ভাঙ্গা কিছু বাক্য লিখতে পারে

২. দ্বিতীয়–পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থী যারা শিক্ষকের আংশিক সহায়তায় তাদের শ্রেণির সমমানের পাঠ বা পাঠ্যাংশ পড়তে পারে। এই দলের শিক্ষার্থীদের নিজের ভাষায় মনের ভাব প্রকাশের লিখিত মান খুব ভালো নয় মোটামুটি, তাদের জন্য।

৩. তৃতীয়–পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থী যারা সাবলীলভাবে তাদের শ্রেণির সমমানের যে কোনো পাঠ বা পাঠ্যাংশ পড়তে পারে, এবং যে কোনো বিষয়ে নিজের ভাষায় মনের ভাব প্রকাশ করতে পারে।

- প্রথম শ্রেণির শিক্ষার্থী বা অন্যান্য শ্রেণিতে প্রথম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের সমমানের শিক্ষার্থীদের লিখন দক্ষতার স্তর অনুযায়ী ১নং, ৩ নং ও ৫ নং কাজটি দেয়া যাবে।
- দ্বিতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থী যারা সাবলীল লেখক বা লেখায় কিছুটা সাহায্যের প্রয়োজন তারা ১ থেকে ১২ সবগুলো কাজই করতে পারবে। লেখার ২ থেকে ১২ নং কাজগুলো পঠন দক্ষতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রেও সহায়তা করে। কারণ, কাজগুলোর জন্য শিক্ষার্থীদের সংশ্লিষ্ট লেখাগুলো পড়তে হয়।
- অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন, শিক্ষার্থীরা ছবি আঁকতে ও গল্প লিখতে খুব পছন্দ করে, এ কারণে দ্বিতীয়–পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের ১ম থেকে ৫ম কাজটি সপ্তাহে তিনদিন এবং অন্য ৩ দিন বাকী কাজগুলো করবে।

দ্বিতীয় শ্রেণি থেকে পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য সৃজনশীল লেখার বিষয় নির্বাচন

দ্বিতীয় শ্রেণি থেকে পঞ্চম শ্রেণির সাবলীল লেখক এবং আংশিক সাবলীল লেখক, যে সব শিক্ষার্থী আছে তাদের জন্য ২ নং, ৩নং, ৪নং, ৫নং ও ৬ নং কাজের জন্য বাংলা পাঠ্যবই ও অন্যান্য সমমানের বইগুলো বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়, বিজ্ঞান পাঠ্যবইগুলো বিশ্লেষণ করে, বিষয় (topic) নির্বাচন করতে হবে, যে topic গুলোর উপরে শিক্ষার্থীরা লিখবে।

- সৃজনশীল কাজের বিষয় নির্বাচন শুরু করার আগে যে বিষয়টি খেয়াল রাখতে হবে তা হলো বছরে কয়টি কর্ম দিবস আছে? কতদিন সৃজনশীল লেখা যাবে? এর মধ্যে অর্ধেক সময় ১নং থেকে ১২ নং কাজের জন্য ব্যয় করলে বাকী কাজের জন্য কতদিন সময় থাকবে?

৬ থেকে ১২ নং কাজের জন্য কতদিন সময় থাকবে?
▪ দ্বিতীয় শ্রেণির জন্য ------ দিন
▪ তৃতীয় শ্রেণির জন্য ------ দিন
▪ চতুর্থ শ্রেণির জন্য ------ দিন
▪ পঞ্চম শ্রেণির জন্য ------ দিন

- নির্ধারণ করতে হবে যে, কোনো ধরনের কাজ কোনো শ্রেণির শিক্ষার্থীরা করতে বেশি স্বাচ্ছন্দবোধ করবে, যেমন ১২ নং কাজটি করতে হয়তো দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থীরা বেশি স্বাচ্ছন্দবোধ করবে না।

সৃজনশীল লেখার বিষয় নির্বাচনের তালিকা

	বিষয়ক্ষেত্র	বিষয়ের তালিকা/তারিখ
১.	আমার আঁকা/ আমার লেখা	
২.	গল্প লেখা একক শিক্ষার্থীর পছন্দ অনুযায়ী	
৩.	গল্প লেখা দলীয়; দলের শিক্ষার্থীদের আলোচনা অনুযায়ী	
৪.	গল্প লেখা একক; শিক্ষক শব্দ বাছাই করে দিবেন	সুত্র ১. ২.
৫.	গল্প লেখা দলীয়; শিক্ষক শব্দ বাছাই করে দিবেন	সুত্র ১. ২.
৬.	অনুচ্ছেদ লেখা ; শিক্ষার্থীর পছন্দ অনুযায়ী যেকোনো শব্দ দিয়ে তথ্যপত্র (দিন-৭, অধি-২, তথ্যপত্র-৬,৭)	
৭.	অনুচ্ছেদ লেখা; শিক্ষার্থীর পছন্দ অনুযায়ী যেকোনো বাক্য দিয়ে,তথ্যপত্র (দিন-৭, অধি-২, তথ্যপত্র-৬,৭)	
৮.	অনুচ্ছেদ লেখা; শিক্ষক উল্লেখিত যেকোন শব্দ দিয়ে তথ্যপত্র (দিন-৭, অধি-২, তথ্যপত্র-৬,৭)	শব্দ ১. ২.
৯.	অনুচ্ছেদ লেখা; শিক্ষক উল্লেখিত যেকোনো বাক্য দিয়ে তথ্যপত্র (দিন-৭, অধি-২, তথ্যপত্র-৬,৭)	বাক্য ১. আমি ডাক্তার হব ২.
১০.	যে কোনো লেখা / গল্প পর্যালোচনা ছকের সাহায্যে তথ্যপত্র (দিন-৭, অধি-২, তথ্যপত্র-৪,৫)	বই/পাঠ্যাংশের নাম ১. শারমিনের আঁকা ২.
১১.	যে কোনো গল্প/পাঠের সারাংশ ঃ শিক্ষার্থীর পাঠের স্তর অনুযায়ী বাছাইকৃত তথ্যপত্র (দিন-৭, অধি-২, তথ্যপত্র-৮.৯)	
১২.	তথ্যমূলক লেখা তথ্যপাত্র (দিন-৬, অধি-২, তথ্যপত্র-৫,১১)	

দিন-৮
অধিবেশন-১
তথ্যপত্র-১
পাক্ষিক পরিকল্পনা

২য় শ্রেণি, বিষয় : বাংলা তারিখ : ১৯/০৯/২০১৩ থেকে ০৬/১০/২০১৩

শিক্ষার্থীর নাম ও রোল	শিক্ষার্থীর পাঠগত অবস্থান	পঠিত রিডিং বই	কী শিখবে	কীভাবে শেখাব	উপকরণ	শিক্ষার্থীর কাজ	মূল্যায়ন
	সাবলীল						
	আংশিক শিক্ষকের সাহায্যে						
	সম্পূর্ণ শিক্ষকের সাহায্যে						

দিন-৮

অধিবেশন-১

তথ্যপত্র-২

পাক্ষিক পরিকল্পনা (নমুনা)

৩য় শ্রেণি, বিষয় : বাংলা

তারিখ : ১৯/০৯/২০১৩ হতে ০৬/১০/২০১৩

শিক্ষার্থীর নাম ও রোল	শিক্ষার্থীর পাঠগত অবস্থান	পঠিত রিডিং বই	কী শিখবে	কীভাবে শেখাব	উপকরণ	শিক্ষার্থীর কাজ	মূল্যায়ন
মারুফ-১ মোস্তফা-২৬ পলাশ-২৯ তাহের-২৮ মেহেদী-৬ মামুন-২ মাসুদ-১২ আলআমিন-২৫ সাব্বির-১০	সাবলীল (৩য় শ্রেণির) দল সবুজ	পাঠ্যপুস্তকের ‘আদর্শ ছেলে’ কবিতা ও ‘একজন পটুয়ার কথা’ পাঠ	• পাঠ্যবইয়ের ‘আদর্শ ছেলে’ কবিতাটি সাবলীলভাবে আবৃত্তি করতে পারবে।	• শিক্ষার্থীদেরকে একাকী / জোড়ায়/ ছোট দলে কবিতাটি পড়ে নতুন শব্দের তালিকা তৈরি করতে দেব এবং আলোচনা করে শব্দের উচ্চারণ জানবে এবং শিক্ষক ছোট দলে এনে সহায়তা করবেন।	• পাঠ্যবই	• শিক্ষকের নির্দেশনা অনুযায়ী কাজ করবে	• আবৃত্তি করতে দিয়ে
			• যুক্তবর্ণ ব্যবহার করে শব্দ ও বাক্য লিখতে পারবে।	• যুক্তবর্ণ খুজে বের করে তালিকা করতে দেব। • ছোট দলে এনে যুক্তবর্ণ ভেঙ্গে দেখাব এবং যুক্তবর্ণ ব্যবহার করে আরও নতুন শব্দ কীভাবে তৈরি করা যায় তা দেখাব এবং দলগতভাবে অনুশীলন করতে দেব।	• যুক্তবর্ণ সম্বলিত শব্দের অনুশীলনী কার্ড	• যুক্তবর্ণের তালিকা করবে এবং ভেঙ্গে দেখাবে এবং নতুন শব্দের তালিকা তৈরি করবে ও বাক্য লিখবে।	

শিক্ষার্থীর নাম ও রোল	শিক্ষার্থীর পাঠগত অবস্থান	পঠিত রিডিং বই	কী শিখবে	কীভাবে শেখাব	উপকরণ	শিক্ষার্থীর কাজ	মূল্যায়ন
			• কবিতাটি লিখতে পারবে।	• কবিতাটির প্রতিটি লাইন ১ টুকরা কাগজে লিখতে বলব এবং একজনের লেখা কবিতা অন্য জনকে দেব। বন্ধুর এলোমেলো কবিতার লাইন নিজে নিজে অথবা জোড়ায় সাজাতে দেব। • ছোট দলে এনে শ্রুতিলিপি লিখতে দেব।	• পাঠ্যপুস্তক	• শিশুরা শিক্ষকের নির্দেশনা মত কাজ করবে।	
			• প্রশ্নোত্তর লিখতে পারবে (পাঠ শিখি ১-৯ নং ক্রমিকের প্রশ্নোত্তর) লিখতে পারবে।	• প্রশ্নোত্তর লিখতে দেব।	• প্রশ্নপত্র • পাঠ্যপুস্তক	• উত্তর লিখবে • প্রশ্ন তৈরি করবে।	
			• প্রশ্ন তৈরি করতে পারবে (পাঠ শিখি ১-৯ নং ক্রমিকের অনুরূপ)	• অনুশীলনীর বাইরে আরও নতুন নতুন প্রশ্ন তৈরি করতে দেব এবং ছোট দলে এনে সহায়তা করব।	• পাঠ্যপুস্তকের অনুশীলনীর কার্ড		
			• বন্ধুর তৈরিকৃত প্রশ্নের উত্তর লিখতে পারবে।	• তৈরিকৃত প্রশ্নের উত্তর লিখতে দেব এবং ছোট দলে এনে সহায়তা দেব।	• প্রশ্নপত্র		

শিক্ষার্থীর নাম ও রোল	শিক্ষার্থীর পাঠগত অবস্থান	পঠিত রিডিং বই	কী শিখবে	কীভাবে শেখাব	উপকরণ	শিক্ষার্থীর কাজ	মূল্যায়ন
			• সাবলীলভাবে ‘একজন পটুয়ার কথা’ পাঠটি পড়তে পারবে।	• শিক্ষকের সাথে ১ মিনিট রিডিং পড়ানোর মাধ্যমে (প্রতিদিন ১৫ জন শিশু)	• পাঠ্যবই	• শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের সাথে ১ মিনিট রিডিং পড়বে।	পড়তে দিয়ে
				• নতুন শব্দ খুজে বের করা ও দলগতভাবে আলোচনা করা। শিক্ষকের সহায়তা (ছোট দলে) উচ্চারণ শেখাব।		• শ্রুতলিপি লিখবে	
				• ছোট দলে এনে শ্রুতিলিপি লেখানো এবং শিক্ষার্থী দ্বারা বই দেখে দেখে সংশোধন করাবো		• শিশুরা লিখবে	
			• যুক্তবর্ণ ব্যবহার করে শব্দ ও বাক্য লিখতে পারবে।	• যুক্তবর্ণ খুজে বের করে তালিকা করতে দেব।	• শব্দ কার্ড, যুক্তবর্ণ দ্বারা শব্দের লুডু।	• উত্তর লিখবে	
			• যুক্তবর্ণ ভেঙ্গে দেখাতে পারবে	• যুক্তবর্ণ ভেঙ্গে দেখাবে এবং নতুন শব্দ লিখবে	• যুক্তবর্ণ সম্বলিত শব্দের অ্যাক্টিভিটি সীট		
			• প্রশ্নোত্তর লিখতে পারবে (পাঠশিখি অংশের ১-১০ নং ক্রমিক)।	• প্রশ্নোত্তর লিখতে দেব।	• পাঠ্যপুস্তক • প্রশ্নপত্র	• প্রশ্ন তৈরি করবে।	

শিক্ষার্থীর নাম ও রোল	শিক্ষার্থীর পাঠগত অবস্থান	পঠিত রিডিং বই	কী শিখবে	কীভাবে শেখাব	উপকরণ	শিক্ষার্থীর কাজ	মূল্যায়ন
			• প্রশ্ন তৈরি করতে পারবে (পাঠশিখি অংশের ১-১০ নং ক্রমিকের অনুরূপ) • বন্ধুর তৈরিকৃত প্রশ্নের উত্তর লিখতে পারবে	• অনুশীলনীর বাইরে আরও নতুন নতুন প্রশ্ন তৈরি করতে দেব এবং ছোট দলে এনে সহায়তা করব। • বন্ধুর তৈরিকৃত প্রশ্নের উত্তর লিখতে দেব এবং ছোট দলে সহায়তা করব।	• পাঠ্যপুস্তক • বন্ধুর তৈরিকৃত প্রশ্ন	• উত্তর লিখবে	
			• ইচ্ছেমত ছবি একে মনের ভাব প্রকাশ করতে পারবে।	• সৃজনশীল লেখা লিখতে দেব	• কাগজ, রঙ পেন্সিল	• ছবি একে কক্ষে প্রদর্শন করবে। • রিডিং পড়বে।	• পূর্বের লেখার সাথে তুলনা করে।
সাকিব-৫ রাজিব-৮ অনিক-২৭ সুজন-১৯ সাগর-৩ ইয়াসিন-২৪ সাজু-৭	শিক্ষকের আংশিক সাহায্যে দল হলুদ	৩য় শ্রেণির পাঠ্যবইএর পাঠ (পাখ-পাখালির কথা)	• পাঠ্যবইয়ের ‘পাখ-পাখালির কথা’ পাঠটি সাবলীলভাবে পড়তে পারবে।	• ১৫ মিনিট ১৫ জন শিশুর কাছে গিয়ে ১ মিনিট রিডিং শুনবে অথবা শিক্ষকের সাথে শিশু ১ মিনিট রিডিং পড়বে।	• পাঠবই ও রিডিং রেকর্ড খাতা	• কার্ডে যুক্তবর্ণের শব্দ খুঁজে বের করে লেখা এবং লুডু খেলা	• শিক্ষার্থী দ্বারা শিক্ষার্থীর কাজ মূল্যায়ন এবং শিক্ষক ২-৩ জনের খাতা মূল্যায়ন করবেন।

শিক্ষার্থীর নাম ও রোল	শিক্ষার্থীর পাঠগত অবস্থান	পঠিত রিডিং বই	কী শিখবে	কীভাবে শেখাব	উপকরণ	শিক্ষার্থীর কাজ	মূল্যায়ন
			• 'পাখ-পাখালির কথা' পাঠটি হতে শব্দ ও বাক্য শুনে লিখতে পারবে।	• নতুন শব্দ খুঁজে তালিকা তৈরি ও অনুশীলন করানো (শিশুরা প্রতিটি শব্দ ১টি কার্ডে লিখবে এবং সবগুলো কার্ড ১টি বক্সে জমা হবে এবং ১টি করে কার্ড তুলবে এবং খেলার মাধ্যমে বলে শিখবে) • ছোট দলে এনে শ্রুতলিপি লিখতে দেব এবং পরবর্তীতে অনুশীলন করাবো	• পাঠ্যবই ও শব্দ কার্ড	• শ্রুতলিপি লিখবে	• ছোট দলে এনে দেখাব। • শিক্ষক দেখবেন।
			• পাঠ শিখি অংশের ১-৯ নং ক্রমিকের প্রশ্নের উত্তর দেখে লিখতে পারবে।	• বই থেকে প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বের করে লিখতে দেব।	• পাঠ্যবই	• উত্তর লিখবে	
			• সৃজনশীল লেখার কাজ করবে।	• লেখা লিখতে দেব।	• পাঠ্যবই, খাতা • কাগজ, রঙ্গীন পেন্সিল	• সৃজনশীল লেখা লিখবে	

শিক্ষার্থীর নাম ও রোল	শিক্ষার্থীর পাঠগত অবস্থান	পঠিত রিডিং বই	কী শিখবে	কীভাবে শেখাব	উপকরণ	শিক্ষার্থীর কাজ	মূল্যায়ন
রাতুল-১৩ বিজয়-২১ রুবেল-২৩ ফারুক-২২ জনি-৩৩	শিক্ষকের সম্পূর্ণ সাহায্যে (১ম শ্রেণির সমমান) দল লাল	১ম শ্রেণির সমমানের বই (এক বিকেলের রং এর খেলা)	• 'এক বিকেলের রং এর খেলা' বইটি রিডিং পড়তে পারবে।	• শিক্ষকের সাথে ১ মিনিট রিডিং পড়বে।	• শিক্ষকের সাথে ১ মিনিট পড়বে (এক বিকেলের রং এর খেলা বই	• শব্দ খুঁজে বের করবে। • শব্দ খুজে বের করবে।	• পড়তে দিয়ে • বলতে দিয়ে
				• ছোট দলে এনে রিডিং গেইম করানো • দলগতভাবে লুডু খেলতে দিয়ে।	• শব্দ কার্ড ও বাক্য কার্ড		
				• নির্ধারিত বর্ণগুলো ও কার চিহ্ন দ্বারা 'সমমানের বই থেকে শব্দ খুঁজে বের করে খাতায় লিখবে ও পড়বে।	• বর্ণ কার্ড ও পাঠ্যপুস্তক • সমমানের বই, বর্ণ কার্ড ও শব্দ কার্ড		
				• নির্ধারিত বর্ণগুলো দ্বারা 'সমমানের বই থেকে' শব্দ খুঁজে বের করবে। ছোট দলে শিক্ষকের সাহায্যে পড়বে।	• সমমানের বই ও শব্দ কার্ড		• পূর্বের লেখার সাথে তুলনা করবে।
			• বর্ণ দ্বারা শব্দ পড়তে পারবে	• ছোট দলে ফ্লাশ কার্ডে বর্ণ ও শব্দের নাম লিখে বলানো এবং মিলকরণ।	• ফ্লাশ কার্ড, পাঠ্যবই ও সমামানের বই	• ফ্লাশ কার্ডের সাথে পাঠ বইয়ের মিল করণ ও পড়া	
			• ইচ্ছেমত ছবি এঁকে মনের ভাব প্রকাশ করতে পারবে	• বড় দলে বসে ইচ্ছেমত ছবি এঁকে লিখতে দেব।	• কাগজ ও রঙ্গিন পেন্সিল	• ছবি একে প্রদর্শন করবে।	

দিন-৮
অধিবেশন-২
তথ্যপত্র-১

পাক্ষিক পরিকল্পনার আলোকে দৈনিক পরিকল্পনা (১৯/০৯/২০১৩-০৬/১০/২০১৩ ইং)

তারিখ	বড় দলের অনুশীলনমূলক কাজ			ছোট দলের অনুশীলনমূলক কাজ			মন্তব্য
	দল	কাজ	উপকরণ	দল	কাজ	উপকরণ	
১৯.০৯.১৩	সাবলীল সবুজ- ১ ও ২	- আদর্শ ছেলে কবিতাটি ৩ বার একাকী পড়া - পাঠশিখি ১ নং ক্রমিকের শব্দের অর্থ ও বাক্য ৩ বার পড়া - সৃজনশীল লেখা	পাঠ্যপুস্তক	সবুজ-১	- কবিতার বিষয়বস্তুনিয়ে প্রশ্নোত্তরে আলোচনা - পাঠশিখি ২ং ক্রমিক নিয়ে পর্যায়ক্রমে আলোচনা	পাঠ্যপুস্তক	
	আংশিক সাহায্যে হলুদ- ৩ ও ৪	- পাখ-পাখালির কথা পাঠ হতে ১-৩ নং অনুচ্ছেদ একাকী পড়া - কঠিন ও নতুন শব্দ খুঁজে বের করে তালিকা করা - সৃজনশীল লেখা	পাঠ্যপুস্তক	হলুদ-৪	- ‘পাখ-পাখালির’ ১-৩ অনুচ্ছেদের কঠিন শব্দগুলো বার বার উচ্চারণ করা ও পড়া - ১-৩ অনুচ্ছেদের শিক্ষকের আদর্শ পাঠ - বিষয়বস্তুনিয়ে আলোচনা - পরবর্তী দিনের বোর্ডের নির্দেশনা ব্যাখ্যা	পাঠ্যপুস্তক	
	সম্পূর্ণ সাহায্যে লাল- ৫ ও ৬	- ল,ঝ, প,ত, ম বর্ণগুলো দ্বারা ছবিযুক্ত শব্দ কার্ড খুঁজে বের করে পড়া - বর্ণ দিয়ে ছবির কার্ডের সাথে শব্দ কার্ড মিল করা ও শব্দ পড়া	শব্দ, ছবিযুক্ত শব্দ ও বর্ণ কার্ড				

তারিখ	বড় দলের অনুশীলনমূলক কাজ			ছোট দলের অনুশীলনমূলক কাজ			মন্তব্য
	দল	কাজ	উপকরণ	দল	কাজ	উপকরণ	
২০.০৯.১৩	সাবলীল সবুজ- ১ ও ২	- 'আদর্শ ছেলে' পাঠশিখি ১নং ক্রমিকের শব্দ দিয়ে একটি বাক্য লেখা - ২ নং ক্রমিকের লাইনগুলো ব্যাখ্যা করে লেখা - সৃজনশীল লেখা	পাঠ্যপুস্তক	সবুজ- ২	সবুজ-১ (১৯.০৯.১৩ তারিখের অনুরূপ)		
	আংশিক সাহায্যে হলুদ- ৩ ও ৪	- 'পাখ-পাখালির কথা' পাঠের ৪-৬ অনুচ্ছেদ ৩ বার পড়া - কঠিন শব্দের তালিকা করা - বন্ধুর সহায়তায় শব্দ পড়া - সৃজনশীল লেখা	পাঠ্যপুস্তক				
	সম্পূর্ণ সাহায্যে লাল- ৫ ও ৬	- ল, ঝ, প, ত, ম বর্ণ কার্ডের সাথে ছবিযুক্ত শব্দ ও শব্দ কার্ডের মিলকরণ - শব্দ পড়া - বর্ণ লেখা - সৃজনশীল লেখা	শব্দ, ছবিযুক্ত শব্দ ও বর্ণ কার্ড	লাল- ৫	- ল, ঝ, প, ত ম বর্ণ চেনা ও পড়া - ল, ঝ, প, ত ম বর্ণ দিয়ে পাঠ্যপুস্তকের শব্দগুলো পড়া - বড়দলে বসে পরবর্তীতে কি কাজ করতে তার নির্দেশনা ব্যাখ্যা	শব্দ, ছবিযুক্ত শব্দ ও বর্ণ কার্ড	
২২.০৯.১৩	সাবলীল সবুজ- ১ ও ২	- 'আদর্শ ছেলে' কবিতার ৩নং ক্রমিকের উত্তর লেখা - পাঠশিখি ৩ নং ক্রমিকের অনুরূপ প্রশ্নপত্র তৈরি করা - সৃজনশীল লেখা	পাঠ্যপুস্তক	হলুদ- ৩	হলুদ-৪ (১৯.০৯.১৩ তারিখের অনুরূপ)	পাঠ্যপুস্তক	
	আংশিক সাহায্যে হলুদ- ৩ ও ৪	- 'পাখ-পাখালির কথা' পাঠ হতে ৭-৯ নং অনুচ্ছেদ একাকী পড়া - কঠিন ও নতুন শব্দ খুঁজে বের করে তালিকা করা - বন্ধুর সহায়তায় পড়া - সৃজনশীল লেখা	পাঠ্যপুস্তক	লাল- ৬	লাল-৫ (২১.০৯.১৩ তারিখের অনুরূপ)		

তারিখ	বড় দলের অনুশীলনমূলক কাজ			ছোট দলের অনুশীলনমূলক কাজ			মন্তব্য
	দল	কাজ	উপকরণ	দল	কাজ	উপকরণ	
	সম্পূর্ণ সাহায্যে লাল- ৫ ও ৬	- সমমানের বই 'রঙের লেখা' হতে ল,ঝ, প,ত, ম বর্ণগুলো দ্বারা শব্দ খুঁজে বের করে শব্দ কার্ডে লেখা - কার্ডে লেখা শব্দ কার্ডগুলো কার্ডে/কাগজে আঠা দিয়ে লাগিয়ে লুডু তৈরি - সৃজনশীল লেখা	শব্দ, ছবিযুক্ত শব্দ ও বর্ণ কার্ড ও				
২৩.০৯.১৩	সাবলীল সবুজ- ১ ও ২	- 'আদর্শ ছেলে' কবিতাটি দেখে দেখে ১ বার লেখা - সমমানের বই পড়া - সমমানের বই হতে ৫টি প্রশ্ন তৈরি করা - সৃজনশীল লেখা	সমমানের বই	সবুজ- ১	- ১, ২ ও ৩নং ক্রমিকের কাজগুলো মূল্যায়ন ও ফলাবর্তন করা - ৪,৫,৬,৭,৮ নং ক্রমিকের প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা - পরবর্তী ক্লাসে কাজগুলো করার নির্দেশনা দেয়া	পাঠ্যপুস্তক	
	আংশিক সাহায্যে হলুদ- ৩ ও ৪	- 'পাখ-পাখালির কথা' পাঠের ১০-১২ অনুচ্ছেদ ৩ বার পড়া - কঠিন শব্দের তালিকা করা - বন্ধুর সহায়তায় শব্দ পড়া - সৃজনশীল লেখা	পাঠ্যপুস্তক	হলুদ- ৪	- শিক্ষার্থীদের ৪-১২নং অনুচ্ছেদের কঠিন শব্দের তালিকা হতে পর্যায়ক্রমে শব্দগুলো বার বার পড়া - প্রশ্নোত্তরের আলোচনা - পরবর্তী ক্লাসের কাজের নির্দেশনা	পাঠ্যপুস্তক	
	সম্পূর্ণ সাহায্যে লাল- ৫ ও ৬	- চ,ঠ,ত, স, ব বর্ণগুলো দ্বারা ছবিযুক্ত শব্দ কার্ড ও শব্দকার্ড বের করা - বর্ণের ছবির কার্ডের সাথে শব্দ কার্ড মিল করা ও পড়া - সৃজনশীল লেখা	শব্দ, ছবিযুক্ত শব্দ ও বর্ণ কার্ড				

তারিখ	বড় দলের অনুশীলনমূলক কাজ			ছোট দলের অনুশীলনমূলক কাজ			মন্তব্য
	দল	কাজ	উপকরণ	দল	কাজ	উপকরণ	
২৪.০৯.১৩	সাবলীল সবুজ- ১ ও ২	- 'আদর্শ ছেলে' কবিতাটির পাঠশিখির ৫ ও ৭ নং ক্রমিকের উত্তর লেখা - ৫ ও ৭ নং ক্রমিকের অনুরূপ প্রশ্ন তৈরি করা - সৃজনশীল লেখা	পাঠ্যপুস্তক	সবুজ-২	সবুজ-২ (২৯.০৯.১৩ তারিখের অনুরূপ)	পাঠ্যপুস্তক	
	আংশিক সাহায্যে হলুদ- ৩ ও ৪	- 'পাখ-পাখালির কথা' পাঠ হতে ১ নং ক্রমিকের শব্দ ও বাক্য একাকী পড়া - শব্দ দিয়ে অনুরূপ ৫টি বাক্য তৈরি করে লেখা - সৃজনশীল লেখা	পাঠ্যপুস্তক	লাল-৫	- ল, ঝ, প, ত, ব বর্ণ গুলো দিয়ে পাঠ্য বইয়ের শব্দ লবণ, লতা , লাউ, ঝড়, ঝুড়ি, পাতা, পাখা, তাল, তালা. তবলা পড়া ও বর্ণ লেখা - সমমানের বই হতে শব্দ দিয়ে শিক্ষার্থীদের তৈরি লুডু খেলা - বড়দলে বসে কীভাবে লুডু খেলবে তা ব্যাখ্যা দেয়া	শব্দ, ছবিযুক্ত শব্দ ও বর্ণ কার্ড, শব্দের লুডু	
	সম্পূর্ণ সাহায্যে লাল- ৫ ও ৬	- চ,ঠ, ভ, স, ব বর্ণ কার্ডের সাথে ছবিযুক্ত শব্দ ও শব্দকার্ডের মিলকরণ - শব্দ পড়া ও বর্ণ লেখা - সৃজনশীল লেখা	শব্দ, ছবিযুক্ত শব্দ ও বর্ণ কার্ড				
২৫.০৯.১৩	সাবলীল সবুজ- ১ ও ২	- 'আদর্শ ছেলে' পাঠশিখি ৮নং ক্রমিকের উত্তর লেখা - ৮ নং ক্রমিকের অনুরূপ প্রশ্ন তৈরি করা - সৃজনশীল লেখা	পাঠ্যপুস্তক	হলুদ-৩	হলুদ-৪ (২৩.০৯.১৩ তারিখের অনুরূপ)		
	আংশিক সাহায্যে হলুদ- ৩ ও ৪	- 'পাখ-পাখালির কথা' পাঠশিকি ২নং ক্রমিকের যুক্ত বর্ণ ভেঙ্গে নিজ নিজ খাতায় লেখা - যুক্ত বর্ণ দিয়ে বইয়ের ২টি শব্দ ও	পাঠ্যপুস্তক ও যুক্তবর্ণের অনুশীলনী	লাল-৬	লাল-৫		

তারিখ	বড় দলের অনুশীলনমূলক কাজ			ছোট দলের অনুশীলনমূলক কাজ			মন্তব্য
	দল	কাজ	উপকরণ	দল	কাজ	উপকরণ	
		বইয়ের বাইরে থেকে ১ টি শব্দ লেখা - সৃজনশীল লেখা	কার্ড		(২৪.০৯.১৩ তারিখের অনুরূপ)		
	সম্পূর্ণ সাহায্যে লাল- ৫ ও ৬	- সমমানের বইয়ের 'রঙের খেলা' হতে চ,ঠ,ভ, স,ব বর্ণগুলো দিয়ে শব্দ খুঁজে বের করে শব্দ কার্ডে লেখা - শব্দ কার্ড দিয়ে লুডু তৈরি - সৃজনশীল লেখা	সমমানের বই-রঙের খেলা, শব্দ কার্ড, কাগজ				
২৬.০৯.১৩	সাবলীল সবুজ- ১ ও ২	- পাঠ্যবইয়ের 'একজন পটুয়ার কথা' পাঠটি ৩ বার একাকী পড়া - শব্দের অর্থ বুঝতে পারে না এমন শব্দ চিহ্নিত করা - সৃজনশীল লেখা	পাঠ্যপুস্তক	সবুজ- ১	- 'একজন পটুয়ার কথা' পাঠের বিষয়বস্তু প্রশ্নোত্তর আলোচনা - বোর্ডের নির্দেশনা (পরবর্তী ক্লাসগুলোতে কি কাজ) নিয়ে আলোচনা	পাঠ্যপুস্তক	
	আংশিক সাহায্যে হলুদ- ৩ ও ৪	- পাখ-পাখালির কথা পাঠশিখি অংশের ৩-৫ নং ক্রমিকের উত্তরগুলো লেখা - সৃজনশীল লেখা	পাঠ্যপুস্তক	হলুদ- ৪	- শিক্ষার্থীর পাঠশিখি অংশে ১,২, ৩ ও ৫ নং ক্রমিকের কাজ মূল্যায়ন ও ফলাফল - পাঠশিখি অংশে ৮ নং ক্রমিকের দাড়ি, কমা ও প্রশ্ন চিহ্ন নিয়ে আলোচনা	পাঠ্যপুস্তক	
	সম্পূর্ণ সাহায্যে লাল- ৫ ও ৬	- নিজেদের তৈরিকৃত শব্দের লুডু (কাগজে আঠা দিয়ে লাগানো শব্দ কার্ড) নিয়ে খেলা - চ, ঠ, ত, স, ব বর্ণ লেখা - সৃজনশীল লেখা	শব্দ, ছবিযুক্ত শব্দ ও বর্ণ কার্ড				
২৮.০৯.১৩	সাবলীল সবুজ- ১ ও ২	- 'একজন পটুয়ার কথা' পাঠের পাঠশিখি ১নং ক্রমিক ৩ বার পড়া - ২ নং ক্রমিকের যুক্তবর্ণ ভেঙ্গে আরও যুক্তবর্ণ সম্বলিত নতুন শব্দ লেখা - সৃজনশীল লেখা	পাঠ্যপুস্তক	সবুজ- ২	সবুজ-১ (২৬.০৯.১৩ তারিখের অনুরূপ)		

তারিখ	বড় দলের অনুশীলনমূলক কাজ			ছোট দলের অনুশীলনমূলক কাজ			মন্তব্য
	দল	কাজ	উপকরণ	দল	কাজ	উপকরণ	
	আংশিক সাহায্যে হলুদ- ৩ ও ৪	- 'পাখ-পাখালির কথা' হতে পাঠশিখি অংশের ৬নং ক্রমিকের বাক্য তৈরি করা - ৭নং প্রশ্ন পড়া ও একটি নতুন বাক্য লেখা - সৃজনশীল লেখা	পাঠ্যপুস্তক				
	সম্পূর্ণ সাহায্যে লাল- ৫ ও ৬	- 'া', ' ি' কার চিহ্ন দিয়ে ৫ টি করে শব্দ খুঁজে বের করা - কার চিহ্ন লেখা - ৫ টি করে শব্দ নিজ নিজ খাতায় লেখা - সৃজনশীল লেখা	'া', ' ি' কার চিহ্ন কার্ড, শব্দ কার্ড	লাল-৫	- 'া' , 'ি' চিহ্ন শব্দ খুঁজে বের করা, চেনা ও লেখা - 'া' ও 'ি' চিহ্নের সাথে পরিচিত বর্ণ দিয়ে শব্দ তৈরি ও পড়া - পরবর্তী ক্লাসে বোর্ডের নির্দেশনা ব্যাখ্যা	'া', ' ি' কার চিহ্ন কার্ড, শব্দ কাড	
২৯.০৯.১৩	সাবলীল সবুজ- ১ ও ২	- 'একজন পটুয়ার কথা' পাঠ থেকে পাঠশিখি ৩-৪ নং ক্রমিকের প্রশ্নোত্তর লেখা - ৩-৪ নং ক্রমিকের অনুরূপ প্রশ্ন তৈরি করা - সৃজনশীল লেখা	পাঠ্যপুস্তক	হলুদ- ৩	হলুদ-৪ (২৬.০৯.১৩ তারিখের অনুরূপ)		
	আংশিক সাহায্যে হলুদ- ৩ ও ৪	- পাখ-পাখালির কথা পাঠ হতে ৮-৯ নং ক্রমিকের নির্দেশনা অনুযায়ী বাক্য লেখা - সৃজনশীল লেখা	পাঠ্যপুস্তক				
	সম্পূর্ণ সাহায্যে লাল- ৫ ও ৬	- 'া', ' ি' কার চিহ্ন দিয়ে সমমানের বই হতে ৫ টি করে শব্দ, শব্দকার্ডে লেখা - কার চিহ্ন লেখা - শব্দ কার্ড দিয়ে লুডু তৈরি - বন্ধুর সাথে তৈরিকৃত লুডু দিয়ে শব্দ বলা	শব্দ, ছবিযুক্ত শব্দ ও বর্ণ কার্ড	লাল-৬	লাল-৫ (২৮.০৯.১৩ তারিখের অনুরূপ)		

তারিখ	বড় দলের অনুশীলনমূলক কাজ			ছোট দলের অনুশীলনমূলক কাজ			মন্তব্য
	দল	কাজ	উপকরণ	দল	কাজ	উপকরণ	
		ও খেলা - সৃজনশীল লেখা					
৩০.০৯.১৩	সাবলীল সবুজ- ১ ও ২	- 'একজন পটুয়ার কথা' পাঠের পাঠশিখি ৫,৬ নং ক্রমিকের প্রশ্নোত্তর লেখা - ৫,৬ নং ক্রমিকের অনুরূপ প্রশ্ন তৈরি করা - সৃজনশীল লেখা	পাঠ্যপুস্তক	সবুজ-১	- পাঠশিখি ৩-৬ নং ক্রমিকের কাজ মূল্যায়ন ও ফলাবর্তন - ৮ নং ক্রমিকের প্রশ্ন তৈরি	পাঠ্যপুস্তক	
	আংশিক সাহায্যে হলুদ- ৩ ও ৪	- 'পাখ-পাখালির কথা' পাঠটি ৩ বার পড়া - কঠিন শব্দগুলো বার বার পড়া ও নিজ খাতায় লেখা - সৃজনশীল লেখা	পাঠ্যপুস্তক	হলুদ - ৪	- শিক্ষার্থীদের কঠিন শব্দের তালিকা হতে পর্যায়ক্রমে শিক্ষার্থীদের পড়া-শোনা - পর্যায়ক্রমে অনুচ্ছেদের পড়া-শোনা - ৪-৯ নংক্রমিকের কাজের মূল্যায়ন ও ফলাবর্তন	পাঠ্যপুস্তক	
	সম্পূর্ণ সাহায্যে লাল- ৫ ও ৬	- ল, ঝ, প, ত, ম বর্ণ সম্বলিত শব্দ ভেঙ্গে খাতায় লেখা - সৃজনশীল লেখা	শব্দ, বর্ণ ও কার চিহ্ন কার্ড				
০১.১০.১৩	সাবলীল সবুজ- ১ ও ২	- 'একজন পটুয়ার কথা' পাঠ হতে পাঠশিখি ৭-৮ নং ক্রমিকের প্রশ্নোত্তর লেখা - সৃজনশীল লেখা	পাঠ্যপুস্তক	সবুজ-২	সবুজ-১ (৩০.০৯.১৩ তারিখের অনুরূপ)		
	আংশিক সাহায্যে হলুদ- ৩ ও ৪	- সমমানের বই পড়া - সমমানের বই হতে ৫ টি ছোট প্রশ্ন তৈরি করা - সৃজনশীল লেখা	পাঠ্যপুস্তক	লাল-৫	- শব্দ ভেঙ্গে দেখানো - বানান করে শব্দ লেখা	শব্দ, বর্ণ,কার	

তারিখ	বড় দলের অনুশীলনমূলক কাজ			ছোট দলের অনুশীলনমূলক কাজ			মন্তব্য
	দল	কাজ	উপকরণ	দল	কাজ	উপকরণ	
	সম্পূর্ণ সাহায্যে লাল- ৫ ও ৬	- চ, ঠ,স, ত, ব বর্ণগুলো দ্বারা তৈরি শব্দ ভেঙ্গে খাতায় লেখা - সৃজনশীল লেখা	শব্দ, বর্ণ ও কার চিহ্ন কার্ড		- শব্দ দিয়ে বাক্য বলা ও পড়া - রিডিং গেম	চিহ্ন ও বাক্য কার্ড	
০২.১০.১৩	সাবলীল সবুজ- ১ ও ২	- সমমানের বই হতে 'একজন পটুয়ার কথা' পাঠে পাঠশিখি ৮নং ক্রমিকের অনুরূপ প্রশ্ন তৈরি - সৃজনশীল লেখা	পাঠ্যপুস্তক ও সমমানের বই	হলুদ- ৩	হলুদ -৪ (৩০.০৯.১৩ তারিখের অনুরূপ)		
	আংশিক সাহায্যে হলুদ- ৩ ও ৪	- 'পাখ-পাখালির কথা' পাঠের যুক্ত বর্ণগুলো ভেঙ্গে লেখা - যুক্ত বর্ণ সম্বলিত শব্দ পড়া - যুক্ত বর্ণ দ্বারা ১টি করে নতুন শব্দ তৈরি - সৃজনশীল লেখা	পাঠ্যপুস্তক	লাল-৬	লাল-৫ (০১.১০.১৩ তারিখের অনুরূপ)		
	সম্পূর্ণ সাহায্যে লাল- ৫ ও ৬	- সমমানের বই 'এক বিকেলের রঙের খেলা' পড়া - কঠিন শব্দের নিচে দাগ দেয়া - সৃজনশীল লেখা	'এক বিকেলের রঙের খেলা'				
০৩.০৯.১৩	সাবলীল সবুজ- ১ ও ২	- সমমানের বই হতে বন্ধুর তৈরিকৃত ৮ নং ক্রমিকের প্রশ্নোত্তর লেখা - সৃজনশীল লেখা	পাঠ্যপুস্তক	সবুজ- ১	- মূল্যায়ন	প্রশ্নপত্র	
	আংশিক সাহায্যে হলুদ- ৩ ও ৪	- সমমানের বই পড়া - সমমানের বই হতে কঠিন শব্দ খুঁজে বের করে বন্ধুর সহায়তায় পড়া - শব্দ দিয়ে একটি করে বাক্য তৈরি - সৃজনশীল লেখা	পাঠ্যপুস্তক	হলুদ- ৪	- মূল্যায়ন	প্রশ্নপত্র	

তারিখ	বড় দলের অনুশীলনমূলক কাজ			ছোট দলের অনুশীলনমূলক কাজ			মন্তব্য
	দল	কাজ	উপকরণ	দল	কাজ	উপকরণ	
	সম্পূর্ণ সাহায্যে লাল- ৫ ও ৬	- ল,ঝ, প,ত, ম বর্ণগুলো দ্বারা পাঠ্যপুস্তকের বাক্যগুলোর সাথে এলোমেলো শব্দ দিয়ে সাজনো - বাক্যগুলো পড়া - সৃজনশীল লেখা	শব্দ, ছবিযুক্ত শব্দ ও বর্ণ কার্ড				
০৫.০৯.১৩	সাবলীল সবুজ- ১ ও ২	- একজন পটুয়ার কথা' পাঠটি ৩ বার পড়া - পাঠশিখি ৯ নং ক্রমিকের প্রশ্নোত্তর লেখা - সৃজনশীল লেখা	পাঠ্যপুস্তক	সবুজ- ২	- মূল্যায়ন	প্রশ্নপত্র	
	আংশিক সাহায্যে হলুদ- ৩ ও ৪	- সমমানের বই পড়া - সমমানের বই হতে কঠিন শব্দের তালিকা করা - বন্ধুর সহায়তায় শব্দ পড়া - সৃজনশীল লেখা	সমমানের বই	লাল-৫	- মূল্যায়ন	প্রশ্নপত্র ও শব্দ, বর্ণ,কার চিহ্ন ও বাক্য কার্ড	
	সম্পূর্ণ সাহায্যে লাল- ৫ ও ৬	- চ, ঠ, , ত, স, ব বর্ণ দিয়ে পাঠ্যপুস্তকের বাক্যের সাথে এলোমেলো শব্দ সাজানো - সৃজনশীল লেখা	শব্দ, বর্ণ, কার চিহ্ন ও বাক্য কার্ড				
০৬.০৯.১৩	সাবলীল সবুজ- ১ ও ২	- সমমানের বই পড়া - সমমানের বই হতে 'একজন পটুয়ার কথা' পাঠের পাঠশিখি ৯ নং ক্রমিকের অনুরূপ প্রশ্ন তৈরি করা - সৃজনশীল লেখা	পাঠ্যপুস্তক	হলুদ- ৩	- মূল্যায়ন	প্রশ্নপত্র	
	আংশিক সাহায্যে হলুদ-	- 'পাখ-পাখালির কথা' পাঠটি ৩ বার পড়া - পাঠশিখি ৪ ও ৯ নং ক্রমিকে প্রশ্নোত্তর লেখা	পাঠ্যপুস্তক	লাল-৬	- মূল্যায়ন	প্রশ্নপত্র	

তারিখ	বড় দলের অনুশীলনমূলক কাজ			ছোট দলের অনুশীলনমূলক কাজ			মন্তব্য
	দল	কাজ	উপকরণ	দল	কাজ	উপকরণ	
	৩ ও ৪	- সৃজনশীল লেখা				শব্দ, বর্ণ,কার চিহ্ন ও বাক্য কার্ড	
	সম্পূর্ণ সাহায্যে লাল- ৫ ও ৬	- এলোমেলো শব্দ দিয়ে বাক্য তৈরি - বাক্য লেখা - সমমানের বই পড়া - সৃজনশীল লেখা	শব্দ, ছবিযুক্ত শব্দ ও বর্ণ কার্ড				

যেহেতু শিক্ষার্থীরা প্রতিদিন বড় দলে বসে কাজ করার সুযোগ পায় এবং ছোট দলে কম সুযোগ পায়, সেজন্য এমনভাবে পরিকল্পনা করতে হবে যাতে করে শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের সহায়তা নিয়ে একাকী, জোড়ায় ও দলে অনুশীলন করে শেখার সুযোগ পায়।

দিন-৯
অধিবেশন-২
তথ্যপত্র-১
পাক্ষিক পরিকল্পনার উপর মূল্যায়ন

শ্রেণি : তৃতীয়
বিষয় : বাংলা

তারিখ : ০৩/০৯/২০১৩ হতে ০৫/০৯/২০১৩ পর্যন্ত

পাঠগত অবস্থান : সাবলীল

পারে : টিক চিহ্ন √ **পারে না : ক্রস চিহ্ন** ×

শিক্ষার্থীর নাম ও রোল	আদর্শ ছেলে'					'একজন পটুয়ার কথা'				
	সাবলীলভাবে আবৃত্তি করতে পারে	শব্দ ও বাক্য লিখতে পারে	কবিতাটি লিখতে পারে	প্রশ্নোত্তর লিখতে পারে (পাঠ শিখি ১-৯ নং ক্রমিক)	প্রশ্ন তৈরি করতে পারে (পাঠ শিখি ১-৯ নং ক্রমিকের অনুরূপ)	যুক্তবর্ণ পড়তে পারে ও শব্দ লিখতে পারে। সাবলীল ভাবে পড়তে পারে	প্রশ্নোত্তর লিখতে পারে (পাঠ শিখি ১-১০ নং ক্রমিক)	প্রশ্ন তৈরি করতে পারে (পাঠ শিখি ১-১০ নং ক্রমিকের অনুরূপ)	অনুচ্ছেদ লিখতে পারে	বন্ধুর প্রশ্নের উত্তর লিখতে পারে

মূল্যায়নের নাম ঃ ১ মিনিট রিডিং, মিশ্র দলে বসে কাজ ও ছোট দলে কাজের সময় শিক্ষক মূল্যায়ন ছক পূরণ করবেন এবং এ ফলাফলের ভিত্তিতে পরবর্তী ১৫ দিনের পাক্ষিক পরিকল্পনা করবেন।

দিন-৯
অধিবেশন-২
তথ্যপত্র-২

পাক্ষিক পরিকল্পনার উপর মূল্যায়ন

শ্রেণি : তৃতীয়
বিষয় : বাংলা

তারিখ: ০৩/০৯/২০১৩ হতে ০৫/০৯/২০১৩ পর্যন্ত

পাঠগত অবস্থান : শিক্ষকের আংশিক সাহায্যে

পারে: টিক চিহ্ন √

পারে না: ক্রস চিহ্ন ×

শিক্ষার্থীর নাম ও রোল	পাখ-পাখালির কথা					
	পাঠটি সাবললীভাবে পড়তে পারে	শিক্ষকের সাহায্যে পড়তে পারে	পাঠশিখি ও ১-৩ নং ক্রমিকের প্রশ্নোত্তর লিখতে পারবে	পাঠশিখি ও ৪-৬ নং ক্রমিকের প্রশ্নোত্তর লিখতে পারবে	পাঠশিখি ও ৬-৯ নং ক্রমিকের প্রশ্নোত্তর লিখতে পারবে	সমমানের বই সাবলীলভাবে পড়তে পারবে

দিন-৯
অধিবেশন-২
তথ্যপত্র-৩

পাক্ষিক পরিকল্পনার উপর মূল্যায়ন

শ্রেণি : তৃতীয়
বিষয় : বাংলা

তারিখ : ০৫/০৯/২০১৩ হতে ০৬/০৯/২০১৩ পর্যন্ত

পাঠগত অবস্থান :শিক্ষকের সম্পূর্ণ সাহায্যে পারে : টিক চিহ্ন √ পারে না : ক্রস চিহ্ন ×

শিক্ষার্থীর নাম ও রোল	এক বিকেলের রং এর খেলা		বর্ণ ও কার চিহ্ন চেনে											বর্ণ ও কার চিহ্ন দ্বারা পাঠ ও সমমানের বইয়ের শব্দ পড়তে পারা					
	সাবলীভাবে পড়তে পারে	কিছু শব্দ পড়তে পারে	ল	ঝ	প	ত	ম	া	ি	চ	ঠ	ভ	স	ব	লতা, লাউ, লবণ	ঝড়, ঝুড়ি	পথ, পাতা, পাখা	তালা, তাল, তবলা	কাক, খাল, তাল	খিল, ডিম, নিম, শিশ

দিন-১০
অধিবেশন-৩
তথ্যপত্র-১

শিখন- শেখানো কার্যক্রম ফলপ্রসূভাবে পরিচালনার জন্য শিক্ষকের সারা বছরের জন্য পাঠ পরিকল্পনা করা আবশ্যক। সারা বছরের পাঠ পরিকল্পনা ছাড়া প্রতিটি শিশুর পাঠগত অবস্থান অনুযায়ী শিখন শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করা সম্ভব নয়। অর্থাৎ ১টি বছরের পুরো সময়ে শিক্ষার্থীদের অবস্থান অনুযায়ী শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা অর্জনের জন্য শ্রেণিতে কোন শ্রেণির কি কি বিষয় অন্তর্ভূক্ত করা হবে এবং কখন কীভাবে শিখন শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে তার পূর্ব প্রস্তুতি হিসেবে ১টি সার্বিক চিত্র থাকা আবশ্যক। যাতে করে শিক্ষার্থী এবং শিক্ষক প্রতিটি শ্রেণির পুরো সময় কার্যকরভাবে ব্যবহার করতে পারেন এবং শিশুরা ভিতিহীন পরিবেশে অবস্থান করে সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে এগিয়ে যেতে পারে।

স্তরভিত্তিক পাঠ পরিকল্পনার ছক (নমুনা)

শিক্ষর্থীর পাঠগত অবস্থান	পাক্ষিক নং- ১ম তারিখ :------ হতে -------		পাক্ষিক নং- ২য় তারিখ :------ হতে -------		পাক্ষিক নং- ৩য় তারিখ :------ হতে -------		পাক্ষিক নং- ৪র্থ তারিখ :------ হতে -------		পাক্ষিক নং- ৫ম তারিখ :------ হতে -------	
	পাঠ্যপুস্তক / SRMএর নাম ও শ্রেণি	পাঠ	পাঠ্যপুস্তক / SRMএর নাম ও শ্রেণি	পাঠ	পাঠ্যপুস্তক / SRMএর নাম ও শ্রেণি	পাঠ	পাঠ্যপুস্তক / SRMএর নাম ও শ্রেণি	পাঠ	পাঠ্যপুস্তক / SRMএর নাম ও শ্রেণি	পাঠ
সাবলীল (১ম/২য়/৩য় শ্রেণির বই পড়তে পারে)										
শিক্ষক্ষের আংশিক সাহায্যে (কিছু শব্দ পড়তে পারে না)										
শিক্ষকের সম্পূর্ণ সাহায্যে (বানান করে পড়তে পারে, কিছু শব্দ পড়তে পারে, কিছু বর্ণ ও কার চিহ্ন চিনে / চিনেনা)										

দিন- ১১
অধিবেশন-১
তথ্যপত্র-১

"শিখবে প্রতিটি শিশু" গণিত প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য

এই প্রশিক্ষণ শেষে অংশগ্রহণকারীগ–

১. প্রথম শ্রেণি থেকে তৃতীয় শ্রেণি পর্যন্ত প্রতিটি শিক্ষার্থীর গণিত বিষয়ের শিখনের বর্তমান অবস্থা চিহ্নিত করতে পারবেন ;
২. প্রথম শ্রেণি থেকে তৃতীয় শ্রেণি পর্যন্ত প্রতিটি শিক্ষার্থীর গণিত বিষয়ের শিখন চাহিদা (Learning need) নির্ণয় করতে পারবেন ;
৩. ভিন্ন পাঠগত অবস্থানে অবস্থিত শিক্ষার্থীদের ভিন্ন ভিন্ন শিখন চাহিদা নির্দেশ করে পাক্ষিক পরিকল্পনা তৈরি করতে পারবেন ;
৪. তৈরিকৃত পাঠ পরিকল্পনা অনুযায়ী শ্রেণিতে অবস্থিত ভিন্ন পাঠগত অবস্থানের অবস্থিত শিক্ষার্থীদের জন্য পাঠ পরিচালনার কৌশলগুলো আয়ত্ব করতে পারবেন ;
৫. শ্রেণি পরিচালনায় গণিত বিষয়ের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ তৈরির কৌশল ও বিভিন্ন উপকরণ ব্যবহার ব্যাখ্যা করতে পারবেন ;
৬. শিশুর শিখনের বর্তমান চাহিদা অনুযায়ী স্তরভিত্তিক পাঠদান করতে পারবেন ;
৭. শিখন প্রক্রিয়ায় প্রতিটি শিশুর সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে, শ্রেণিকক্ষেই শিশুর শিখন নিশ্চিত করতে পারবেন ;
৮. শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের সময়ের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে পারবেন ;
৯. প্রত্যেক শিক্ষার্থীর সামর্থ্য অনুযায়ী শিখন নিশ্চিত করার জন্য চলমান মূল্যায়ন ও চলমান মূল্যায়নের ভিত্তিতে পাঠ পরিকল্পনা প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু

১. গণিতের বিষয়বস্তু ;
২. গণিত বিষয়ের প্রান্তিক ও অর্জন উপযোগী যোগ্যতা ও পাঠ উপকরণ পরিচিতি ;
৩. বেস লাইন মূল্যায়ন টুলস ও ফরমেট পরিচিতি ও বেস লাইন মূল্যায়ন টুলস ও ফরমেটের সাহায্যে শিক্ষার্থী মূল্যায়ন ও শিখন সামর্থ অনুযায়ী শ্রেণিকরণ ;
৪. প্রস্তাবিত পাঠদান পদ্ধতি ;
৫. গণিত বিষয়বস্তু শিখন- শেখানো পদ্ধতি ;
৬. শিক্ষার্থীর শিখন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সময় বিভাজন, পাঠদান পদ্ধতি, শ্রেণি ব্যবস্থাপনা ও শ্রেণি পরিচালনায় বিভিন্ন কৌশল ; গণিত বিষয়ের সহায়ক উপকরণ তৈরির কৌশল ;
৭. শিক্ষার্থীর সামর্থ অনুযায়ী শিখন মূল্যায়ন কৌশল ও মূল্যায়নের ভিত্তিতে পাঠ পরিকল্পনা।

দিন- ১১
অধিবেশন-২
তথ্যপত্র-১

সুমাইয়ার একটি সকাল

- আমার নাম সুমাইয়া। আমি কিছুদিন আগে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষিক হিসেবে নিয়োগ পেয়েছি। ডিপিএড এর এই প্রশিক্ষণে ২৬ দিনে আজ প্রশিক্ষণের ১১তম দিন। আজ আমাদের প্রশিক্ষণে শ্রেণিতে শিশুদের গণিতের বেইসলাইন মূল্যায়ন ও বিশ্লেষণ নিয়ে আলোচনা হবে। আমার বাসা থেকে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের দুরত্ব ২ কিঃ মিঃ। রিক্সায় প্রায় ৩০ মিনিট সময় লাগে। প্রশিক্ষণ শুরুর সময় সকাল ৮:৩০ মিনিট, হাতে মাত্র ২০ মিনিট সময় আছে। অফিস টাইমে রিক্সা পাওয়া খুবই কঠিন। তাও একটা পেলাম ৫ টাকা ভাড়া বেশি দিতে রাজি হয়ে এলাম। নেমে বিপদ ৫০ টাকার ভাংতি নেই, দিতে হবে ২৫ টাকা।
- আমাদের প্রশিক্ষণ কক্ষের টেবিলগুলোর আকৃতি আয়তাকার, আমরা দলীয় কাজগুলো টেবিলের চারধারে বসে করি।
- আমার ২০ হাজার টাকার সঞ্চয়পত্র ছিল, সরকার সুদের পরিমান ১.২৫% হারে কমিয়েছে। সুতরাং আমার লাভের পরিমান কমবে প্রতি বছরে ২৫০ টাকা। এ কারণে আমার মন বেশ খারাপ।

দিন- ১১
অধিবেশন-২
তথ্যপত্র-২

আবশ্যকীয় শিখনক্রম
বিষয় : গণিত

বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা	শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা				
	প্রথম শ্রেণি	দ্বিতীয় শ্রেণি	তৃতীয় শ্রেণি	চতুর্থ শ্রেণি	পঞ্চম শ্রেণি
১. বাস্তব উপকরণের সাহায্যে গাণিতিক ধারণা লাভ করা।	১.১ কম-বেশি, ছোট-বড়, হালকা -ভারী, কাছে-দূরে, খাটো-লম্বা এর ধারণা লাভ করবে।	-	-	-	-
২. উপকরণ গণনা করতে পারা।	২.১ ১ থেকে ৫০ পর্যন্ত বাস্তব উপকরণ গণনা করতে পারবে। ২.২ উপকরণ জোড়ায় জোড়ায় সাজাতে পারবে। ২.৩ ১ থেকে ৫০ পর্যন্ত বাস্তব উপকরণ দশের গুচ্ছ করে গণনা করতে পারবে।	২.১ ৫১ থেকে ১০০ পর্যন্ত বাস্তব উপকরণ গণনা করতে পারবে। ২.২ ৫১ থেকে ১০০ পর্যন্ত বাস্তব উপকরণ দশের গুচ্ছ করে গণনা করতে পারবে।	২.১ ১০,০০০ পর্যন্ত উপকরণ দশ ও শতের গুচ্ছ করে গণনা করতে পারবে।	২.১ এক লক্ষ পর্যন্ত উপকরণ দশ, শত ও হাজারের গুচ্ছের সাহায্যে গণনা করতে পারবে।	-
৩. কোটি পর্যন্ত সংখ্যা গণনা করতে পারা।	৩.১ ১ থেকে ৫০ পর্যন্ত উপকরণ গুচ্ছের ধারণাকে সংখ্যা দ্বারা প্রকাশ করতে পারবে।	৩.১ ৫১ থেকে ১০০ পর্যন্ত উপকরণ গুচ্ছের ধারণাকে সংখ্যা দ্বারা প্রকাশ করতে পারবে।	৩.১ ১০১ থেকে ১০,০০০ পর্যন্ত বস্তুর দলগত ধারণাকে সংখ্যা দ্বারা প্রকাশ করতে পারবে।	৩.১ কোটি পর্যন্ত সংখ্যা দশ, শত, হাজার ও লক্ষ এর সাহায্যে গণনা করতে পারবে।	-

বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা	শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা				
	প্রথম শ্রেণি	দ্বিতীয় শ্রেণি	তৃতীয় শ্রেণি	চতুর্থ শ্রেণি	পঞ্চম শ্রেণি
	৩.২ ১ থেকে ৫০ পর্যন্ত সংখ্যা গণনা করতে পারবে। ৩.৩ ১০ থেকে ৫০ পর্যন্ত সংখ্যা দশের সাহায্যে গণনা করতে পারবে।	৩.২ ৫১ থেকে ১০০ পর্যন্ত সংখ্যা গণনা করতে পারবে ৩.৩ ৫১ থেকে ১০০ পর্যন্ত সংখ্যা দশের সাহায্যে গণনা করতে পারবে। ৩.৪ দুই দুই, তিন তিন, চার চার, পাঁচ পাঁচ ও দশ দশ করে সংখ্যা গণনা করতে পারবে। ৩.৫ জোড় ও বিজোড় সংখ্যা শনাক্ত করতে পারবে।	৩.২ দশ-দশ, শত-শত, হাজার- হাজার করে সংখ্যা গণনা করতে পারবে। ৩.৩ ১০১ থেকে ১০,০০০ পর্যন্ত সংখ্যা দশ, শত এবং হাজারের সাহায্যে প্রকাশ করতে পারবে । ৩.৪ দশ হাজার পর্যন্ত সংখ্যার মধ্যে জোড়-বিজোড় সংখ্যা শনাক্ত করতে ও ক্রম অনুযায়ী সাজাতে পারবে।		
৪. ০ থেকে ৯ পর্যন্ত সংখ্যা প্রতীকগুলো চিনতে পারা।	৪.১ ১ থেকে ৯ পর্যন্ত সংখ্যা প্রতীকগুলো চিনতে পারবে এবং প্রত্যেকটিকে নাম অনুযায়ী শনাক্ত করতে পারবে। ৪.২ শূন্যের ধারণা লাভ করবে।	-	-	-	-

বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা	শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা				
	প্রথম শ্রেণি	দ্বিতীয় শ্রেণি	তৃতীয় শ্রেণি	চতুর্থ শ্রেণি	পঞ্চম শ্রেণি
৫. কোটি পর্যন্তসংখ্যা পড়তে ও লিখতে পারা।	৫.১ ১ থেকে ৫০ পর্যন্ত সংখ্যা পড়তে পারবে। ৫.২ ১ থেকে ৫০ পর্যন্ত সংখ্যা অঙ্কে লিখতে পারবে। ৫.৩ ১ থেকে ২০ পর্যন্ত সংখ্যা কথায় লিখতে পারবে।	৫.১ ৫১ থেকে ১০০ পর্যন্ত সংখ্যা পড়তে পারবে। ৫.২ ৫১ থেকে ১০০ পর্যন্ত সংখ্যা অঙ্কে লিখতে পারবে। ৫.৩ ২১ থেকে ১০০ পর্যন্ত সংখ্যা কথায় লিখতে পারবে।	৫.১ ১০১ থেকে ১০,০০০ পর্যন্ত সংখ্যা পড়তে পারবে। ৫.২ ১০১ থেকে ১০,০০০ পর্যন্ত সংখ্যা অঙ্কে লিখতে পারবে। ৫.৩ ১০১ থেকে ১০,০০০ পর্যন্ত সংখ্যা কথায় লিখতে	৫.১ কোটি পর্যন্ত যেকোনো সংখ্যা পড়তে পারবে। ৫.২ কোটি পর্যন্ত অঙ্কে লেখা যেকোনো সংখ্যা কথায় লিখতে পারবে।	-
৬. কোটি পর্যন্ত সংখ্যায় ব্যবহৃত অঙ্কের স্থানীয় মান নির্ণয় করতে পারা।	-	৬.১ সংখ্যার স্থানীয় মান (একক, দশক ও শতক) সম্পর্কে ধারণা লাভ করে বলতে পারবে। ৬.২ ১০০ পর্যন্ত সংখ্যায় ব্যবহৃত অঙ্কের স্থানীয় মান নির্ণয় করতে পারবে।	৬.১ দশ হাজার পর্যন্ত সংখ্যায় ব্যবহৃত অঙ্কের স্থানীয় মান (একক, দশক, শতক, সহস্র, অযুত) সম্পর্কে ধারণা লাভ করবে। ৬.২ দশ হাজার পর্যন্ত সংখ্যায় ব্যবহৃত বিভিন্ন অঙ্কের স্থানীয় মান নির্ণয় করতে পারবে।	৬.১ কোটি পর্যন্ত সংখ্যায় ব্যবহৃত অঙ্কের স্থানীয় মান (একক, দশক, শতক, সহস্র, অযুত, লক্ষ, নিযুত/মিলিয়ন, কোটি) সম্পর্কে ধারণা লাভ করবে। ৬.২ কোটি পর্যন্ত সংখ্যায় ব্যবহৃত বিভিন্ন অঙ্কের স্থানীয় মান নির্ণয় করতে পারবে।	

বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা	শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা				
	প্রথম শ্রেণি	দ্বিতীয় শ্রেণি	তৃতীয় শ্রেণি	চতুর্থ শ্রেণি	পঞ্চম শ্রেণি
৭. কোটি পর্যন্ত সংখ্যার তুলনা করতে ও মানের ক্রমানুসারে সাজাতে পারা।	৭.১ ১ থেকে ১৯ পর্যন্ত সংখ্যাগুলোর মধ্যে যেকোনো দুইটি সংখ্যা তুলনা করে ছোট বড় বলতে পারবে। ৭.২ ১ থেকে ১৯ পর্যন্ত সংখ্যার ক্রমিক ধারণা লাভ করবে এবং ছোট থেকে বড় ও বড় থেকে ছোট সংখ্যাগুলো মানের ক্রমানুসারে সাজাতে পারবে।	৭.১ ২০ থেকে ১০০ পর্যন্ত সংখ্যাগুলোর মধ্যে যেকোনো দুইটি সংখ্যা তুলনা করে ছোট বড় বলতে পারবে। ৭.২ ২০ থেকে ১০০ পর্যন্ত কতিপয় সংখ্যার ক্রমিক ধারণা লাভ করবে এবং ছোট থেকে বড় ও বড় থেকে ছোট সংখ্যাগুলো মানের ক্রমানুসারে সাজাতে পারবে।	৭.১ দশ হাজার পর্যন্ত যেকোনো দুইটি সংখ্যার মধ্যে তুলনা করে ছোট -বড় বলতে পারবে। ৭.২ ছোট -বড় সংখ্যার ধারণাকে প্রতীক (<, >) ব্যবহার করে প্রকাশ করতে পারবে। ৭.৩ কতকগুলো সংখ্যাকে ছোট থেকে বড় অথবা বড় থেকে ছোট ক্রমে সাজাতে পারবে।	৭.১ কোটি পর্যন্ত যেকোনো দুইটি সংখ্যার মধ্যে তুলনা করে ছোট- বড় নির্ণয় করতে পারবে। ৭.২ ছোট -বড় সংখ্যার ধারণাকে প্রতীক (<, >) ব্যবহার করে প্রকাশ করতে পারবে। ৭.৩ কতকগুলো সংখ্যাকে ছোট থেকে বড় অথবা বড় থেকে ছোট ক্রমে সাজাতে পারবে (কোটি পর্যন্ত)। ৭.৪ অনূর্ধ্ব ছয় অঙ্কের বৃহত্তম ও ক্ষুদ্রতম সংখ্যা গঠন করতে পারবে।	-
৮। বিশ পর্যন্ত ক্রমবাচক সংখ্যা পড়তে, লিখতে ও ব্যবহার করতে পারা।	৮.১ প্রথম থেকে পঞ্চম পর্যন্ত ক্রমবাচক সংখ্যাগুলো পড়তে, লিখতে ও ব্যবহার করতে পারবে।	৮.১ ষষ্ঠ থেকে দশম পর্যন্ত ক্রমবাচক সংখ্যাগুলো পড়তে, লিখতে ও ব্যবহার করতে পারবে।	৮.১ প্রথম থেকে বিশ পর্যন্ত ক্রমবাচক সংখ্যাগুলো পড়তে, লিখতে ও ব্যবহার করতে পারবে।	-	-

বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা	শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা				
	প্রথম শ্রেণি	দ্বিতীয় শ্রেণি	তৃতীয় শ্রেণি	চতুর্থ শ্রেণি	পঞ্চম শ্রেণি
৯. *দুই বা ততোধিক সংখ্যার যোগ ও এতদসংক্রান্ত সমস্যার সমাধান করতে পারা (হাতে না রেখে ও রেখে)।*	৯.১ *দুই গুচ্ছ উপকরণ একত্র করে যোগের ধারণা লাভ করবে (মোট উপকরণ হবে অনূর্ধ্ব ৯টি)।* ৯.২ *শূন্য যোগ করতে পারবে।* ৯.৩ *সংখ্যা বিনিময় করে যোগ করতে পারবে।* ৯.৪ *হাতে না রেখে দুইটি সংখ্যা উপরে নিচে ও পাশাপাশি যোগ করতে পারবে (যোগফল অনূর্ধ্ব ৫০)।*	৯.১ *উপকরণ ব্যবহার করে যোগ করতে পারবে (যোগফল হবে অনূর্ধ্ব ১০০)।* ৯.২ *হাতে না রেখে ও রেখে অনূর্ধ্ব দুই অঙ্কবিশিষ্ট সংখ্যা যোগ করতে পারবে (যোগফল হবে অনূর্ধ্ব ১০০)।*	৯.১ *হাতে না রেখে দুই, তিন বা চার অঙ্কবিশিষ্ট সর্বাধিক চারটি সংখ্যা যোগ করতে পারবে।* ৯.২ *হাতে রেখে দুই, তিন বা চার অঙ্কবিশিষ্ট সর্বাধিক চারটি সংখ্যা যোগ করতে পারবে (যোগফল অনূর্ধ্ব ১০,০০০)।*	৯.১ *দুই বা ততোধিক সংখ্যা যোগ করতে পারা (হাতে না রেখে ও রেখে)।*	

বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা	শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা				
	প্রথম শ্রেণি	দ্বিতীয় শ্রেণি	তৃতীয় শ্রেণি	চতুর্থ শ্রেণি	পঞ্চম শ্রেণি
১০. একটি সংখ্যা থেকে আর একটি সংখ্যা বিয়োগ করতে পারা (হাতে না রেখে ও রেখে)।	*১০.১ উপকরণ পৃথক করে বা বাদ দিয়ে বিয়োগের ধারণা লাভ করবে (উপকরণের সংখ্যা অনূর্ধ্ব ৯)।* *১০.২ শূন্য বিয়োগ করতে পারবে।* *১০.৩ অনূর্ধ্ব ৫০ পর্যন্ত একটি সংখ্যা থেকে আর একটি সংখ্যা বিয়োগ করতে পারবে (হাতে না রেখে)।*	*১০.১ উপকরণ ব্যবহার করে বিয়োগ করতে পারবে (বিয়োজন অনূর্ধ্ব ১০০)।* *১০.২ হাতে না রেখে ও রেখে দুই অঙ্কের সংখ্যা থেকে অনূর্ধ্ব দুই অঙ্কের সংখ্যা বিয়োগ করতে পারবে (বিয়োজন অনূর্ধ্ব ১০০)।*	*১০.১ হাতে না রেখে তিন বা চার অঙ্কবিশিষ্ট সংখ্যা থেকে অনূর্ধ্ব তিন বা চার অঙ্কবিশিষ্ট ছোট সংখ্যা বিয়োগ করতে পারবে।* *১০.২ হাতে রেখে তিন বা চার অঙ্কবিশিষ্ট সংখ্যা থেকে অনূর্ধ্ব তিন বা চার অঙ্কবিশিষ্ট ছোট সংখ্যা বিয়োগ করতে পারবে।* *১০.৩ বিয়োগ অঙ্কে বিয়োজন, বিয়োজ্য এবং বিয়োগফল কী তা বলতে এবং চিহ্নিত করতে পারবে।*	*১০.১ পাঁচ অঙ্কবিশিষ্ট সংখ্যা থেকে অনূর্ধ্ব পাঁচ অঙ্কবিশিষ্ট ছোট সংখ্যা বিয়োগ করতে পারবে।* *১০.২ বিয়োজন, বিয়োজ্য এবং বিয়োগফল এর যে-কোনো দুইটি দেওয়া থাকলে তৃতীয়টি নির্ণয় করতে পারবে।*	

বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা	শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা				
	প্রথম শ্রেণি	দ্বিতীয় শ্রেণি	তৃতীয় শ্রেণি	চতুর্থ শ্রেণি	পঞ্চম শ্রেণি
১১. *যোগ ও বিয়োগ প্রক্রিয়া ব্যবহার করে সমস্যার সমাধান করতে পারা।*	১১.১ *যোগ ও বিয়োগ প্রক্রিয়া ব্যবহার করে সমস্যার সমাধান করতে পারবে (অনূর্ধ্ব ৫০ পর্যন্ত সংখ্যা ব্যবহার করবে এবং ফলাফল হবে অনূর্ধ্ব ৫০)।*	১১.১ *যোগ ও বিয়োগ প্রক্রিয়া ব্যবহার করে সমস্যার সমাধান করতে পারবে (অনূর্ধ্ব ১০০ পর্যন্ত সংখ্যা ব্যবহার করবে এবং ফলাফল হবে অনূর্ধ্ব ১০০)।*	১১.১ *অনূর্ধ্ব চার অঙ্কবিশিষ্ট সংখ্যা ব্যবহার করে যোগ ও বিয়োগ সংক্রান্ত দুই স্তরবিশিষ্ট সমস্যার সমাধান করতে পারবে।*	১১.১ *অনূর্ধ্ব পাঁচ অঙ্কবিশিষ্ট সংখ্যা ব্যবহার করে যোগ ও বিয়োগ সংক্রান্ত তিন স্তরবিশিষ্ট সমস্যার সমাধান করতে পারবে।*	
১২. *একটি সংখ্যাকে আর একটি সংখ্যা দ্বারা গুণ করতে পারা (গুণ্য অনূর্ধ্ব ৪ অঙ্কবিশিষ্ট সংখ্যা এবং গুণক অনূর্ধ্ব ৩ অঙ্কবিশিষ্ট সংখ্যা)।*	-	১২.১ *উপকরণ ব্যবহার করে গুণের ধারণা লাভ করবে এবং এর থেকে গুণ করা শিখবে।* ১২.২ *১ থেকে ১০ পর্যন্ত গুণের নামতা শিখবে এবং গুণ অঙ্কে ব্যবহার করতে পারবে (গুণফল হবে অনূর্ধ্ব ১০০)।* ১২.৩ *হাতে না রেখে অনূর্ধ্ব ২ অঙ্কের সংখ্যাকে এক অঙ্কের সংখ্যা দ্বারা গুণ করতে পারবে (গুণফল হবে অনূর্ধ্ব ১০০)।* ১২.৪ *শূন্য দ্বারা কোনো সংখ্যাকে গুণ করতে বা শূন্যকে কোনো সংখ্যা দ্বারা গুণ করতে পারবে।* ১২.৫ *সংখ্যা বিনিময় করে*	১২.১ *১১ থেকে ২০ পর্যন্ত গুণের নামতা শিখবে ও লিখতে পারবে।* ১২.২ *গুণ অঙ্কে গুণের নামতা ব্যবহার করতে পারবে।* ১২.৩ *অনূর্ধ্ব তিন অঙ্কবিশিষ্ট কোনো সংখ্যাকে ১০, ২০, -----, ৯০ দ্বারা সংক্ষেপে গুণ করতে পারবে।* ১২.৪ *হাতে না রেখে অনূর্ধ্ব*	১২.১ *অনূর্ধ্ব চার অঙ্কবিশিষ্ট সংখ্যাকে অনূর্ধ্ব তিন অঙ্কবিশিষ্ট সংখ্যা দ্বারা গুণ করতে পারবে (গুণফল অনূর্ধ্ব এক লক্ষ)।* ১২.২ *গুণ অঙ্কে শূন্যের ব্যবহার কাজে লাগিয়ে সহজ পদ্ধতিতে গুণ করতে পারবে।* ১২.৩ *গুণ্য, গুণক বিনিময় করে গুণ করতে পারবে।*	১২.১ *অনূর্ধ্ব চার অঙ্কবিশিষ্ট সংখ্যাকে অনূর্ধ্ব তিন অঙ্কবিশিষ্ট সংখ্যা দ্বারা গুণ করতে পারবে (গুণফল অনূর্ধ্ব এক কোটি)।*

বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা	শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা				
	প্রথম শ্রেণি	দ্বিতীয় শ্রেণি	তৃতীয় শ্রেণি	চতুর্থ শ্রেণি	পঞ্চম শ্রেণি
		গুণ করতে পারবে।	*তিন অঙ্কবিশিষ্ট সংখ্যাকে অনূর্ধ্ব দুই অঙ্কবিশিষ্ট সংখ্যা দ্বারা গুণ করতে পারবে (গুণফল অনূর্ধ্ব ১০,০০০)।* *১২.৫ হাতে রেখে অনূর্ধ্ব তিন অঙ্কবিশিষ্ট সংখ্যাকে অনূর্ধ্ব দুই অঙ্কবিশিষ্ট সংখ্যা দ্বারা গুণ করতে পারবে (গুণফল অনূর্ধ্ব ১০,০০০)।* *১২.৬ গুণ্য, গুণক এবং গুণফল কী তা বলতে পারবে।* *১২.৭ গুণের বিনিময় বিধি জানবে ও প্রয়োগ করতে পারবে।*		

বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা	শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা				
	প্রথম শ্রেণি	দ্বিতীয় শ্রেণি	তৃতীয় শ্রেণি	চতুর্থ শ্রেণি	পঞ্চম শ্রেণি
১৩. *একটি সংখ্যাকে আর একটি সংখ্যা দ্বারা ভাগ করতে পারা (ভাজ্য অনূর্ধ্ব ৫ অঙ্কবিশিষ্ট এবং ভাজক অনূর্ধ্ব ৩ অঙ্কবিশিষ্ট সংখ্যা হবে)।*	-	১৩.১ *উপকরণ ব্যবহার করে ভাগের ধারণা লাভ করবে এবং এর থেকে ভাগ করা শিখবে।* ১৩.২ *গুণের নামতা ব্যবহার করে ভাগ করতে পারবে (ভাজ্য হবে অনূর্ধ্ব দুই অঙ্কবিশিষ্ট সংখ্যা এবং ভাজক হবে শূন্য বাদে এক অঙ্কবিশিষ্ট সংখ্যা)।*	১৩.১ *অনূর্ধ্ব তিন অঙ্কবিশিষ্ট সংখ্যাকে এক অঙ্কবিশিষ্ট সংখ্যা দ্বারা ভাগ করতে পারবে।* ১৩.২ *ভাজ্য, ভাজক, ভাগফল ও ভাগশেষ কী তা বলতে পারবে।* ১৩.৩ *কোনো সংখ্যাকে শূন্য দ্বারা যে ভাগ করা যায় না এবং শূন্যকে অন্য কোনো সংখ্যা দ্বারা ভাগ করলে ভাগফল যে শূন্য হয় তা জানবে ও বলতে পারবে।*	১৩.১ *অনূর্ধ্ব চার অঙ্কের সংখ্যাকে দুই অঙ্কের সংখ্যা দ্বারা ভাগ করতে পারবে।* ১৩.২ *ভাগ যে গুণের বিপরীত প্রক্রিয়া তা জানবে ও প্রয়োগ করতে পারবে।* ১৩.৩ *১০ বা ১০০ দ্বারা অনূর্ধ্ব চার অঙ্কের সংখ্যাকে সহজ পদ্ধতিতে ভাগ করতে পারবে।*	১৩.১ *অনূর্ধ্ব পাঁচ অঙ্কের সংখ্যাকে অনূর্ধ্ব তিন অঙ্কের সংখ্যা দ্বারা ভাগ করতে পারবে।* ১৩.২ *১০ বা ১০০ দ্বারা অনূর্ধ্ব পাঁচ অঙ্কের সংখ্যাকে সহজ প্রক্রিয়ায় ভাগ করতে পারবে।*

বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা	শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা				
	প্রথম শ্রেণি	দ্বিতীয় শ্রেণি	তৃতীয় শ্রেণি	চতুর্থ শ্রেণি	পঞ্চম শ্রেণি
১৪. যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগ প্রক্রিয়া ব্যবহার করে সমস্যা সমাধান করতে পারা (কার্যবিধির যে-কোনো পর্যায়ে ৪ অঙ্কবিশিষ্ট সংখ্যার চেয়ে বড় সংখ্যা ব্যবহৃত হবে না)।	-	*১৪.১ গুণ সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান করতে পারবে।* *১৪.২ ভাগ সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান করতে পারবে।* *১৪.৩ যোগ/বিয়োগ, গুণ/ভাগ প্রক্রিয়া ব্যবহার করে অনূর্ধ্ব দুই স্তরবিশিষ্ট সমস্যার সমাধান করতে পারবে।*	*১৪.১ গুণ ও ভাগ সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান করতে পারবে (অনূর্ধ্ব দুই অঙ্কবিশিষ্ট সংখ্যা, তবে ভাগের ক্ষেত্রে ভাজক এক অঙ্ক বিশিষ্ট)।* *১৪.২ যোগ ও বিয়োগ প্রক্রিয়ার যেকোনো একটি এবং গুণ ও ভাগ প্রক্রিয়ার যেকোনো একটি ব্যবহার করে সমস্যার সমাধান করতে পারবে (কার্যবিধির সকল পর্যায়ে অনূর্ধ্ব দুই অঙ্কবিশিষ্ট সংখ্যা ব্যবহৃত হবে, তবে ভাগের ক্ষেত্রে ভাজক এক অঙ্কবিশিষ্ট হবে।)*	*১৪.১ গুণ ও ভাগ সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান করতে পারবে (অনূর্ধ্ব তিন অঙ্কবিশিষ্ট সংখ্যা ব্যবহৃত হবে)।* *১৪.২ যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগ প্রক্রিয়ার যেকোনো দুইটি বা তিনটি ব্যবহার করে তিন স্তরবিশিষ্ট সমস্যার সমাধান করতে পারবে (কার্যবিধির সকল পর্যায়ে অনূর্ধ্ব তিন অঙ্কবিশিষ্ট সংখ্যা ব্যবহৃত হবে)।*	*১৪.১ যোগ-বিয়োগ সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান করতে পারবে।* *১৪.২ গুণ ও ভাগ সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান করতে পারবে (অনূর্ধ্ব চার অঙ্কবিশিষ্ট সংখ্যা ব্যবহৃত হবে)।* *১৪.৩ যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ ও বন্ধনী ব্যবহার করে গাণিতিক সমস্যার সমাধান করতে পারবে।* *১৪.৪ যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগ প্রক্রিয়ার অনূর্ধ্ব তিনটি ব্যবহার করে*

বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা	শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা				
	প্রথম শ্রেণি	দ্বিতীয় শ্রেণি	তৃতীয় শ্রেণি	চতুর্থ শ্রেণি	পঞ্চম শ্রেণি
					সমস্যার সমাধান করতে পারবে (কার্যবিধির সকল পর্যায়ে চার অঙ্কবিশিষ্ট সংখ্যা ব্যবহৃত হবে)।
১৫. বাংলাদেশি মুদ্রা ও টাকা চিনতে এবং দৈনন্দিন লেনদেনে ব্যবহার করতে পারা।	*১৫.১ বাংলাদেশি মুদ্রা এবং ৫০ টাকা পর্যন্ত প্রচলিত নোট চিনতে পারবে।*	*১৫.১ বাংলাদেশি মুদ্রা এবং ১০০ টাকা পর্যন্ত প্রচলিত বাংলাদেশি নোট চিনতে পারবে এবং দৈনন্দিন লেনদেনে মুদ্রা ও নোট ব্যবহার করতে পারবে।*	*১৫.১ বাংলাদেশি প্রচলিত মুদ্রা ও নোট চিনতে পারবে এবং টাকা ও পয়সা লেখার পদ্ধতি জানবে ও লিখতে পারবে।* *১৫.২ মুদ্রা ও নোট বিনিময় করতে পারবে এবং দৈনন্দিন লেনদেনে মুদ্রা ও নোট ব্যবহার সংক্রান্ত সহজ সমস্যা সমাধান করতে পারবে।*	-	-

বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা	শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা				
	প্রথম শ্রেণি	দ্বিতীয় শ্রেণি	তৃতীয় শ্রেণি	চতুর্থ শ্রেণি	পঞ্চম শ্রেণি
১৬. গড়ের ধারণা লাভ করা এবং এতদসংক্রান্ত সমস্যার সমাধান করতে পারা।	-	-	-	-	*১৬.১ গড় সম্পর্কে ধারণা লাভ করবে।* *১৬.২ গড় নির্ণয় করতে পারবে।* *১৬.৩ গড় সম্পর্কিত সমস্যার সমাধান করতে পারবে।*
১৭. গ.সা.গু. ও ল.সা.গু.'র ধারণা লাভ করা এবং সহজ সমস্যা সমাধানে এসব ধারণা প্রয়োগ করতে পারা।	-	-	-	*১৭.১ গুণনীয়ক ও গুণিতক সম্বন্ধে ধারণা লাভ করবে এবং গুণনীয়ক ও গুণিতক নির্ণয় করতে পারবে।* *১৭.২ মৌলিক ও কৃত্রিম সংখ্যার ধারণা লাভ করবে এবং ১০০ পর্যন্ত সংখ্যার মধ্যে মৌলিক ও কৃত্রিম সংখ্যা শনাক্ত করতে পারবে।* *১৭.৩ মৌলিক উৎপাদক নির্ণয় করতে পারবে।*	*১৭.১ মৌলিক উৎপাদকের সাহায্যে গ.সা.গু. ও ল.সা.গু নির্ণয় করতে পারবে।* *১৭.২ গ.সা.গু. ও ল.সা.গু. ব্যবহার করে সমস্যার সমাধান করতে পারবে।*

বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা	শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা				
	প্রথম শ্রেণি	দ্বিতীয় শ্রেণি	তৃতীয় শ্রেণি	চতুর্থ শ্রেণি	পঞ্চম শ্রেণি
				১৭.৪ ২,৩ বা ৫ দ্বারা বিভাজ্যতা নির্ধারণ করতে পারবে। *১৭.৫ গ.সা.গু. এর ধারণা লাভ করবে এবং মৌলিক উৎপাদকের সাহায্যে অনূর্ধ্ব তিনটি সংখ্যার গ.সা.গু. নির্ণয় করতে পারবে।* *১৭.৬ ল.সা.গু. এর ধারণা লাভ করবে এবং গুণিতকের সাহায্যে অনূর্ধ্ব তিনটি সংখ্যার ল.সা.গু. নির্ণয় করতে পারবে।*	
১৮. প্রতীক ব্যবহার করে সমস্যা সমাধান করতে পারা।	-	-	-	*১৮.১ গাণিতিক রাশি ও বাক্য বুঝতে পারবে এবং বাক্যে গাণিতিক প্রতীক ব্যবহার করতে পারবে।*	*১৮.১ কথায় বা ছবিতে বর্ণিত তথ্যকে অক্ষর প্রতীক/ফাঁকা ঘরসংবলিত বাক্যে প্রকাশ করতে পারবে।* *১৮.২ অক্ষর প্রতীক/ফাঁকা ঘরসংবলিত বাক্য*

বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা	শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা				
	প্রথম শ্রেণি	দ্বিতীয় শ্রেণি	তৃতীয় শ্রেণি	চতুর্থ শ্রেণি	পঞ্চম শ্রেণি
					থেকে গাণিতিক প্রক্রিয়ায় প্রতীকের মান নির্ণয় করতে পারবে।
১৯. *সাধারণ ভগ্নাংশের ধারণা লাভ করা (হর অনূর্ধ্ব ২ অঙ্কের সংখ্যা) এবং বিভিন্ন প্রকারের ভগ্নাংশ চেনা ও ব্যবহার করতে পারা।*	-	**১৯.১** *কোনো বস্তুকে সমান দুই ভাগে ভাগ করতে পারবে এবং প্রত্যেক অংশকে পূর্ণ বস্তুটির অর্ধেক বা $\frac{১}{২}$ বলে চিনতে পারবে।* **১৯.২** *কোনো বস্তুকে সমান চার ভাগে ভাগ করতে পারবে এবং প্রত্যেক অংশকে পূর্ণ বস্তুটির চার ভাগের এক ভাগ বা $\frac{১}{৪}$ বলে চিনতে পারবে।* **১৯.৩** *$\frac{১}{২}$ ও $\frac{১}{৪}$ এই দুইটি ভগ্নাংশ পড়তে, লিখতে ও তুলনা*	**১৯.১** *এক অঙ্কের হরবিশিষ্ট প্রকৃত ভগ্নাংশের ধারণা লাভ করবে।* **১৯.২** *ভগ্নাংশের হর ও লব চিনতে এবং বলতে পারবে।*	**১৯.১** *অনূর্ধ্ব দুই অঙ্কের হরবিশিষ্ট প্রকৃত ভগ্নাংশ ব্যবহার করতে পারবে। সমতুল ভগ্নাংশ তৈরি করতে পারবে।* **১৯.২** *ভগ্নাংশের লঘিষ্ঠ আকারের ধারণা লাভ করবে এবং ভগ্নাংশকে লঘিষ্ঠ আকারে প্রকাশ করতে পারবে।* **১৯.৩** *বিভিন্ন ভগ্নাংশকে সমহর বিশিষ্ট ভগ্নাংশে প্রকাশ করতে পারবে।*	**১৯.১** *একাধিক ভগ্নাংশকে সমহরবিশিষ্ট ভগ্নাংশে কিংবা সমলববিশিষ্ট ভগ্নাংশে পরিণত করতে পারবে।* **১৯.২** *ভগ্নাংশের তুলনা করে ছোট বড় নির্ণয় করতে পারবে এবং প্রতীক ব্যবহার করে ছোট থেকে বড় ও বড় থেকে ছোট ক্রমানুসারে সাজাতে পারবে।* **১৯.৩** *প্রকৃত, অপ্রকৃত ও মিশ্র ভগ্নাংশ সম্বন্ধে ধারণা লাভ করবে এবং অপ্রকৃত ভগ্নাংশকে মিশ্র*

বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা	শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা				
	প্রথম শ্রেণি	দ্বিতীয় শ্রেণি	তৃতীয় শ্রেণি	চতুর্থ শ্রেণি	পঞ্চম শ্রেণি
		করতে পারবে।	*১৯.৩ সমতুল ভগ্নাংশ সম্বন্ধে ধারণা লাভ করবে এবং সমতুল ভগ্নাংশ তৈরি করতে পারবে।* *১৯.৪ সমহরবিশিষ্ট ভগ্নাংশের তুলনা করে ছোট-বড় বলতে পারবে এবং গাণিতিক প্রতীক ব্যবহার করে লিখতে পারবে।*	*১৯.৪ ভগ্নাংশের তুলনা করে ছোট- বড় বলতে পারবে এবং গাণিতিক প্রতীক ব্যবহার করে লিখতে পারবে।*	*ভগ্নাংশে এবং মিশ্র ভগ্নাংশকে অপ্রকৃত ভগ্নাংশে প্রকাশ করতে পারবে।*
২০. সাধারণ ভগ্নাংশের যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগ করতে পারা এবং এ সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান করতে পারা (ভগ্নাংশের হর অনূর্ধ্ব ২ অঙ্কের সংখ্যা)।	-	-	*২০.১ একই হরবিশিষ্ট ভগ্নাংশের যোগ করতে পারবে (হর এক অঙ্কের সংখ্যা)।* *২০.১ একই হরবিশিষ্ট ভগ্নাংশের বিয়োগ করতে পারবে (হর এক অঙ্কের সংখ্যা)।*	*২০.১ ভগ্নাংশের যোগ ও বিয়োগ করতে পারবে (হর অনূর্ধ্ব দুই অঙ্কের সংখ্যা)।* *২০.২ ভগ্নাংশের যোগ বিয়োগের সরল করতে পারবে।* *২০.৩ ভগ্নাংশের যোগ,*	*২০.১ প্রকৃত, অপ্রকৃত ও মিশ্র ভগ্নাংশের যোগ ও বিয়োগ করতে পারবে।* *২০.২ ভগ্নাংশকে পূর্ণ সংখ্যা দ্বারা গুণ করতে পারবে।* *২০.৩ ভগ্নাংশকে ভগ্নাংশ*

বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা	শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা				
	প্রথম শ্রেণি	দ্বিতীয় শ্রেণি	তৃতীয় শ্রেণি	চতুর্থ শ্রেণি	পঞ্চম শ্রেণি
				বিয়োগ ব্যবহার করে দৈনন্দিন জীবনের সমস্যা সমাধান করতে পারবে।	*দ্বারা গুণ করতে পারবে।* ২০.৪ *পূর্ণ সংখ্যার ভগ্নাংশ এবং ভগ্নাংশের ভগ্নাংশ সম্পর্কে ধারণা লাভ করবে এবং প্রয়োগ করতে পারবে।* ২০.৫ *ভগ্নাংশকে পূর্ণ সংখ্যা দ্বারা এবং পূর্ণ সংখ্যাকে ভগ্নাংশ দ্বারা ভাগ করতে পারবে।* ২০.৬ *ভগ্নাংশকে ভগ্নাংশ দ্বারা ভাগ করতে পারবে।* ২০.৭ *ভগ্নাংশের যোগ, বিয়োগ, গুণ, এর , ভাগ ও বন্ধনী ব্যবহার করে গাণিতিক ও দৈনন্দিন জীবনের সহজ সমস্যা সমাধান করতে পারবে।*

বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা	শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা				
	প্রথম শ্রেণি	দ্বিতীয় শ্রেণি	তৃতীয় শ্রেণি	চতুর্থ শ্রেণি	পঞ্চম শ্রেণি
২১. *দশমিক ভগ্নাংশের ধারণা লাভ করা ও ব্যবহার করতে পারা।*	-	-	-	২১.১ *দশমিক ভগ্নাংশের ধারণা লাভ করবে এবং দশমিক বিন্দুর সাহায্যে প্রকাশ করতে পারবে।* ২১.২ *দশমিক ভগ্নাংশ পড়তে ও লিখতে পারবে।* ২১.৩ *দশমিক ভগ্নাংশে ব্যবহৃত অঙ্কের স্থানীয় মান নির্ণয় করতে পারবে।* ২১.৪ *সাধারণ ভগ্নাংশকে দশমিক ভগ্নাংশে রূপান্তর করতে পারবে।* ২১.৫ *দশমিক ভগ্নাংশকে সাধারণ ভগ্নাংশে রূপান্তর করতে পারবে।* ২১.৬ *প্রতীক ব্যবহার করে দশমিক ভগ্নাংশের ছোট-বড় তুলনা করতে পারবে।*	-

বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা	শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা				
	প্রথম শ্রেণি	দ্বিতীয় শ্রেণি	তৃতীয় শ্রেণি	চতুর্থ শ্রেণি	পঞ্চম শ্রেণি
২২. *দশমিক ভগ্নাংশের যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগ করতে পারা এবং সমস্যা সমাধানে ব্যবহার করতে পারা।*	-	-	-	২২.১ *দশমিক ভগ্নাংশের যোগ, বিয়োগ করতে পারবে এবং যোগ বিয়োগ সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান করতে পারবে।*	২২.১ *দশমিক ভগ্নাংশের যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগ করতে পারবে এবং তিন স্তরবিশিষ্ট সমস্যার সমাধান করতে পারবে (অনূর্ধ্ব তিনটি কার্যবিধি)।* ২২.২ *সরলীকরণ প্রক্রিয়ায় জীবনভিত্তিক দশমিক সংখ্যার গাণিতিক সমস্যার সমাধান করতে পারবে।*
২৩. *শতকরার ধারণা লাভ করা এবং সমস্যা সমাধানে ব্যবহার করতে পারা*	-	-	-	-	২৩.১ *শতকরার ধারণা লাভ করবে এবং সাধারণ ভগ্নাংশকে শতকরায় এবং শতকরাকে সাধারণ ভগ্নাংশে রূপান্তর করতে পারবে।* ২৩.২ *জনসংখ্যা, লাভ-ক্ষতি, মুনাফা ইত্যাদি নির্ণয়ে শতকরার ব্যবহার করতে পারবে।*

বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা	শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা				
	প্রথম শ্রেণি	দ্বিতীয় শ্রেণি	তৃতীয় শ্রেণি	চতুর্থ শ্রেণি	পঞ্চম শ্রেণি
২৪. দৈর্ঘ্য, ওজন, তরল পদার্থের আয়তন ও ভূমি পরিমাপের বিভিন্ন একক জানা ও ব্যবহার করতে পারা।	-	*২৪.১ দৈর্ঘ্য পরিমাপের একক হিসেবে সেন্টিমিটার ও মিটার সম্পর্কে জানবে এবং স্কেল ও ফিতা চিনবে ও ব্যবহার করতে পারবে।* *২৪.২ ওজন পরিমাপের একক হিসেবে গ্রাম ও কিলোগ্রাম সম্পর্কে জানবে এবং দাঁড়িপাল- t ও বাটখারা চিনে বলতে পারবে।* *২৪.৩ তরল পদার্থ পরিমাপের একক যে লিটার তা জানবে এবং লিটার মাপনি চিনে বলতে পারবে।*	*২৪.১ মিটার, সেন্টিমিটার ও মিলিমিটারে বিভিন্ন বস্তুর দৈর্ঘ্য মাপতে পারবে।* *২৪.২ মিটার স্কেল ব্যবহার করে কোনো অঙ্কিত রেখার বা ছবির দৈর্ঘ্য নির্ণয় করতে পারবে।* *২৪.৩ মিটার স্কেল ব্যবহার করে নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যের রেখাংশ আঁকতে পারবে।*	*২৪.১ দৈর্ঘ্য পরিমাপের মেট্রিক এককসমূহ জানবে এবং এক এককে থেকে অন্য এককে রূপান্তর করতে পারবে।* *২৪.২ দৈর্ঘ্য পরিমাপের মেট্রিক এককসমূহ প্রয়োগ করতে পারবে।* *২৪.৩ ওজন পরিমাপের মেট্রিক এককসমূহ জানবে এবং এক এককে থেকে অন্য এককে রূপান্তর করতে পারবে।* *২৪.৪ ওজন পরিমাপের*	*২৪.১ মেট্রিক পদ্ধতিতে বিভিন্ন একক ব্যবহার করে দৈর্ঘ্য পরিমাপ ও ওজন পরিমাপ সংক্রান্ত যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগ করতে পারবে।* *২৪.২ ক্ষেত্রফল পরিমাপের বিভিন্ন সূত্র ব্যবহার করে আয়তক্ষেত্র, বর্গক্ষেত্র ও ত্রিভুজাকার ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করতে পারবে।* *২৪.৩ ক্ষেত্রফল সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান করতে পারবে।*

বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা	শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা				
	প্রথম শ্রেণি	দ্বিতীয় শ্রেণি	তৃতীয় শ্রেণি	চতুর্থ শ্রেণি	পঞ্চম শ্রেণি
			২৪.৪ *কিলোমিটার, মিটার ও সেন্টিমিটারের মধ্যে সম্পর্ক জানবে এবং কিলোমিটারকে মিটারে এবং মিটারকে সেন্টিমিটারে প্রকাশ করতে পারবে।*	*মেট্রিক এককসমূহ প্রয়োগ করতে পারবে।*	
			২৪.৫ *ওজন পরিমাপের মেট্রিক একক গ্রাম ও কিলোগ্রাম সম্পর্কে জানবে এবং বিভিন্ন দ্রব্য/বস্তুর ওজন মেট্রিক এককে মাপতে পারবে।*	২৪.৫ *তরল পদার্থের আয়তন পরিমাপের মেট্রিক এককসমূহ জানবে এবং মাপনি ব্যবহার করে তরল পদার্থ মাপতে পারবে।*	
				২৪.৬ *ক্ষেত্রফলের ধারণা লাভ করবে এবং ক্ষেত্রফলের একক জানবে ও ব্যবহার করতে পারবে।*	
				২৪.৭ *আয়তক্ষেত্র ও*	

বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা	শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা				
	প্রথম শ্রেণি	দ্বিতীয় শ্রেণি	তৃতীয় শ্রেণি	চতুর্থ শ্রেণি	পঞ্চম শ্রেণি
				বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের সূত্র জানবে এবং এতদসংক্রান্ত সমস্যার সমাধান করতে পারবে।	
২৫. সময় পরিমাপের একক জানা ও ব্যবহার করতে পারা।		*২৫.১ সময় পরিমাপের একক হিসেবে সেকেন্ড, মিনিট ও ঘণ্টা জানবে।* *২৫.২ সেকেন্ডের সাথে মিনিটের, মিনিটের সাথে ঘণ্টার, ঘণ্টার সাথে দিনের, দিনের সাথে সপ্তাহের ও মাসের এবং মাসের সাথে বছরের সম্পর্ক শিখবে এবং দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার করতে পারবে।*	*২৫.১ ঘড়ি দেখে ঘণ্টা ও মিনিটে সময় বলতে পারবে।* *২৫.২ সময়ের এককসমূহ ব্যবহার করে ছোট ছোট যোগ, বিয়োগ করতে পারবে।*	*২৫.১ সময়ের এককসমূহ ও তাদের সম্পর্ক জানবে এবং প্রকাশ করতে পারবে।* *২৫.২ সপ্তাহ ও দিনকে ঘণ্টা, মিনিট ও সেকেন্ডে রূপান্তর করতে পারবে।* *২৫.৩ সময় সংক্রান্ত যোগ বিয়োগ করতে ও ব্যবহার করতে পারবে।* *২৫.৪ প্রচলিত রীতিতে তারিখ লিখতে পারবে।*	*২৫.১ বাংলা ও ইংরেজি সালের কোনো মাসে কত দিন বলতে পারবে।* *২৫.২ অধিবর্ষ কী জানবে এবং কোনো কোনো সাল অধিবর্ষ নির্ণয় করতে পারবে।* *২৫.৩ দশক, যুগ, শতাব্দী সম্বন্ধে জানবে।* *২৫.৪ বছর, মাস ও দিনকে ঘণ্টা, মিনিট ও সেকেন্ডে রূপান্তর করতে পারবে এবং বিপরীতক্রমেও করতে পারবে ।*

বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা	শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা				
	প্রথম শ্রেণি	দ্বিতীয় শ্রেণি	তৃতীয় শ্রেণি	চতুর্থ শ্রেণি	পঞ্চম শ্রেণি
					২৫.৫ আন্তর্জাতিক (২৪ ঘণ্টার) রীতিতে সময় প্রকাশ করতে পারবে এবং বিপরীতক্রমেও করতে পারবে ।
২৬. পরিবেশের বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ ও বিন্যাস করতে পারা এবং জনসংখ্যা ভিত্তিক বিভিন্ন তথ্য লেখচিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারা।	-	-	-	*২৬.১ পরিবেশের বিভিন্ন তথ্যের উৎস (জনসংখ্যা, গাছ-পালা, ছাত্র-ছাত্রী, পশু-পাখি, আসবাবপত্র, বই ইত্যাদি) চিহ্নিত করে উপাত্ত সংগ্রহ করতে পারবে।* *২৬.২ সংগৃহীত উপাত্তকে ট্যালি চিহ্ন ও সারণীর সাহায্যে বিন্যস্ত করতে পারবে।*	*২৬.১ অবিন্যস্ত উপাত্তকে বিন্যস্ত করতে পারবে।* *২৬.২ লেখচিত্রের ধারণা লাভ করবে এবং জনসংখ্যা সংক্রান্ত উপাত্ত থেকে লেখচিত্র আঁকতে পারবে।* *২৬.৩ লেখচিত্র থেকে বিভিন্ন তথ্য চিহ্নিত করতে পারবে।*

বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা	শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা				
	প্রথম শ্রেণি	দ্বিতীয় শ্রেণি	তৃতীয় শ্রেণি	চতুর্থ শ্রেণি	পঞ্চম শ্রেণি
					২৬.৪ বাংলাদেশের জনসংখ্যা, নারী-পুরুষের সংখ্যা ও জনসংখ্যার ঘনত্ব সংবলিত সমস্যার সমাধান করতে পারবে।
২৭. পরিবেশের বিভিন্ন বস্তুর জ্যামিতিক আকৃতি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা।	২৭.১ পরিবেশের বিভিন্ন বস্তুর আকার গোল, তিনকোণা, চারকোণা চিনবে ও বলতে পারবে।	২৭.১ বিভিন্ন আকারের ঘনবস্তুর (যেমন : ঘনক, গোলক, কোণক, বেলন ইত্যাদির) সাথে পরিচিত হবে এবং আকৃতি অনুসারে এগুলোকে পৃথক পৃথকভাবে সাজাতে পারবে। ২৭.২ বিভিন্ন আকৃতির বস্তুর সাথে পরিচিত হবে এবং চতুর্ভুজ, ত্রিভুজ ও গোলাকার আকৃতি চিনতে		-	-

বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা	শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা				
	প্রথম শ্রেণি	দ্বিতীয় শ্রেণি	তৃতীয় শ্রেণি	চতুর্থ শ্রেণি	পঞ্চম শ্রেণি
		পারবে। এরূপ আকৃতি ব্যবহার করে ছবি আঁকতে পারবে।			
২৮. তল, রেখা ও বিন্দু সম্বন্ধে ধারণা লাভ করা।	-	-	*২৮.১ পরিচিত বস্তু থেকে তল, রেখা ও বিন্দুর ধারণা লাভ করবে।* *২৮.২ কোণের ধারণা লাভ করবে এবং সমকোণ, সূক্ষ্মকোণ ও স্থূলকোণ চিনবে ও আঁকতে পারবে।*	*২৮.১ কোণ ও কোণের পরিমাপ সম্পর্কে ধারণা লাভ করবে।* *২৮.২ কোণ পরিমাপের একক ডিগ্রি জানবে এবং চাঁদার সাহায্যে কোণ আঁকতে ও পরিমাপ করতে পারবে।* *২৮.৩ সন্নিহিত কোণ, বিপ্রতীপ কোণ, পূরক কোণ ও সম্পূরক কোণের ধারণা লাভ করবে এবং আঁকতে*	-

বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা	শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা				
	প্রথম শ্রেণি	দ্বিতীয় শ্রেণি	তৃতীয় শ্রেণি	চতুর্থ শ্রেণি	পঞ্চম শ্রেণি
				পারবে। *২৮.৪ লম্ব ও সমান্তরালের ধারণা লাভ করবে ও আঁকতে পারবে।*	
২৯. সমতলীয় জ্যামিতিক আকৃতির শ্রেণিবিন্যাস ও নামকরণ করতে পারা (ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ ও বৃত্ত) এবং চিত্র আঁকতে পারা।	-	-	*২৯.১ চতুর্ভুজের ধারণা লাভ করবে এবং আয়ত ও বর্গ চিনে আঁকতে পারবে।* *২৯.২ বৃত্তের ধারণা লাভ করবে এবং বৃত্ত আঁকতে পারবে।*	*২৯.১ ত্রিভুজ চিনতে ও বাহুভেদে ত্রিভুজের নামকরণ করতে পারবে।* *২৯.২ বাহুভেদে ত্রিভুজ আঁকতে পারবে।* *২৯.৩ কোণভেদে ত্রিভুজের নামকরণ করতে পারবে।*	*২৯.১ চতুর্ভুজের শ্রেণিবিন্যাস হিসেবে সামান্তরিক, রম্বস, আয়ত ও বর্গের সাথে পরিচিত হবে এবং আকৃতি অনুসারে পৃথক পৃথকভাবে সাজাতে পারবে।* *২৯.২ সামান্তরিক, রম্বস, আয়ত ও বর্গ আঁকতে পারবে।* *২৯.৩ সামান্তরিক, রম্বস, আয়ত ও বর্গের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ধারণা লাভ করবে এবং এদের মধ্যে পার্থক্য চিহ্নিত করতে পারবে।* *২৯.৪ বৃত্ত আঁকতে পারবে।*

বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা	শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা				
	প্রথম শ্রেণি	দ্বিতীয় শ্রেণি	তৃতীয় শ্রেণি	চতুর্থ শ্রেণি	পঞ্চম শ্রেণি
				২৯.৪ কোণভেদে ত্রিভুজ আঁকতে পারবে।	২৯.৫ বৃত্তের চাপ, জ্যা, ব্যাস ও ব্যাসার্ধের ধারণা লাভ করবে এবং এগুলো চিহ্নিত করতে পারবে।
৩০. ক্যালকুলেটরের ব্যবহার কৌশল জানা ও হিসাব নিকাশে প্রয়োগ করতে পারা এবং কম্পিউটার সম্পর্কে জানা।	-	-	-	-	৩০.১ প্রচলিত ব্র্যান্ডের সহজ (নন সায়েন্টিফিক) ক্যালকুলেটরের ব্যবহার-কৌশল জানবে এবং হিসাব নিকাশে ও সমস্যা সমাধানে ব্যবহার করতে পারবে। ৩০.২ কম্পিউটার সম্পর্কে জানবে এবং এর বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত করতে পারবে।

দিন- ১১
অধিবেশন-৩
তথ্যপত্র-১

গণিত বেইসলাইন মূল্যায়ন প্রক্রিয়া

- শিক্ষার্থীদের গণিত বিষয়ের পাঠগত অবস্থান নির্ণয়ের জন্য এই বেইস লাইন মূল্যায়ন। বেইস লাইন মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে শিক্ষার্থীদের সাথে সহজ সম্পর্ক তৈরি করে একজন একজন করে শিক্ষার্থীকে কাছে এনে (One to one approch) মূল্যায়ন করবেন। এই মূল্যায়নের মাধ্যমে
    ১. সংখ্যা, পড়া, লেখা;
    ২. সংখ্যা পদ্ধতি (ছোট, বড়);
    ৩. যোগ, বিয়োগ;
    ৪. সমস্যামূলক সমস্যার সমাধান।

    গণিতের এই কয়েকটি বিষয়ের উপর শিক্ষার্থীদের ধারণা মূল্যায়ন করা হবে। মূল্যায়ন করার জন্য দুইটি প্রশ্ন পত্র আছে।
- প্রথম প্রশ্নপত্রে সংখ্যা গণনা, পড়া, লেখা, যোগ-বিয়োগ এবং সমস্যামূলক সমস্যার সমস্যাগুলো সংখ্যার পরিধি (১-১০০) পর্যন্ত। দ্বিতীয় প্রশ্নপত্রের একইভাবে বিন্যস্ত আছে তবে এর সংখ্যার পরিধি (১-৫০) পর্যন্ত।

মূল্যায়ন পদ্ধতি :

- তৃতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে দৈবচয়ন (Random Sampling) এর মাধ্যমে ৫/৬ জন শিক্ষার্থীকে প্রশ্নপত্র-১ এর সাহায্যে মূল্যায়ন করবেন। মূল্যায়ন ফলাফল বেইসলাইন তথ্য সংগ্রহ ছক/ ফরমেটে লিপিবদ্ধ করবেন। এই প্রশ্নপত্রের অধিকাংশ সমস্যা যে শিক্ষার্থীরা সমাধান করতে পারবে না, তাদের প্রশ্নপত্র-২ দিয়ে মূল্যায়ন করবেন এবং ফলাফল তথ্য সংগ্রহ ছকের নির্দিষ্ট ফলাফলগুলোতে পূরণ করবেন।
- দ্বিতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থীদের একই প্রক্রিয়ায় মূল্যায়ন করে তথ্য ছকে ফলাফল লিপিবদ্ধ করবেন, তবে দ্বিতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থীদের শুধু প্রশ্নপত্র-২ দিয়ে মূল্যায়ন করবেন।
- শিক্ষার্থী মূল্যায়নের সময় লক্ষ্য রাখবেন যে, তাদের স্থানীয়মানের ধারণা স্পষ্ট হয়েছে কি না? যেমন- কিছু কিছু শিক্ষার্থী ১০ এর চেয়ে বড় সংখ্যা পড়তে বা লিখতে পারে না কিন্তু হাতে না রেখে যোগ করতে পারে। এর কারণ হচ্ছে তাদের স্থানীয় মানের ধারণা স্পষ্ট নয়। যেমন- ৭৮ এ কয়টি দশ আছে তারা তা বলতে পারে না কিন্তু

  ৩৩
  + ৪৬

  ৭৯

এই যোগের সমস্যাটি করতে পারে।
এই যোগের সমস্যাটি সমাধান করতে পারার কারণ দুটি হতে পারে

১. যোগের ক্ষেত্রে তারা দুটো কলামই একক হিসেবে যোগ করে, একক এবং দশক হিসেবে নয়।
২. অনেক শিক্ষার্থীকে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে যুক্ত থাকতে হয় বলে, তারা মুখে মুখে দুই অঙ্কের সংখ্যার যোগ ও বিয়োগে পারদর্শীতা অর্জন করে।

- এ কারণে যদি দেখা যায় কোনো শিক্ষার্থীর সংখ্যা পড়া ও লেখায় সমস্যা হচ্ছে কিন্তু যোগ বা বিয়োগ করতে সমস্যা হচ্ছে না তখন উপরের কোনো কারণে এটি হচ্ছে তা নির্ধারণ করার চেষ্টা করবেন এবং সে অনুযায়ী তথ্য ফরমেটে টিক চিহ্ন দেবেন। কারণ গণিতের মূল সমস্যা হচ্ছে শিক্ষার্থীদের স্থানীয় মানের ধারণা স্পষ্ট না হওয়া।

দিন- ১১
অধিবেশন-৩
তথ্যপত্র-২

প্রশ্নপত্র-১
গণিত

১. পড় ও কথায় লিখ

৭১ ৮৭ ৩৪ ১৮

২. অঙ্কে লিখ

চৌত্রিশ, বার, সাতাশি

৩. কোনটি বড় কোনটি ছোট

ক) ৬৩, ৫৭

খ) ৭৯, ৪৭

৪. ছোট থেকে বড় আকারে সাজাও

৩৪, ৫৭, ২৩

৫. যোগ কর

৫২	২৩	৬৭	৩৪
+ ৪৬	+ ৪২	+ ১৫	+ ৮৯

৬. বিয়োগ কর

৭৫	৩৭	৪৩	৭২
− ২৩	− ২৭	− ১৯	− ২৮

৭. তোমার কাছে ১২টি পেয়ারা আছে। তোমাকে আরও ২৩টি দেয়া হলো মোট কয়টি পেয়ারা হলো?

৮. তোমার কাছে ৪৫ টাকা আছে। বাজারে গিয়ে তুমি ২৭ টাকার মাছ কিনলে তোমার কাছে আর কত টাকা রইল?

দিন- ১১
অধিবেশন-৩
তথ্যপত্র-২

প্রশ্নপত্র-২
গণিত

১. পড় ও কথায় লিখ

২৭ ৪২ ৩৪ ১৮

২. অঙ্কে লিখ

পয়ত্রিশ, সাত, সাতাশ

৩. কোনটি বড় কোনটি ছোট

ক) ১৯, ২৪

খ) ৪৪, ৩৯

৪. বড় থেকে ছোট আকারে সাজাও

৬, ৯, ৩, ২

৫. যোগ কর

৩২	২৩	১৫	২৪
+ ১৬	+ ২২	+ ১১	+ ১১

৬. বিয়োগ কর

৩৫	৩৭	২৭	৩৮
− ২৪	− ২৭	− ১৩	− ১৪

৭. তোমার কাছে ৪টি কলম আছে। তোমাকে আরও ১২টি দেয়া হলো। মোট কতটি কলম হলো?

৮. তোমার কাছে ২৫ টাকা আছে। বাজারে গিয়ে তুমি ১১ টাকার ফল কিনলে তোমার কাছে আর কত টাকা রইল?

দিন- ১১
অধিবেশন-৩
তথ্যপত্র-৩
বেইস লাইন মূল্যায়ন ফলাফল সংগ্রহ ছক

বিদ্যালয়ের নামঃ

শ্রেণি : **শিক্ষকের নাম :**

শিক্ষার্থীর নাম	সংখ্যা						সংখ্যা পদ্ধতি						যোগ				বিয়োগ				সমস্যামূলক সমস্যা
	পড়া		লেখা		বানান করে		বড়-ছোট		বড় থেকে ছোট ক্রমানুসারে সাজানো		ছোট থেকে বড় ক্রমানুসারে সাজানো		হাতে না রেখে		হাতে রেখে		হাতে না রেখে		হাতে রেখে		
	১–৫০	১–১০০	১–৫০	১–১০০	১-৫০	১-১০০	১–৫০	১–১০০	১–৫০	১–১০০	১–৫০	১–১০০	১–৫০	১–১০০	১–৫০	১–১০০	১–৫০	১–১০০	১–৫০	১–১০০	

দিন- ১১
অধিবেশন-৩
তথ্যপত্র-৩ (ক)

বেইস লাইন মূল্যায়নঃ সংগৃহীত তথ্য, বিষয় অনুযায়ী বিশ্লেষণ

বিদ্যালয়ের নামঃ

শ্রেণি :

বিষয়		১–৫০	১–১০০
সংখ্যা	পড়া		
	লেখা		
সংখ্যা পদ্ধতি	ছোট-বড়		
	ছোট থেকে বড় ক্রমানুসারে সাজানো		
	বড় থেকে ছোট ক্রমানুসারে সাজানো		
যোগ	হাতে রেখে		
	হাতে না রেখে		
বিয়োগ	হাতে রেখে		
	হাতে না রেখে		
সমস্যামূলক সমস্যা			

দিন- ১১
অধিবেশন-৩
তথ্যপত্র-৩ (খ)

বেইস লাইন মূল্যায়ন : পাঠগত অবস্থানের উপর ভিত্তি করে দল গঠন (ছক)

বিদ্যালয়ের নাম:

শ্রেণি :

বিষয়		১–৫০	১–১০০
সমস্যামূলক সমস্যার সমাধান করতে পারে			
বিয়োগ করতে পারে	হাতে রেখে		
	হাতে না রেখে		
যোগ করতে পারে	হাতে রেখে		
	হাতে না রেখে		
সংখ্যা পদ্ধতির ধারণা আছে	ছোট-বড়		
	ক্রমানুসারে সাজান		
সংখ্যা পড়তে ও লিখতে পারে	পড়া		
	লিখা		

দিন- ১১
অধিবেশন-৩
তথ্যপত্র-৩ (ক)

বেইস লাইন মূল্যায়নঃ সংগৃহীত তথ্য, বিষয় অনুযায়ী বিশ্লেষণ (নমুনা-পূরণকৃত)

শ্রেণি : দ্বিতীয়

বিষয়		১–৫০	১–১০০
সংখ্যা	পড়া	~~১৩,৩,১,~~২,~~৪,৫,৬,৭,৮,৯,~~১০,১১,১২,১৩,১৪,১৫,১৬,১৭	
	লেখা	~~৩,১,২,৪,৫,৬,৭.৮.৯.১০,~~১১,১২,১৩,১৪,১৫.১৬,১৭	
সংখ্যা পদ্ধতি	ছোট-বড়	~~৩,১,২,৪,৫,৬,৭.৮.৯.১০,~~১১,১২,১৩,১৪,১৫.১৬,১৭,	
	ছোট থেকে বড় ক্রমানুসারে সাজান	~~৩,১,২,৪,৫,৬,৭.৮.৯.১০~~,১১,১২,১৩,১৪,১৫.১৬,	
	বড় থেকে ছোট ক্রমানুসারে সাজান	~~৩,১,২,৪,৫,৬,৭.৮.৯.১০~~,১১,১২,১৩,১৪,১৫.১৬,	
যোগ	হাতে রেখে	~~৩,১,২,৪,৫,৬,৭,৮~~,১৩,১৪,১৫	
	হাতে না রেখে	~~৩,১,২,৪,৫,৬,৭,৮~~,১৩,১৪,১৫	
বিয়োগ	হাতে রেখে	~~৩,১,২,৪,৫,৬,৭,৮~~,১৩,১৪	
	হাতে না রেখে	~~৩,১,২,৪,৫,৬,৭,৮~~,১৩,১৪,১৫	
সমস্যামূলক সমস্যা		৩,৪,৭,১৩,	

দিন- ১১
অধিবেশন-২
তথ্যপত্র- ৩ (খ)

বেইস লাইন মূল্যায়ন : পাঠগত অবস্থানের উপর ভিত্তি করে দল গঠন (নমুনা-পূরণকৃত)

বিদ্যালয়ের নাম:

শ্রেণি :

বিষয়		১–৫০	১–১০০
সমস্যামূলক সমস্যার সমাধান করতে পারে		১৩,৩,৪,১৮	
বিয়োগ করতে পারে	হাতে রেখে		
	হাতে না রেখে	১,৫,৮,১৪,	
যোগ করতে পারে	হাতে রেখে		
	হাতে না রেখে	২,৬,৯,১৫,	
সংখ্যা পদ্ধতির ধারণা আছে	ছোট-বড়		
	ক্রমানুসারে সাজান	৯,১০,১১,১৬,	
সংখ্যা পড়তে ও লিখতে পারে	পড়া		
	লিখা	১৭,২২,২৮	

দিন- ১২
অধিবেশন-২
তথ্যপত্র-১

গণিতের দল গঠনের নিয়ম

বাংলার মতোই প্রতি শ্রেণিতে ভিন্ন শিখনস্তর বিশিষ্টি শিক্ষার্থী আছে। সুতরাং তাদের শিখন শেখানো কার্যক্রম পরিচালনার জন্য, শিখন স্তর অনুযায়ী দল গঠন করে শিখন শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে। অর্থাৎ বিদ্যালয়ে বেইসলাইন মূল্যায়ন পরিচালনা করে সংগৃহীত শিক্ষার্থীদের পারগতার তথ্যগুলো বিশ্লেষণ করে, শিখন স্তর অনুযায়ী দল উপদল গঠন করতে হবে। শিক্ষার্থীদের পারগতার তথ্যগুলো (দিন-১১, অধি-৩, তথ্যপত্র-৩) এ সংগ্রহ করা হয়েছে। ঐ তথ্যগুলো প্রথমে (দিন-১১, অধি-৩, তথ্যপত্র-৩(ক) ফরমেটে বিশ্লেষণ করে লিপিবদ্ধ করতে হবে, এবং পরবর্তীতে দল গঠনের জন্য, প্রতিটি ক্ষেত্রের যে রোলগুলো বার বার এসেছে সেগুলো কোন শিখনফলের ঘরে লিপিবদ্ধ করতে হবে, সে সিদ্ধান্ত নিয়ে অন্য রোলগুলো কেটে দিয়ে ছকে (দিন-১১, অধি-৩, তথ্যপত্র-৩ (খ)-এ শিক্ষার্থীদের বিশ্লেষণকৃত ফলাফল তুলতে হবে।

- নমুনা ছক দুটিতে বেইস লাইন মূল্যায়নে পাওয়া সংগৃহীত তথ্য, অর্থাৎ দিন-১১, অধি-৩, তথ্যপত্র-৩এর তথ্যগুলো বিষয় অনুযায়ী বিশ্লেষণ করে নমুনা ছক দিন-১১, অধি-৩, তথ্যপত্র-৩ (ক) ও৩(খ) পূরণ করা হয়েছে।

- দিন-১১, অধি-৩, তথ্যপত্র-৩ এ সমস্যামূলক সমস্যার ঘরে যে সকল রোল নম্বর আছে সেগুলো দিন-১১, অধি-৩, তথ্যপত্র- ৩ (খ) এর সমস্যামূলক সমস্যার ঘরে লিপিবদ্ধ করে, এ রোল নম্বরগুলো দিন-১১, অধি-৩, তথ্যপত্র-৩ (ক) এর অন্যান্য ঘর থেকে কেটে দিতে হবে। অর্থাৎ এই শিক্ষার্থীরা যেহেতু সমস্যামূলক সমস্যা করতে পারছে, তারা যোগ বিয়োগ, সংখ্যা পদ্ধতি, সংখ্যা সম্বলিত গাণিতিক সমস্যাগুলো সমাধান করতে পারবে। এ কারণে তাদের জন্য পাঠপরিকল্পনা এর পরের বিষয় থেকে নির্ধারণ করতে হবে।

- একইভাবে, দিন-১১, অধি-৩, তথ্যপত্র-৩ (ক) বিয়োগ (হাতে রেখে ও হাতে না রেখে) বিষয়ের ঘরের রোল নম্বরগুলো দিন ১১, অধি-৩, তথ্যপত্র- ৩ (খ) এর বিয়োগ (হাতে রেখে ও হাতে না রেখে) বিষয়ের ঘরে লিপিবদ্ধ করে, এ রোল নম্বরগুলো দিন-১১, অধি-৩, তথ্যপত্র-৩ (ক) অন্যান্য ঘর থেকে কেটে দিতে হবে। অর্থাৎ এই শিক্ষার্থীরা যেহেতু বিয়োগ (হাতে রেখে ও হাতে না রেখে) বিষয়ের করতে পারছে, তারা যোগ, সংখ্যা পদ্ধতি, সংখ্যা সম্বলিত গাণিতিক সমস্যাগুলো সমাধান করতে পারবে। এ কারণে তাদের জন্য পাঠপরিকল্পনা এর পরের বিষয় থেকে নির্ধারণ করতে হবে।

- এভাবে ক্রমান্বয়ে যোগ, সংখ্যা পদ্ধতি ও সংখ্যার ক্ষেত্রে একই নিয়মে দিন-১১, অধি-৩, তথ্যপত্র-৩ (ক) এই বিষয়ের ঘরের রোল নম্বরগুলো দিন-১১, অধি-৩, তথ্যপত্র- ৩ (খ) এর এই বিষয়ের ঘরে লিপিবদ্ধ করে, এ রোল নম্বরগুলো দিন-১১, অধি-৩, তথ্যপত্র ৩ (ক) এর অন্যান্য ঘর থেকে কেটে দিতে হবে। ।

- দিন-১১, অধি-৩, তথ্যপত্র-৩ (ক) সব ঘরের রোল নম্বরগুলো কাটা হয়ে গেলে দিন-১১, অধি-২, তথ্যপত্র-৩ (খ) লিপিবদ্ধ করা একই পাঠগত অবস্থানের উপর ভিত্তি করে দল গঠন করতে হবে, লক্ষ্য রাখতে হবে যেন কোনো শিক্ষার্থী একাধিক দলের অন্তর্ভূক্ত না হয়। আবার দলের সদস্য সংখ্যা ৬ থেকে ৮ জনের বেশি হলে একই পাঠগত অবস্থানের শিক্ষার্থীদের নিয়ে উপদল গঠন করতে হবে।

- পূরণকৃত ছক দিন-১১, অধি-৩, তথ্যপত্র-৩ (ক) ও ৩ (খ) এর মতো করে; দিন-১১, অধি-৩, তথ্যপত্র-৩ এ সংগ্রহ করা তথ্যগুলো দিন-১১, অধি-৩, তথ্যপত্র-৩ (ক) ও ৩ (খ) এর খালি ছক পূরণ করতে হবে।

দিন- ১২
অধিবেশন-৩
তথ্যপত্র-১

গণিতের শ্রেণি পরিচালনা

সময় ব্যবস্থাপনা
১ম, ২য় ও ৩য় শ্রেণি

কাজ	শিক্ষকের সময়	শিক্ষার্থীর সময়
১. সমবেত কাজ (০৭ মিনিট)		
১.১ শুভেচ্ছা বিনিময়	১.১ ১ মিনিট	১.১ ১ মিনিট
১.২ চার্ট থেকে সংখ্যা গণনা/ যোগের নামতা/ বিয়োগের নামতা/ গুণের নামতা/ মুখে মুখে ছোট ছোট যোগ/ বিয়োগ	১.২ ২ মিনিট	১.২ ২ মিনিট
১.৩ স্তর অনুযায়ী শিক্ষার্থীরা যে কাজ করবে তার নির্দেশনা বোর্ডে লিখে দেয়া এবং অ্যাকটিভিটিসটি বুঝিয়ে দেয়া।	১.৩ ৪ মিনিট	১.৩ ৪ মিনিট
২. মিশ্র দলে/ বন্ধু দলে শিক্ষকের সহায়তায়/ শিক্ষকের সহায়তা ছাড়া কাজ (২১ মিনিট)		
২.১ স্তর ভিত্তিক শিক্ষার্থীর কাজ (শিক্ষকের সহায়তা ছাড়া)	–	২.১ ২১ মিনিট (মিশ্র দলে বসে একাকী/ দলগতভাবে নির্দেশনা ও স্তর অনুযায়ী অ্যাকটিভিটির কাজ করবে। যে সকল শিক্ষার্থী ছোট দলে কাজ করবে তারা ১৪ মিঃ সময় পাবে।)
২.২ ছোট দলে কাজ (শিক্ষকের সহায়তায়)	২.২ ২১ মিনিট (৩টি দল শিক্ষকের সহায়তায় কাজ করবে। প্রতি দল সময় পাবে ৭ মিনিট)	২.২ ৭ মিনিট (যে সকল শিক্ষার্থীরা ছোট দলে শিক্ষকের সহায়তায় কাজ করবে।)
৩. মূল্যায়ন/ গণিতের বিভিন্ন খেলা/ ইচ্ছেমতো বই পড়া (৭ মিনিট)	৩. ৭ মিনিট মূল্যায়ন (মিশ্রদলে/ বন্ধুদলে বসে একাকী বা দলগতভাবে নির্দেশনা ও স্তর অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের কাজগুলো মূল্যায়ন করবেন।)	৩. ৭ মিনিট গণিতের বিভিন্ন খেলা/ ইচ্ছেমত বই পড়া (কাজ শেষে শিক্ষার্থীরা তাদের ইচ্ছেমতো গণিতের বিভিন্ন গেইম খেলবে/ বুক কর্ণার থেকে বই নিয়ে স্বাধীনভাবে পড়বে।)

দিন-১২
অধিবেশন-৩
তথ্যপত্র-২

গণিতের শ্রেণি পরিচালনা
সময় ব্যবস্থাপনা
১ম, ২য় ও ৩য় শ্রেণি

সমবেত কাজের নির্দেশনা :

- গণিতের প্রথম ৭ মিনিট সময়ে শিক্ষক শুভেচ্ছা বিনিময়ের পর চার্ট থেকে সংখ্যা গণনা করাবেন (১-২০০/৩০০) সপ্তাহে ২ দিন, ১ দিন যোগের নামতা, ১ দিন বিয়োগের নামতা, ১ দিন গুণের নামতা, ১ দিন মুখে মুখে যোগ/ বিয়োগ করাবেন।

মিশ্র দলে/ বন্ধুদলে/ ছোট দলে স্তর ভিত্তিক কাজের নির্দেশনা :

- স্তর ভিত্তিক শ্রেণির সকল শিক্ষার্থী বন্ধু দলে বসে বোর্ডের নির্দেশনা অনুযায়ী স্তর ভিত্তিক কাজ করবে। এক্ষেত্রে শিক্ষক কিছু শিক্ষার্থীকে ছোট দলে এনে কাজ করাবেন।

ছোট দলে কাজ :

- শিক্ষক প্রতিদিন পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন স্তরের ৩টি দল নিয়ে কাজ করবেন ;
- প্রতি দলে একই স্তরের ৬-৯ জন শিক্ষার্থী থাকবে ;
- প্রতি দল শিক্ষকের কাছে ৭ মিনিট করে সময় পাবে।

প্রতিদিন প্রতিটি শিশু কমপক্ষে ৩/৪টি কাজ করবে-

- সংখ্যা গণনা/ যোগের নামতা/ বিয়োগের নামতা/ গুণের নামতা/ মুখে মুখে যোগ বা বিয়োগের কাজ ;
- স্তর ভিত্তিক মিশ্রদলে বসে একাকী/ দলগত কাজ ;
- ছোট দলে কাজ (শিক্ষকের সহায়তায় তিন দলের শিক্ষার্থী) ;
- গণিতের খেলা ;
- বুক কর্ণার হতে বই নিয়ে ইচ্ছেমতো পড়া।

দিন-১২
অধিবেশন-৪
তথ্যপত্র-১.ক

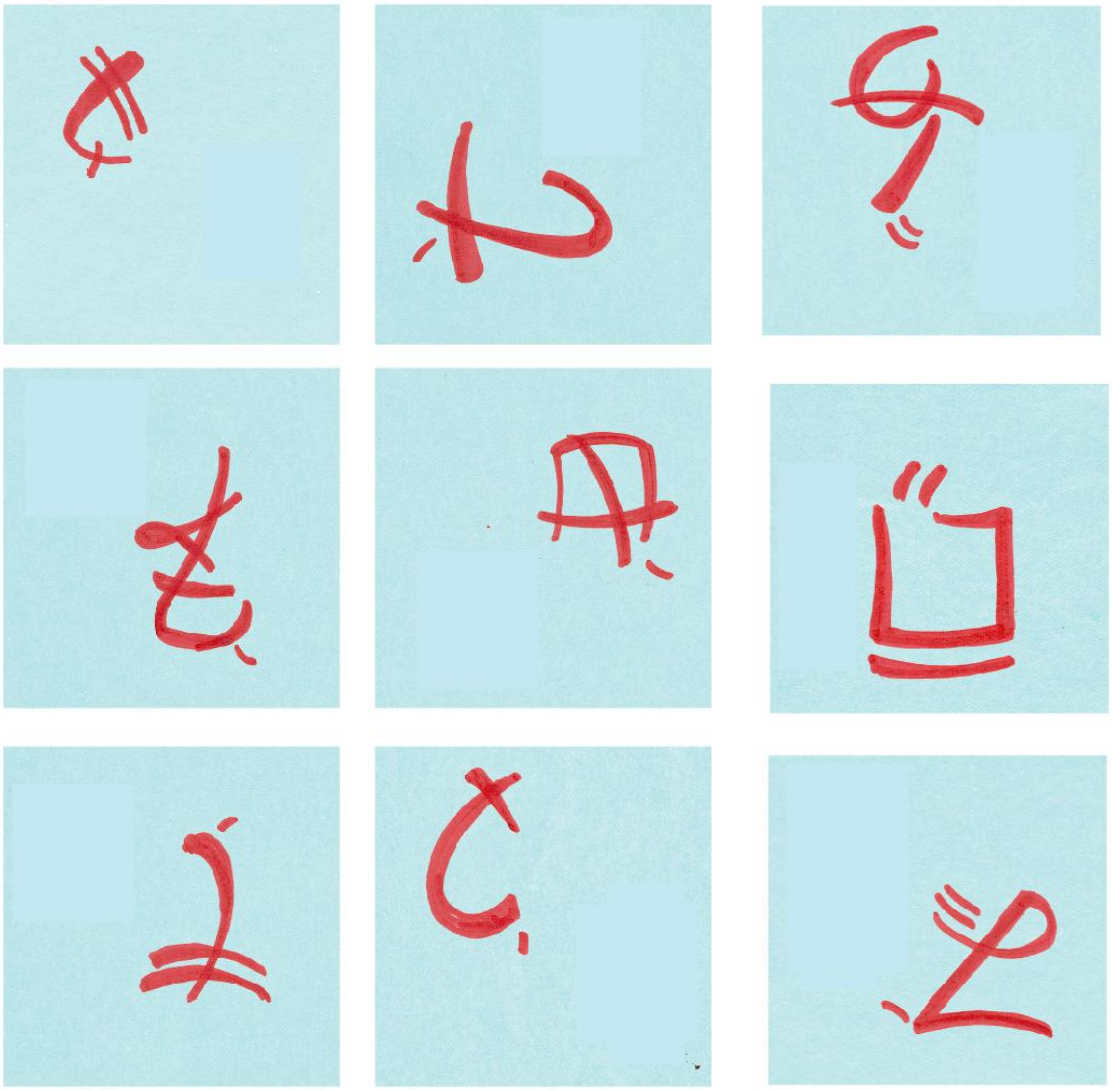

দিন- ১২
অধিবেশন-৪
তথ্যপত্র-১.খ

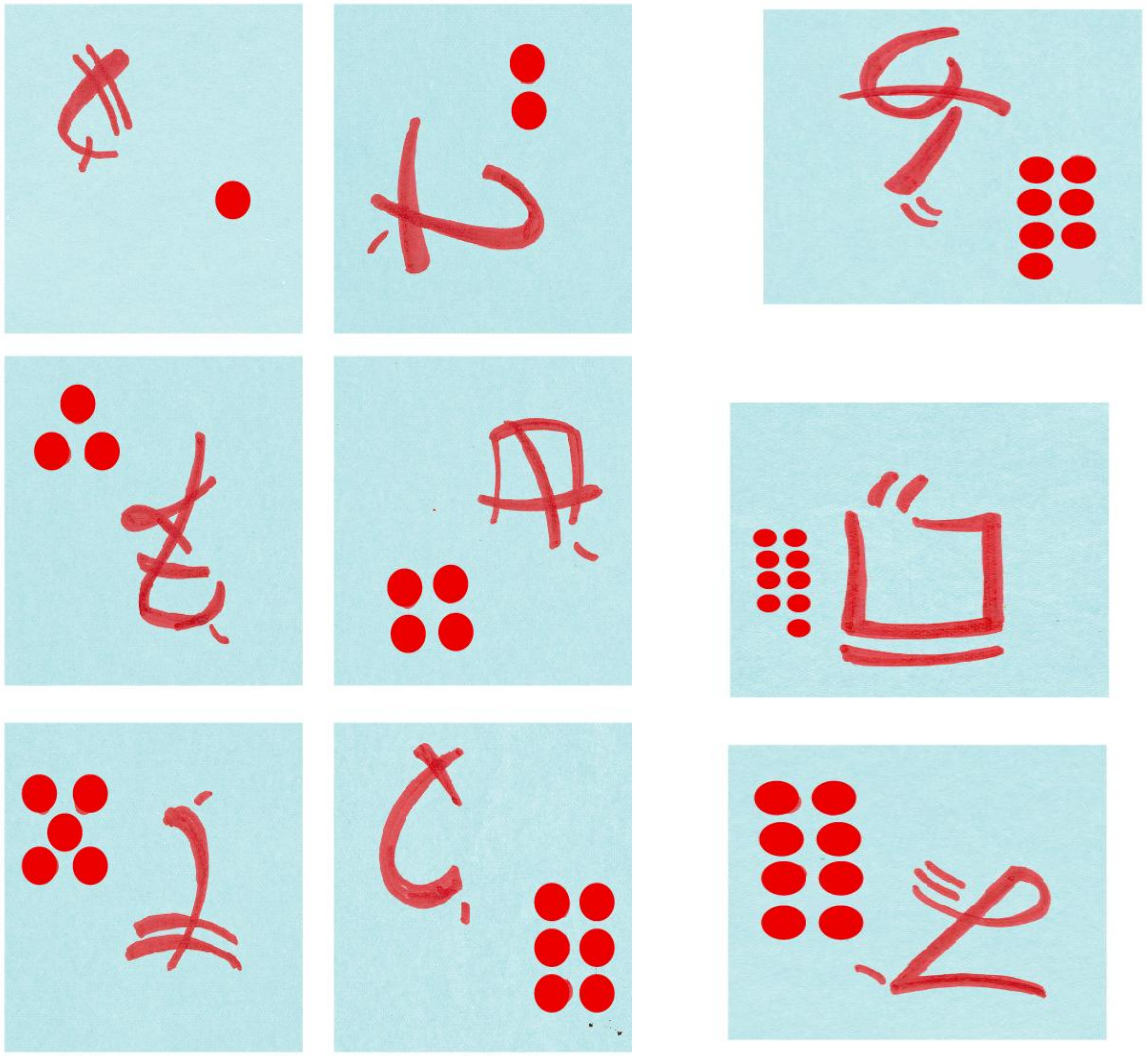

দিন- ১৩
অধিবেশন-১
তথ্যপত্র-১

সংখ্যা শিখন-শেখানো কাজ

- "বস্তু বা উপকরণের দলগত ধারণার প্রতীকি প্রকাশ হচ্ছে সংখ্যা"। যেহেতু 'সংখ্যা প্রতীক' বস্তুর দলগত ধারণার বিমূর্ত প্রকাশ, এ কারণে শিক্ষার্থীদের বাস্তব, অর্ধবাস্তব ও বস্তুনিরপেক্ষ পর্যায়ে এ ধারণাগুলোর সাথে পরিচিত করাতে হবে। ফলে শিক্ষার্থীরা বস্তুর দলগত ধারণা ও সংখ্যা প্রতীকের পারস্পরিক সম্পর্কটি বুঝতে পারবে।

যেমন-

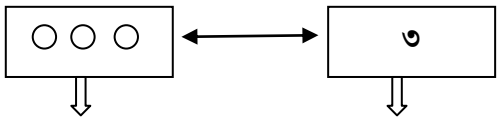

- প্রথম শ্রেণি থেকে তৃতীয় শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের ১–১০,০০০ পর্যন্ত বস্তুর দলগত ধারণা ও ঐ দলগত ধারণাগুলো যে প্রতীকগুলো দিয়ে প্রকাশ করা হচ্ছে তা শেখাতে হবে। অর্থাৎ সংখ্যা শিখন শেখানো কার্যক্রমের মূল হচ্ছে
  ১.বস্তুর দলগত ধারণা বোঝা
  ২.বস্তুর দলগত ধারণাকে প্রতীক দিয়ে প্রকাশ করা
  ৩. নয়ের চেয়ে বেশি বস্তুর দলগত ধারণা কীভাবে ০, ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯ এই দশটি প্রতীক দিয়ে প্রকাশ করা হয় তার ধারণা দেয়া। অর্থাৎ স্থানীয় মানের ধারণা স্পষ্ট করা।

সংখ্যা শিখন শেখানো

- সংখ্যা হচ্ছে বস্তুর পরিমান বিষয়ক দলগত ধারণার প্রতীকি প্রকাশ। সংখ্যা প্রতীক যেমন- ৯ একটি বিমূর্ত ধারণা, এ কারণে শিক্ষার্থীদের সংখ্যার ধারণা
  ১.বাস্তব
  ২.অর্ধবাস্তব
  ৩. বস্তুনিরপেক্ষ (প্রতীক) পর্যায়ে দিতে হবে যেন শিক্ষার্থীরা বস্তুর দলগত ধারণার সাথে সংখ্যা প্রতীকের পারস্পরিক সম্পর্কটা বুঝতে পারে।

যেমন-

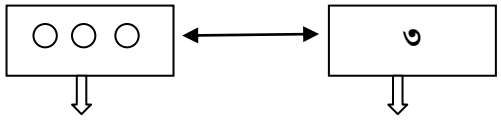

অর্থাৎ শিক্ষার্থীদের সংখ্যা শিখন শেখানো (Teching learning) কাজের মূল হলো

১.বস্তুর পরিমান বিষয়ের দলগত ধারণা বোঝানো (বাস্তব ও অর্ধবাস্তব পর্যায়ে)

২.বস্তুর দলগত ধারণার সাথে সংখ্যা প্রতীকের পারস্পরিক সম্পর্ক বোঝানো

৩. ৯ এর চেয়ে বড় সংখ্যাগুলোকে ০, ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯ এই দশটি প্রতীক দিয়ে প্রকাশ করার নিয়ম শেখানো অর্থাৎ স্থানীয় মানের ধারণা স্পষ্ট করা

প্রথম থেকে তৃতীয় শ্রেণি পর্যন্ত সংখ্যা শেখানোর ব্যাপ্তি ১–১০,০০০ পর্যন্ত কিন্তু শ্রেণি অনুযায়ী এই ব্যাপ্তিটি এরকম

শ্রেণি	শ্রেণি অনুযায়ী সংখ্যার ব্যাপ্তি
১ম শ্রেণি	১. সংখ্যা ১-৯ পর্যন্ত ২. শুন্যের (০) ধারণা ৩. সংখ্যা ১০-১৯ পর্যন্ত ৪. সংখ্যা ২০-৫০ পর্যন্ত
২য় শ্রেণি	৫. সংখ্যা ৫১-১০০ পর্যন্ত
৩য় শ্রেণি	৬. সংখ্যা ১০১, ১০০০ ৭. সংখ্যা ১০০১-১০,০০০ পর্যন্ত

- উপরের তালিকা থেকে এটা স্পষ্ট যে যদিও প্রথম শ্রেণিতে শিক্ষার্থীদের ১-৫০ পর্যন্ত সংখ্যার ধারণা দিতে হবে, কিন্তু এই ধারণা কয়েকটি ধাপে দিতে হবে। যেমন-

প্রথম শ্রেণির জন্য ;

১. প্রথমে ১–৯ পর্যন্ত

২. ১০–১৯ পর্যন্ত

৩. ২০–৫০ পর্যন্ত

দ্বিতীয় শেণির জন্য

৪. ১–১০০ পর্যন্ত

তৃতীয় শেণির জন্য

৫. ১–১০,০০০ পর্যন্ত

এই অধিবেশনে সবগুলো ধারণা অতি অল্প সময়ে দেয়া হয়েছে কিন্তু বাস্তবে এই ধারণাগুলো শিক্ষার্থীদের ধারণক্ষমতা অনুযায়ী দিতে হবে।

দিন- ১৩
অধিবেশন-২
তথ্যপত্র-১

সংখ্যা পদ্ধতি বিষয়ক ধারণাগুলোর শিখন শেখানো কার্যক্রম :

- সংখ্যা পদ্ধতি বিষয়ক ধারণা হচ্ছে সংখ্যার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য যেমন-
  - দুইটির সংখ্যার তুলনায় বড় ছোট নির্ণয় করা ;
  - সংখ্যার অনুক্রমে সাজানো বড় থেকে ছোট এবং ছোট থেকে বড় ;
  - জোড়–বিজোড় নির্ণয় করা ;
  - ক্রমবাচক সংখ্যার ধারণা বোঝা ;
- সংখ্যা প্রতীক একটি বিমূর্ত ধারণা এ কারনে সংখ্যা শিখন শেখানো কার্যক্রমের মতোই, 'সংখ্যা পদ্ধতি' বা সংখ্যার উপরোল্লিখিত বিষয়গুলো শিখন শেখানো কার্যক্রম ও
  - বাস্তব
  - অর্ধবাস্তব
  - বস্তুনিরপেক্ষ পর্যায়ে করতে হবে।
- প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণিতে সংখ্যার ব্যাপ্তি অনুযায়ী সংখ্যার এই বৈশিষ্টগুলোর শিখন শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে।

যেমন-

প্রথম শ্রেণি ;

সংখ্যা ১–৯

সংখ্যা ১০–১৯

সংখ্যা ২০–৫০

দ্বিতীয় শ্রেণি

সংখ্যা ১–১০০

তৃতীয় শ্রেণি

সংখ্যা ১–১০,০০০

দিন- ১৫
অধিবেশন-৩
তথ্যপত্র-১

পাক্ষিক পরিকল্পনার ছক

বিষয়ঃ গণিত

বিদ্যালয়ের নামঃ **শ্রেণিঃ দ্বিতীয়**

সময়কালঃ ..... থেকে .....পর্যন্ত

শিক্ষার্থীর পাঠগত অবস্থান	কী শিখবে	কীভাবে শেখানো হবে/ উপস্থাপন	উপকরণ	শিক্ষার্থীর কাজ	মূল্যায়ন

দিন- ১৫
অধিবেশন-৩
তথ্যপত্র-২

পাক্ষিক পরিকল্পনার নমুনা

বিষয়ঃ গণিত

বিদ্যালয়ের নামঃ **শ্রেণিঃ দ্বিতীয়**

সময়কালঃ ..... থেকে .....-পর্যন্ত

শিক্ষার্থীর পাঠগত অবস্থান	কী শিখবে	কীভাবে শেখানো হবে/ উপস্থাপন	উপকরণ	শিক্ষার্থীর কাজ	মূল্যায়ন
দল-১ : ৫০ পর্যন্ত সংখ্যার ধারণা আছে (এরা ২য় শ্রেণির পাঠের সাথে আছে) জাহানারা, আফরোজা, রাব্বি	৫১- ৬০ পর্যন্ত সংখ্যা চিনে বলতে ও লিখতে পারবে	• প্রতিদিন শিক্ষকের সাহায্যে মুখে মুখে ৫১-৬০ পর্যন্ত সংখ্যা গণনা করতে দিবেন • বোর্ডে ৫১- ৬০ পর্যন্ত সংখ্যা অনুশীলন করাবেন • শিক্ষকের সহযোগিতায় ছোটদলে ৫১- ৬০ পর্যন্ত সংখ্যার ১। বাস্তব পর্যায়ে ধারণা দিবেন ২। অর্ধবাস্তব পর্যায়ে ধারণা দিবেন ৩। সংখ্যার প্রতীক চিনতে সহায়তা করবেন • বিভিন্ন খেলার মাধ্যমে সংখ্যা ও সংখ্যা প্রতীক চিনতে সহায়তা করবেন • খাতায় অনুশীলন করাবেন • পাঠ্যবই, অনুশীলন কার্ড থেকে কাজ করতে দেবেন।	গণিত পাঠ্যবই, কাঠি, আটি, বিচি, সংখ্যা প্রতীক অনুশীলন কার্ড,	• প্রতিদিন শিক্ষকের সাহায্যে মুখে মুখে ৫১-৬০ পর্যন্ত সংখ্যা গণনা করা শিখবে • ছোটদলে কাজ করবে • এককভাবে, জোড়ায় বা দলে বসে পাঠ্যবই, অনুশীলন কার্ড থেকে খাতায় কাজ করবে • গণিতের খেলা খেলবে • বাড়তি সময়ে গণিত সহায়ক বই পড়বে	প্রতিদিন ছোটদলের কাজ, খাতার কাজ দেখবেন

দল-২ ১-৯ এর মধ্যে যোগ করতে পারে (এরা ১ম শ্রেণির পাঠের সাথে আছে) মনি, পলি, কান্তা, ফিরোজ	১-৯ এর মধ্যে যে কোনো দুটি সংখ্যার বিয়োগফল নির্ণয় করার ধারণা শিখবে	• প্রতিদিন শিক্ষকের সাহায্যে মুখে মুখে ১-৫০ পর্যন্ত সংখ্যা গণনা করতে দিবেন • বোর্ডে যোগ বিয়োগের নামতা শিখতে সহায়তা করবেন • শিক্ষক ছোটদলে ১- ৯ পর্যন্ত সংখ্যার মধ্যে - ✓ বাস্তব পর্যায়ে বিয়োগের ধারণা দিবেন ✓ অর্ধবাস্তব পর্যায়ে বিয়োগের ধারণা দিবেন ✓ প্রতীকের সাহায্য বিয়োগের ধারণা দিবেন • বিভিন্ন খেলার মাধ্যমে বিয়োগের ধারণা দিবেন • খাতায় অনুশীলন করতে দিবেন • পাঠ্যবই, অনুশীলন কার্ড থেকে কাজ করতে দিবেন।	গণিত পাঠ্যবই, কাঠি, আটি, বিচি, অনুশীলন কার্ড,	• প্রতিদিন শিক্ষকের সাহায্যে মুখে মুখে ১-৫০ পর্যন্ত সংখ্যা গণনা করা শিখবে • বোর্ডে যোগ বিয়োগের নামতা শিক্ষকের সাহায্যে অনুশীলন করবে • ছোটদলে কাজ করবে • এককভাবে, জোড়ায় বা দলে বসে পাঠ্যবই, অনুশীলন কার্ড থেকে খাতায় কাজ করবে • গণিতের যোগের খেলা খেলবে	প্রতিদিন ছোটদলের কাজ, খাতায় দিবেন, কাজ দেখবেন
দল-৩ ১-৯ পর্যন্ত সংখ্যা পড়তে ও লিখতে পারে (এরা ১ম শ্রেণির পাঠের সাথে আছে) বেলা গণি , রজনী	১-৯ পর্যন্ত সংখ্যার মধ্যে যোগের ধারণা শিখবে	• প্রতিদিন শিক্ষকের সাহায্যে মুখে মুখে ১-৫০ পর্যন্ত সংখ্যা গণনা করতে দিবেন • বোর্ডে বা মুখে মুখে যোগের নামতা করাবেন • শিক্ষকের সহযোগিতায় ছোটদলে ১- ৯ পর্যন্ত সংখ্যার মধ্যে : ১। বাস্তব পর্যায়ে যোগের ধারণা পেতে সহায়তা করবে ২। অর্ধবাস্তব পর্যায়ে যোগের ধারণা পেতে সহায়তা করবেন ৩। প্রতীকের সাহায্য যোগের ধারণা পেতে সহায়তা করবে ৪। বিভিন্ন খেলা খাতায় যোগেরঅনুশীলন করবে ৫। পাঠ্যবই, অনুশীলন কার্ড থেকে কাজ করবে	গণিত পাঠ্যবই, কাঠি, আটি, বিচি, অনুশীলন কার্ড,	➢ প্রতিদিন শিক্ষকের সাহায্যে মুখে মুখে ১-৫০ পর্যন্ত সংখ্যা গণনা করা শিখবে ➢ বোর্ডে বা মুখে মুখে যোগের নামতা শিক্ষকের সাহায্যে অনুশীলন করবে ➢ ছোটদলে কাজ করবে ➢ এককভাবে, জোড়ায় বা দলে বসে পাঠ্যবই, অনুশীলন কার্ড থেকে খাতায় কাজ করবে ➢ গণিতের সংখ্যা ও যোগের খেলা খেলবে	প্রতিদিন ছোটদলের কাজ, খাতার কাজ দেখবেন

শিক্ষার্থীর পাঠগত অবস্থান	কী শিখবে	কীভাবে শিখবে/ উপস্থাপন	উপকরণ	শিক্ষার্থীর কাজ	মূল্যায়ন
দল-১ : ১০,০০০পর্যন্ত সংখ্যার ধারণা আছে (এরা ৩য় শ্রেণির পাঠের সাথে আছে) বাদল, মলি , রফিক	তিন অঙ্কের যে কোনো সংখ্যার স্থানীয়মান নির্ণয় করতে পারবে (১০০-৯৯৯ এর মধ্যে)	➢ বোর্ডে তিন অঙ্কের যে কোনো সংখ্যার স্থানীয়মানেরঅনুশীলন করবে । যেমন- ২৩৪, ১৪৫, ২২২ । ➢ শিক্ষকের সহযোগিতায় ছোটদলে তিন অঙ্কের যে কোনো সংখ্যার স্থানীয়মানের ধারণা দিবেন ➢ বিভিন্ন খেলার মাধ্যমে সংখ্যা ও প্রতীক চিনতে সহায়তা করবেন ➢ খাতায় অনুশীলন করতে দেবেন ➢ পাঠ্যবই, অনুশীলন কার্ড থেকে কাজ করাবেন	গণিত পাঠ্যবই, কাঠি, আটি, বিচি, সংখ্যা প্রতীক অনুশীলন কার্ড,	➢ প্রতিদিন শিক্ষকের সাহায্যে তিন অঙ্কের যে কোনো সংখ্যার স্থানীয়মানের ধারণা শিখবে ➢ ছোটদলে কাজ করবে ➢ এককভাবে, জোড়ায় বা দলে বসে পাঠ্যবই, অনুশীলন কার্ড থেকে খাতায় কাজ করবে ➢ গণিতের খেলা খেলবে	প্রতিদিন ছোটদলের কাজ, খাতার কাজ দেখবেন
দল-২: ১০০ পর্যন্ত যে কোনো সংখ্যা চিনতে, পড়তে ও কথায় লিখতে পারে (এরা ২য় শ্রেণির পাঠের সাথে আছে)	দুই অঙ্কের যে কোনো সংখ্যা পর্যন্ত স্থানীয়মানের ধারণা শিখবে (১০-৯৯ এর মধ্যে)	➢ বোর্ডে দুই অঙ্কের যে কোনো সংখ্যার স্থানীয় মান অনুশীলন করাবেন ➢ শিক্ষক ছোটদলে দুই অঙ্কের যে কোনো সংখ্যার স্থানীয়মানের ধারণা লাভ করবে ➢ বিভিন্ন খেলার মাধ্যমে ধারণা লাভ করতে সহায়তা দিন ➢ খাতায় অনুশীলন করতে দিন ➢ পাঠ্যবই, অনুশীলন কার্ড থেকে কাজ করতে দিন	গণিত পাঠ্যবই, কাঠি, আটি, বিচি, অনুশীলন কার্ড,	➢ ছোটদলে কাজ করবে ➢ এককভাবেজোড়ায় বা দলে বসে পাঠ্যবই, অনুশীলন কার্ড থেকে খাতায় কাজ করবে ➢ গণিতের খেলা খেলবে	প্রতিদিন ছোটদলের কাজ, খাতার কাজ দেখবো
শিক্ষার্থীর পাঠগত অবস্থান	কী শিখবে	কীভাবে শিখবে/ উপস্থাপন	উপকরণ	শিক্ষার্থীর কাজ	মূল্যায়ন
দল-৩ (১-৯) এর মধ্যে বিয়োগের ধারণা পারে (এরা ১ম শ্রেণির পাঠের সাথে আছে)	১-৯ পর্যন্ত সংখ্যার মধ্যে কম-বেশি, ছোট-বড় চিনতে পারবে	➢ প্রতিদিন শিক্ষকের সাহায্যে মুখে মুখে ১-৫০ পর্যন্ত সংখ্যা গণনা করা ➢ বোর্ডে কম-বেশি, ছোট-বড় ধারণা শিখবে ➢ শিক্ষকের সহযোগিতায় ছোটদলে ১- ৯ পর্যন্ত সংখার মধ্যে ➢ বাস্তব পর্যায়ে বিয়োগের	গণিত পাঠ্যবই, কাঠি, আটি, বিচি, অনুশীলন কার্ড,	➢ প্রতিদিন শিক্ষকের সাহায্যে মুখে মুখে ১-৫০ পর্যন্ত সংখ্যা গণনা করা শিখবে ➢ বোর্ডে কম-বেশি, ছোট-বড় ধারণা শিক্ষকের সাহায্যে অনুশীলন করবে	প্রতিদিন ছোটদলের কাজ, খাতার কাজ দেখবেন

		ধারণা দিবেন ➢ অর্ধবাস্তব পর্যায়ে বিয়োগের ধারণা দিবেন ➢ প্রতীকের সাহায্য বিয়োগের ধারণা দিবেন ➢ বিভিন্ন খেলার মাধ্যমে ধারণা দিবেন ➢ খাতায় অনুশীলন করতে দেবেন ➢ পাঠ্যবই, অনুশীলন কার্ড থেকে কাজ করতে দেবেন ।		➢ ছোটদলে কাজ করবে ➢ এককভাবেজোড়ায় বা দলে বসে পাঠ্যবই, অনুশীলন কার্ড থেকে খাতায় কাজ করবে ➢ গণিতের কম-বেশি, ছোট-বড় এর খেলা খেলবে	

পাক্ষিক পরিকল্পনার নমুনা

বিষয়: গণিত

বিদ্যালয়ের নাম: শ্রেণি: তৃতীয়

সময়কাল: ---- থেকে -------- পর্যন্ত

শিক্ষার্থীর পাঠগত অবস্থান	কী শিখবে	কীভাবে শিখবে/ উপস্থাপন	উপকরণ	শিক্ষার্থীর কাজ	মূল্যায়ন
দল-১ : ১০,০০০পর্যন্ত সংখ্যার ধারণা আছে (এরা ৩য় শ্রেণির পাঠের সাথে আছে) বাদল, মলি , রফিক	তিন অঙ্কের যে কোনো সংখ্যার স্থানীয়মান নির্ণয় করতে পারবে (১০০-৯৯৯ এর মধ্যে)	➢ বোর্ডে তিন অঙ্কের যে কোনো সংখ্যার স্থানীয়মানেরঅনুশীলন করবে । যেমন- ২৩৪, ১৪৫, ২২২ । ➢ শিক্ষকের সহযোগিতায় ছোটদলে তিন অঙ্কের যে কোনো সংখ্যার স্থানীয়মানের ধারণা দিবেন ➢ বিভিন্ন খেলার মাধ্যমে সংখ্যা ও প্রতীক চিনতে সহায়তা করবেন ➢ খাতায় অনুশীলন করতে দেবেন ➢ পাঠ্যবই, অনুশীলন কার্ড থেকে কাজ করাবেন	গণিত পাঠ্যবই, কাঠি, আটি, বিচি, সংখ্যা প্রতীক অনুশীলন কার্ড,	➢ প্রতিদিন শিক্ষকের সাহায্যে তিন অঙ্কের যে কোনো সংখ্যার স্থানীয়মানের ধারণা শিখবে ➢ ছোটদলে কাজ করবে ➢ এককভাবে, জোড়ায় বা দলে বসে পাঠ্যবই, অনুশীলন কার্ড থেকে খাতায় কাজ করবে ➢ গণিতের খেলা খেলবে	প্রতিদিন ছোটদলের কাজ, খাতার কাজ দেখবেন
দল-২: ১০০ পর্যন্ত যে কোনো সংখ্যা চিনতে, পড়তে ও কথায় লিখতে পারে (এরা ২য় শ্রেণির পাঠের সাথে আছে)	দুই অঙ্কের যে কোনো সংখ্যা পর্যন্ত স্থানীয়মানের ধারণা শিখবে (১০-৯৯ এর মধ্যে)	➢ বোর্ডে দুই অঙ্কের যে কোনো সংখ্যার স্থানীয় মান অনুশীলন করাবেন ➢ শিক্ষক ছোটদলে দুই অঙ্কের যে কোনো সংখ্যার স্থানীয়মানের ধারণা লাভ করবে ➢ বিভিন্ন খেলার মাধ্যমে ধারণা লাভ করতে সহায়তা দিন ➢ খাতায় অনুশীলন করতে দিন ➢ পাঠ্যবই, অনুশীলন কার্ড থেকে কাজ করতে দিন	গণিত পাঠ্যবই, কাঠি, আটি, বিচি, অনুশীলন কার্ড,	➢ ছোটদলে কাজ করবে ➢ এককভাবেজোড়ায় বা দলে বসে পাঠ্যবই, অনুশীলন কার্ড থেকে খাতায় কাজ করবে ➢ গণিতের খেলা খেলবে	প্রতিদিন ছোটদলের কাজ, খাতার কাজ দেখবো

দল-৩ (১-৯) এর মধ্যে বিয়োগের ধারণা পারে (এরা ১ম শ্রেণির পাঠের সাথে আছে)	১-৯ পর্যন্ত সংখ্যার মধ্যে কম-বেশি, ছোট-বড় চিনতে পারবে	➢ প্রতিদিন শিক্ষকের সাহায্যে মুখে মুখে ১-৫০ পর্যন্ত সংখ্যা গণনা করা ➢ বোর্ডে কম-বেশি, ছোট-বড় ধারণা শিখবে ➢ শিক্ষকের সহযোগিতায় ছোটদলে ১- ৯ পর্যন্ত সংখার মধ্যে ➢ বাস্তব পর্যায়ে বিয়োগের ধারণা দিবেন ➢ অর্ধবাস্তব পর্যায়ে বিয়োগের ধারণা দিবেন ➢ প্রতীকের সাহায্য বিয়োগের ধারণা দিবেন ➢ বিভিন্ন খেলার মাধ্যমে ধারণা দিবেন ➢ খাতায় অনুশীলন করতে দেবেন ➢ পাঠ্যবই, অনুশীলন কার্ড থেকে কাজ করতে দেবেন ।	গণিত পাঠ্যবই, কাঠি, আটি, বিচি, অনুশীলন কার্ড,	➢ প্রতিদিন শিক্ষকের সাহায্যে মুখে মুখে ১-৫০ পর্যন্ত সংখ্যা গণনা করা শিখবে ➢ বোর্ডে কম-বেশি, ছোট-বড় ধারণা শিক্ষকের সাহায্যে অনুশীলন করবে ➢ ছোটদলে কাজ করবে ➢ এককভাবেজোড়ায় বা দলে বসে পাঠ্যবই, অনুশীলন কার্ড থেকে খাতায় কাজ করবে ➢ গণিতের কম-বেশি, ছোট-বড় এর খেলা খেলবে	প্রতিদিন ছোটদলের কাজ, খাতার কাজ দেখবেন

দিন- ১৬
অধিবেশন-২
তথ্যপত্র-১

পাক্ষিক মূল্যায়ন

- শিক্ষার্থীর কাজের মান নির্ণয় ও অগ্রগতি যাচাই করে পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য মূল্যায়ন প্রয়োজন। পাক্ষিক পরিকল্পনার আলোকে অথাৎ ১৫ দিনে শিক্ষার্থীরা কে কতটুকু শিখছে, কীভাবে শিখছে, কতটুকু অগ্রসর হচ্ছে তা মূল্যায়ন করে পরবর্তী পাক্ষিক পরিকল্পনা করা আবশ্যক। এভাবে পাক্ষিক মূল্যায়নে শিক্ষার্থীদের পাঠগত অবস্থান জানা যায় এবং এ রেকর্ড ব্যবহার করে পরবর্তী পাক্ষিক পরিকল্পনা প্রস্তত করা সহজ ও যথাযথ হয়।
- পাক্ষিক মূল্যায়ন হলো ১৫ দিনে (পাক্ষিক পরিকল্পনা) শিক্ষার্থীর শিখনের অগ্রগতি যাচাই করার প্রক্রিয়া।

পাক্ষিক মূল্যায়নের গুরুত্বঃ

- মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর গ্রহণ ক্ষমতা, আগ্রহ ও চাহিদা জানা যায়;
- শিক্ষার্থীর চাহিদার উপর ভিত্তি করে কোনো শিশু পরবর্তীতে কী শিখবে (বিষয়বস্তু) তা নির্বাচন করা যায়;
- পাক্ষিক পরিকল্পনার প্রত্যাশিত শিখনফল কতটুকু অর্জিত হয়েছে তা জানা যায়;
- শিক্ষকের আত্মমূল্যায়নে সহায়তা করে।

যে বিষয়গুলো মূল্যায়ন করবেনঃ

- পাক্ষিক পরিকল্পনায় যে শিক্ষার্থী যা যা শিখবে নির্ধারণ করা আছে সেই বিষয়গুলো মূল্যায়ন করবেন।
- পাক্ষিক পরিকল্পনার উপর ভিত্তি করে পাক্ষিক মূল্যায়নের নমুনা নিম্নরূপঃ

দিন- ১৬
অধিবেশন-২
তথ্যপত্র-২

পাক্ষিক মূল্যায়ন

বিষয়ঃ গণিত, শ্রেণিঃ ২য়

তারিখঃ ১৫/০২/২০১২ হতে ০২/০৩/২০১২ ইং পর্যন্ত

শিক্ষার্থীর নাম	দলের নাম	১-৯ সংখ্যার মধ্যে যোগ				১-৯ সংখ্যার মধ্যে বিয়োগ				নির্দেশনা পড়তে পারবে	অনুশীলনী কার্ড তৈরি করতে পারবে
		ছবি গণনা করে	দাগ টেনে	পাশাপাশি	উপরে-নিচে	ছবি গণনা করে	দাগ টেনে	পাশাপাশি	উপরে-নিচে		

পাক্ষিক মূল্যায়ন

বিষয়: গণিত, শ্রেণি: ২য়

তারিখ: ১৫/০২/২০১২ হতে ০২/০৩/২০১২ ইং পর্যন্ত

শিক্ষার্থীর নাম	দলের নাম	৫১ –১০০ পর্যন্ত দশকের সাহায্যে গণনা				দুই-দুই, পাঁচ-পাঁচ, দশ-দশ করে গণনা			
		ছবি গণনা করে	দাগ টেনে	পাশাপাশি	উপরে-নিচে	ছবি গণনা করে	দাগ টেনে	পাশাপাশি	উপরে-নিচে

দিন- ১৬
অধিবেশন-৪
তথ্যপত্র-১

- শিক্ষকদের/কর্মকর্তাদের সুনির্দিষ্ট কিছু কাজ করতে হবে, যা তারা যার যার শ্রেণিকক্ষে বাস্তবায়ন করবেন। এগুলো হলো -
    ১. যার যার শ্রেণিকক্ষে বেইসলাইন সার্ভে করা;
    ২. বেইসলাইন সার্ভের ফলাফল বিশ্লেষণ করা;
    ৩. বাংলা ও গণিত বিষয়ে শিশুদের শিখনের বর্তমান স্তর নির্ধারণ করা;
    ৪. স্তরভিত্তিক পাক্ষিক পাঠ পরিকল্পনা তৈরি করা এবং সে অনুযায়ী পাঠদান করা;
    ৫. শ্রেণিকক্ষের আসন বিন্যাস ও বসার ব্যবস্থা এমনভাবে পুনর্বিন্যাস করা যাতে করে শিশুরা মিশ্র দলে বসা ও পরস্পরের সাথে মিথষ্ক্রিয়া করার সুযোগ পায়; এবং শ্রেণিকক্ষে বিভিন্ন অ্যাক্টিভিটি কর্ণার, যেমন- ভাষা কর্ণার, গণিত কর্ণার এবং সম্ভব হলে খেলার কর্ণার তৈরি করা;
    ৬. শিখন ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে শিশুদের জন্য বড়দলে, ছোটদলে ও এককভাবে কাজ করার সুযোগ সৃষ্টি করা;
    ৭. সময় ব্যবস্থাপনার বাস্তবায়নের মাধ্যমে শ্রেণিকক্ষে প্রত্যেকটি মিনিটের কার্যকর ও সক্রিয় ব্যবহার নিশ্চিত করা।

দিন-১৭
অধিবেশন-৩
তথ্যপত্র-১

ডিপিএড কর্মসূচি এবং ভিত্তি

প্রেক্ষাপট:

ডিপিএড কর্মসূচি বাংলাদেশের প্রাথমিক ও প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষকদের নতুন নতুন ধ্যান ধারণার সাথে তাল মিলিয়ে যুগোপযোগী কর্মকেন্দ্রিক শিখন- শেখানো পদ্ধতির উম্মেষ ঘটানোর একটি উন্নতমানের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির প্রচেষ্টার প্রথম ধাপ। বর্তমান সি-ইন-এড প্রশিক্ষণের উপর ভিত্তি করে সক্রিয় বিদ্যালয় শিখন কাঠামো তৈরি করা হয়েছে। সি-ইন-এড হলো প্রশিক্ষণ কিন্তু ডিপিএড হলো শিখন। এ পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণার্থীগণ তাত্ত্বিক জ্ঞান অর্জন করে একজন প্রদর্শকের অধীনে তা শ্রেণিকক্ষে প্রয়োগ করতে অভ্যস্ত হবেন। ফলে স্বাভাবিকভাবে শিক্ষা সম্পর্কিত গতানুগতিক ধ্যান ধারণা পরিহার করে সক্রিয়ভাবে শিখন কাজ পরিচালনায় অভ্যস্থ হবেন, আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার এবং গাঠনিক মূল্যায়নের মাধ্যমে শতভাগ যোগ্যতাভিত্তিক শিখন নিশ্চিত হবে। এছাড়া একবছর পিটিআইতে শিখন শেষে ছয় মাস একটি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকসহ কর্মকর্তাদের নিবিড় তত্ত্বাবধানের দ্বারা লব্ধ জ্ঞানকে স্বাধীনভাবে প্রয়োগের মাধ্যমে পরীক্ষা নিরিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি হবে। এটি একটি দ্বিমূখী প্রক্রিয়া এবং ব্যবহারিক শিখন চর্চা। এ ধরনের সৃষ্টিশীল ডিপিএড কর্মসূচিতে আইসিটি প্রয়োগ করে সকল স্তরে সম্পদের ব্যবহারের মাধ্যমে কাঙ্খিত পেশাগত দক্ষতার উন্নয়ন ঘটবে। অধ্যায় ও বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান সম্পর্কিত করে প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি এবং সকল কোর্স কম্পোনেন্ট এর বিস্তারিত সহায়ক সামগ্রীর সুষ্ঠু ব্যবহারের ভবিষ্যত পরিকল্পনা করতে সক্ষম হবেন।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য :

ডিপিএড কর্মসূচি অন্যতম লক্ষ্য হলো সক্রিয়তার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শিখন কাজ পরিচালনা, শিখনে সবোর্চ্চ প্রযুক্তির ব্যবহার ও গাঠনিক মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শিখন সুনিশ্চিত করা। শিক্ষকের পেশাগত দক্ষতা এক্ষেত্রে একান্ত অপরিহার্য। শিক্ষকের বিষয় জ্ঞানের জন্য প্রয়োজন নির্ভুল পরিকল্পনা, আন্তরিকভাবে শিক্ষাদান এবং যথাযথ মূল্যায়ন যা কি না আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে প্রাথমিক ও প্রাক-প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যসূচিকে কার্যকর করতে সহজতর হয়। বৈজ্ঞানিক শিখন জ্ঞান ও উপলব্ধিকে কাজে লাগাতে শিক্ষককে প্রাথমিক ও প্রাক-প্রাথমিক কারিকুলামের কাঠামো, পাঠ্যসূচি, যোগ্যতাসমূহ এবং মূল্যায়ন কৌশল অবশ্যই জানতে হবে। শিখন চাহিদামাফিক উন্নয়নের এবং শিখন তত্ত্বের কার্যকরি ও দ্বিমূখী চর্চার জ্ঞান ও উপলব্ধি করতে হবে।

যৌক্তিকতা :

সি-ইন-এড প্রশিক্ষণে শিক্ষকগণ জ্ঞান ও উপলব্ধির অভিন্ন এ্যাপ্রোচ উন্নয়নে পুরোপুরি সক্ষম হন নাই, যা কি না ডিপিএড কর্মসূচি সম্পন্ন করলে অর্জন করা সম্ভব হবে। ডিপিএড কর্মসূচিতে এটি একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। প্রশিক্ষণার্থী তাদের লব্ধ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা প্রয়োগ এবং অন্যান্যদের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে জ্ঞানকে চেতনায় পরিণত করতে সক্ষম হবে। অংশগ্রহণমূলক, সৃজনশীল ও মিথষ্ক্রিয়ার মাধ্যমে বেশিরভাগ শিক্ষক শিশুকে নতুন জ্ঞান অর্জনে প্রস্তুত করতে অবশ্যই সক্ষম হবেন। শিক্ষক বেশিরভাগ শিশুর নিজস্ব শিখন

আবশ্যকতা চিহ্নিত করতে ও জ্ঞানমূলক উন্নয়নের ক্ষেত্র চিহ্নিত করতে সক্ষম হবেন। একীভূত শিক্ষার শিখন পরিবেশ প্রস্তুত করে ফলাবর্তন দিতে পারবেন। শিক্ষক প্রশিক্ষণে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক জ্ঞান অত্যাবশ্যক। শিক্ষকের পেশাগতজ্ঞান, চর্চা, মূল্যবোধ এবং সম্পর্ক স্থাপন সম্মন্ধে উন্নয়ন অত্যন্ত জরুরী। সাথে সাথে বিষয়বস্তু অনুধাবন,শিখনফল, শিক্ষকযোগ্যতা, শিক্ষাদান কৌশল জানা ও প্রয়োগ প্রতিটি শিক্ষকের পেশাগত নৈতিক দায়িত্ব। পাশাপাশি শিশুর মূল্যায়ন এবং শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনায় দক্ষ হওয়া দরকার। কাজেই ডিপিএড কর্মসূচি শিক্ষার গুণগতমান নিশ্চিত করতে এবং শিক্ষকের পেশাগত দক্ষতা অর্জনে সি-ইন-এড প্রশিক্ষণের চেয়ে অধিকতর ফলপ্রসূ হবে।

ডিপিএড প্রোগ্রাম কাঠামো

সময়কাল: ১৮ মাস

পিটিআই এবং ট্রেনিং বিদ্যালয় -১২ মাস (টার্ম-১ম, ২য় এবং ৩য়)

নিজস্ব বিদ্যালয়-৬ মাস শিক্ষানবিশ (টার্ম-৪র্থ)

১ম টার্ম - ৪.৫ মাস

২য় টার্ম - ৩.৫ মাস

৩য় টার্ম - ৪ মাস

৪র্থ টার্ম - ৬ মাস

কোর্সে বিষয়সমূহ (পিটিআই ভিত্তিক ১২টি কোর্স এবং বিদ্যালয় ভিত্তিক ২টি কোর্স)

১। প্রোফেশন্যাল স্টাডিজ

• প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা এবং শিক্ষাক্রম	• মূল্যায়ন এবং শিক্ষণ
• প্রাথমিক শিক্ষা এবং শিক্ষাক্রম	• ধর্ম এবং মূল্যবোধ
• শিশুর বিকাশ এবং শিক্ষণ, ইনক্লুসিভ শিক্ষা	• শিক্ষণ এবং এ্যাকশান রিসার্চ
• শিক্ষণ পদ্ধতি	• আইসিটি মৌলিক জ্ঞান

২। বাংলা বিষয়জ্ঞান এবং বাংলা শিক্ষণবিজ্ঞান

৩। ইংরেজি বিষয়জ্ঞান এবং ইংরেজি শিক্ষণবিজ্ঞান

৪। গণিত বিষয়জ্ঞান এবং গণিত শিক্ষণবিজ্ঞান

৫। বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় বিষয়জ্ঞান এবং শিক্ষণবিজ্ঞান

৬। প্রাথমিক বিজ্ঞান বিষয়জ্ঞান এবং শিক্ষণবিজ্ঞান

৭। এক্সপ্রেসিভ আর্টস

- শারীরিক শিক্ষা
- চারু ও কারুকলা
- সংগীত

ডিপিএড প্রোগ্রাম

নতুন শিক্ষকের প্রারম্ভিক যোগ্যতা উন্নয়নের জন্য ডিপিএড প্রশিক্ষণ কোর্স প্রাথমিক ও প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার একটি সুচিন্তিত পদক্ষেপ। বর্তমানে প্রচলিত সি-ইন-এড কর্মসূচি কাঠামো থেকে অনেকক্ষেত্রে ডিপিএড প্রশিক্ষণ কোর্সের তাৎপর্যপূর্ণ স্বাতন্ত্র্য রয়েছে। পিটিআই-তে যেভাবে শিক্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালিত হয়, তার সংগে সক্রিয়ভাবে বাস্তব অনুশীলন সংযুক্ত করে ডিপিএড কোর্স সাজানো হয়েছে।

বর্তমান ডিপিএড কোর্সটি এমন এক রূপকল্পের আধারে ধারণ করা হয়েছে, যেখানে শিশুরা একটি সামগ্রিক শিখন পরিবেশে সৃজনশীল ও সংগঠনবাদী শিক্ষণ দর্শনের আলোকে লেখাপড়া করবে এ লক্ষ্যে অনুচিন্তনমূলক অনুশীলনের উপর ভিত্তি করে শিক্ষক-শিক্ষণ পরিচালিত হবে। অতপরঃ একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে উদ্ভূত একসেট মান (standards) ও যোগ্যতার (competencies) নিরিখে উপরে বর্ণিত কার্যক্রম নিয়ন্ত্রিত ও মূল্যায়িত হয়। এভাবে শিক্ষার্থীরা তাদের আনুষ্ঠানিক শিক্ষাকে বিদ্যালয়ের শিখনের সাথে বারংবার সম্পর্কিত করতে পারবে। কর্মসূচি-কাঠামো অনুযায়ী পিটিআই-এ ও ট্রেনিং স্কুলে অনুষ্ঠিত হবে বলে শিখনের মাঝে একটি যৌথক্রিয়ার প্রতিফলন ঘটে যাবে, ফলে শিক্ষার্থী ও প্রশিক্ষণার্থী-শিক্ষকদের মধ্যে একটা সার্থক পরিবেশ তৈরি করবে।

ডিপিএড প্রোগ্রাম এর উদ্দেশ্যাবলি (**Objectives**)

একজন কার্যকর শিক্ষকের অত্যাবশ্যক গুণাবলি, দক্ষতা ও জ্ঞান কী হতে পারে তার উপর ভিত্তি করে নিচে একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রণয়ন করা হলোঃ

পেশাগত জ্ঞান (**Professional Knowledge**)

৬. প্রাথমিক ও প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রমের পূর্ণ পরিধি কার্যকর ও আস্থার সঙ্গে শিক্ষাদান ও মূল্যায়নের জন্য বিষয়জ্ঞানের পরিকল্পনা;
৭. প্রাথমিক ও প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রমের পূর্ণ পরিধি কার্যকর ও আস্থার সঙ্গে শিক্ষাদান ও মূল্যায়নের জন্য শিক্ষণ বিজ্ঞানবিষয়ক জ্ঞানের পরিকল্পনা;
৮. জাতীয় প্রাথমিক ও প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রম, শিক্ষাক্রমের কাঠামো, বিষয়, যোগ্যতাসমূহ এবং মূল্যায়ন কৌশল সম্পর্কে জ্ঞান থাকা;
৯. কার্যকর ও সামগ্রিকভাবে শিক্ষাদানের জন্য শিশুবিকাশ ও শিক্ষণ তত্ত্বসমূহ সম্পর্কে জ্ঞান ও উপলব্ধি থাকা;
১০. শিক্ষকতার দায়িত্ব পালনের জন্য ব্যবহৃত বিধি-বিধান ও নীতিমালা সম্পর্কে অবহিত থাকা।

পেশাগত অনুশীলন (**Professional Practice**)

৮. শিক্ষার্থীদের চাহিদার আলোকে পৃথক পৃথক শিক্ষণ তত্ত্ব ও শিক্ষণ পদ্ধতি অনুসরণে পাঠপরিকল্পনা ও পাঠপরিচালনার সক্ষমতা থাকা;
৯. সকল শিক্ষার্থীর উচ্চ-প্রত্যাশা উপলব্ধি করতে পারা;

১০. যোগাযোগ দক্ষতা– সকল শিশু যাতে শিখনের বিষয়বস্তু সুস্পষ্টভাবে বুঝতে পারে সে জন্য উপস্থাপন করতে পারা;

১১. যোগাযোগ দক্ষতা– বিভিন্ন ধরনের কর্মতৎপরতা ও যথাযথ প্রশ্ন করার কৌশল জানা এবং শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনা দক্ষতার মাধ্যমে একটি শিখন পরিবেশ (scaffold of learning) তৈরির সক্ষমতা থাকা;

১২. নিরাপদ, যত্নশীল, সৃজনশীল, উদ্বুদ্ধকরণ ও চ্যালেঞ্জিং এবং একীভূত শিখন পরিবেশ সৃষ্টির দক্ষতা থাকা;

১৩. পাঠসংশ্লিষ্ট ও কার্যকর এবং ICT-সহ শিক্ষোপকরণ পরিকল্পনা, উন্নয়ন ও ব্যবহারের দক্ষতা থাকা;

১৪. শিক্ষার্থীদের শিখন এবং একীভূত শিক্ষা সম্প্রসারণে সমর্থন ও সহায়তাদানে পরিকল্পনা জ্ঞান ও মূল্যায়ন পরিচালনার দক্ষতা থাকা।

পেশাগত মূল্যবোধ ও সম্পর্ক স্থাপন (**Profesional Values / (Relationship**)

৫. শিক্ষক সকল শিক্ষার্থীর সঙ্গে ব্যবহারে সমতাবিধান, একীভূতকরণ ও ন্যায়পরায়ণতার প্রতি দায়বদ্ধ থাকবেন;

৬. শিক্ষক অনুচিন্তন অনুশীলন ও ধারাবাহিক পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নে দায়বদ্ধ থাকবেন;

৭. শিক্ষক সমাজের সকল সদস্যর সঙ্গে একত্রে কার্যকরভাবে কাজ করতে দায়বদ্ধ ও সক্ষম হবেন;

৮. সহকর্মীদের সাথে পেশাগত সহযোগিতার মাধ্যমে কাজ করার ব্যাপারে দায়িত্বশীল থাকবেন;

ভিত্তি

- সংগঠনবাদী শিক্ষাদর্শন ও অনুচিন্তনশীল শিক্ষণ মডেলের উপর ভিত্তি করে রচিত হয়েছে ডিপিএড শিক্ষক-শিক্ষার ফ্রেমওয়ার্ক। এটিই জাতীয় পরিকল্পনা এবং পেশাগত জ্ঞানের ভিত্তি। সংগঠনবাদী তত্ত্বের সহজ অর্থ হচ্ছে, শিশু, প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষক এবং শিক্ষকবৃন্দ তাদের মধ্যে বিদ্যমান ধারণা অথবা পূর্বজ্ঞান নিয়ে শ্রেণিকক্ষে আসেন। প্রত্যেক ব্যক্তির স্বতন্ত্র একগুচ্ছ জীবন অভিজ্ঞতা রয়েছে। তাদের কাছে শিক্ষণের অর্থ, ছোট বড় নির্বিশেষে একটি ব্যক্তিগত প্রক্রিয়া মাত্র। স্কুলের শিশু ও শিক্ষক উভয়ই স্কুলের শিখন পরিবেশে ও সমাজের নানা ক্ষেত্রে উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গের পূর্বজ্ঞান দ্বারা প্রভাবিত হন। নতুন শিখন অবশ্যই পূর্ববর্তী জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সঙ্গে সংযুক্ত হতে হবে যা তার পূর্ববর্তী জ্ঞানের বলবৃদ্ধিতে ও ধারণা প্রতিস্থাপনে সহায়তা করবে। যখন শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের সাথে দলে কাজ করে তখন তার সাহচার্যে শিক্ষার্থীর জ্ঞানের সৃষ্টি ও পুনর্সৃষ্টি হতে (Co-construct) থাকে।
- অনুচিন্তনমূলক শিক্ষণ মূলত একটি অনুসন্ধানী ও জিজ্ঞাসু শিক্ষণপদ্ধতি, যেখানে নৈতিকতার উপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়। এ পদ্ধতি বস্তুত সংগঠনবাদী শিক্ষণ ধারা ও সমস্যা সমাধানের সাথে সম্পর্কযুক্ত। এ তত্ত্বে ব্যক্তিকে সেবাদান মনোবৃত্তির নৈতিকতায় উজ্জীবিত করে, বহুমুখী প্রতিভাবান ব্যক্তিবর্গের মেধাকে তাদের সাংস্কৃতিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও লিঙ্গ পার্থক্য নির্বিশেষে শক্তি ও সম্মান প্রদর্শন করে। চাকরিপূর্ব শিক্ষার সূচনা থেকে শিক্ষকের পেশাগত জীবনব্যাপী কোর্সসমূহ ও কর্মশালাগুলো সতর্কভাবে আয়োজন করা বাঞ্ছনীয় যাতে সেগুলো মাঠ-অভিজ্ঞতার সংগে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। পিটিআই, সাব-ক্লাস্টার ও ইউআরসিতে অনুষ্ঠিত জীবনব্যাপী সিপিডি কোর্সে শিক্ষক-শিক্ষার প্রকৃত লক্ষ্য হচ্ছে, শিক্ষকদের মধ্যে অনুসন্ধানস্পৃহা জাগিয়ে তোলা, যাতে তারা সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় মূল্যবোধের প্রয়োগে দৃঢ় অবস্থান নেন।

- সক্রিয় (Active) শিক্ষণ মডেলের উপর ভিত্তি করে রচিত হয়েছে।
- শিক্ষার্থী তার মুক্ত চিন্তনের মাধ্যমে শিখবে।
- শিখন শিক্ষক, শিক্ষার্থীদের এবং অভিভাবকদের সহযোগিতায় সম্পন্ন হবে।
- শিক্ষার্থী পর্যবেক্ষণ এবং Reflection এর মাধ্যমে অভিজ্ঞতা অর্জন করবে এবং শিখবেন।
- শিক্ষার্থী তার নিজস্ব শিখনের ধরন অনুযায়ী শিখবে।
- শিক্ষার্থী তার নিজের পূর্বজ্ঞান যাচাই করে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে ধীরে ধীরে শিখবে।

দিন-১৭
অধিবেশন-৪
তথ্যপত্র-১

ডিপিএড কোর্সে শিখন সম্পর্কিত তত্ত্বের প্রয়োগ এবং বিদ্যালয়ের শ্রেণিকার্যক্রমে তার প্রতিফলন

শিশুরা কীভাবে শেখে

জন্মের পর থেকেই মানুষের শিক্ষা শুরু হয়। একজন শিশুর সঠিক শিক্ষার ওপর তার ভবিষ্যৎ জীবন নির্ভর করে। শিশু নানা উপায়ে নানা মাধ্যমে শিখতে থাকে। শুধু বিদ্যালয়, বইপত্র বা শিক্ষকের কাছ থেকেই শিশু শেখে না, বরং চিন্তা করে, দেখে, শুনে, পর্যবেক্ষণ করে, অনুশীলন করে শিশু শিখে থাকে। শিশুর এই শিখন ত্বরান্বিত করার জন্য আমাদের উচিত শিশুবান্ধব পরিবেশ নিশ্চিত করা, যাতে শিশুর শিক্ষা পরিপূর্ণ হয়। শিশুর শিখনের ক্ষেত্রে মা-বাবা, শিক্ষক তথা বড়দের রয়েছে বিরাট ভূমিকা। শিক্ষক হিসেবে আমরা যদি বিদ্যালয় তথা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে শিশুতোষ পরিবেশ এবং শিশুদের শিখনের জন্য প্রয়োজনীয় সঠিক উপাদান নিশ্চিত করতে পারি তাহলে শিশুদের শিখন উন্নয়ন সম্ভব। জন্মের সময় মানুষ অতি সামান্যই প্রবৃত্তিগত শিক্ষা নিয়ে আসে জীবনধারণের জন্য বা সমাজে বসবাসের জন্য ধীরে ধীরে অনেক কিছুই তাকে শিখতে হয়। আসলে প্রতিটি প্রাণীকেই তার জীবনধারণের জন্য অনেক কিছু শিখতে হয়। সকল প্রাণীর ক্ষেত্রে শিখনের এই প্রবণতা আছে, তবে মানুষের ক্ষেত্রে শিখনের এই প্রবণতাটি অত্যধিক। জীবনে শিক্ষা অর্জনের জন্য নানা উপায় বা উৎস রয়েছে। যারা এগুলোর প্রতি যথাযথ মনোযোগ দেয় তারাই সঠিক অর্থে শিক্ষিত হয় এবং উন্নত জীবনের ধারক ও বাহক হয়। তা না হলে মানুষের জীবনমান অনুন্নত ও নিম্নস্তরেই থেকে যায়। জীবনকে উন্নত করার জন্য আমাদের অনেক কিছুই শিখতে হয়। প্রতিনিয়ত আমরা অনেক কিছু শিখি। ছোট থেকে বড় হওয়ার পর আমরা হাঁটতে শিখি, সাঁতার শিখি, গাছে চড়তে শিখি, লেখাপড়া শিখি ইত্যাদি। আমাদেরকে হয়তো কেউ এগুলো বলে দেয়নি তবু আমরা শিখেছি। শিখন মূলত অভিজ্ঞতা বা অনুশীলনের ফলে আচরণের তুলনামূলক স্থায়ী পরিবর্তন।

শিখন কী

শিখনের সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ :

- শিখন হলো আচরণের মধ্যে এমন একটি স্থায়ী পরিবর্তন, যা অন্তর্দৃষ্টি, অভিজ্ঞতা বা অনুশীলনের মাধ্যমে অর্জিত হয়।
- শিখন বলতে বোঝায় নতুন কোনো জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি ও অভিজ্ঞতা অর্জন।
- অভিজ্ঞতার মাধ্যমে নতুন কিছু আয়ত্ত করাই হলো শিখন।
- শিক্ষাবিদ Kimbu Will তার Teaching for better schools শীর্ষক পুস্তকে শিখনের সংজ্ঞা দিয়েছেন 'The process of change in a person through interaction is learning.'

সাধারণ অর্থে শিখন বলতে বোঝায় মানুষের আচার-আচরণে পারস্পরিক ক্রিয়ার মাধ্যমে পরিবর্তন আনয়ন করা। এ পারস্পরিক ক্রিয়ার উপাদানগুলো হলো (ক) শিক্ষার্থী (খ) শিক্ষক (গ) বিষয় (ঘ) পরিবেশ (ঙ) উপকরণ। নিচে এর ক্রিয়া-প্রক্রিয়া ডায়াগ্রামের মাধ্যমে বর্ণিত হলো

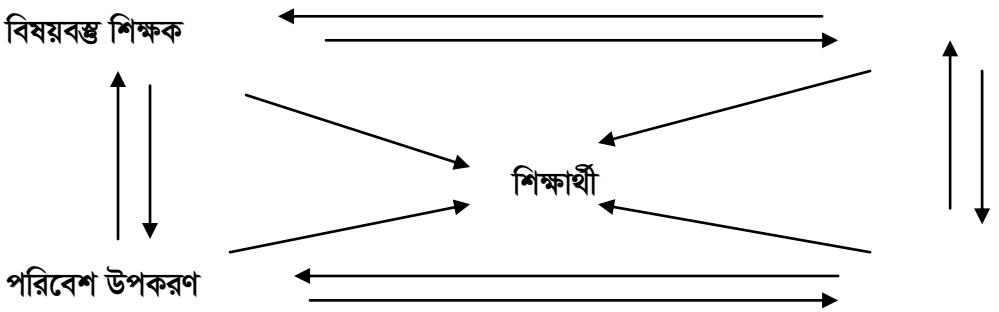

শিখন এমন একটি প্রক্রিয়া, যা কতগুলো উপাদানের ওপর ভিত্তি করে ধাপে ধাপে সম্পন্ন হয়। শিখন প্রক্রিয়ার উপাদানগুলো হলো অভিপ্রায়, লক্ষ্য, বাধা ও চেষ্টা। সমস্যার সমাধান বা অভাববোধ থেকে শিখনের সূত্রপাত এবং সমস্যার সমাধান বা অভাব পূরণে এর সমাপ্তি। মানুষ সমস্যা সমাধানের জন্য লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য স্থির করে কিন্তু লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের মধ্যে একাধিক বাধা থাকায় সহজে লক্ষ্য অর্জিত হয় না। শিখনের কোনো সহজ পথ নেই। ঠেকেই মানুষকে শিখতে হয়। লক্ষ্য অর্জনে অগ্রসর হতে যখন মানুষ বাধাপ্রাপ্ত হয় তখন সে বাধা অতিক্রম করতে উপায় খুঁজতে থাকে। সে চেষ্টা করে একদিন বাধা অতিক্রম করে লক্ষ্যে পৌঁছাবে এবং ভবিষ্যতে এ রকম বাধা এলে তার অভিজ্ঞতার সাহায্যে সহজেই অতিক্রম করতে পারবে। এটাই হলো শিখন প্রক্রিয়া। নিম্নে রেখাচিত্রের মাধ্যমে তা প্রকাশ করা হলো–

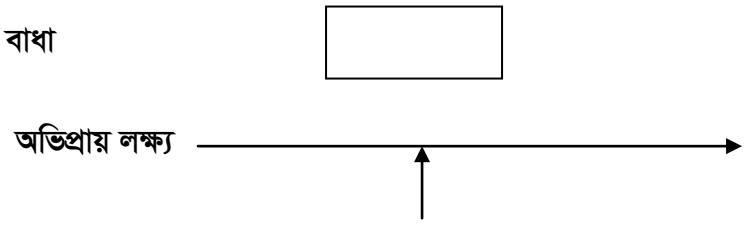

শিখনের পর্যায় : শিখনের পর্যায় ৪টি–

- জানা
- বোঝা
- গ্রহণ করা
- প্রয়োগের সামর্থ্য

শিখন প্রক্রিয়ার ধাপ

নিম্নে শিখন প্রক্রিয়ার ধাপগুলো আলোচিত হলো–

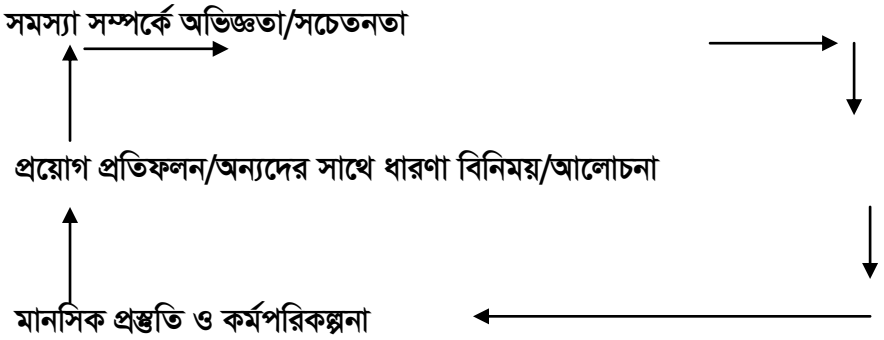

শিশুদের শেখার বিভিন্ন উপায়

আগ্রহ, ঝোঁক, মনোভাব ও মনোযোগ বিবেচনা করে শিক্ষা মনোবিজ্ঞানীরা শিশু শিক্ষার বিভিন্ন উপায় বর্ণনা করেছেন। সেগুলো হলো–

১. শিশু অনুকরণ করে শেখে
২. পর্যবেক্ষণ করে শেখে
৩. অনুসন্ধানের মাধ্যমে শেখে
৪. প্রশংসা ও স্বীকৃতির ফলস্বরূপ শেখে
৫. গল্পের মাধ্যমে শেখে
৬. অভিনয়ের মাধ্যমে শেখে
৭. খেলার মাধ্যমে শেখে
৮. দলের অন্যদের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে শেখে।

বয়স্ক ও শিশুদের শিখন প্রক্রিয়ার তুলনা

সূচক অনুযায়ী বয়স্ক ও শিশুদের শিখন প্রক্রিয়ার তুলনামূলক আলোচনা করা হলো–

বৈশিষ্ট্য	শিশু	বয়স্ক
শিক্ষার্থীদের ধরন	নির্ভরশীল। সাধারণত সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধান ছাড়া ভালো কাজ করে না।	স্বপরিচালিত ও স্বনিয়ন্ত্রিত। অন্য কারো নিয়ন্ত্রণ ছাড়াই ভালো কাজ করতে পারে।
শিক্ষার্থীর অভিজ্ঞতার ভূমিকা	সীমিত– তাই গুরুত্বপূর্ণ বা সম্পর্কযুক্ত বলে বিবেচিত হয় না।	সমৃদ্ধ ও বৈচিত্র্যময় শিখনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ পরিসম্পদ হিসেবে কাজ করে।
শেখার প্রস্তুতি	বয়স ও ব্যক্তিত্বের আলোকে পরিচালিত।	বাস্তব কর্মকাণ্ড ও সামাজিকভাবে প্রয়োগযোগ্য।
শিখনের বিষয়াবলি	সাধারণত বিষয়কেন্দ্রিক।	সমস্যাকেন্দ্রিক।
শিক্ষকের ভূমিকা	উত্থাপিত প্রশ্নের উত্তর নিজের মতো করে দেয়।	শিক্ষার্থী কর্তৃক চিহ্নিত সমস্যাবলির সমাধান অনুসন্ধান করার জন্য শিক্ষার্থীকে সহায়তা প্রদান করেন।

শিখনের কৌশল ও উপাদান :

শিখতে হলে যে কেবল শিক্ষক বা হাতে-কলমে কেউ কাউকে শিখিয়ে দেবেন তা নয়। নানা উপায়ে আমরা শিখতে পারি। নিজেরা চেষ্টা করে, অন্যকে দেখে বা অন্যের কাছ থেকে শুনেও আমরা শিখতে পারি। শেখার অর্থই হলো নতুন কিছু আয়ত্ত করা। বলা যেতে পারে, যে প্রক্রিয়া মানুষের মধ্যে কাঙ্ক্ষিত ও তুলনামূলক স্থায়ী পরিবর্তন আনতে পারে, তাই শিক্ষা। অতএব শিক্ষাটা কেবল লেখাপড়া বা বইপত্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। যে ব্যক্তি কোনো দিনও স্কুলে যায়নি তার মধ্যেও অনেক ধরনের শিক্ষা আছে, যা হয়তো কোনো বইপত্রে পাওয়া যায় না। মানুষ মাত্রই জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত শিক্ষা লাভ করে। শেখার গোড়াতেই থাকে কতকগুলো ভুল এবং

সেগুলো শোধরাতে গিয়েই ক্রমে ক্রমে শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়। শিক্ষার সঙ্গে জড়িত আছে পরিপক্বতা। যে শিশু হাঁটতে শেখেনি তাকে সাইকেল চালাতে দিলে পারবে না। তাই শিক্ষার পূর্বে পরিপক্বতার প্রয়োজন। শারীরিক ও মানসিকভাবে একটি শিশু যখন যে শিক্ষার জন্য উপযুক্ত হয় তখন তাকে সেই শিক্ষা দেয়া প্রয়োজন। এই সকল আলোচনায় দেখা যায় শিখন ব্যাপারটি অত্যন্ত ব্যাপক ও গভীর তাৎপর্য বহন করে। এগুলো বোঝার জন্য শিখনের সহায়ক কতগুলো কৌশল ও উপাদান সম্পর্কে ধারণা থাকা প্রয়োজন।

নিচে শিখনের কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ কৌশল ও উপাদানের আলোচনা করা হলো :

- পর্যবেক্ষণ : মনে করুন আপনি কাপড়ে ফুল তুলবেন বা কাঠমিস্ত্রির মতো নকশা করা আসবাব বানানো শেখাবেন। সে ক্ষেত্রে শুনে আপনি তা আয়ত্ত করতে পারবেন না। কিন্তু আপনি যদি কাউকে কাপড়ে ফুল তুলতে দেখেন বা কাঠমিস্ত্রির কাজ গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেন তাহলে আপনি ভালোভাবে তা শিখতে পারবেন। এ জন্য শেখার একটি অন্যতম মাধ্যম হলো পর্যবেক্ষণ করা। পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষা লাভ করা যায়।

- অনুশীলন : কোনো কিছু বারবার চর্চা করাই হলো অনুশীলন। শিক্ষা লাভের ক্ষেত্রে অনুশীলনের গুরুত্ব অনেক। কোনো কাজ যদি একবার পর্যবেক্ষণ করে শিখে নেয়া যায় তার জন্য প্রয়োজন অনুশীলন করা। যেমন– গান শেখা, যে তত বেশি অনুশীলন করবে তার শিক্ষা তত ভালোভাবে হবে।

- প্রেষণা : প্রেষণার সহজ বাংলা প্রতিশব্দ হলো গরজ। এই গরজ এক ধরনের শক্তি, যা মানুষকে কোনো কাজে নিয়োজিত করে এবং সে কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাকে সেই কাজে লিপ্ত রাখে। প্রেষণার সৃষ্টি হয় অভাববোধ থেকে। অর্থাৎ আমাদের মাঝে কোনো কিছুর অভাব হলে প্রেষণা বা গরজের সৃষ্টি হয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে, কোনো এক শিশুর সকল বন্ধু মিলে নদীতে সাঁতার কাটছে কিন্তু সে সাঁতার জানে না। এখন তার মধ্যে এক ধরনের গরজের সৃষ্টি হতে পারে যে সে তার বন্ধুদের মতো সাঁতার শিখবে। এরপর সে সাঁতার শিখতে পারে। এটাই হলো সাঁতার শেখার জন্য ঐ ব্যক্তির প্রেষণা। এ প্রেষণাই তাকে সাঁতার শিখতে উদ্বুদ্ধ করবে।

- উৎসাহ প্রদান : কোনো কাজ করার জন্য যখন লাভজনক কোনো কিছু পাওয়া যায় তাকেই বলে বলবর্ধক। যেমন– মা তার শিশুটিকে পড়তে উৎসাহিত করার জন্য বলতে পারেন, এবার তুমি পরীক্ষায় ভালো করলে তোমাকে একটি সুন্দর খেলনা কিনে দেব। এই পুরস্কার প্রাপ্তির আশায় শিশুটি লেখাপড়ায় উৎসাহিত হতে পারে। কারণ তার সামনে একটি পুরস্কার ঝুলছে। আসলে এই পুরস্কারই হলো বলবর্ধক, যার মাধ্যমে কোনো শিশু শিক্ষা লাভ করতে পারে। শিক্ষকের বলা প্রশংসাসূচক কথা, শিশু কোনো কিছু লিখলে এবং শিক্ষক তা দেখে খুব ভালো হয়েছে, ভালো হয়েছে, অত্যন্ত ভালো হয়েছে ইত্যাদি অথবা নম্বর দেবেন বলে উল্লেখ করলেও তা বলবর্ধক হিসেবে গণ্য হবে।

- বয়স : মনে করুন আপনি প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণির একজন শিক্ষার্থীকে তিন অঙ্কের যোগ শেখাবেন। সে কি পারবে? না। সে পারবে না, কারণ ঐ শিক্ষা নেয়ার মতো যথেষ্ট পরিপক্বতা বা উপযুক্ত বয়স ঐ শিশুটির হয়নি। সে জন্য কিছু কিছু শিক্ষা দেয়ার জন্য শিশুর উপযুক্ত বয়সের প্রয়োজন।

- পূর্ব অভিজ্ঞতা : কিছু বিষয় আছে যা শেখার জন্য মানুষের পূর্ব অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হয়। পূর্বজ্ঞান পরবর্তী শিখনের পক্ষে সহায়ক হয় অর্থাৎ নতুন বিষয় শিখনকে ত্বরান্বিত করে। তা না হলে এর জন্য অধিক সময়ের প্রয়োজন হয়।

শিক্ষা লাভের ক্ষেত্রে জন্য আরও অনেক কৌশল আছে, সেগুলো হলো–

• দেখে • গন্ধ নিয়ে • কল্পনা করে • তুলনা করে • অংশগ্রহণ করে • দলে কাজ করে • গল্পের মাধ্যমে • বই পড়ে • অভিনয়ের মাধ্যমে	• প্রশ্ন করে • অনুকরণ করে • খেলে • গান করে • নির্দেশনা থেকে • একাকী চিন্তা করে • অনুসন্ধান করে • নাচের মাধ্যমে • শুনে	• স্বাদ নিয়ে • ছবির মাধ্যমে • তুলনা করে • নাড়াচাড়া করে • ছড়ার মাধ্যমে • বারবার চেষ্টা করে • পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে

শিখনের পরিবেশ

শিশুর শেখার জন্য পরিবেশ একটি অপরিহার্য উপাদান। সঠিক পরিবেশ না পেলে শিশুর শিক্ষা পরিপূর্ণতা লাভ করে না। শিশুরা তার চারপাশের পরিবেশ ও মানুষের সঙ্গে মিশে, কথাবার্তা বলে, লেনদেন করে ও ভাব বিনিময়ের মাধ্যেমে শেখে। তাই আমাদের এমন অবস্থা বা পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে, যেখানে শিশু তার সবগুলো ইন্দ্রিয়কে পরিপূর্ণভাবে বিকশিত করার সুযোগ পায়। শিশুর শিক্ষার জন্য পরিবেশ যে রকম হওয়া উচিত :

- ঘরোয়া পরিবেশ থেকে শিশুর শিক্ষা শুরু হয়। তাই শিশুর মধ্যে ভালো কিছু দেখতে হলে আগে ঘর ঠিক করতে হবে। ঘরে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ তৈরি করতে হবে। পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও সহনশীল হতে হবে। ফলে শিশুর মধ্যে সহনশীল, ধৈর্যশীল ও মিলেমিশে থাকার মনমানসিকতা তৈরি হবে।
- শিশুর জন্মের পর থেকেই তার পাঁচটি ইন্দ্রিয় কাজ করা আরম্ভ করে। তাই আমাদের এমন পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে, যাতে সে তার সকল ইন্দ্রিয় ব্যবহারের মাধ্যমে সঠিক শিক্ষালাভের সুযোগ পায়। যেমন– শিশুর সাথে কথা বলতে হবে, তাকে ধরতে হবে, তাকে কোলে নিতে হবে, মানুষের গলার স্বর শিশুর শোনার জন্য এবং দেখার জন্য মানুষের মুখ (বিশেষ করে তার আপনজন) খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তা ছাড়া শিশুরা নানা রকম জিনিস দেখতে, ধরতে এবং তা নিয়ে খেলতে পছন্দ করে। তবে সব সময় শিশুকে একই খেলনা/জিনিস দেয়া উচিত নয়, কারণ তার নতুন নতুন অভিজ্ঞতার প্রয়োজন।
- সকলেরই বন্ধু প্রয়োজন। মা-বাবা হবেন শিশুর বড় বন্ধু। তা ছাড়া বাবা-মা অন্যের সাথে শিশুর বন্ধু বানাতে সাহায্য করতে পারেন। অন্যের সাথে খেলার সময় শিশু ধৈর্যশীলতা, নেতৃত্ব অনুসরণ করা, মতবিনিময় করা, অন্যকে সাহায্য করা এবং সমস্যার সমাধান করতে শেখে। শিশুর খেলার পরিবেশ নিরাপদ রাখার ব্যাপারে মা-বাবা, শিক্ষক এবং অন্যদের সচেতন থাকতে হবে।

এ ছাড়া নিম্নেবর্ণিত পরিবেশ নিশ্চিত করার ব্যাপারে সচেষ্ট হতে হবে :

বিদ্যালয়ের পরিবেশ–

- শিশুর মানসিক আনন্দ ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা
- শিশুর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা
- শিশুকে ভালোবাসা ও আনন্দে রাখা
- শিশুর মতামতকে গুরুত্ব দেয়া
- শিশুর সাথে মেলামেশা ও খেলার সুযোগ তৈরি করা
- শিশুকে স্বাধীনভাবে চিন্তা করার সুযোগ তৈরি করা
- অভিভাবকদের সহজ প্রবেশাধিকার

বস্তুগত পরিবেশ

- শিশুর বয়স ও বিকাশ উপযোগী উপকরণ থাকা

- আকর্ষণীয় খেলনা সামগ্রী
- বন্ধুবান্ধব ও খেলার সাথি
- পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ
- নিরাপদ পানি ও পুষ্টি নিশ্চিত করা
- শিশুর জন্য পর্যাপ্ত খেলাধুলা ও বিনোদনের ব্যবস্থা করা
- সৃজনশীল কর্মকাণ্ডের জন্য উপকরণাদি
- ঔষধপত্র এবং ঝুঁকিপূর্ণ/ক্ষতিকারক দ্রব্যাদি না রাখা
- বাইরে খেলার সুযোগ থাকা
- শারীরিক ও মানসিক বিকাশের উপকরণাদি পর্যাপ্ত থাকা

শিশুরা জাতির ভবিষ্যৎ। সে জন্য জাতির উন্নতির জন্য শিশুকে সঠিক শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়া প্রয়োজন। শিশু শুধু বই পড়ে, স্কুলে গিয়ে শেখে তা নয়, বরং নানা মাধ্যমে, নানা উপায়ে শিশু শিক্ষা লাভ করতে থাকে। শিশুর শিক্ষা লাভের উপায়, পরিবেশ, তথা নানা পারিপার্শ্বিকতা আমাদেরকে শিশুবান্ধব করে তুলতে হবে, যাতে শিশু একটি নির্ভয় পরিবেশে সঠিক শিক্ষা লাভের মাধ্যমে তার সর্বাঙ্গীণ উন্নয়ন ঘটাতে পারে।

মানুষ যখন কোনো নতুন বিষয় শেখে বা ধারণা লাভ করে তা সে করে তার বর্তমান ধ্যান বা ধারণা ব্যবহার করে। যে ধারণা বা জ্ঞান মানুষ ইতোমধ্যে আয়ত্ত করেছে তার সাথে নতুন জ্ঞানকে সম্মিলন কীভাবে করা যায় সে বিষয়ে কৌশল খুঁজে পূর্বজ্ঞান বা অভিজ্ঞতার সাথে নতুন জ্ঞান বা অভিজ্ঞতাকে সমন্বিত করে। মানুষের বর্তমান জ্ঞান, যাকে আমরা জ্ঞানমূলক কাঠামো (Cognitive structure) বলতে পারি তা জন্মকালে শূন্য থাকে এবং শিশুর বৃদ্ধি প্রাপ্তির সাথে সাথে তা বিকশিত হতে থাকে। ভাষার ব্যবহারে দক্ষতা জ্ঞান সৃষ্টির একটি উপকরণ। একটি স্বাভাবিক শিশু তিন বছর বয়সে তার দৈনন্দিন জীবনে ভাষা বিষয়ে কাজ চালানোর মতো দক্ষতা লাভ করে।

ভাষা পরিপূর্ণ আয়ত্ত হলে জ্ঞান কাঠামো দ্রুত বিকশিত হয়। লিখিত ভাষা পড়ে অর্থোদ্ধার করতে পারলে সামগ্রিক জ্ঞান কাঠামো দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং তা ঘটে ৫-৬ বছর বয়স থেকে।
মুখস্থ করে শেখা এবং অর্থসহ শিখনের মধ্যে পার্থক্য হলো মুখস্থ করে শেখার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী নতুন জ্ঞানের সাথে তার বর্তমান জ্ঞানের সমন্বয়ের কোনো চেষ্টাই করে না। নিম্নের ছবিতে এ বিষয়টি ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

চিত্র : শিখন সম্পর্কিত ধারণা সম্পর্কে প্রস্তাবনা (ডেবিড অসবেল- ২০০০)।

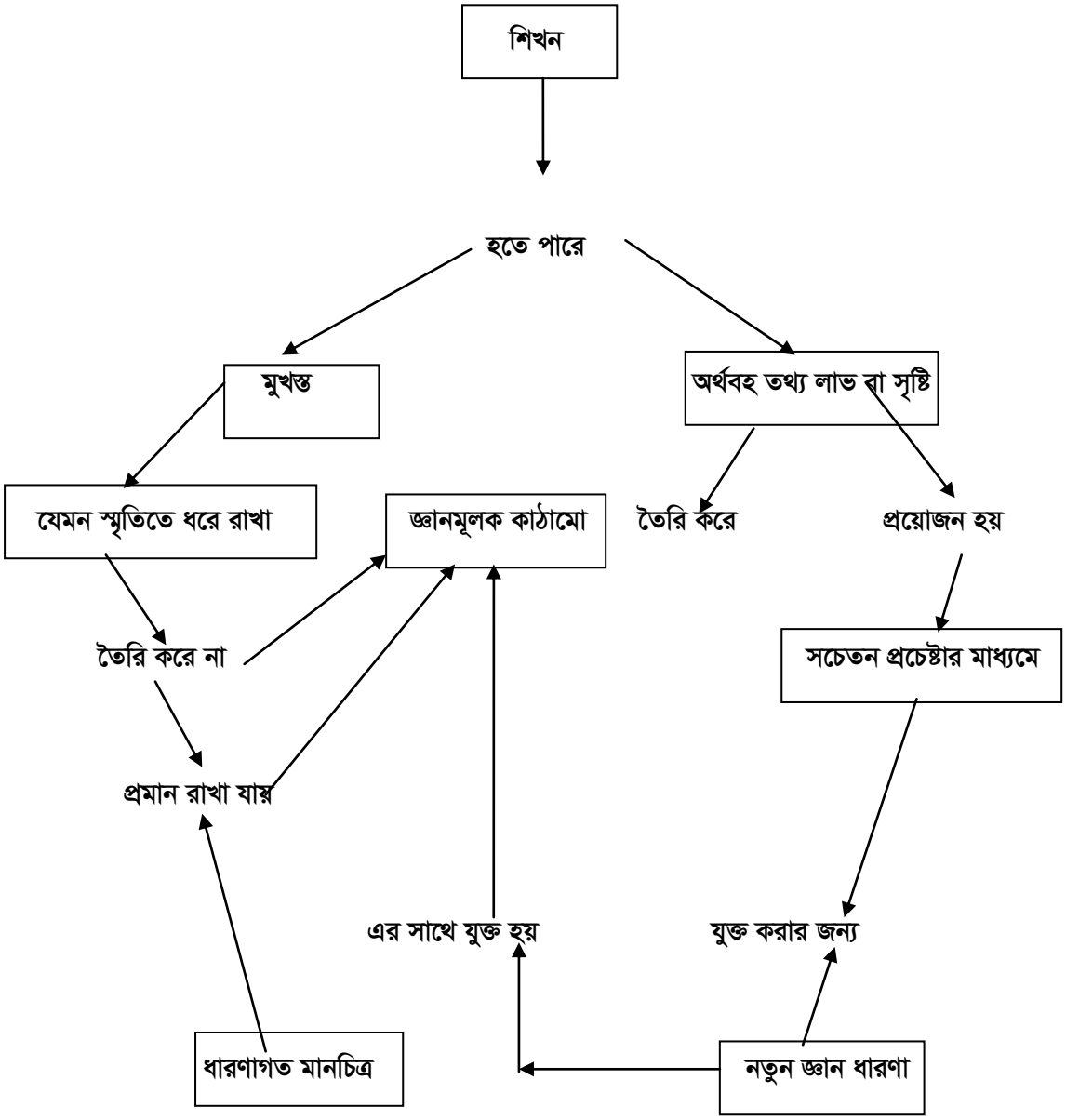

শিখনের ক্ষেত্রে শিক্ষকের এবং বিদ্যালয়ের ভূমিকা কী হতে পারে? অর্থাৎ শিক্ষাক্রম, শ্রেণির পরিবেশ, শিখন উপকরণ ইত্যাদিসহ শিখন শেখানো কৌশল শিখনকে সহায়তা দেয়ার জন্য অথবা শিখনকে দ্রুত করার জন্য কীভাবে ব্যবহৃত হতে পারে অথবা শিক্ষক কীভাবে তা ব্যবহার করতে পারেন। আধুনিককালে যে তত্ত্বগুলো শিক্ষার ক্ষেত্রে অনুসরণ করা হয় সেগুলোর মূল কথা অথবা এই সম্পর্কিত গবেষণালব্ধ তথ্য স্পষ্টভাবে বলে যে, শিক্ষক অথবা কোনো উপকরণ শিক্ষার্থীদের মধ্যে জ্ঞান সঞ্চারিত করে না বরং একজন শিক্ষার্থী সে শিশু হোক অথবা বয়স্ক হোক, শিক্ষকের এবং প্রাপ্ত তথ্যের সহায়তায় জ্ঞান নির্মাণ করেন। এ ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর মস্তিষ্কসহ তার পরিবেশ, তার অভিজ্ঞতা ইত্যাদি একটি বড় ভূমিকা পালন করে। সুতরাং একদিকে যেমন শিক্ষকগণ সাম্প্রতিককালের মনোবিজ্ঞানীদের থেকে এ সম্পর্কিত ধারণা লাভ করবেন, অন্যদিকে তারা শ্রেণিকক্ষে নিয়মিত অনুশীলনের মাধ্যমে এই কৌশলগুলো আয়ত্ত করবেন। এ ক্ষেত্রে যে শিখন সম্পর্কিত তত্ত্বগুলো ও প্রাসঙ্গিক তা নিম্নে বর্ণিত হলো– Sensory stimulation Theory এই তত্ত্ব অনুসারে

প্রধানত বিভিন্ন ইন্দ্রিয় বিশেষ করে প্রত্যক্ষণের কাজে উদ্দীপনা সৃষ্টির ওপর বেশি গুরুত্বারোপ করা হয়। স্পর্শ করা, শোনা, ঘ্রাণ লাভ করা প্রভৃতি ক্ষেত্রে উদ্দীপনা সৃষ্টির মাধ্যমে মানুষ কোনো বিষয় সম্পর্কে ধারণা লাভ করে।

Facilitation theory : কার্ল রজারস এবং অন্যরা 'সহায়তার মাধ্যমে শিখন তত্ত্ব' প্রণয়ন করেছেন। শিক্ষক শিখনের ক্ষেত্রে প্রধানত সহায়কের ভূমিকা পালন করেন। কোনো শিক্ষার্থী যখন কোনো কিছু শিখছে তখন তা নিয়ন্ত্রণ করে, কখনও শুধু নির্দেশনা দিয়ে, কিছু আভাস কিংবা পরামর্শ দিয়ে শিক্ষার্থীকে সহায়তা দানের মাধ্যমে তার জ্ঞান বা ধারণা সৃষ্টির ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখেন। সে ক্ষেত্রে একজন সহায়কের ভূমিকা হলো, তিনি শিক্ষার্থীর কথা মনোযোগ দিয়ে শোনেন। বিশেষ করে তার প্রতিক্রিয়ার যথাযথ মূল্য দিয়ে থাকেন, তিনি নিজের ধারণাকে আঁকড়ে ধরে থাকেন না। শিক্ষার্থীর ইতিবাচক বা নেতিবাচক উভয় মতামতকেই যথাযথ আমলে নেন এবং সেই প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে তাদের জ্ঞান বা ধারণার সৃষ্টিতে প্রয়োজনীয় সহায়তা দেন। শিক্ষার্থীরা নিজেরাই শেখার দায়িত্ব গ্রহণ করে। আবার তাদের নিজ অভিজ্ঞতা এবং অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে নতুন ধারণাকে জ্ঞান কাঠামোতে (Cognitive Structure) অন্তর্ভুক্ত করেন। এ ছাড়া তাদের সবচেয়ে মূল্যবান মূল্যায়ন হলো আত্মমূল্যায়ন অর্থাৎ কোনো সমস্যার তাৎপর্যপূর্ণ সমাধান অথবা ফলাফল পাওয়ার ক্ষেত্রে তাদের নিজেদের বুদ্ধি-বিবেচনা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এ ক্ষেত্রে শিক্ষক শিক্ষার্থীকে প্রয়োজনীয় উৎসাহ প্রদান করে থাকেন।

Experiential learning : ডেভিড কোলব শিখন প্রক্রিয়ার চার স্তরবিশিষ্ট একটি মডেল তৈরি করার মাধ্যমে অভিজ্ঞতালব্ধ শিখনকে ব্যাখ্যা করেছেন। কোলব-এর মডেল মানুষের শিখন প্রক্রিয়াকে খুবই পরিষ্কারভাবে এবং উপলব্ধির উপযোগী করে বর্ণনা করেছেন। শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী উভয়ের কাছেই এ তত্ত্বের প্রভূত প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। মডেলটি নিম্নরূপ :

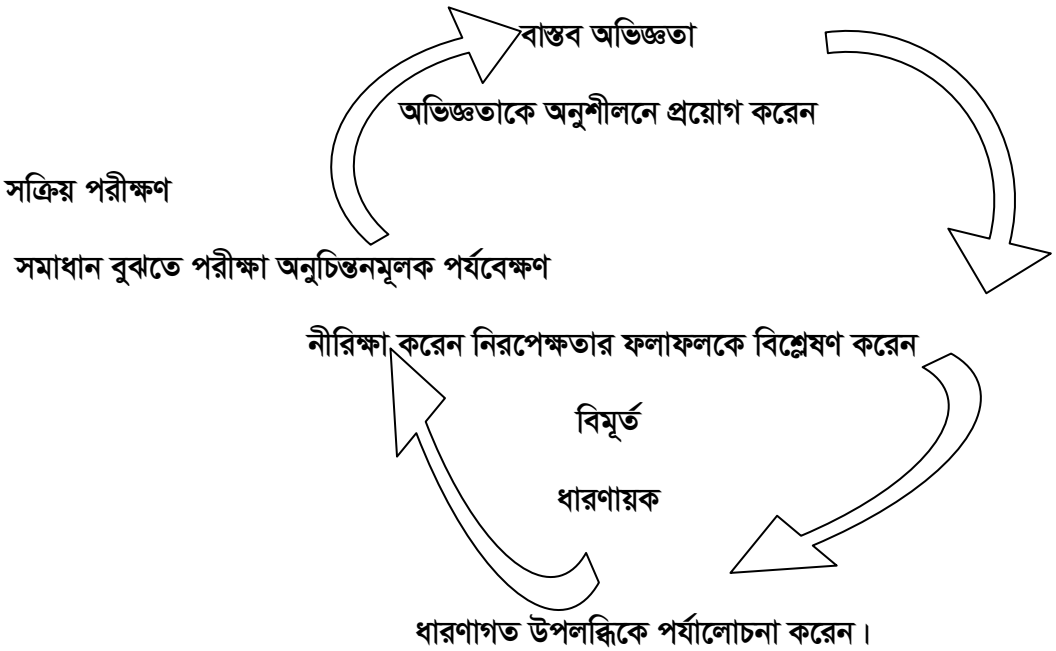

কোলব তার গবেষণার মাধ্যমে দেখিয়েছেন সব মানুষ মোটামুটিভাবে উল্লিখিত চারটি উপায়ে শিখন লাভ করে থাকে। তবে শেষাবধি একটি উপায় তার মধ্যে স্থায়ী হয়, অন্য উপায়গুলো ধীরে ধীরে চাপা পড়ে। উপরোল্লিখিত শিখন চক্র দ্বারা যা বোঝায় তা হলো–

- বাস্তব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে
- পর্যবেক্ষণ এবং অনুশীলনের মাধ্যমে
- বিমূর্ত ধারণা সৃষ্টির মাধ্যমে
- সক্রিয় পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে

ডিপিএড শ্রেণিকক্ষে শিখন শেখানো কার্যক্রম

শিক্ষকের সার্বিক প্রস্তুতি অনুশীলনের ক্ষেত্র হচ্ছে বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষ। তার পরিকল্পিত শিক্ষণ কার্যক্রমের বাস্তব প্রতিফলন ঘটে এখানে। আবার এমনও হয় যে, শ্রেণিকক্ষ বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে অনেক সময় তাঁকে তাৎক্ষণিকভাবে পরিকল্পনায় পরিবর্তন বা সংশোধন আনতে হয়। এটা করতে হয় মূলত শিক্ষার্থীদের শিখনকে ফলপ্রসূ ও টেকসই করার স্বার্থে। বিষয়বস্তুর ধরণ বা প্রকৃতি অনুযায়ী শিক্ষকের দৈনন্দিন শিক্ষণ পরিকল্পনায় কিছুটা ভিন্নতা থাকবে এটাই স্বাভাবিক। এসব ভিন্নতার প্রেক্ষাপট বা কারণ মাথায় রেখে আমাদের প্রতিদিনের শ্রেণিকক্ষ শিখন শেখানোতে যে কাজগুলো সাধারণভাবে করতে হয় সেগুলো এখানে সংক্ষেপে উপস্থাপিত হয়েছে।

১. একীভুত শিক্ষার ধারণার আলোকে শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনা

শ্রেণিকক্ষে প্রবেশের পর শিক্ষার্থীদের সাথে শুভেচ্ছা ও কুশল বিনিময়, তাদের মনোযোগ আকর্ষণ ইত্যাদি শিক্ষকের সাধারণ কাজের আওতায় পড়ে। এরপর আমরা স্বল্প সময়ের মধ্যে (পাঠ পরিকল্পনায় বর্ণিত) শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনা সেরে ফেলব। এখানে শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনা বলতে শিক্ষার্থীদের আসনগত ব্যবস্থাপনার দিকটি বোঝানো হয়েছে। মূল ব্যবস্থাপনায় শিখন শেখানোর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পাঠে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ ধরে রাখা, কাজে অংশগ্রহণ, শিক্ষকের নির্দেশনা মতো সকল কাজ সুষ্ঠূভাবে সম্পাদন ইত্যাদিকে অন্তর্ভুক্ত করে। শিক্ষার্থীদের আসন ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে আমরা বিশেষ চাহিদা বা বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনবোধে সামনের দিকের আসনে বসার ব্যবস্থা করে দিব, বেশি পারগ, মধ্যম পারগ ও কম পারগ শিক্ষার্থীদের সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে বসার নির্দেশনা দিব যাতে দলীয় কাজের জন্য দল গঠন সহজে ও স্বল্প সময়ে সম্পন্ন হয়। আমাদের যাদের বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষে এরকম আসন বন্দোবস্ত আছে, তারা নিশ্চিত হব শিক্ষার্থীরা অনুরূপভাবে আসনে বসেছে কি না। এরপর মৌখিকতা পাঠ ঘোষণা করব ও বোর্ডে লিখব। সুবিধা থাকলে পাওয়ার পয়েন্টে দেখাব।

২. শিক্ষাক্রমিক উদ্দেশ্য/ অর্জনোপযোগী যোগ্যতার স্পষ্ট ব্যাখ্যা প্রদান

পাঠ ঘোষণার পর শিখন উদ্দেশ্য যেটি পাঠ পরিকল্পনায় উল্লেখ করেছি তা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শিক্ষার্থীদের কাছে সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করব। মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রমের মতো সাধারণ আচরণিক বা বিশেষ উদ্দেশ্যের উদ্দেশ্যের উল্লেখ চলতি প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রমে নেই। তার পরিবর্তে প্রান্তিক যোগ্যতা এবং সেগুলোকে শ্রেণিভিত্তিক অর্জনোপযোগী যোগ্যতায় বিভক্ত করা হয়েছে। তবে ২০১১ সালের প্রাথমিক শিক্ষাক্রমে বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট ৯টি উদ্দেশ্য ও ১৫টি প্রান্তিক যোগ্যতা রয়েছে। আমরা পাঠের শুরুতে পাঠ সংশিষ্ট অর্জনোপযোগী যোগ্যতা এবং এর উদ্দেশ্য সহজ সরলভাবে শিক্ষার্থীদের কাছে ব্যাখ্যা

করতে পারি। এরূপ ব্যাখ্যার তাৎপর্য এই যে, তা শিক্ষার্থীদের পাঠের প্রতি মনেযোগী করে তোলে, পাঠ অনুধাবনে সহায়তা করে এবং তারা বিষয়বস্তুর প্রাসঙ্গিকতা ধরতে পারে। যেমন, আপনি তৃতীয় শ্রেণিতে পড়ানোর শুরুতে "পরিবার ও বিদ্যালয়ে আমাদের কাজ" পাঠটির "পরিবারে আমাদের কাজ" শীর্ষক পাঠ ঘোষণা করেছেন। এই বিষয়বস্তুর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা তৃতীয় শ্রেণিতে অর্জনোপযোগী যোগ্যতা অনুযায়ী "পরিবারের সদস্য হিসেবে নিজ অধিকার ও কর্তব্য বুঝবে এবং ঘরের সহজ কাজকর্মে অংশগ্রহণ করবে।" আপনার পাঠ ঘোষণার পাশাপাশি এই অর্জিতব্য যোগ্যতাটির সহজ সরল বিশ্লেষণ শিক্ষার্থীদের পাঠটি সম্পর্কে সাধারণ ধারণা সংগঠনে ভূমিকা রাখবে।

৩. পাঠ উপস্থাপনা

আমাদের শিখন শেখানোর মূল এবং গুরুত্বপূর্ণ পর্যায় এটি। এ পর্যায়েই আমরা আমাদের পূর্ব পরিকল্পিত ও প্রস্তুতিমূলক কাজের অধিকাংশ অনুশীলন করব। আমরা ইতোপূর্বে যেসব পদ্ধতি ও কৌশল নির্বাচন করেছি, সেগুলোর সফল ব্যবহারের মাধ্যমে বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীদের কাছে উপস্থাপন করব। পাঠ উপস্থাপনা তথা শিখন শেখানো প্রক্রিয়ায় প্রযুক্তিগত সহায়ক সামগ্রি যেমন কম্পিউটার, ওএইচপি (Over Head Projector) বা মাল্টিমিডিয়া ইত্যাদি যা আমাদের আছে তা ব্যবহার করব। এ পর্বে আমরা আরও যা করবঃ

(i) ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

পাঠ উপস্থাপনের ধারাবাহিক প্রক্রিয়ায় আমরা ইতিপূর্বে বিষয়বস্তুতে যে সব ব্যাখ্যাযোগ্য পদ, প্রত্যয়, শব্দ, তত্ত্ব ইত্যাদি চিহ্নিত করেছি এবং পাঠ পরিকল্পনায় টুকে নিয়েছি, সেগুলো আলোচনার ধারাবাহিকতায় ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করব। ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের জন্য আমরা সহজ সরল উদাহরণ, সাদৃশ্য বৈসাদৃশ্য, রূপক, প্রদর্শন, প্রশ্নকরণ, পরিমিত ও শালীন রসিকতা ইত্যাদি নানা কৌশল প্রাসঙ্গিকভাবে ব্যবহার করব। উদাহরণ দিব শিক্ষার্থীদের চেনা জানা পরিবেশ বা বাস্তব ক্ষেত্র থেকে। যেমন, পরিবেশ সংশিষ্ট শিক্ষণে আমরা সহজেই আমাদের পরিচিত পরিবেশ থেকে উদাহরণ দিতে পারি। তেমনি পরিবার বিষয়ে পড়াতে গিয়ে শিশুদের নিজ নিজ পরিবার প্রসঙ্গে বলতে দিতে পারি। মূল্যবোধসমূহের ক্লাসে পরিচিত বিভিন্ন প্রথিতযশা ব্যক্তির জীবনী ও কর্মকান্ডে মূল্যবোধের অনুশীলন সম্পর্কে বলতে পারি।

বিষযবস্তু ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের কৌশল ব্যবহারের পাশাপাশি আমরা সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে আমাদের তৈরি বা সংগ্রহকৃত উপকরণ ব্যবহার করব। যে ধারণা, প্রত্যয়, বৈশিষ্ট্য বা তথ্য উপকরণ ধারণ করছে তা আলোচনা বা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের সময় সেটি শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপন করা বা প্রদর্শন করানো বেশি যুক্তিযুক্ত হবে।

(ii) শিক্ষার্থীদের সাথে মিথস্ক্রিয়া ও পরিকল্পিত কাজে তাদের নিয়োজিতকরণ

শিখন শেখানোর ক্ষেত্রে আলোচনায়, ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে আমরা শ্রেণিকক্ষে যত বেশি পারা যায় শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে উৎসাহিত করব। তাদেরকে ধারণা বা মতামত প্রকাশে অনুপ্রাণিত করব। বিশেষ করে যে সমস্ত বিষয়বস্তু ধারণা বা মতামত সংগঠনমূলক, সেগুলোর ক্ষেত্রে আমরা অবশ্যই শিক্ষার্থীদের মতামত গ্রহণ করব। আমরা সব সময় মনে রাখব যে, শিক্ষার্থীরা শিখন শেখানো প্রক্রিয়ার কেন্দ্রবিন্দুতে, আমরা শিক্ষকরা তাদের সহায়তাকারী। শ্রেণিকক্ষে আমাদের শেখানোর ধরন কখনও যেন এরকম না হয় যে, শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণের কোনো সুযোগ পাচ্ছে না, তারা শ্রেণিকক্ষে নীরব দর্শক মাত্র। এজন্য যেখানেই তাদের সাথে মিথস্ক্রিয়ার সুযোগ আছে, তাদেরকে আমরা সেই সুযোগ করে দিব। আবার এটিও আমরা খেয়াল রাখব যে, আমাদের মিথস্ক্রিয়া সব সময় শ্রেণিকক্ষের কেবলমাত্র গুটি কয়েক শিক্ষার্থীদের সাথে যেন না হয়। শ্রেণিকক্ষের অন্তর্মুখীন স্বভাবের বা ধীর শিখন স্বভাবের ছেলে মেয়েদেরকেও আমরা আলোচনায় সম্পৃক্ত করব। এই সম্পৃক্তকরণের

একটি বড় সুযোগ তৈরি করে দেয় শ্রেণিকক্ষের পরিকল্পিত কার্যাবলি। বিষয়বস্তুর বা তার অংশবিশেষে আলোচনা, পর্যালোচনা, ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ মতামত গ্রহণ ইত্যাদি সম্পন্ন করার পর পাঠের সাথে সামঞ্জস্য বজায় রেখে আমরা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য আমাদের ইতোপূর্বে পরিকল্পিত কাজ শিক্ষার্থীদের করতে দিব। পরিকল্পিত কাজ প্রণয়নকালে আমরা বিষয়বস্তুর প্রকৃতি বা ধরণ বুঝে কাজের কৌশল নির্বাচনের ওপর গুরুত্ব দিব। যেমন, ধারণা সংগঠন, পরমত সহিষ্ণুতা, গণতান্ত্রিক মনোভাব, ভ্রাতৃত্ববোধ ইত্যাদি। বিষয়বস্তু সংক্রান্ত কাজ নির্বাচনে উপস্থাপন, দলীয় কাজ, বিতর্ক, অভিনয়, মডেলিং ইত্যাদি কৌশল অবলম্বন গুরুত্ব পেতে পারে। তেমনি, ভৌগোলিক অবস্থান সংক্রান্ত ধারণা অর্জনে এককভাবে মানচিত্র বা ভূ-চিত্রাবলিতে অবস্থান নির্দেশ করানোর পরিকল্পনা করা যেতে পারে। দক্ষতা উন্নয়নসংক্রান্ত কাজ এককভাবে, জোড়ায় অথবা দলে হাতে কলমে শেখানোর কৌশল অধিক ফলপ্রসূ হবে। এছাড়া ভিডিও ক্লিপ বা ভিডিও চিত্র, অডিও, টেপরেকর্ডার, কম্পিউটার ইত্যাদি ব্যবহার বা প্রদর্শন করে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক-সাংস্কৃতিক ঘটনাবলি, যুদ্ধ-সংঘাত, মানবতামূলক কাজ, ঐতিহাসিক ঘটনা ও নিদর্শন ইত্যাদি বিষযবস্তু সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের উপলব্ধি বোঝার জন্য তাদের একক বা দলীয় কাজের কৌশল অবলম্বন করা যেতে পারে। আর শ্রেণিকক্ষের পরিবেশ দল গঠনের একান্ত প্রতিকূল হলে তাদের নিজ আসনে বসে কাজ করার (sitting work) পরিকল্পনা করব।

দলীয় কাজ প্রদানের সময় আমরা সুষম দল গঠনের ব্যাপারে সচেষ্ট থাকব। কোন দলে যেন অতি পারগ এবং কোন দলে একেবারেই অপারগ শিক্ষার্থীর আধিক্য না হয় তা আমরা বিবেচনায় রাখব। বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের আমরা বিভিন্ন দলে ভাগ করে দিব। দলের অন্য সদস্যদের তাকে সহযোগিতা করতে বলব। দল গঠনের পর কী করতে হবে, কত সময়ের মধ্যে কাজ সম্পন্ন করতে হবে তা সকল দলকে স্পষ্ট করে জানিয়ে দিব। অত:পর শিক্ষার্থীরা কাজ শুরু করার পর আমরা বিভিন্ন দলের কাছে যাব, তাদের সমস্যা থাকলে বা বুঝতে অসুবিধা থাকলে তার সমাধান দিব এবং তাদের কাজের তত্ত্বাবধান করব। কাজ শেষ হবার পর প্রত্যেক দলের ফলাফল উপস্থাপন ও দলসমূহের মিথস্ক্রিয়ায় গণতান্ত্রিক পরিবেশ বজায় রাখব। সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাদের সহায়তা করব।

(iii) সহজাত প্রতিভাসম্পন্ন বা অতি মেধাবী শিক্ষার্থীকে পরিকল্পিত উচ্চ মাত্রার কাজে নিয়োজিতকরণ

আমাদের শ্রেণিকক্ষে এমন শিক্ষার্থী থাকা খুবই স্বাভাবিক যারা জন্মগতভাবেই অতি মেধাবী বা প্রতিভাসম্পন্ন। কোনো প্রশ্ন করলে তারা সবার আগে সাড়া দেয়, কাজ দিলে দ্রুত শেষ করে ফেলে, বিশেষ করে একক কাজের ক্ষেত্রে। অন্যরা সেটি সম্পন্ন করতে যে সময় লাগাবে ততক্ষণ শ্রেণিকক্ষে নির্বিকার বসে থাকা তাদের মনোযোগ নষ্ট করতে পারে। এই অন্তবর্তী সময়ে আরও কিছুটা ব্যাপক পরিসরে বিষয়বস্তু সংশ্লিষ্ট জ্ঞান বা ধারণা সংগঠন অথবা কিছুটা উচ্চ মাত্রায় অনুধাবনে আমরা তাদেরকে সক্রিয় রাখব। যেমন, তারা যখন শিক্ষকের দেয়া কাজ 'শ্রমের গুরুত্ব' সংক্ষেপে খাতায় লিখে শিক্ষককে দেখিয়েছে এবং অন্যরা তখনও লিখছে, এই সময়ে শিক্ষক তাদেরকে দু' এক পেশার শ্রমজীবীর কাজের গুরুত্ব সংক্ষেপে লিখতে দিতে পারেন অথবা তারা বাড়িতে কী কী কাজ করে এবং সেগুলো না করলে তার কী প্রভাব হতে পারে তা লেখার নির্দেশনা তাদের দিতে পারেন।

(iv) ধীরগতিসম্পন্ন বা বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের চাহিদাপূরণ

শ্রেণীকক্ষে অতি মেধাবী শিক্ষার্থী যেমন থাকে তেমনি কিছু ধীর শিখনগতির শিক্ষার্থীও থাকে। আবার, অনেক শ্রেণিতে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থী থাকে। আমাদের শ্রেণিকক্ষে এরূপ শিক্ষার্থীদের শিখন চাহিদা পূরণে

আমরা সচেষ্ট থাকব। পাঠ উপস্থাপনা, ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ, আলোচনা, পর্যালোচনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে আমরা পাঠের প্রধান প্রধান দিকগুলো (key points) পুনরাবৃত্তি করব, সেগুলো বলতে বলব। অনুধাবন স্পষ্ট না হলে বিকল্প উদাহরণ দিব, ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করব। দলীয় কাজে তারা সক্রিয় রয়েছে কি না তা গভীরভাবে পর্যবেক্ষণে রাখব। দলের অতি পারগ সদস্যকে তাদের সহযোগিতা করতে বলব। মিথস্ক্রিয়ার ক্ষেত্রে প্রয়োজনে তাদেরকে কিছুটা অগ্রাধিকার দিব। বিশেষ প্রয়োজনে শ্রেণিকক্ষের বাইরে অবসর সময়ে তাদেরকে নিয়ে বসে পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদানের মাধ্যমে তাদের শিখন চাহিদা পূরণ করব।

(v) গঠনমূলক মূল্যায়ন ও ফলাবর্তন

গঠনমূলক মূল্যায়ন করা হয় শিক্ষার্থীর শিখন অগ্রগতি বা শিখন পারদর্শিতা যাচাইয়ের জন্য। শিখন শেখানো প্রক্রিয়া চলাকালে আমরা মাঝে মধ্যেই শিক্ষার্থীদের শিখন পরদর্শিতা উপলব্ধি করার জন্য মূল্যায়নের বিভিন্ন কলা কৌশল অবলম্বন করব। যেমন প্রশ্ন-উত্তর, প্রদর্শন, বোর্ডের কাজ, আসনে বসে লেখার কাজ (sitting work), সত্য মিথ্যা, মিলকরণ, সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর ইত্যাদি ব্যবহার করে তাদের শিখন পারদর্শিতা যাচাই করব। শিক্ষার্থীদের শিখন পরদর্শিতা যাচাইয়ের ক্ষেত্রে অতি পারগ, মধ্যম পারগ ও কম পারগ সকল ধরনের শিক্ষার্থীকে গুরুত্ব দিব। বিশেষ করে আমরা যখন একটি শিখনফল অর্জনের সকল কাজ সম্পন্ন করব তখন সেই শিখনফল সম্পর্কে শিক্ষার্থীর শিখন অগ্রগতি যাচাইয়ের জন্য শিখনফলকেন্দ্রিক গঠনমূলক মূল্যায়ন চলতে পারে। গঠনমূলক মূল্যায়নে শিক্ষার্থীদের শিখনের যে যে দিকে দুর্বলতা প্রকাশ পাবে, বিশেষ করে সেগুলোর ওপর গুরুত্ব দিয়ে আমরা পুনরায় আলোচনা, পর্যালোচনা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ইত্যাদি করব। প্রয়োজনে পারগ শিক্ষার্থীর সহায়তায় তাদের শিখন সমৃদ্ধ করব। পুনরায় যাচাই করে তাদের শিখন অগ্রগতির ধারণা লাভ করব।

(vi) সারাংশ উপস্থাপন

ফিডব্যাক ও ফলাবর্তনের পর আমরা পাঠের মূল বিষয়বস্তু তথা সারবস্তু তা সেটি ধারণা, চেতনা, দক্ষতা বা দৃষ্টিভঙ্গি ইত্যাদি যে সংশ্লিষ্ট হোক না কেন, পুনরায় সহজ সরল ভাষায় উপস্থাপন করব। ধীর শিখনগতির শিক্ষার্থীদের কথা বিবেচনা করে বিষয়বস্তুর সারবত্তা আমরা পুণরাবৃত্তি করব।

(vii) চূড়ান্ত মূল্যায়ন

চূড়ান্ত মূল্যায়ন করব আমরা শিখনফল বা অর্জিতব্য যোগ্যতার আলোকে। এজন্য আমরা প্রস্তুতিপর্বে যে সব লিখিত বা মৌখিক অভীক্ষা নির্বাচন করেছি, সেগুলো ব্যবহার করব। শিক্ষার্থীদের জ্ঞানমুলক অগ্রগতি মূল্যায়নের জন্য নৈর্ব্যক্তিক, সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন, বোর্ডের কাজ, উপকরণে নির্দেশ বা চিহ্নিতকরণ, সারাংশ লিখন ইত্যাদি নানা কৌশল ব্যবহার করে আমরা শিক্ষার্থীদের অর্জিত জ্ঞানমূলক শিখন পারদর্শিতা মূল্যায়ন করব। শিক্ষার্থীদের মত প্রকাশ, যৌক্তিক ও গঠনমূলক সমালোচনাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি, মূল্যবোধ ইত্যাদি সংক্রান্ত শিখন পারদর্শিতা মূল্যায়ন রচনামূলক প্রশ্নের মাধ্যমে করলে ভালো হবে। তবে এর জন্য শিক্ষার্থীদের বেশ সময় দিতে হবে। আমরা পরিকল্পিতভাবে শিখন শেখানোর অন্যান্য কার্যক্রম সম্পন্ন করে এ ধরনের মূল্যায়নের সময় বের করে নিব।

শিক্ষার্থীদের দৃষ্টিভঙ্গি, মূল্যবোধ ইত্যাদি যেমন এক দিনে বা এক পাঠের মাধ্যমে গড়ে ওঠে না, তেমনি শুধু লিখিত বা মৌখিক রচনামূলক অভীক্ষা তাদের মূল্যবোধ বা দৃষ্টিভঙ্গি যাচাইয়ের একমাত্র নির্ণায়ক নয়। তাদের আচার আচরণ, কর্মকান্ড, মেলামেশা ইত্যাদিও পর্যবেক্ষণের ব্যাপার থেকে যায়। এই দীর্ঘমেয়াদী প্রক্রিয়ায় আমরা পর্যবেক্ষণকৃত উপাত্ত পোর্টফলিও বা ই-পোর্টফলিও, প্রতিফলনমূলক ডায়েরি ইত্যাদিতে ধারাবাহিকভাবে সংরক্ষণ করে এবং নির্দিষ্ট সময় অন্তর সেগুলো পর্যালোচনা করে শিক্ষার্থীদের দৃষ্টিভঙ্গি, মূল্যবোধ ইত্যাদি মূল্যায়নের কৌশল অবলম্বন করব।

(viii) বাড়ির কাজ

আমরা সকল বিষয় শিক্ষক নির্বিচারে বাড়ির কাজ দিয়ে শিখনকে শিক্ষার্থীর বোঝা বানাতে চাই না। এমন বিষয়ে দিব যা বারংবার পড়া বা অনুশীলন ছাড়া অনুধাবনীয় হওয়া কষ্টকর। আমরা প্রয়োজন ও গুরুত্ব বুঝে সংক্ষিপ্ত রূপে বা সারাংশ লিখন ও পঠন আকারে তাদের বাড়ির কাজ দিব।

শিখন শেখানোর ওপর অনুচিন্তন

শিখন শেখানো প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে শ্রেণিকক্ষ ত্যাগ করার পর আমাদের দায়িত্ব হবে পুরো প্রক্রিয়াটিকে পর্যালোচনা করে দেখা এবং আমাদের সাফল্য ও সীমাবদ্ধতাকে অনুধাবন করা। এই বিষয়টিকে আমরা অনুচিন্তন বলছি। এটি যেমন শিক্ষক নিজে নিজে করতে পারেন তেমনি তিনি শ্রেণিকক্ষে তার কোন সহকর্মীর সহযোগিতা নিয়ে করতে পারেন। সেক্ষেত্রে ঐ সহকর্মী তার শ্রেণি শিক্ষন কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করে প্রয়োজনীয় নোট নিবেন এবং ক্লাস শেষে তাকে তার শিক্ষণের সাফল্য বা সীমাবদ্ধতার দিকগুলো অবহিত করবেন। তবে আমাদের প্রাথমিক বা মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোর বাস্তবতা হচ্ছে প্রত্যেক শিক্ষককেই বিদ্যালয় চলাকালীন সময়ে পর্যায়ক্রমিক ক্লাস নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হয়। অনেক বিদ্যালয়ে রয়েছে শিক্ষক সংকট। আবার শিক্ষক স্বল্পতা না থাকলেও বিদ্যালয়গুলোতে এ ধরনের অনুচিন্তনের চর্চা নেই। কিন্তু আমাদের পেশাগত তথা শিক্ষণ দক্ষতার উন্নয়ন ও শিখন শেখানো অধিকতর কার্যকর করার ক্ষেত্রে অনুচিন্তনের ভূমিকা অস্বীকার করার উপায় নেই। কাজেই, শিক্ষক অন্তত নিজে নিজে তার ঐ দিনের শিক্ষণ পারদর্শিতা দিনের যে কোনো সুবিধাজনক সময়ে পর্যালোচনা বা বিশ্লেষণ করবেন এবং নিজের সাফল্য বা ত্রুটি বিচ্যুতি চিহ্নিত করবেন। শিক্ষক হিসেবে আমাদের এই প্রয়াস নিজেদের শিক্ষণ পারদর্শিতার উৎকর্ষ সাধনের নিয়ামক হিসেবে কাজ করবে। অনুচিন্তনে আমরা বিশেষ করে নিচের দিকগুলো বিবেচনা করবঃ

(i) নিজের শিক্ষণ পারদর্শিতা পর্যালোচনা

শিখন শেখানো প্রক্রিয়ার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অর্থাৎ পাঠ ঘোষণা থেকে চূড়ান্ত মূল্যায়ন পর্যন্ত শিক্ষক হিসেবে আমি শ্রেণিকক্ষে যা যা করেছি তা মনে মনে চিন্তা করে দেখব। সে সব দিকের বা কাজগুলোর উপযোগিতা কেমন ছিল, সময় ব্যবস্থাপনা কতটুকু বজায় রাখতে পেরেছিলাম তা উপলব্ধি করব। আমি কি বিশেষ কোনো পদ, প্রত্যয়, তথ্য বা ঘটনা বর্ণনায় প্রয়োজনের বেশি সময় ব্যয় করেছি। যার জন্য তাড়াহুড়া করে আমাকে মূল্যায়ন শেষ করতে হয়েছে? আমার কোনো উদাহরণ, তুলনাকরণ বা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ শিক্ষার্থীদের সাবলীল অনুধাবনের সহায়ক হয়েছিল? কোন ক্ষেত্রে তাদের বুঝতে না পারার দরুণ নীরবতা পালন করতে দেখা গেছে? সেক্ষেত্রে আমার পক্ষে কী করা সম্ভব ছিল অথচ আমি করি নি? আমার পরিকল্পিত কাজ শিক্ষার্থীদের শিখনে কেমন কার্যকর ছিল? তারা কি ঐ কাজ বা কাজগুলো স্বতঃস্ফুর্তভাবে করেছে না কি আমি তাদের তা করতে বাধ্য করেছি? আমার ফিডব্যাক পাঠ অনুধাবনে শিক্ষার্থীদের কতটুকু সহায়তা করেছে?

আমার চূড়ান্ত মূল্যায়ন কৌশল যথায়থ ছিল? এরকম প্রশ্ন আমি নিজেকে নিজে জিজ্ঞেস করে ঐ পাঠ সংশ্লিষ্ট শিখন শেখানোয় আমার ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিকগুলো চিহ্নিত করব।

(ii) শিক্ষার্থীদের সামগ্রিক শিখন পারদর্শিতা পর্যালোচনা

আমার শিক্ষণ পারদর্শিতা পর্যালোচনা বা বিশ্লেষণের পাশাপাশি আমি শ্রেণিকক্ষের শিক্ষার্থীদের সামগ্রিক পাদর্শিতা খুঁটিয়ে দেখব। আমার শিক্ষণ শিক্ষার্থীদের কী মানের শিখন অর্জন করাতে পেরেছে? তারা কি সবাই কাঙ্ক্ষিত শিখন অর্জন করতে পেরেছে? স্বতন্ত্র শিক্ষার্থীর শিখন মান সন্তোষজনক কি না? সামগ্রিকভাবে শিক্ষার্থীদের শিখন কেমন হয়েছে? শিখনের কাঙ্ক্ষিত মান অর্জনে শিক্ষার্থীদের ভূমিকা কি যথাযথ ছিল? ধীর শিখন গতি, অতি মেধাবী বা বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের শিখন কি যথাযথ হয়েছে? না হলে আমার বিকল্প কী করণীয় ছিল? সেটি কি আমি ইচ্ছাকৃতভাবে করি নি? নাকি ভুল বশত? আমার ভাষা কি তাদের সহজ বোধ্য হয়েছে? তাদের এমন বিশেষ কোন সমস্যা আছে যা আমার চোখে পড়ছে না অথচ তাদের শিখনে প্রভাব ফেলছে? আমার কোন ধরনের কাজে বা কথায় তারা বেশি সাড়া দিয়েছে? ঐভাবে শিখালে তাদের শিখন কি আরও সমৃদ্ধ হতো? আমার ব্যক্তিত্ব বা আচরণ তাদের কাছে কি ভীতিপ্রদ? আমাকে কি আরও বন্ধসুলভ আচরণ করতে হবে তাদের শিখন পারদর্শিতা বাড়াতে? শ্রেণিকক্ষে মোটামুটি কতজনের শিখন সন্তোষজনক মানের? কারা ভালোভাবে শিখতে পারে নি বলে মনে হচ্ছে? অমনোযোগীদের কি আমি এড়িয়ে গেছি? এরকম নানা আঙিকে প্রশ্ন করে আমি শিক্ষার্থীদের সামগ্রিক শিখন পারদর্শিতা বা তাদের শিখন সীমাবদ্ধতা উপলব্ধি করব।

(iii) নতুন উপলব্ধির প্রয়োগ

আমার শিক্ষণ পারদর্শিতার ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিক এবং শিক্ষার্থীদের শিখন অগ্রগতি ও সীমাবদ্ধ উপলব্ধি করার পর এই উপলব্ধির আলোকে আমি পরবর্তী ক্লাসের জন্য আমার করণীয় নির্ধারণ করব। এই করণীয় হতে পারে আমার ব্যক্তি আচরণ বা শিক্ষণ শৈলী (style) সংশোধনমূলক, পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি পরিমার্জনমূলক, শিক্ষার্থীদের সক্রিয়তা বৃদ্ধিমূলক বা শিক্ষণকে আরও শিক্ষার্থী বান্ধব করার প্রয়াসমূলক। এর ফলে আমার শিক্ষণ দক্ষতা ও পারদর্শিতা যেমন বাড়বে তেমনি শিক্ষার্থীদের শিখন আরও সমৃদ্ধ ও টেকসই হবে।

প্রস্তুতি পর্ব থেকে অনুচিন্তনের মাধ্যমে প্রাপ্ত নতুন উপলব্ধি এবং তার আলোকে পরবর্তী শিক্ষণের জন্য সমৃদ্ধ প্রস্তুতি - পুরো শিখন শেখানো প্রক্রিয়াটি একটি অব্যাহত বৃত্তীয় মডেলে চলবে। আমাদের ব্যক্তিগত বা সাংসারিক প্রয়োজন, ক্লাসের চাপ, শ্রেণিকক্ষের সীমিত সুযোগ সুবিধা প্রভৃতি এই ধারায় শিখন শেখানো প্রক্রিয়া পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আপাত:গ্রাহ্য প্রতিবন্ধক হতে পারে। তবে সব কিছুর উর্ধ্বে আমরা যদি আমাদের পেশাগত অঙ্গীকার ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টাকে স্থান দিতে পারি, তাহলে বর্তমানের চেয়ে ভালো প্রস্তুতি গ্রহণ ও অর্থবহ শিক্ষণ প্রদানে অবশ্যই আমরা সমর্থ হব।

দিন-১৭
অধিবেশন-৫
তথ্যপত্র-১

কোর্স রূপরেখা: বাংলা বিষয়জ্ঞান

১। কোর্সের নাম ঃ বাংলা বিষয়জ্ঞান

২। ক্রেডিট ঘণ্টা ঃ ৬০ ঘণ্টা

৩। অধিবেশন ঃ ৪০

৪। কোর্স পরিচিতি ঃ

সাহিত্যের ভেতর দিয়ে শিক্ষার্থীর ভাষাদক্ষতা ও সাহিত্যবোধ উন্নয়নের ধারা বিশ্বব্যাপী একটি স্বীকৃত শিক্ষণ-কৌশল ও শিক্ষণ-পদ্ধতি হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। কারণ প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষায় একজন শিক্ষককে যথাযথ যোগ্যতা অর্জন করতে হলে তার ভাষা ও সাহিত্যে দক্ষতা থাকা আবশ্যক। শিশু-শিক্ষার্থীদের ভাষাদক্ষতার উন্নয়ন ও মানসিক বিকাশের জন্য ভাষাজ্ঞান ও উচ্চ সাহিত্যবোধসম্পন্ন শিক্ষকই কেবল মানসম্মত শিক্ষাদান নিশ্চিত করতে পারেন। এ দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলাদেশের প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক স্তরের শিক্ষকদের জন্য বর্তমান কোর্সে কিছু ছড়া, কবিতা, নাটক, ছোট গল্প, রম্য গল্প, প্রবন্ধ সংকলন করা হয়েছে যা বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন সময় ও রীতির প্রতিনিনিধিত্ব করে। নির্বাচিত এ সমস্ত রচনা ও অন্যান্য সৃজনশীল রচনা অধ্যয়ন করে শিক্ষার্থীরা সাহিত্যের রূপরীতি ও বিষয়বস্তুর মর্ম উপলব্ধি করে মূল্যবোধ সম্পন্ন শিক্ষক হিসেবে সফলভাবে দায়িত্ব পালন করতে পারবেন। এছাড়াও এই কোর্সে শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক স্তরের বাংলা পাঠ্যবইয়ের গল্প, কবিতা, ছড়াও মনোযোগ সহকারে পড়ার সুযোগ রাখা হয়েছে। এর ফলে বাংলা পাঠ্যবইয়ের গল্প, কবিতা, ছড়ার বিষয়বস্তু পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে জানবেন এবং শ্রেণিকক্ষে পাঠদানের বিভিন্ন কৌশল নিজেই বুঝতে পারবেন

৫। উদ্দেশ্যাবলি

৫.১ প্রাথমিক স্তরে বাংলা বিষয়ভিত্তিক ভাষাজ্ঞান বৃদ্ধির মাধ্যমে শিশুর মাতৃভাষা উন্নয়নে সহায়তা করা
৫.২ সাহিত্যবোধ অর্জনের মাধ্যমে শিশুর মাতৃভাষার জ্ঞান বিকাশে সহায়তা করা
৫.৩ শিশুর ভাষাদক্ষতা বিকাশে সাহিত্যের প্রভাব উপলব্ধি করা
৫.৪ মূল্যবোধ অর্জনে ভাষা ও সাহিত্যের প্রভাব বুঝতে পারা
৫.৫ বাংলা ভাষায় ব্যাকরণের প্রয়োজনীয়তা জানা ও তার সঠিক প্রযোগ করতে পারা
৫.৬ শিশুদের পড়ার প্রতি আগ্রহ, পড়ার দক্ষতা অর্জন এবং পড়ার অভ্যাস তৈরী করাতে
৫.৭ শিশুতোষ বই/সাহিত্য এর গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারা

৬। শিখনফল

৬.১ প্রাথমিক স্তরে বাংলা বিষয়ভিত্তিক ভাষাজ্ঞানের উপযোগিতা ব্যাখ্যা করতে পারবেন
৬.২ সাহিত্যের রূপ বিশ্লেষণ করতে পারবেন
৬.৩ শিশুর মাতৃভাষা বিকাশে সাহিত্যের ভূমিকা বিশ্লেষণ করতে পারবেন
৬.৪ শিশুতোষ সাহিত্যের স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে পারবেন
৬.৫ শিশুর সৃজনশীলতা বিকাশে শিশুতোষ সাহিত্যের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে পারবেন
৬.৬ শিশুতোষ সাহিত্য রচনা করতে পারবেন
৬.৭ মূল্যবোধ অর্জনে ভাষা ও সাহিত্যের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবেন
৬.৮ বাংলা ভাষা শিখনে ব্যাকারণের্ উপযোগিতা অনুধাবন করতে এবং তার সঠিক প্রয়োগ করতে পারবেন

৬.৯ শিশুদের বই পড়ার প্রতি আগ্রহী এবং পাঠাভ্যাস গড়ে তুলতে পরিমিত সংখ্যক শিশুতোষ বই রাখার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জানবেন

৭। বাংলা বিষয়জ্ঞান: অধিবেশন পরিকল্পনা

ক্ষেত্র	লেখক	বিষয়বস্তু	যৌক্তিকতা/মন্তব্য
শিশুতোষ গল্প, ছড়া ও কবিতা		১.শিশুতোষ গল্প, ছড়া ও কবিতার কথা	১.বাক্যবিহীন ছবিতে গল্প ২.শব্দ/বাক্যের পুনরাবৃত্তিসহ ছবিতে গল্প ৩.অনুপ্রাস-ধ্বনিসাম্যযুক্ত ছড়া/কবিতা/গল্প (শিশুতোষ রচনা) প্রাথমিক ও প্রাথমিক স্তরে শোনা, বলা, পড়া ও লেখা দক্ষতার জন্য অনুশীলন।
	প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর প্রকাশিত	২.বোকা বানর, বোতলে ইঁদুর ছানা (প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক স্তরের),	
	প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর প্রকাশিত	৩.সোনামনি, (প্রাক/প্রথম শ্রেণির জন্য)	
	প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর প্রকাশিত	৪. বছর ঘুরে দেখা (দ্বিতীয় শ্রেণির জন্য)	
	প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর প্রকাশিত	৫. বুড়ির সংসার (হিজল বিলে একদিন (তৃতীয় শ্রেণির জন্য),	
	প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর প্রকাশিত	৬. পাহাড়পুর (দৈত্যপ্রজাপতি) (চতুর্থ শ্রেণির জন্য)	
	প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর প্রকাশিত	৭. যদু মাস্টার (পঞ্চম শ্রেণির)	
	উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী	৮. .দুঃখীরাম (রূপকথাশ্রয়ী গল্প)	
	অন্নদাশঙ্কর রায়	৯. চিড়িয়াখানার খবর (ছড়া	
	সুকুমার রায়	১০. খাই খাই (কবিতা)	
কবিতা			
	মাইকেল মধুসূধন দত্ত	১২.বঙ্গ ভাষা	অনুপ্রাস-ধ্বনিসাম্যযুক্ত ও ধ্বনি প্রধান কবিতা (স্বদেশ, মুক্তিযুদ্ধ, প্রকৃতি, প্রেম,দেশাত্ববোধ ইত্যাদি)। শোনা, বলা, পড়া ও লেখা দক্ষতা অর্জনের লক্ষ্যে আবৃত্তি, অভিনয় ও পঠন অনুশীলনে সহায়ক হবে।
	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৩.সামান্য ক্ষতি	
	সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত	১৪. দূরের পাল্লা,	
	কাজী নজরুল ইসলাম	১৫.বিদ্রোহী (সংক্ষেপিত)	
	জসীম উদ্‌দীন	১৬.প্রতিদান,	
	জীবনানন্দ দাশ	১৭. বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি,	
	শামসুর রাহমান	১৮. তোমাকে পাওয়ার জন্য	
গল্প, ছোটগল্প, রম্য	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৯/২০. তোতা-কাহিনী-১/তোতা-কাহিনী-২,	শিক্ষকগণ আত্ম-উন্নয়নের মাধ্যমে শিশু শিক্ষণে তাদের সাহিত্যজ্ঞান ও অর্জিত ভাষাবোধ ব্যবহার করবেন এ লক্ষ্যে সৃজনশীল রচনা পাঠ ও অনুশীলন করবেন।
	বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	২১/২২.পুঁইমাচা-১ / পুঁইমাচা-২,	
	বনফুল	২৩. নিমগাছ,	

প্রবন্ধ/ নিবন্ধঃ মুক্তিযুদ্ধ, মহৎ ব্যক্তি, সমাজ-সংস্কৃতি	সৈয়দ মুজতবা আলী	২৯. কাবুল যাত্রা(সংকলিত)-১,	
		৩০. কাবুল যাত্রা(সংকলিত)-২,	
	সুনির্মল বসু	৩১. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর জীবনী,	
	বেগম রোকেয়া	৩২. অর্দ্ধাঙ্গী-১,	
		৩৩. অর্দ্ধাঙ্গী-২,	
	একজন মুক্তিযোদ্ধার চিঠি	৩৪. একাত্তরের চিঠি,	
নাটক			
	সুকুমার রায়	৩৫. অবাক জলপান-১	শিক্ষকগণ আত্ম-উন্নয়নের মাধ্যমে শিশু শিক্ষণে বিশেষ করে শোনা, বলা, শুদ্ধ উচ্চারণে পড়া ও ভূমিকাভিনয়ে তাদের অধিত নাট্যজ্ঞান ও অর্জিত নাট্যকৌশল ব্যবহার করবেন।
		৩৬. অবাক জলপান-২	
	মুনীর চৌধুরী	৩৭. কবর-১/	
		৩৮. কবর-২	

৮। সহায়ক তথ্যঃ

১. উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, উপেন্দ্রকিশোর সমগ্র, চতুর্থ সংস্করণ ২০০৭, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।
২. সুকুমার রায়, চিরকালের সেরা, চতুর্থ সংস্করণ, ২০১০, শিশু সাহিত্য সংসদ, কলকাতা।
৩. অন্নদাশঙ্কর রায়, ছড়া সমগ্র,৪র্থ পরিবর্ধিত সংস্করণ, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ২০১০, বাণীশিল্প, কলকাতা।
৪. বন্দে আলী মিঞা?
৫. মাইকেল মধুসূদন দত্ত, মধুসূদন রচনাবলী,পুনর্মুদ্রণ ২০০৭, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা।
৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর,সঞ্চয়িতা,বইমেলা ১৯৯৫, পুনর্মুদ্রণ ২০০৮, প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা।
৭. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত?
৮. কাজী নজরুল ইসলাম, সঞ্চিতা,১৯৭২, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।
৯. জসীম উদ্‌দীন, সুচয়নী,১৯৬১, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা ।
১০. জীবনানন্দ দাশ, প্রকাশিত-অপ্রকাশিত কবিতা সমগ্র, সৈয়দ আবদুল মান্নান সম্পাদিত, দ্বিতীয় প্রকাশ ১৯৯৪, অবসর, ঢাকা।
১১. শামসুর রাহমান, আধুনিক বাংলা কবিতা, হুমায়ূন আজাদ সম্পাদিত, তৃতীয় মুদ্রণ, ২০০৪, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা।
১২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কৈশোরক, ১৯০৮ বিশ্ব-ভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলিকাতা।
১৩. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, পুঁইমাচা, বিভূতিভূষণের শ্রেষ্ঠগল্প, ঢাকা
১৪. বনফুল, নিমগাছ, বনফুলের শ্রেষ্ঠ গল্প,২০১০, বাণীশিল্প , কলকাতা।
১৫. সৈয়দ মুজতবা আলী, কাবুল যাত্রা , দেশে-বিদেশে থেকে সংকলিত, ফাল্গুন ১৪১৭, স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা।
১৬. বিদ্যাসাগর, বিশ্ব সাহিত্যকেন্দ্র প্রকাশিত,
১৭. বেগম রোকেয়া, অর্দ্ধাঙ্গী,রোকেয়া রচনাবলি, ২০০৮, উত্তরণ, ঢাকা।
১৮. মুনীর চৌধুরী, কবর, আহমদ পাবলিশিং হাউজ ২০১০, ঢাকা

বিশেষ সহায়ক পঠনসামগ্রী

১৯. মদনমোহন তর্কালঙ্কার, শিশুশিক্ষা-১,১৮৪৯, (বাংলা প্রাইমার, আশিস খাস্তগীর সম্পাদিত) ২০০৬, পশ্চিম বঙ্গ বাংলা একাডেমি, কলকাতা।

২০. মদনমোহন তর্কালঙ্কার, শিশুশিক্ষা-২, ১৮৫০,(বাংলা প্রাইমার, আশিস খাস্তগীর সম্পাদিত) ২০০৬, পশ্চিম বঙ্গ বাংলা একাডেমি, কলকাতা।

২১. মদনমোহন তর্কালঙ্কার, শিশুশিক্ষা-৩,১৮৫০, (বাংলা প্রাইমার, আশিস খাস্তগীর সম্পাদিত ২০০৬, পশ্চিম বঙ্গ বাংলা একাডেমি, কলকাতা)

২২. ঈশ্বচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বর্ণপরিচয়-১, ১৮৫৮, (বাংলা প্রাইমার, আশিস খাস্তগীর সম্পাদিত ২০০৬, পশ্চিম বঙ্গ বাংলা একাডেমি, কলকাতা)

২৩. ঈশ্বচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বর্ণপরিচয়-২, ১৮৫৮, (বাংলা প্রাইমার, আশিস খাস্তগীর সম্পাদিত ২০০৬, পশ্চিম বঙ্গ বাংলা একাডেমি, কলকাতা।

২৪. ওয়াল্ড অব চিলড্রেনস বুক লিমিটেড প্রকাশিত শিশুতোষ প্রকাশনাঃ

ক.বাবা ও আমি খ. গ্রাম আমার খুব ভাল লাগে ঘ.পেটুক রোবট ঘ.রাজার জন্মদিন ঙ.আমি রং করতে পারি চ. বলতো কি দেখছো ? ছ.আমার বেড়াল তুলতুলি জ. আমরা খেলা করি ঝ.আমাদের নতুন বাড়ি ঞ.কাঠুরের তিনটি ইচ্ছে ট. ব্যাঙ রাজপুত্র ঠ. হ্যামিলনের বাঁশিওয়ালা ড. পিনোকিও ।

দিন-১৭
অধিবেশন-৫
তথ্যপত্র-২

কোর্স রূপরেখা: বাংলা শিক্ষণবিজ্ঞান

১। কোর্সের নাম ঃ বাংলা শিক্ষণবিজ্ঞান

২। ক্রেডিট ঘণ্টা ঃ ৬০ ঘণ্টা

৩। অধিবেশন ঃ ৪০

৪। কোর্স পরিচিতি ঃ

কোর্সটি সফলভাবে সমাপন করে ডিপ্লোমা ইন প্রাইমারী এডুকেশনে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীরা প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষাস্তরের শ্রেণিসমূহে শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। এ কোর্সের শিক্ষার্থীরা নির্ধারিত শিক্ষকযোগ্যতার আলোকে শ্রেণিকক্ষে পৃথকমাত্রার যোগ্যতাসম্পন্ন শিশুদের চিহ্নিত ও তাদের স্বতন্ত্র শিখন-চাহিদা নিরূপণ করে সময়-ব্যবস্থাপনা ও শ্রেণি-ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সক্রিয় শিখন- কৌশল প্রয়োগে সমর্থ হবেন। বস্তুত, এ কোর্সের আওতায় শিক্ষার্থীরা প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক পর্যায়ের মাতৃভাষা বাংলার শিক্ষণবিজ্ঞান সম্পূর্ণ আয়ত্ত করবেন এবং শ্রেণিকক্ষে তা মানসম্মতভাবে উপস্থাপনের প্রয়োজনীয় সকল দক্ষতা অর্জন করবেন।

৫। উদ্দেশ্যাবলি

৫.১ জাতীয় শিক্ষাক্রম অনুযায়ী বাংলা আবশ্যকীয় শিখনক্রম জানতে সহায়তা করা
৫.২ বাংলা ভাষা শিক্ষাদানের দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করা
৫.৩ বাংলা ভাষার ৪টি দক্ষতা অর্জনের জন্য বিভিন্ন ধরনের শিখন-শেখানো কৌশল জানতে সহায়তা করা
৫.৪ শিখন-শেখানোর প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শিশুদের ভাষার দক্ষতা অর্জন ও সাহিত্যবোধ সৃষ্টিতে সহায়তা করতে সমর্থ করে তোলা
৫.৫ বাংলা বিষয়ের সময়-ব্যবস্থাপনা ও শ্রেণিকক্ষ-ব্যবস্থাপনা জানতে সহায়তা করা
৫.৬ পাঠ - সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণ তৈরি, সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও ব্যবহার কৌশল জানতে সহায়তা করা
৫.৭ ভাষার দক্ষতাভিত্তিক মূল্যায়ন কৌশল প্রয়োগে সামর্থ্য অর্জনে সহায়তা করা
৫.৮ বাংলা শিক্ষক হিসেবে উন্নত দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ অর্জনে সহায়তা করা

৬। শিখনফল

৬.১. বাংলা বিষয়ের আবশ্যকীয় শিখনক্রম কী তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন
৬.২.বাংলা বিষয়ের প্রান্তিকযোগ্যতা ও শ্রেণিভিত্তিক অর্জন-উপযোগীযোগ্যতাসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন
৬.৩ বাংলা ভাষার শ্রেণিভিত্তিক দক্ষতাগুলো কী তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন
৬.৪ বাংলা ভাষার শ্রেণিভিত্তিক দক্ষতা অর্জনের জন্য বিভিন্ন ধরনের শিখন-শেখানো কৌশল প্রয়োগ করতে পারবেন

৬.৫ বাংলা ভাষার 'শোনা', 'বলা' ও 'পড়া' দক্ষতা অর্জনের বিভিন্ন শিখন-শেখানো কৌশল জেনে শ্রেণিকক্ষে প্রয়োগ করতে পারবেন
৬.৬ প্রতিটি শিশুর 'পড়া' নিশ্চিতকরণের কৌশল জেনে শ্রেণিকক্ষে প্রয়োগ করতে পারবেন
৬.৭ বাংলা ভাষার 'লেখার' দক্ষতা অর্জনের বিভিন্ন শিখন-শেখানো কৌশল জেনে তা শ্রেণিকক্ষে প্রয়োগ করতে পারবেন
৬.৮ শিশুদের 'সৃজনশীল লেখায়' দক্ষতা অর্জনের কৌশল শ্রেণিকক্ষে প্রয়োগ করতে পারবেন
৬.৯ প্রাথমিক স্তরে শ্রেণিকক্ষে ব্যাকরণ শিখনের কৌশল ব্যাখ্যা করতে পারবেন
৬.১০ বাংলা বিষয়ের ধারাবাহিক মূল্যায়নের কৌশলসমূহ প্রয়োগ করতে পারবেন
৬.১১ বাংলা বিষয়ে শিখনফলভিত্তিক মূল্যায়ন পরিচালনা করতে পারবেন
৬.১২ ধারাবাহিক মূল্যায়নের মাধ্যমে স্তরভিত্তিক দৈনিক, পাক্ষিক পাঠপরিকল্পনার কৌশল শ্রেণিকক্ষে ব্যবহার করতে পারবেন
৬.১৩ পাঠের সাথে প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণ তৈরি, সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও ব্যবহার কৌশল ব্যাখ্যা করতে পারবেন
৬.১৪ প্রয়োগমুখী গবেষণা/ পেশাজীবী গবেষণা পরিচালনা করতে পারবেন (Action/ Practitioner Research)

৭। বিষয়বস্তু

১. ভাষা ও মাতৃভাষা
২. শিশুর বিকাশমান জীবনে মাতৃভাষার ভূমিকা
৩. প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষায় মাতৃভাষার গুরুত্ব
৪. বাংলা ভাষার মূল উপাদান
৫. সাক্ষরতা ও ধারণাগত পরিবর্তন
৬. প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার বাংলা বিষয়ের প্রান্তিক যোগ্যতা ও অর্জন উপযোগী যোগ্যতা ও শিখনফল
৭. প্রাথমিক স্তরে বাংলা বিষয়ের প্রান্তিক যোগ্যতা ও অর্জন উপযোগী যোগ্যতা
৮. প্রাথমিক স্তরের বাংলা পাঠ্যপুস্তক পর্যালোচনা
৯. বর্ণ ও বানান, ছড়া শিখন শেখানো কৌশল
১০.কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ, নাটক শিখন শেখানো কৌশল
১১. প্রাথমিক স্তরে বাংলা ব্যাকরণ, চিঠি ও রচনা শিখন শেখানো কৌশল
১২. মাতৃভাষা শিখনের ক্ষেত্রে শোনা ও বলা দক্ষতার ভূমিকা
১৩. শোনা দক্ষতার বৈশিষ্ট্য-
১৪. বলা দক্ষতার বৈশিষ্ট্য
১৫ .বলা দক্ষতার উন্নয়ন
১৬. শোনা ও বলার দক্ষতার সমন্বিত বিকাশ
১৭. শোনা ও বলা, পড়া ও লেখা দক্ষতার সমন্বিত বিকাশ
১৮. পঠনের স্বরূপ, গুরুত্ব ও পঠন শিখন
১৯. পঠনের বৈচিত্র্য, সহযোগিতামূলক পাঠ
২০. নির্দেশিত পাঠ (Guided Reading) ও স্বাধীন পাঠ (Independent Reading)
২১. পঠন মূল্যায়ন (Reading Assessment)
২২. পঠন ও লিখন
২৩. ভাষা দক্ষতা: লেখা, লিখনের ধারণা
২৪. লেখার পূর্বপ্রস্তুতি, লেখার উপদক্ষতা
২৫. বানান, হাতের লেখা ও বিরাম চিহ্নের ব্যবহার

২৬. সৃজনশীল লেখা, অনুচ্ছেদ লেখা, লেখার দক্ষতা উন্নয়ন কৌশল
২৭. ১ম-৫ম শ্রেণি পর্যন্ত বাংলা ভাষার শিক্ষাপোকরণ তৈরি, সংরক্ষণ ও ব্যবহার কৌশল
২৮. প্রাথমিক স্তরের বাংলা শিখনফলভিত্তিক মূল্যায়ন
২৯. ধারাবাহিক মূল্যায়ন এর মাধ্যমে ভাষার দক্ষতাভিত্তিক মূল্যায়ন
৩০. প্রাথমিক স্তরের বাংলা বিষয়ে শিক্ষার্থীদের স্তরভিত্তিক পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন

দিন-১৭
অধিবেশন-৫
তথ্যপত্র-৩

কোর্স রূপরেখা: বিষয়- গণিত

১। কোর্সের নাম: গণিত (Subject Knowledge)

২। ক্রেডিট ঘণ্টা: ৪.৫ ঘণ্টা মোট ঘণ্টা: ৬৭.৫ ঘণ্টা

৩। অধিবেশন: ৪৫

৪। কোর্সের বর্ণনা:
গণিত হলো প্রাথমিক শিক্ষাক্রমের একটি মূল বিষয়। যা দৈনন্দিন জীবনের অনেক চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে শিক্ষার্থীদের চিন্তাশক্তির উন্মেষ ঘটাতে সহায়তা করে। শিক্ষার্থীদের গাণিতিক জ্ঞান ও দক্ষতায় সমৃদ্ধ হয়ে তাদের দৈনন্দিন জীবনের সমস্যার সমাধান করতে হলে তাদের গণিতের বিষয়বস্তু, সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়াসহ নানা বিষয়ে গভীর অনুধাবন অত্যন্ত প্রয়োজন। প্রত্যেকটি বৃহত্তর চাহিদার আলোকে গাণিতিক সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্র ও একইভাবে অন্যান্য ক্ষেত্রে গাণিতিক ধারণার ব্যবহার অতীব গুরুত্বপূর্ণ। এই কোর্সের বিষয়বস্তু এমনভাবে বিন্যস্ত করা হয়েছে যেখানে শিক্ষার্থীগণের জ্ঞান ও দক্ষতা শিক্ষকসুলভ হবে এবং তাদের চিন্তা ও চেতনা শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক হবে যাতে তারা তাদের শিক্ষার্থীদের সাথে শিখনের আনন্দ বিনিময় করতে পারে।

ডিপিইএড কোর্সের গাণিতিক ধারণাসমূহ প্রথম তিনটি টার্মে শিখন কার্যক্রম পরিচালনা ও মূল্যায়ন করা হবে। গাণিতিক বিষয়বস্তু প্রাথমিক শিক্ষাক্রম থেকে বাছাই করা হয়েছে এবং কোর্সের উদ্দেশ্যও নির্ধারণ করা হয়েছে। এর ফলে আশা করা হচ্ছে, শিক্ষার্থীগণ গণিতের বিষয়বস্তু সম্পর্কিত জ্ঞান সমৃদ্ধ হবে, দৈনন্দিন জীবনে গাণিতিক ধারণা প্রয়োগ করতে পারবে এবং ফলপ্রসূ শিক্ষাদানের জন্য কর্মতৎপর পদ্ধতির ব্যবহার করবে।

৫। উদ্দেশ্য:
৫.১ শিক্ষক-শিক্ষার্থীগণের স্পষ্ট অনুধাবনের মাধ্যমে প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক গণিতের বিষয়বস্তুর ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারা।
৫.২ শিক্ষক-শিক্ষার্থীগণের গাণিতিক জ্ঞান ও দক্ষতা বিভিন্নভাবে তাদের দৈনন্দিন জীবনের ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে কীভাবে প্রয়োগ করা যায় সে লক্ষ্যে সহায়তাদান করা।
৫.৩ ভবিষ্যতে শিশুদের সাথে গণিত শিখনের আনন্দ বিনিময়ের জন্য শিক্ষক-শিক্ষার্থীগণের গণিত সম্পর্কে তাদের চিন্তা ও মূল্যবোধের উন্নয়ন সাধন করা।

৬। শিখনফল: প্রশিক্ষণ শেষে শিক্ষক-শিক্ষার্থীগণ সমর্থ হবেন-
৬.১ সমস্যা সমাধানের জন্য আবিষ্কার পদ্ধতির ব্যাখ্যা করতে পরবেন।
৬.২ সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে আবিষ্কার পদ্ধতি প্রয়োগ করতে পারবেন।
৬.৩ 'সংখ্যা ও গণনা'র কনটেন্ট ডোমেইনের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
৬.৪ সংখ্যার জ্ঞান ও দক্ষতাকে বিভিন্নভাবে ব্যবহার করতে পারবেন।
৬.৫ কনটেন্ট ডোমেইনের 'জ্যামিতি ও পরিমাপ' বিষয়ক ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

৬.৬ বিভিন্নভাবে জ্যামিতি ও পরিমাপ সম্পর্কিত জ্ঞান ও দক্ষতা ব্যবহার করতে পারবেন।
৬.৭ কনটেন্ট ডোমেইনের 'রাশির সম্পর্ক' বিষয়ক ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
৬.৮ বিভিন্নভাবে 'রাশির সম্পর্ক' বিষয়ক জ্ঞান ও দক্ষতা প্রয়োগ করতে পারবেন।

৭। কোর্সের বিষয়বস্তু: [* প্রতিটি বিষয়ের শিক্ষণ সময় প্রস্তাবিত, যা পরবর্তীতে সঠিকভাবে নির্ধারণ করা যাবে।]
১ম টার্ম (২ ক্রেডিট ঘণ্টা = ৩০ ঘণ্টা = ২০টি অধিবেশন)
সিডিউল (১৪ সপ্তাহ)

সপ্তাহ	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
স্কুল/ পিটিআই	চ	চ	চ	চ	ঝ	ঝ	চ	চ	ঝ	ঝ	চ	চ	ঝ	চ
এসকে ঘণ্টা	--	৩	৩	২	--	--	৩	২	--	--	৩	২	--	২

কোর্সের পরিচিতি
১. সেশন
১.১ পরিচিতি (১ সেশন): কনটেন্ট ডোমেইন কী? কনটেন্ট ডোমেইনের তিনটি শ্রেণীবিভাগ;

২. সমস্যার সমাধান তত্ত্ব (৩ সেশন):
২.১ পোলিয়া'র ৪ স্তর (১ সেশন): সমস্যা সমাধান কেন করতে হয়? সমস্যা অনুধাবন, পরিকল্পনা করা, পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, এবং সমাধান প্রক্রিয়া যাচাই করা/ ফিরে দেখা।
২.২ সমস্যা সমাধানের আবিষ্কার পদ্ধতি (২ সেশন): টেবিল তৈরি, অনুমান এবং চেকিং, একটি ছবি ইত্যাদি।

৩. সংখ্যা ও গণনা: (১৬ সেশন)
৩.১ স্বাভাবিক সংখ্যা (১ সেশন): সংখ্যার ইতিহাস, সংখ্যা প্রতীক ও সংখ্যাসহ বিভিন্ন সংখ্যা, মানসংখ্যা ও ক্রমসংখ্যা (কার্ডিনাল ও অর্ডিনাল), স্বাভাবিক সংখ্যা এবং অখণ্ড সংখ্যা, মৌলিক ও কৃত্রিম সংখ্যা, স্থানীয় মান ও তুলনা ইত্যাদি।
৩.২ চারটি মৌলিক নিয়ম (৫ সেশন): যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগের অর্থ, সংযোগ বিধি ও বিনিময় বিধি, বণ্টন বিধি, ৪টি মৌলিক নিয়মের ওপর সমস্যা তৈরিকরণ ও সমাধান।
৩.৩ গুণিতক ও গুণনীয়ক (২ সেশন): গুণিতক ও ল.সা.গু, গুণনীয়ক ও গ.সা.গু, গুণনীয়ক ও গুণিতকের ওপর সমস্যা তৈরি ও সমাধান।
৩.৪ সাধারণ ভগ্নাংশ (৪ সেশন): ভগ্নাংশের ২টি ধারণা, অনুপাত ও পরিমাণ, দৈনন্দিন জীবনের সমস্যা সমাধান ও সমস্যা তৈরি।
৩.৫ দশমিক ভগ্নাংশ (৪ সেশন): দশমিক ভগ্নাংশের অর্থ, স্থানীয় মান, আসন্ন মান, দশমিক ভগ্নাংশের রূপান্তর, দশমিক ভগ্নাংশের সমস্যার সমাধান ও সমস্যা তৈরি।

২য় টার্ম (১.৫ ক্রেডিট ঘণ্টা = ২২.৫ ঘণ্টা = ১৫ সেশন)
সিডিউল (১১ সপ্তাহ)

সপ্তাহ	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
স্কুল/ পিটিআই	চ	চ	ঝ	ঝ	চ	চ	চ	ঝ	ঝ	ঝ	চ
এসকে ঘণ্টা	৩	২	--	--	৩	৩	২	--	--	--	২

৪। পরিমাপ ও জ্যামিতি (১৩ সেশন)

৪.১ পরিমাপ (২ সেশন): পরিমাপের মৌলিক ধারণা, কোনো বস্তুর দৈর্ঘ্য, ওজন ও আয়তন পরিমাপ, পরিমাপ সম্পর্কিত সমস্যার সমাধান ও সমস্যা তৈরি।

৪.২ সমতলীয় চিত্র/ ক্ষেত্র (৩ সেশন): বিন্দু, রেখাংশ, তল সম্পর্কে মৌলিক ধারণা, বিভিন্ন ধরনের সমতল ক্ষেত্র, ত্রিভূজের বিভিন্ন প্রকারভেদ ও বৈশিষ্ট্য, চতুর্ভুজের প্রকারভেদ ও বৈশিষ্ট্য, বৃত্ত ও এর পরিধি, একটি সমতলীয় চিত্র, সমতল ক্ষেত্রের উপর সমস্যা তৈরি ও সমাধান।

৪.৩ ক্ষেত্রফল (৫ সেশন): ক্ষেত্রফল সম্পর্কে ধারণা, আয়তক্ষেত্র, সামান্তরিক ও ট্রাপিজিয়াম, ত্রিভুজ আকৃতি সম্পর্কিত ক্ষেত্রপরিমাপ, সমস্যা প্রস্তুতকরণ ও সমস্যার সমাধান, বৃত্তের ক্ষেত্রফল।

৪.৪ ঘনক আকৃতি (৩ সেশন): বিভিন্ন ধরনের ঘনক আকৃতির বর্ণনা, আয়তনিক ঘনকের আয়তন এবং পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফল, প্রদত্ত শর্ত সাপেক্ষে বাক্স তৈরি।

৫। উপস্থাপন (২ সেশন)

৫.১ কমপক্ষে একটি গাণিতিক সমস্যা এবং সমাধানসমূহ বিভিন্নভাবে নির্ণয় করতে হবে।

৩য় টার্ম (১ ক্রেডিট ঘণ্টা = ১৫ ঘণ্টা = ১০ সেশন)

সিডিউল (১১ সপ্তাহ)

সপ্তাহ	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
স্কুল/ পিটিআই	চ	চ	ঝ	ঝ	ঝ	ঝ	ঝ	ঝ	চ	চ	চ
এসকে ঘণ্টা	৪	৪	--	--	--	--	--	--	৪	৩	--

৬। রাশির সম্পর্ক (১০ সেশন)

৬.১ শতকরা (২ সেশন): অনুপাত, সমানুপাত ও শতকরার অর্থ ও ব্যবহার, শতকরা সম্পর্কিত সমস্যা তৈরি ও সমাধান।

৬.২ উপাত্ত উপস্থাপন (৩ সেশন): উপাত্ত সংগ্রহ ও বিন্যাস, উপাত্তের গড়, লেখচিত্রে উপাত্ত উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ, উপাত্ত উপস্থাপন সম্পর্কিত সমস্যা তৈরি ও সমাধান।

৬.৩ সমানুপাতিক সম্পর্ক (৫ সেশন): প্রত্যক্ষ সমানুপাতী, টেবিলে উপাত্ত উপস্থাপন, সম্পর্কসমূহ লেখচিত্রে উপস্থাপন, ঐকিক নিয়মে সমস্যা সমাধান ও তৈরি।

৭। মূল্যায়ন (Assessment)

- প্রথম টার্ম:
  - গাঠনিক অ্যাসেসমেন্ট, ছোট ছোট অভীক্ষা,অনুচিন্তন পত্র (রিফ্লেকশন পেপার), আলোচনায় অংশগ্রহণ, যৌথ/দলীয় কার্যক্রম, ইত্যাদি।
- দ্বিতীয় টার্ম:
  - গাঠনিক অ্যাসেস্‌মেন্ট (প্রথম টার্মের পদ্ধতি)
  - উপস্থাপন
- তৃতীয় টার্ম
  - পরীক্ষা

৮ উপকরণাদি:

ইন্সট্রাকটর'স্ হ্যাণ্ডবুক (নমুনা তথ্যপত্র এবং শিক্ষা উপকরণ), প্রাথমিক গণিত (১-৫), চার্ট, পোস্টার কাগজ, অন্যান্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি।

১০। রেফারেন্সঃ

Caroline Mcgrath: Supporting early cal Mathematic Development (2010)
Darek Haylock: Mathematics Explained for primary Teachers (2010)
George Polya: how to solve it? (1971)
JICA: Teaching package on Mathematics (class 1-5)
NCTB: National Curriculum on Primary Education.

দিন-১৭
অধিবেশন-৫
তথ্যপত্র-৪

কোর্স রূপরেখা: গণিত শিক্ষণ

১। কোর্সের নাম : গণিত শিক্ষণ জ্ঞান (Mathematics Pedagogical Knowledge)

২। ক্রেডিট ঘন্টা : ৪.৫ ক্রেডিট আওয়ার সর্বমোট ঘণ্টা : ৬৭.৫ শিক্ষণ ঘণ্টা

৩। অধিবেশন: ৪৫

৪। কোর্সের বর্ণনা

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য গণিত শিক্ষণ একটি অন্যতম জটিল কাজ। স্কুল জীবনে এই গণিত ক্লাস একই সাথে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের জন্য একটি আবেগময় উত্তেজনা অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ এনে দেয়। বারংবার 'প্রচেষ্টা ও ভুল' এর মধ্য দিয়ে, সমস্যা সমাধানের বিভিন্ন রকমের পদ্ধতি ব্যবহার করে, নিরবে ও একাকী চিন্তা করে, এবং বন্ধুদের সাথে সমস্যা নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে যখন শিক্ষার্থীরা কোন ভালো ধারণা বা সমস্যা সমাধানের পথ খুঁজে পায় তখন তারা শিখনের যে বর্ণনাতীত আনন্দ লাভ করে তা অন্য কিছু দিয়ে পূরণ হবার নয়। শিক্ষার্থীদের শিখনের সেই মুহূর্তে শিক্ষক পরিতৃপ্তির যে সর্বাধিক আনন্দ লাভ করেন, অন্য পেশার লোকজন এই অভিজ্ঞতা অর্জনের সে সুযোগ কখনও লাভ করতে পারেন না।

গণিত ক্লাসে এ ধরনের পরম আনন্দ লাভের মুহূর্ত সৃষ্টির জন্য কেবলমাত্র গণিতের বিষয়বস্তু ও শিক্ষাদানের সাধারণ কলাকৌশল জানা পর্যাপ্ত নয়। একজন সৃষ্টিশীল 'ভালো শিক্ষক'কে আরও বেশি জানতে হবে। যদি আমরা এমন ভালো শিক্ষক হতে চাই যিনি ক্লাসে বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চার মাধ্যমে আনন্দঘন পরিবেশ সৃষ্টি করেন, তাহলে আমাদেরকে অবশ্যই শিক্ষাক্রম সম্পর্কিত জ্ঞান, সুনির্দিষ্ট বিষয়ভিত্তিক শিক্ষণ সম্পর্কিত জ্ঞান ও দক্ষতা, কোন্ কোন্ পরিবেশে বা প্রেক্ষিতে স্ব-স্ব শিক্ষার্থীর কী ধরনের শিখন ঘটে সে সম্পর্কে বিস্তৃত জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করতে হবে। উক্ত সকল বিষয়কে বিবেচনায় এনে এই কোর্সকে এমনভাবে রূপায়িত করা হয়েছে যেখানে শিক্ষার্থী-শিক্ষার্থীগণ উক্ত জ্ঞানে সমৃদ্ধ হয়ে একজন 'ভালো শিক্ষক' এর জন্য এবং শিশুদের আনন্দঘন ও উত্তেজনাকর পরিবেশে পাঠদানের দক্ষতা উন্নয়নের সুযোগ পাবে।

ডিপিএড প্রোগ্রামের ১ম তিন টার্মে এই কোর্সটি পড়ানো হবে এবং কর্মমুখী গবেষণা (Action Research) এবং পাঠ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে এর মূল্যায়ন করা হবে বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে। তাছাড়া শিক্ষার্থী-শিক্ষকগণ ব্যবহারিক জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনের মধ্য দিয়ে গণিত শিক্ষণে আত্মবিশ্বাসী হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

৫। উদ্দেশ্য

৫.১ বর্তমান গণিত শিক্ষাক্রম এর সাথে গাণিতিক কনসেপ্ট এর গভীর সম্পর্ক বুঝতে শিক্ষার্থী-শিক্ষককে সহায়তা করা।

৫.২ গণিত পাঠে প্রত্যেক শিশুর স্বতন্ত্র-শিখন বৈশিষ্ট্য এবং শিখন প্রক্রিয়ার বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে শিক্ষার্থী-শিক্ষককে সুনির্দিষ্ট মনোযোগ দিতে সক্ষম করা।

৫.৩ গণিতের বিষয়বস্তুর শিক্ষণ সম্পর্কিত শিক্ষার্থী-শিক্ষকের জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করা যাতে তারা গণিতের বিভিন্ন বিষয়বস্তুর শিক্ষণে বিবিধ পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারে।

৫.৪ শিশুর গণিত বিষয়ক বোধগম্যতাকে মূল্যায়ন (যাচাই) করার জন্য শিক্ষার্থী-শিক্ষকের জ্ঞান ও দক্ষতাকে প্রস্তুত করা।

৫.৬ সমস্যা সমাধানমূলক শিখন শেখানো কার্যাবলিতে শিক্ষার্থী-শিক্ষককে কর্মমুখী গবেষণা (Action Research) পরিচালনায় সক্ষম করে তোলা।

৫.৭ শিক্ষার্থী-শিক্ষককে যৌথভাবে পাঠ গবেষণা/ অধ্যয়ন (Lesson Study)– এর মাধ্যমে গণিতের পাঠ উন্নয়নে পারদর্শী করা।

৫.৮ বিদ্যালয়ে গণিত শিক্ষায় একজন ভালো শিক্ষকের ন্যায় কাজ করার জন্য শিক্ষার্থী-শিক্ষকের দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধের উন্নয়ন করা।

৬। শিখনফল

এই প্রশিক্ষণ শেষে শিক্ষার্থী-শিক্ষকগণ সমর্থ হবেন:

৬.১ গণিত শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

৬.২ প্রাথমিক গণিতের শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা শনাক্ত করতে পারবেন।

৬.৩ গাণিতিক ধারণাসমূহ বিভিন্ন ডোমেইনে এবং একে অন্যের সাথে কীভাবে সম্পর্কযুক্ত তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

৬.৪ গণিত শিক্ষণে মনোবৈজ্ঞানিক উন্নয়নমূলক ধারণা প্রয়োগ করতে পারবেন।

৬.৫ গণিতে Instrumental and Relational Understanding এর মধ্যকার পার্থক্য উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

৬.৬ শিশুর শিখন যাচাই প্রক্রিয়াসমূহের ব্যবহার ও ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

৬.৭ গণিত পাঠ্যপুস্তক ও কারিকুলামের যৌক্তিক বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

৬.৮ গণিতের সাধারণ ধারণাসমূহ কীভাবে সংখ্যা ও গণনা শিখনে শিশুদের সহায়তা করে তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

৬.৯ সংখ্যা ও গণনার ডোমেইনের বিষয়বস্তু শিক্ষাদানের বিভিন্ন পদ্ধতি পরিচালনা করতে পারবেন।

৬.১০ জ্যামিতি ও পরিমাপ এর ডোমেইনের বিষয়বস্তু শিক্ষাদানের বিভিন্ন পদ্ধতি পরিচালনা করতে পারবেন।

৬.১১ এ্যাকশন রিচার্স প্রজেক্টের এর পরিকল্পনা করতে পারবেন।

৬.১২ রাশির সম্পর্ক ডোমেইনের বিষয়বস্তু শিক্ষাদানের বিভিন্ন পদ্ধতি পরিচালনা করতে পারবেন।

৬.১৩ এ্যাকশন রিচার্সের ফলাফল বিশ্লেষণ ও সার-সংক্ষেপ তৈরি করতে পারবেন।

৬.১৪ অধ্যায়ের বিস্তারিত শিক্ষণ পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে পারবেন।

৬.১৫ পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়ার কাজসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

৬.১৬ অভিনয় পাঠদান (Mock Lesson)এবং উক্ত পাঠদান পর্যলোচনার মাধ্যমে প্রণীত পাঠ পরিকল্পনার মূল্যায়ন করতে পারবেন।

৬.১৭ একজনের পাঠ উন্নয়নে যৌথভাবে কাজ করার শক্তিমত্তার (Collaborative Work power) ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

৬.১৮ পরাবর্তন (Reflection) এবং যৌথভাবে (Collaboration) কাজ করার মাধ্যমে মানসম্মত পাঠ পরিকল্পনা উপস্থাপন করতে পারবেন।

৭। কোর্সের বিষয়বস্তু :

১ম টার্ম (১.৫ ক্রেডিট আওয়ার = ২২.৫ ঘণ্টা = ১০ সেশন)

সিডিউল/ কার্যক্রম (১৪ সপ্তাহ)

Week	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
School/PTI	চ	চ	চ	চ	ঝ	ঝ	চ	চ	ঝ	ঝ	চ	চ	ঝ	চ
PK Sessions	--	২	২	২	--	--	১	১	--	--	১	১	--	০

১. গণিত শিক্ষাক্রম : ৩ সেশন

১.১ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (১সেশন)

- গণিত শিক্ষা কী ও কেন?; সারা বিশ্বে ও বাংলাদেশে গণিত শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য;

১.২ শিক্ষাক্রম (১ সেশন)

- প্রাথমিক গণিত শিক্ষাক্রম এর বৈশিষ্ট্য ও উদ্দেশ্য; বিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে এই উদ্দেশ্যসমূহ কীভাবে অর্জন করতে হবে?
- প্রাথমিক গণিত শিক্ষাক্রমের প্রান্তিক যোগ্যতা এবং শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা এবং শিখনফলসমূহের যৌক্তিক অনুধাবন।

১.৩ ধারণাগত সম্পর্ক (Conceptual Relationships) : ১ সেশন

- কনটেন্ট ডোমেইন এর ধারণা; বাংলাদেশের গণিত শিক্ষাক্রমের তিনটি ডোমেইন এর কারণ
- গাণিতিক কনসেপ্টসমূহের মধ্যে সম্পর্ক
- প্রাথমিক গণিত শিক্ষাক্রমে গাণিতিক ধারণাসমূহের উন্নয়ন প্রক্রিয়া

২. শিক্ষার্থী এবং তাদের শিখন অনুধাবন : (৩ সেশন)

২.১ মনোবিজ্ঞানসম্মত বিবেচনা (২ সেশন)

- জ্যাঁ পিয়াজে'র শিক্ষা মনোবিজ্ঞানিক বিকাশ; তাঁর চার স্তরের বিকাশ তত্ত্ব; গণিত শিক্ষাদানে তাঁর এই ধারণা কীভাবে প্রয়োগ করা যায়।
- লেভ ভিগটস্কি'র মনোবৈজ্ঞানিক বিকাশ; Zone of Proximal Development তত্ত্ব; গণিত শিক্ষাদানে কীভাবে এই ধারণার প্রয়োগ করা যায়।

২.২ Instrumental understanding বনাম Relational understanding (১ সেশন)

- যান্ত্রিক অনুধাবন এবং সম্পর্কগত অনুধাবন কী?; এদের উদাহরণসমূহ
- কীভাবে আমরা আমাদের এবং শিক্ষার্থীর সম্পর্কগত অনুধাবনের উন্নয়ন ঘটাতে পারি?

৩. শিক্ষার্থীর গণিত শিখন যাচাই (২ সেশন)

৩.১ শিক্ষার্থীর শিখন যাচাই এর পদ্ধতিসমূহ (২ সেশন)

- যোগ ও বিয়োগ প্রক্রিয়ার উন্নয়ন বিশ্লেষণ শ্রেণিকরণ
- গাণিতিক সমস্যা (ংড়ষারহম ড়িৎফ ঢ়ৎড়নষবস) সমাধান প্রক্রিয়ার ভুল বিশ্লেষণ এর জন্য নিউম্যান পদ্ধতি

- শ্রেণিকক্ষে একাডেমিক সাপোর্ট প্রদানের বিভিন্ন প্রকারের সাড়া প্রদান: কী ধরনের ভুল-ভ্রান্তির জন্য কী ধরনের সহায়তা প্রয়োজন?

৪. শিক্ষার্থীর গণিত শিখন যাচাই : (২ সেশন)

৪.১ বর্তমান শিখন শেখানো পদ্ধতির যৌক্তিক বিশ্লেষণ (২ সেশন)

- ১ম টার্মে যা শেখা হয়েছে তার ভিত্তিতে এবং জাইকা সাপোর্ট প্রোগ্রামের প্রতিবেদনের আলোকে গণিতের শিখন শেখানো পদ্ধতির যৌক্তিক বিশ্লেষণ
- এই জ্ঞান একজনের শিক্ষাদানে কীভাবে প্রয়োগ করবেন তা নিয়ে আলোচনা

২য় টার্ম (১.৬ ক্রেডিট আওয়ার = ২৪ ঘণ্টা = ১৬ সেশন)

সিডিউল (১১ সপ্তাহ)

Week	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
School/PTI	চ	চ	ঝ	ঝ	চ	চ	চ	ঝ	ঝ	ঝ	চ
PK Sessions	৩	৩	--	--	৩	৩	৩	--	--	--	১

৫। সংখ্যা এবং গণনা শিক্ষাদান : ১০ (সেশন)

৫.১ প্রাক-প্রাথমিক গণিত: (৩ সেশন)

- প্রাক-গণিত কার্যাবলি : তুলনা
- সংখ্যার ধারণা : ১ থেকে ৯ পর্যন্ত
- বাস্তব ও অর্ধ-বাস্তব উপকরণ দ্বারা যোগ ও বিয়োগ শিক্ষাদান

৫.২ সংখ্যার ধারণা (১ সেশন)

- দশের ধারণা: ১ম শ্রেণি
- স্থানীয় মান: ২য় শ্রেণি

৫.৩ যোগ ও বিয়োগ (১ সেশন)

- হাতে রেখে যোগ: ২য় শ্রেণি
- হাতে রেখে বিয়োগ: ২য় শ্রেণি

৫.৪ গুণ ও ভাগ (১ সেশন)

- গুণের ধারণা : ২য় শ্রেণি
- ভাগের ধারণা: ২য় শ্রেণি

৫.৫ গুণিতক ও গুণনীয়ক (১ সেশন)

- লসাগু এর ধারণা : ৪র্থ শ্রেণি
- গসাগু'র ধারণা : ৪র্থ শ্রেণি

৫.৬ ভগ্নাাংশ (২ সেশন)

- ভগ্নাংশের গুণনের ধারণা : ৪র্থ শ্রেণি
- ভগ্নাংশের ভাগের ধারণা : ৪র্থ শ্রেণি

৫.৭ দশমিক ভগ্নাংশ (১ সেশন)

- দশমিক ভগ্নাংশের গুণনের ধারণা: ৫ম শ্রেণি

৬। পরিমাপ ও জ্যামিতি শিক্ষাদান: (৬ সেশন)

৬.১ পরিমাপ (১ সেশন)

- দৈর্ঘ্য পরিচিতি (মিটার, সেন্টিমিটার এবং মিলিমিটার) : ২য় শ্রেণি

- ওজন পরিচিতি (গ্রাম ও কিলোগ্রাম), আয়তনে একই পদ্ধতির প্রয়োগসহ : ২য় শ্রেণি

৬.২ ত্রিভুজ (১ সেশন)

- ত্রিভুজের বৈশিষ্ট্য (ত্রিভুজের অন্তর্গত কোণগুলোর সমষ্টি ১৮০ ডিগ্রী, দুইটি সমকোণী ত্রিভুজের মিলনে একটি আয়ত সৃষ্টি হয়, ইত্যাদি) : ৪র্থ শ্রেণি

৬.৩ আয়ত (২ ঘন্টা)

- বর্গ ও আয়তের বৈশিষ্ট্য : ৫ম শ্রেণি
- সামান্তরিকের বৈশিষ্ট্য : ৫ম শ্রেণি

৬.৪ ক্ষেত্রফল (২ সেশন)

- সূক্ষকোণী, সমকোণী ও স্থূলকোণী ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল : ৫ম শ্রেণি
- বিভিন্ন পন্থায় বিভিন্ন আকার-আকৃতির ক্ষেত্রফল বের করা : ৫ম শ্রেণি

৩য় টার্ম (১.৯ ক্রেডিট ঘণ্টা = ২৮.৫ ঘণ্টা = ১৯ সেশন)

সিডিউল (১১ সপ্তাহ)

Week	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
School/PTI	চ	চ	ঝ	ঝ	ঝ	ঝ	ঝ	ঝ	চ	চ	চ
PK Session	৪	৪	--	--	--	--	--	--	৪	৪	৩

৭. পরিমাণগত সম্পর্ক শিক্ষাদান : ৬ সেশন

৭.১ শতকরা (৩ সেশন) :

- প্রদত্ত পরিমাণের অনুপাতের সাথে শতকরা ধারণার পরিচিতি : ৫ম শ্রেণি
- তালিকা ব্যবহারসহ সরল সুদের সমস্যা সমাধান: ৫ম শ্রেণি
- দৈনন্দিন জীবনের শতকরা সমস্যা সমাধান : ৫ম শ্রেণি

৭.২ উপাত্ত উপস্থাপন (৩ সেশন)

- সহপাঠীদের থেকে প্রকৃত উপাত্ত সংগ্রহ করে তা টেবিলের মাধ্যমে উপস্থাপন: ৪র্থ শ্রেণি
- সংগ্রহীত উপাত্তকে গ্রাফের মাধ্যমে প্রকাশ করা : ৫ম শ্রেণি
- গ্রাফের মাধ্যমে তথ্য বিশ্লেষণ : ৫ম শ্রেণি

৮. কেইস স্টাডি : অ্যাকশন রিচার্স প্রজেক্ট (৪ সেশন)

৮.১. অ্যাকশন রিচার্স প্রজেক্ট এর জন্য শিরোনাম নির্ধারণ এবং দলে প্রস্তাবনা তৈরি (২ সেশন)

- একটি বিষয়/সমস্যা নির্বাচন করা যা অ্যাকশন রিচার্সের মাধ্যমে সমাধান করা যাবে; বিদ্যালয়ে অ্যাকশন রিচার্স পরিচালনার পরিকল্পনা ও কৌশল নির্ধারণ করা; অ্যাকশন রিচার্স প্রজেক্ট যাচাই এর মানদণ্ড এর ব্যাখ্যাপ্রদান; রিচার্সের ফলাফলের প্রতিবেদন তৈরী ও উপস্থাপনের সিডিউল নিশ্চিতকরণ।

৮.২ অ্যাকশন রিচার্স প্রজেক্ট এর ফলাফল উপস্থাপন (২ সেশন)

- অ্যাকশন রিচার্সের ফলাফল তৈরি ও প্রতিবেদন জমাদান

৯. পাঠ গবেষণা/ অধ্যয়ন (Lesson Study) মাধ্যমে গণিত পাঠের ধারাবাহিক উন্নয়ন : (৪ সেশন)

৯.১ প্রস্তুতি (১ সেশন)

- পরিকল্পনা-বাস্তবায়ন-মূল্যায়ন চক্রে 'পরিকল্পনা' স্তরে কী করা হয়; গণিত পাঠ পরিকল্পনায় কোন কোন বিষয়গুলো বিবেচনায় নিতে হয়; একটি অধ্যায়ের জন্য শিক্ষণ পরিকল্পনা তৈরীর গুরুত্ব; 'প্রস্তুতি-উপস্থাপন/দৃঢ়করণ-মূল্যায়ন' প্রক্রিয়া।
- গণিত পাঠ মূল্যায়নের মানদণ্ড (Assessment criteria), জাইকা সাপোর্ট প্রোগ্রামের রিউব্রিক(Rubric)ব্যবহার করে; শিক্ষাদানের জন্য পাঠ পরিকল্পনা তৈরীর নির্দেশনা (উদাহরণসহ)

৯.২ পাঠ পরিকল্পনা তৈরী (২ সেশন)

- অধ্যায় নির্বাচন এবং ঐ অধ্যায়ের শিক্ষাদান পরিকল্পনা তৈরী (দলীয় কাজ);
- এককভাবে পাঠ পরিকল্পনা তৈরী
- একজনের প্রণীত পাঠ পরিকল্পনার ওপর দলীয়ভাবে আলোচনা

৯.৩ অভিনয় পাঠদান (Mock Lesson)(১সেশন)

- অভিনয় পাঠদান করা (প্রতিদলের প্রতিনিধিত্বের মাধ্যমে); প্রদত্ত মানদণ্ডের ভিত্তিতে পাঠের অধিকতর উন্নয়নের জন্য পর্যালোচনা

৯.৪ এই প্রক্রিয়াটিকে ফিরে/পুনরায় দেখা (১ সেশন)

- অন্যান্য দলের মন্তব্য ও সুপারিশের ভিত্তিতে পাঠ পরিকল্পনার সংশোধন করা; যৌথভাবে কাজ করার শক্তিমত্তা সম্পর্কে সচেতনতা তৈরী; শিক্ষণের মাধ্যমে শিখন; বিদ্যালয়ে এবং অনুশীলন পাঠে কীভাবে এর প্রয়োগ করা যায়; পরবর্তী করণীয়

১০. অনুশীলন পাঠদানের জন্য প্রস্তুতি : ৫ সেশন

১০.১ যাচাই অভীক্ষা তৈরীর অনুশীলন (৩ সেশন)

- যাচাই অভীক্ষা তৈরীর সময় বিবেচ্য বিষয়সমূহের উদাহরণসহ ব্যাখ্যা; কী জন্য যাচাই (গাঠনিক ও সামষ্ঠিক); কী যাচাই করবে (বিষয়বস্তুর ডোমেইন, জ্ঞানের ডোমেইন, জ্ঞানমূলক প্রক্রিয়া); কী অভীক্ষা নির্বাচন করবে?
- যাচাই অভীক্ষা তৈরীর অনুশীলন এবং তা দলে আলোচনা।
- প্রস্তুতকৃত যাচাই অভীক্ষাপত্র উপস্থাপন; সমস্ত ক্লাসে এই যাচাই অভীক্ষার সঠিকতা নিয়ে যৌক্তিক আলোচনা।

১০.২ পাঠ পরিকল্পনা তৈরীর অনুশীলন (২ সেশন)

- উক্ত ৯নং এর শিখন প্রক্রিয়ার আলোকে কমপক্ষে ২টি পাঠ পরিকল্পনা প্রস্তুত করা (যেগুলো পরবর্তীতে অনুশীলন পাঠে ব্যবহার করা যাবে)।
- পূর্বের ৩টি টার্মে একজনের পরিবর্তন ফিরে দেখা : ১) গণিতের প্রতি তার দৃষ্টিভঙ্গি, ২) গণিতের শিখন শেখানো কার্যাবলিতে তার মনোভাব ও মূল্যবোধ, এবং ৩) গণিতের শিখন শেখানো কার্যাবলিতে তার উদ্বুদ্ধ হওয়া।
- শিক্ষার্থী-শিক্ষকদের সাথে মত বিনিময়ের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বার্তাসমূহ: ১) পদ্ধতি/ কৌশল নির্ধারণের আগে প্রত্যেকটি শিশু কীভাবে গণিত শেখেতা পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করা; ২) মনে রাখা দরকার যে, কোনো একক পদ্ধতি বা কৌশল সকল শিশুর জন্য শিখনে সহায়ক নয়; ৩) কোনো বিফলতার জন্য ভয় না পেয়ে বরং তা

হতে শেখা; ৪) যৌক্তিকভাবে বিশ্লেষণ করো তুমি কী শেখাবে (বিষয়বস্তু) এবং কীভাবে তুমি শেখাবে (পদ্ধতি); ৫) মনে রাখা প্রয়োজন যে, 'যথেষ্ট (ভালো) হয়েছে হলো অপেক্ষাকৃত ভালোর শত্রু।'

৮। মূল্যায়ন/যাচাই (Assessment)

- ১ম টার্ম:
  - গাঠনিক মূল্যায়ন (Formative assessment) : সংক্ষিপ্ত অভীক্ষা (Small Tests), পরাবর্তন পত্র (Reflection Papers), আলোচনায় অংশগ্রহণ (Participation in Discussion), যৌথকাজে অংশগ্রহণের মাধ্যমে কিছু তৈরী, ইত্যাদি।
- ২য় টার্ম:
  - গাঠনিক মূল্যায়ন (Formative assessment): (একই পদ্ধতিতে ১ম টার্মের মতো)
- ৩য় টার্ম :
  - অ্যাকশন রিচার্স প্রজেক্ট
- ৪র্থ টার্ম :
  - পাঠ পর্যবেক্ষণ (বিদ্যালয়ে সংযুক্তি)

৯। উপকরণাদি

প্রাথমিক স্তরের গণিত পাঠ্যবই (১ম-৫ম শ্রেণী) জাইকা সাপোর্ট প্রোগ্রামের গণিত পাঠ যাচাইয়ের রিউব্রিক বা মানদন্ড, অ্যাকশন রিচার্সের প্রজেক্ট যাচাইয়ের মানদণ্ড, পোস্টার কাগজ ও মার্কার কলম ও অন্যান্য সামগ্রী।

১০। গ্রন্থপঞ্জি

Anderson, L.W. and Krathwohl, D.R. (eds) (2000): *A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing: A Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives,*Allyn& Bacon

Schwartz, J.E. (2007): *Elementary Mathematics Pedagogical Content Knowledge: Powerful Ideas for Teachers,*Allyn& Bacon

Gess-Newsome, J. and Lederman, N.G. (1999): *Examining Pedagogical Content Knowledge, The Construct and Its Implications for Science Education,* Springer

NCTB: আবশ্যকীয় শিখনক্রম

JSP: Report on the Bangladesh mathematics and science curriculum and textbooks

JSP: ১ম-৫ম শ্রেণি পর্যন্ত গণিতের টিচিং প্যাকজে (Teaching Packages)।

বেগম কামরুন্নেসা (১৯৭৭): *প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গণিত শিক্ষাদান, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।*

দিন-১৮
অধিবেশন-৩
তথ্যপত্র-১

মেন্টরিং (Mentoring)

ভূমিকা: মেন্টরিং এর মাধ্যমে ঘনিষ্ট তত্বাবধান দ্বারা ব্যক্তির পেশাগত উন্নয়ন ঘটে। সাধারণত নতুন শিক্ষার্থী শিক্ষক/শিক্ষার্থী (young teacher/begining teacher/learner)**অথবা নতুন পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তির ক্ষেত্রে মেন্টরিংএর প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। কর্মক্ষেত্রে অথবা কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থী হিসেবে নতুন প্রবেশের পর তারা কারো সহযোগিতা পেতে চায়, সেক্ষেত্রে মেন্টরিংকার্যক্রম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। মেন্টরিং কার্যক্রমে নিয়োজিত ব্যক্তিকে বলা হয় মেন্টর। মেন্টর হিসেবে শিক্ষক/ প্রশিক্ষক/ প্রতিষ্ঠান প্রধান/ প্রতিষ্ঠানের অভিজ্ঞ মেন্টরিংএর দায়িত্ব পালন করতে পারেন।**

মেন্টরিং কার্যক্রমের একটি সংজ্ঞা নিম্নে দেয়া হলো:
মেন্টরিং হচ্ছে-A system of using people with a lot of experience, knowledge etc, to advise other people at work, or in their professional life.

মেন্টরিং এর উদ্দেশ্য:

- ☞ **শিক্ষার্থী/ব্যক্তির আত্মোপলব্দি ও আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করা**
- ☞ **ইতিবাচক সম্পর্ক উন্নয়নের সুযোগ নিশ্চিত করা**
- ☞ **ঝরে পড়া রোধ ত্বরান্বিত করা**
- ☞ **শিক্ষার্থী/ব্যক্তির ভিতরে সম্ভাবনার দিক উন্মোচিত করা**
- ☞ **অভিজ্ঞতার আলোকে পরবর্তিতে শিক্ষার্থী ব্যক্তি, সমাজ এবং অন্যান্যদের প্রতি দায়িত্ববোধ জাগ্রত করা।**

মেন্টর কে?

- ☞ **মেন্টর হবেন তিনি, যিনি অধিক দক্ষ ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন এবং যার অভিজ্ঞতা অন্যের সংঙ্গে ভাগ করে নেয়ার মানসিকতা আছে।**
- ☞ **মেন্টর তিনি, যিনি স্বল্প অভিজ্ঞতা সম্পন্নদের মাঝে সহযোগী মনোভাব নিয়ে এগিয়ে আসেন।**

(Mentor- An experienced person who advises and helps a less experienced person.)

মেন্টর এর গুণাবলী:

- ☞ **ধৈর্যশীল**
- ☞ **কাজের প্রতি আগ্রহী**
- ☞ **বিশ্বাসী**
- ☞ **দায়িত্বশীল**
- ☞ **দ্রুত সাড়া দিতে সক্ষম**
- ☞ **অভিভাবক সুলভ**
- ☞ **বিশ্বস্ত বন্ধু**

মেন্টরের প্রয়োজনীয়তা:

মেন্টরিং এর মাধ্যমে একাডেমিক/প্রাতিষ্ঠানিক সহযোগিতা, নেতৃত্বদানের সুযোগ, নতুন শিক্ষার্থী/ব্যক্তির মাঝে মিথস্ক্রিয়া, সামাজিক সহযোগিতার ক্ষেত্র নির্ণয় এবং ব্যক্তিগত উন্নয়ন ঘটে যা ব্যক্তির স্বীয় মনোবল দৃঢ় করে।

পেশাগত ক্ষেত্রে উন্নয়নের জন্য পরামর্শ দান (Mentoring)

কোনো পেশায় যোগদানের পর নতুন একজন চাকুরীজীবির (যেমন-একজন শিক্ষক) বিভিন্ন ধরণের সহায়তা প্রয়োজন হয়। নতুন কোনো পেশা সম্পর্কে যথাযথ ধারণা লাভের জন্য তার একজন বিজ্ঞ পরামর্শক এর নিকট থেকে জ্ঞান, দক্ষতা (অনুশীলন) ও দৃষ্টিভঙ্গির কাঙ্খিত উন্নয়ন সাধন ইত্যাদি ক্ষেত্রে সহায়তা লাভ আবশ্যক হয়। এর ফলে উক্ত পেশায় যোগদানকারী ব্যক্তির যেমন পেশা সম্পর্কে ইতিবাচক মনোভাবের সৃষ্টি হয় আবার পেশাগত উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটি উপযুক্ত পরিবেশেরও সৃষ্টি হয়। এ ধরনের কাজের সার্বিক প্রতিফলন ঘটে সংশ্লিষ্ট সংস্থার সামগ্রিক উন্নয়নে যেমন- প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ প্রাপ্ত হয়ে একজন নতুন শিক্ষক যদি একজন অভিজ্ঞ ও বিজ্ঞ শিক্ষকের নিকট থেকে সংশ্লিষ্ট পেশা সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে যেমন শিক্ষাক্রম, বিষয়জ্ঞান, শিখন শেখানো কাজ পরিচালনা, মূল্যায়ন, বিদ্যালয়ের পরিবেশ সংরক্ষণ ইত্যাদি সম্পর্কে যথাযথ ধারণা লাভ করেন এবং উক্ত বিষয়গুলো অনুশীলনের ক্ষেত্রে যথাযথ পরামর্শ লাভ করেন তাহলে নতুন শিক্ষক সহজেই এবং স্বল্প সময়ের মধ্যেই একজন সফল শিক্ষক হয়ে গড়ে ওঠতে পারেন। এভাবে বিদ্যালয়টি একটি আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হতে পারে।

ডিপিএড কর্মসূচিতে যোগদানকারী শিক্ষার্থী তার কোর্সের শুরু থেকেই নির্দিষ্ট প্রশিক্ষণ বিদ্যালয়ে পিটিআইতে লব্ধ জ্ঞানের অনুশীলন করে থাকেন। উল্লিখিত প্রশিক্ষণ বিদ্যালয়ের বিজ্ঞ শিক্ষক যদি তাকে শ্রেণিতে শিখন শেখানো কাজ সম্পর্কে ধারণা ও দক্ষতা লাভে সহায়তা প্রদান করেন তাহলে উক্ত শিক্ষার্থী একদিকে যেমন পারদর্শী শিক্ষক হয়ে উঠবেন অন্যদিকে এ পেশার প্রতি তার ইতিবাচক দৃষ্টি ভঙ্গি সূচিত হবে।

শিক্ষার্থী এবং পরামর্শকের সম্পর্ক:
বিজ্ঞ পরামর্শক এবং শিক্ষার্থীর মধ্যে উষ্ণ বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বিরাজমান থাকা উচিত। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এ বিষয়টি নিশ্চিত করবেন। যদি পরামর্শক শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীর মধ্যে কাঙ্খিত সম্পর্ক বিদ্যমান না থাকে সেক্ষেত্রে পরামর্শককে বিষয়টি সম্পর্কে সচেতন করতে হবে অথবা অন্য একজন পরামর্শক নিয়োগ করতে হবে।

পরামর্শদানের সময়, স্থান এবং বিষয়বস্তু:
বিজ্ঞ পরামর্শক এবং শিক্ষার্থী মিলিত হওয়ার জন্য সময় ও স্থান পূর্বেই নির্ধারণ করে নিবেন। সে জন্য পূর্বেই একটি পরিকল্পনা তৈরি করে নিতে হবে। সপ্তাহে দুই দিন অথবা সপ্তাহে কমপক্ষে এক দিন মিলিত হতে হবে। স্থান ও সময়ের মতো বিষয়বস্তুও পূর্বেই নির্ধারণ করতে হবে। শিক্ষার্থীর Reflective Diary তে এরূপ আলোচনার বিষয়বস্তু সম্পর্কে মন্তব্য থাকতে হবে। আলোচনার বিষয়বস্তু হতে পারে প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষাক্রম এবং পাঠ্য পুস্তকের বিষয়বস্তু, বিদ্যালয়ের পরিবেশ এবং তার উন্নয়ন শ্রেণিতে শিখন শেখানো কাজ এবং এর উন্নয়ন ও সমস্যাদি, সরকারী চাকুরীর বিভিন্ন বিধি যথা- সরকারী ছুটি বিধি, চাকুরী বিধি, শৃঙ্খলা বিধি ইত্যাদি।

পেশা উন্নয়নের ক্ষেত্রে মেন্টরিং এর সুফলসমূহ:

বিজ্ঞ পরামর্শক হিসেবে একজন অভিজ্ঞ শিক্ষক শিক্ষার্থীর সাথে আলোচনা, ধারণা প্রদান এবং দক্ষতা প্রদর্শনের (Demonostrastion) মাধ্যমে তার নিজস্ব মূল্যবান, জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, উপলব্ধি ও অন্তর্দৃষ্টি এবং দক্ষতা সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে পারেন। এর ফলে উক্ত শিক্ষার্থী স্বল্প সময়ের মধ্যে শিক্ষকতার ক্ষেত্রে আত্মবিশ্বাসী এবং আত্মনির্ভরশীল হয়ে উঠতে পারেন। শিক্ষার্থী তার পেশা সম্পর্কে আরো পরিষ্কার ধারণা পাওয়ার মাধ্যমে স্বত:ফূর্তভাবে মুক্ত শিখন লাভে আগ্রহী হয়ে উঠতে পারেন। এর ফলে তিনি যেমন শিক্ষকতা পেশায় কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেতে পারেন, অন্যদিকে তার কাজের মাধ্যমে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে একটি মেধাবী শিক্ষক গোষ্ঠী সৃষ্টি হতে পারে। এর সামগ্রিক ফলাফল হতে পারে শিশু শিক্ষার্থীদের শিখনের মান সর্বোচ্চ পর্যায়ে বৃদ্ধি পাওয়া। একজন শিক্ষকের উপযুক্ত সম্মান ও মর্যাদা পাওয়ার ক্ষেত্রে মেন্টরিং প্রক্রিয়া একটি কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে।

মেন্টরিং করার ক্ষেত্রে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কৌশল:

১. ইতিবাচক মনোভাব: শিক্ষার্থীকে উৎসাহ প্রদান করতে হবে এবং যে কোনো চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করার মানসিকতা থাকতে হবে। এর সাথে প্রয়োজন অন্যের মতামত গ্রহণ করার ক্ষেত্রে ইতিবাচক মানসিকতা।
২. মূল্যবোধ সৃষ্টি: শিক্ষার্থীকে এমনভাবে উৎসাহ দিন যাতে সে শিক্ষকতাকে একটি অত্যন্ত সম্মানজনক পেশা হিসেবে গ্রহণ করতে আগ্রহী হয়। মনে রাখতে হবে শিক্ষকদের মূল্যবোধ হতে হবে অত্যন্ত উচ্চ পর্যায়ের।
৩. মুক্ত মানসিকতা: শিক্ষার্থীকে এরূপ ধারণা দিন যে, যে কোনো নতুন ধারণা যদি যৌক্তিক হয় তবে তা গ্রহণ করতে হবে।
৪. কার্যকর যোগাযোগ: শিক্ষার্থীকে মনোযোগ সহকারে শোনার অভ্যাস গড়ে তুলতে বলুন এবং যে কোনো বিষয় জানার জন্য প্রশ্ন করতে বলুন।
৫. আবিষ্কার: শিক্ষার্থীকে চিন্তা করার অভ্যাস গড়ে তোলার জন্য উৎসাহ দিন।
৬. আত্মবিশ্বাস: শিক্ষার্থীদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলার জন্য তাদের বিভিন্নভাবে সহায়তা দিন।
৭. আত্ম সচেতনতা: একজন শিক্ষকের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হলো নিজের পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন থাকা। যেমন- যে কোনো সমস্যাকে গুরুত্ব দিয়ে তা সমাধানের চেষ্টা করতে হবে। অথবা বিকল্প কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
৮. আন্ত:সম্পর্ক বজায় রাখা: শিক্ষার্থী এবং পরামর্শকের সম্পর্ক হবে অত্যন্ত বিশ্বাসপূর্ণ এবং আন্তরিক। পরামর্শককে হতে হবে সত্যনিষ্ঠ যাতে তার প্রদত্ত মতামত সম্পর্কে কেউ প্রশ্ন উত্থাপন করতে না পারেন।
৯. উদারতা বোধ: শিক্ষার্থীকে ধারণা দিন যে, একজন শিক্ষককে অবশ্যই উদার হতে হবে। অর্থাৎ কোনো একটি বিষয়কে বিভিন্ন দিক থেকে পর্যবেক্ষণের মানসিকতা অর্জন করতে হবে।
১০. সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে সৃষ্টিশীল: শ্রেণিতে অথবা বিদ্যালয় পরিবেশে যে কোনো সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে উদ্ভাবনীমূলক চিন্তার অধিকারী হতে হবে।

প্রশিক্ষণ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীগণের শিক্ষক মান এবং মেন্টরিং প্রক্রিয়া :

ডিপিএড কর্মসূচির অধীনে প্রশিক্ষণ বিদ্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষককে ডিপিএড শিক্ষার্থীদের শিক্ষক মান অর্জনে মতামত প্রদান করতে হবে। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীর শ্রেণিতে শিখন শেখানো কাজ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর সংশ্লিষ্ট যোগ্যতা অর্জনের বিষয়ে মতামত দিতে হবে। প্রথম দুই টার্মে শিক্ষক মান অর্জনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীকে পর্যাপ্ত সহায়তা প্রদান করতে হবে। এক্ষেত্রে মেন্টরিং বিষয়টি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। এজন্য নিম্নলিখিত কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে।

১. সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীর সাথে প্রতি সপ্তাহে দুইদিন আলোচনার ব্যবস্থা রাখতে হবে। প্রতিদিন কমপক্ষে ৩০ মিনিট সময় বরাদ্দ করতে হবে।

২. আলোচনার বিষয়বস্তু পূর্বেই নির্ধারণ করতে হবে। আলোচনার বিষয়বস্তু সম্পর্কে শিক্ষার্থীর যে কোনো প্রশ্নের উল্টর দেওয়ার জন্য শিক্ষককে প্রস্তুত থাকতে হবে। প্রশ্নের উত্তর ছাড়া সংশ্লিষ্ট বিষয়ে রেফারেন্স বই পড়া অথবা এ বিষয়ে পর্যাপ্ত তথ্য লাভের জন্য প্রাসঙ্গিক তথ্য সূত্র জানাতে হবে।

৩. প্রয়োজন বোধে শিক্ষক নিজে প্রদর্শনী পাঠ দেওয়ার মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে শিখন শেখানো কাজে পারদর্শী করে তুলবেন। অন্যদিকে শিক্ষার্থীকে অনুশীলনী পাঠদান শেষে যথাযথ ফিডব্যাক দিয়ে তার সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন করবেন। তবে সর্বক্ষেত্রে উৎসাহ প্রদানের মাধ্যমে যথাযথ দক্ষতা অর্জনে সক্ষম করে তুলতে হবে। সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীর শিক্ষকমান অর্জনের ক্ষেত্রে শিক্ষক পর্যবেক্ষণের পূর্বেই বিষয়টি আলোচনা করে নিবেন।

কেস স্টাডি- ০১

জনাব মোঃ তারিকুজ্জামান, প্রধান শিক্ষক, গোপালপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ তিনি বিদ্যালয়ে ১০ বছর যাবৎ কর্মরত আছেন। তার সঙ্গে ০৪ জন সহকারী শিক্ষকও অনেক দিন যাবৎ কাজ করছেন। তিনি ইতোমধ্যে SMT, SMC, ইংরেজি ও বাংলা বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। সহকারী শিক্ষকগণও বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। তিনি বিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর সঙ্গে দক্ষতার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করেন। তিনি তার বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকগণের পাঠদান কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করেন এবং সময় সুযোগে শ্রেণি পাঠদান বিরতির সময় মিথস্ক্রিয়ার (Interection) মাধ্যমে ফলাবর্তন দেন। সহকারী শিক্ষকগণ এটিকে ইতিবাচক হিসেবে নেন। শিখন-শেখানো কার্যক্রমে শিক্ষকগণের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির পাশাপাশি শিক্ষার গুণগতমান ক্রমাগত উন্নতি হচ্ছে। তিনি সহকর্মীদের সঙ্গে সহায়ক হিসেবে কাজ করে থাকেন। বিদ্যালয় এবং বিদ্যালয় এলাকায় প্রধান ও সহকারী শিক্ষকগণের ভালো শিক্ষক হিসেবে সুনাম রয়েছে। বিদ্যালয়ের ফলাফলও খুব ভালো। ইতোমধ্যে ফারজানা হক নামে নিয়োগপ্রাপ্ত একজন নতুন শিক্ষক যোগদান করেছে। প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষকগণ তাকে সুস্বাগত জানালেন। সবাই বসে পরস্পরের সাথে শুভেচ্ছা ও কুশল বিনিময় করলেন। নবাগত শিক্ষক বিদ্যালয়ের বর্তমান শিক্ষকগণকে বললেন, "আমি নতুন যোগদান করেছি। ইতিপূর্বে আমি কোন ধরনের পাঠদান করি নাই, পাঠদানে অভ্যস্ত নই ও কোনো ধরনের অভিজ্ঞতাও নেই। এ বিষয়ে খুবই উদ্বিগ্ন এবং বিব্রতবোধ করছি।" উপস্থিত শিক্ষকগণ তাকে আশ্বস্ত করলেন এবং এ ব্যাপারে পর্যাপ্ত সহযোগিতা প্রদানের কথা জানালেন। নবাগত শিক্ষক বাড়িতে ফিরে গেলেন, স্কুলে কর্মরত শিক্ষকদের কথায় সন্তুষ্ট হলেও তিনি চিন্তায় পড়ে গেলেন। কারণ প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষাক্রমের ও পাঠদান পরিচালনার বিষয়ে কোনো রকমের আত্মবিশ্বাস তার নেই। এমনকি পাঠ্য বইতে কী আছে তাও তিনি জানেননা। কাজেই রাতে তার ঘুম হয়নি।

পরদিন নবাগত শিক্ষক ভারাক্রান্ত মনে বিদ্যালয়ে উপস্থিত হলেন। তার এ অবস্থা দেখে অন্যান্য সকল শিক্ষক তাকে হাশিমুখে ভালো-মন্দ জিজ্ঞাসা করলেন এবং বসতে বললেন। সকলে ভাবলেন এ অবস্থায় যদি তাকে শ্রেণিতে পদ্ধতি মোতাবেক পাঠদান (যেমনঃ পূর্ব প্রস্তুতি নিয়ে, পাঠের বিষয়বস্তুর মূলভাব জেনে, পাঠটীকা তৈরী করে, যথাযথ উপকরণ ব্যবহার করে ও মূল্যায়ন ইত্যাদি) করতে বলা হয় তাহলে আরো ভেঙ্গে পড়বেন। আলোচনার মাধ্যমে সকলে সিদ্ধান্ত নিলেন যে, নবনিযুক্ত শিক্ষক এখন থেকে কিছুদিন বর্তমানে কর্মরত শিক্ষকগণের পাঠদান দেখবেন ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো (point) নোট করবেন এবং আস্তে আস্তে বিদ্যালয়ের পরিবেশে নিজেকে মানিয়ে নেবেন এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকল কিছুতে সাহায্য-সহযোগিতা করতে সকলে একমত হলেন। পরবর্তীতে নবাগত শিক্ষকের নোটগুলো নিয়ে/সমস্যাগুলো নিয়ে সকলে আলোচনা করে সমাধানে সচেষ্ট হবেন মর্মে একমত হন। এ সিদ্ধান্তে নতুন শিক্ষক অনেকখানি স্বস্থিবোধ করেন ও নির্দেশনা মোতাবেক কাজ করতে শুরু করলেন। এভাবে চলতে চলতে তার অবস্থা বুঝে কিছুদিন পর সকলে পুনরায় বসলেন।

এ পর্যায়ে বর্তমান শিক্ষকগণ তার সুবিধা এবং অসুবিধাগুলো নিয়ে দ্বিমূখী প্রক্রিয়ায় (Twoway proces) বিস্তারিত আলোচনা করে সমাধানে সচেষ্ট রইলেন এবং তাকে শ্রেণি পাঠদান কার্যক্রম শুরু করতে সাহস যোগালেন। এমনি এক পরিস্থিতিতে কয়েকদিন পর সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার জনাব এ.এইচ.এম রেজাউল করিম উক্ত বিদ্যালয়টি পরিদর্শনে যান এবং পাঠদান বিরতির সময় সকল শিক্ষককে নিয়ে বসেন। শিক্ষকগণের এরূপ উদ্যোগের ও মনোভাবের কথা শুনে তিনি খুশি হলেন এবং সকলকে ধন্যবাদ জানালেন। তিনি বিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষকগণের উদ্দেশ্য করে আরো বলেন, নবাগত শিক্ষককে পর্যায়ক্রমে শ্রেণি ব্যবস্থাপনা, শুভেচ্ছা বিনিময়, নিরাপত্তাবোধ ও পাঠদানে পরিবেশ সৃষ্টি, পাঠটীকা, উপকরণ বিষয়ে ধারণা দেয়া, বেত ব্যবহার না করা, শিক্ষার্থী-শিক্ষক সম্পর্ক সৃষ্টি, শিক্ষার্থীর নাম ধরে ডাকা, দলীয়কাজ, শিক্ষার্থীকে নিয়ন্ত্রণে রাখা, ক্লাশ চলাকলীন ও শেষে মূল্যায়ন করা,সে অনুসারে নিরাময়মূলক ব্যবস্থা নেয়া ইত্যাদি সম্পর্কে

ধারণা দেয়া এবং এগুলোর প্রয়োগ পদ্ধতি জানানোর জন্য পরামর্শ দেন। সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসারের নির্দেশনা মোতাবেক সকলে কাজ করতে থাকলেন। দেখা গেল নবনিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকের ক্রমাগত পেশাগত উন্নয়ন হচ্ছে এবং তিনি সকলের সহযোগিতায় আনন্দিত ও উদ্যমতার সংগে করছেন।

প্রশ্নঃ

ক) কেস স্টাডিতে প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষকগণের সহযোগিতার মনোভাবের লক্ষণীয় দিকগুলো কী কী?

খ) নবাগত শিক্ষকের পেশাগত দায়ীত্ব পালনে বর্তমান শিক্ষকদের সহযোগিতার ধাপগুলো কী ছিল?

গ) সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসারের নির্দেশনাগুলো উল্লেখ করুন।

ঘ) সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের পদক্ষেপে নবাগত শিক্ষক কী কী সুফল পেয়েছে?

ঙ) কেস স্টাডি থেকে নিজেদের শিক্ষণীয় দিকগুলো উল্লেখ করুন।

দিন-১৯
অধিবেশন-৩
তথ্যপত্র-১

ডিপ্লোমাপ্রাপ্তদের সূচক এবং যোগ্যতাসহ শিক্ষকমান

ক্ষেত্রঃ পেশাগত জ্ঞান এবং উপলব্ধি

শিখনের ক্ষেত্র	মানঃ একজন ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত শিক্ষক করতে সক্ষম	যোগ্যতাঃ অর্জিত হয়েছে	ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত এবং নিয়মিত শিক্ষকদের সূচক
(ক) বিষয় সম্পর্কিত জ্ঞানঃ	১. প্রাক-প্রাথমিক এবং প্রাথমিক শিক্ষার সকল বিষয়ে শিক্ষাদানের জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান ও ধারণা প্রদর্শন করতে পারেন।	১. বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান ব্যবহার করে যথাযথ, এবং পারস্পর্য বজায় রেখে পাঠ পরিকল্পনা করার যোগ্যতা। ২. বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান ব্যবহার করে প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষাদানের জন্য শ্রেণীকক্ষে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিকল্পনা করার যোগ্যতা। ৩. শ্রেণীতে এবং প্রতিটি শিক্ষার্থীর কাছে বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান আত্মবিশ্বাসের সাথে এবং পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করার যোগ্যতা। ৪. শিক্ষার্থীদের বিষয়ভিত্তিক যেকোন প্রশ্ন সার্থকভাবে উত্তর দেয়ার যোগ্যতা। ৫. ছোট ছোট শিশুদের খেলা অনুসন্ধিৎসা ছোট ছোট পরীক্ষা-নীরিক্ষা এবং ভাষা কীভাবে পরবর্তীকালে আনুষ্ঠানিক শিক্ষাক্রমে রূপান্তরিত হয় তা উপলব্ধির যোগ্যতা।	১. পাঠ-পরিকল্পনায় বিষয়ভিত্তিক জ্ঞানের যথাযথ ব্যবহারের প্রমাণ পাওয়া যায় ২. পাঠদানকালে শিক্ষক আত্মবিশ্বাসের সাথে সঠিক বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান ব্যবহার করেন। ৩. শিখন ও অনুশীলনের ক্ষেত্রে বিষয়ভিত্তিক জ্ঞানের সঠিক ব্যবহার উদাহরণ দিয়ে দেখান (সঠিক বানান, নির্ভুল হিসাব-নিকাস)। ৪. যেভাবে ব্যক্তিগত উপলব্ধি সাধারণভাবে গ্রহণযোগ্য জ্ঞানের প্রকরণে রূপান্তরিত হয়, শিক্ষার্থীদের কাছে প্রদত্ত ফিডব্যাকে প্রতিফলিত হয়ে থাকে (কাঠের ব্লকের তুলনা সম্পর্কিত শিশুদের ধারণা ব্যবহার করে দৈর্ঘ্য, প্রস্থ এবং পরিমাপ বিষয়ে চিন্তাকে উদ্দিপীত করে। ৫. শিক্ষাক্রমের অন্তর্ভূক্ত বিষয়ভিত্তিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধ্যাণ-ধারনা সৃষ্টিতে শ্রেণীকক্ষের বিভিন্ন কার্যক্রমকে সম্পর্কিত করা যায় (যেমন একজন অভিজ্ঞ পর্যবেক্ষক অবলোকন করেন)।

		৬. বয়স অনুসারে গল্প বলা, ছড়া, আবৃত্তি, গান, বই পড়া এবং খেলাধূলার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের জ্ঞানের বিকাশ সৃষ্টি যোগ্যতা।	
(খ)শিক্ষাদান পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা	২. শিক্ষাক্রমের যোগ্যতা এবং শিখন ফল ও শিক্ষার্থীদের জন্য যথাযথ বিভিন্ন প্রকার শিক্ষাদান কৌশল সম্পর্কে পরিপূর্ণ ধারণা প্রদর্শন করেন।	৭. শিক্ষার্থীদের সক্রিয় অথবা মিথষ্ক্রিয়ার মাধ্যমে শিক্ষাদান সহ বিভিন্ন ধরণের শিক্ষাদান কৌশল প্রয়োগের দক্ষতা। ৮. যেমন প্রযোজ্য তেমনভাবে শিখন শেখানো কাজে প্রযুক্তির (আইসিটিসহ) ব্যবহার করার দক্ষতা। ৯. শিক্ষার্থীদের বোধগম্য ভাষা ব্যবহার করার দক্ষতা। ১০. শিক্ষার্থীদের কার্যকরভাবে শিখনের সাথে যুক্ত করে পাঠ-পরিকল্পনা এবং উপস্থাপনার দক্ষতা। ১১. শিক্ষার্থীরা যে ধরণের ভুল করে এবং শিক্ষার্থীরা কীভাবে শিক্ষাক্রমের বিষয়গুলো আয়ত্ব করতে পারে তা জানেন এবং তাদের বোধগম্যতা বিকাশের জন্য উপযুক্ত শিক্ষাদান পদ্ধতি প্রয়োগের যোগ্যতা। ১২. যেকোন শ্রেণীতে সাধারণ শিক্ষার্থীদের চেয়ে ভিন্ন এক বা একাধিক শিক্ষার্থী থাকে যাদের একীভূত করার দক্ষতা।	৬. যেকোন দিনে পাঠ চলাকালীন সময় বিশদ শিক্ষাদান কৌশল/কার্যক্রম পরিকল্পিত এবং প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। ৭. পাঠ-পরিকল্পনায় শিক্ষার্থীদের সম্ভাব্য ভুল ধারণা সম্পর্কে ব্যবস্থা নেয়ার বিষয়টি উল্লেখ করা হয়। ৮. শিক্ষার্থীরা পাঠে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। ৯. শিক্ষার্থীদের তাদের যোগ্যতা প্রমাণ করে এমন প্রশ্ন করার মাধ্যমে শিখন লাভে সহায়তা করেন এবং এমনভাবে তথ্য প্রদান করেন যাতে তারা শিক্ষার্থীরা নিজেরাই বিষয়টি উপলব্ধি করতে পারে। ১০. শিক্ষক এবং ছাত্র, ছাত্র এবং ছাত্রের মধ্যে মিথষ্ক্রিয়ার মাধ্যমে শিক্ষাদান প্রায়ই দেখা যায়। ১১. সকল ছাত্রই পাঠে অথবা পাঠ সংশ্লিষ্ট কাজে নিয়োজিত থাকে। ১২. যেসব শিক্ষার্থী সাধারণ শিক্ষার্থীদের চেয়ে ভিন্ন অথবা দল থেকে আলাদা তাদের চিহ্নিত করতে পারেন এবং এমন ক্ষেত্রে একীভূত করার কৌশল প্রয়োগ করে থাকেন। ১৩. শিক্ষার্থীরা আনন্দিত এবং আগ্রহান্বিত রয়েছে। ১৪. সমন্বিত শিক্ষাদান পদ্ধতি ব্যবহার করতে দেখা যায়।

		১৩. এক বিষয়ের শিখন অন্য বিষয়ের কাজে ব্যবহার (যেমন গাণিতিক ভাষা পাঠ অনুশীলন) করার বিষয়ে পাঠ-পরিকল্পনা করার দক্ষতা।	
(গ) শিক্ষাক্রম সম্পর্কে ধারণা	৩. প্রাথমিক এবং প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার শিক্ষাক্রম, যোগ্যতা এবং শিখন ফল সম্পর্কে পরিপূর্ণ ধারণা প্রদর্শন করেন।	১৪. প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা এবং প্রাথমিক শিক্ষাক্রমের বিষয়বস্তু এবং কাঠামো সম্পর্কে পরিপূর্ণ উপলব্ধি। ১৫. প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের শিখন ফল এবং প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের যোগ্যতা ও শিখন ফল সম্পর্কে পূর্ণ পরিচিতি। ১৬. জাতীয় পরীক্ষাসহ প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন সম্পর্কিত সকল ব্যবস্থা ও ধ্যান-ধারণা সম্পর্কে পরিচিতি। ১৭. প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন ও মূল্যায়নের হাতিয়ার সম্পর্কে পরিচিতি।	১৫.শিক্ষাক্রমের যোগ্যতা এবং শিখন ফল অনুসারে পাঠ-পরিকল্পনা করে থাকেন। ১৬.পরিকল্পিত শিখন যোগ্যতা সফলভাবে অর্জিত হয়। ১৭.প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার্থীরা তাদের কাঙ্খিত শিখন ফল অর্জনের ক্ষেত্রে উন্নতি পরিদৃশ্যমান। ১৮.শিক্ষার্থীদের অর্জিত যোগ্যতার রেকর্ড জাতীয় ফলাফল প্রতিফলিত করে।
(ঘ) শিশু সম্পর্কিত ধারণা	৪. শিশুদের শিখন এবং মানসিক ও শারীরিক বিকাশ সম্পর্কিত প্রধান তত্ত্বগুলো সম্পর্কে এবং কীভাবে শিশুদেরকে ভালভাবে সহায়তা দেয়া যায় সেসম্পর্কে বাস্তবমুখি সচেতনতা প্রদর্শন করেন।	১৮. এমনভাবে পাঠ এবং শ্রেণীকক্ষের কার্যক্রম পরিকল্পনা এবং উপস্থাপন করেন যাতে নিম্নলিখিত দিকগুলো গুরুত্বসহকারে বিবেচিত হয়: ● শিশুদের শিখনের প্রতি স্বাভাবিক আগ্রহ এবং তাদের পরিবেশ সম্পর্কে ধারণা। ● ভাষা এবং মিথষ্ক্রিয়া। ● ঝুঁকি গ্রহণ এবং সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের	১৯.নিম্নলিখিত দিক বিবেচনা করে শ্রেণীকক্ষের কার্যক্রম এবং পাঠ-পরিকল্পনা করেন: ● শিক্ষার্থীদের বিদ্যমান জ্ঞান এবং উপলব্ধি বিবেচনায় নিয়ে পাঠদান শুরু করা। ● পারস্পরিক আলোচনা এবং ভাষার উপযুক্ত ব্যবহার। ● সব ক্ষেত্রেই শিক্ষার্থীদের যাচাই করার সুযোগ দান। ● শিক্ষার্থীদের এমনভাবে ফিডব্যাক প্রদান যাতে তারা ভুল উত্তর দিতে দ্বিধাবোধ করেনা।

	৫. প্রত্যেক শিশুকে ভালভাবে জানেন।	ক্ষেত্রে উৎসাহ দান। • বিভিন্ন বয়সি শিশুদের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে উপলব্ধি। • শিশুদের বিদ্যমান জ্ঞান এবং উপলব্ধি। • শিখন পরিচালনার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের নিয়ন্ত্রণ। • শিক্ষার্থীদের চিন্তাভাবনা করার সুযোগ। • সৃষ্টিশীল চিন্তা এবং কাজ। • ছেলে এবং মেয়ে শিশুদের প্রতি সমান দৃষ্টিভঙ্গি এবং সামাজিক, দৃষ্টিগত, জাতিগত, ভাষাগতদিক বিবেচনা করা। ১৯. প্রত্যেক শিশুর আগ্রহ অভিজ্ঞতা, দক্ষতা, পূর্ব সাফল্য, পারিবারিক অবস্থা এবং অন্যান্য সামাজিক কৃষ্টিগত প্রভাব সম্পর্কে ভালভাবে জানেন এবং তার শিখনের সাথে এসব কিছুর সম্পর্ক উপলব্ধি করেন।	২০. (ক) শিক্ষার্থীর সাথে সংক্ষিপ্ত আলাপ করে থাকেন। বিশেষ করে যখন তাকে যখন কোনো কাজ দেয়া হয়। (খ) শিক্ষক প্রত্যেক শিক্ষার্থীর পারিবারিক পরিচয় নিয়ে সহকর্মীদের সাথে এবং প্রয়োজনে অন্যান্য পেশাজীবির সাথে আলোচনা করেন। (গ) শিক্ষক প্রত্যেক শিক্ষার্থীর সামাজিক এবং আবেগিক বিকাশে রেকর্ড রাখেন। (ঘ) শিক্ষক প্রত্যেক শিক্ষার্থীর শিখন এবং তার ক্রমান্বয়ে উন্নতি অবনতি সম্পর্কে তার বাবা-মা অথবা অভিভাবকের সাথে আলোচনা করেন।
(ঙ) আইন-কানুন সম্পর্কে ধারণা	৬. প্রচলিত আইন কানুন ও বিধিগত, বাধ্যবাধকতা এবং এর বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের সাথে কাজ করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে উপলব্ধি প্রদর্শন করেন।	২০. (ক) চাকুরির বিভিন্ন শর্ত এবং বিধি সম্পর্কে ভালভাবে পরিচিত এবং সব ক্ষেত্রেই এ সম্পর্কিত আইনগুলো মেনে চলেন। (খ) সহকর্মীদের সাথে চাকুরি বিধি এবং অন্যান্য আইন-কানুন পালন সম্পর্কে আলোচনা করেন।	২১. সাম্প্রতিক সময়ে প্রচলিত চাকুরিবিধি সহ অন্যান্য আইন-কানুন সম্পর্কে আলোচনার ক্ষেত্রে যথেষ্ট জ্ঞান প্রদর্শন করেন।

ক্ষেত্র : পেশাগত অনুশীলন

শিখনের ক্ষেত্র	মান: একজন ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত শিক্ষক করতে সক্ষম	যোগ্যতা: অর্জিত হয়েছে	ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত এবং নিয়মিত শিক্ষকদের সূচক
(ক) পরিকল্পনা প্রনয়ণ	৭. শিক্ষার্থীরা কর্যকরভাবে শিখন লাভ করতে পারে। এমনভাবে তাদের আগ্রহ সৃষ্টি করা এবং ধরে রাখা ও সক্রিয় করার কৌশলযুক্ত পাঠ-পরিকল্পনা প্রনয়ণ।	২১. নিয়মিত এবং ধারাবাহিকভাবে সুস্পষ্ট পাঠ-পরিকল্পনা/শিক্ষার্থীদের কার্যক্রম পরিকল্পনা করেন যা নিম্নলিখিত দিকগুলো প্রদর্শন করে: ● প্রাসঙ্গিক যোগ্যতার সাথে সম্পর্কযুক্ত শিক্ষার্থীদের অর্জিত শিখন ফলকে প্রাধান্য প্রদান। ● শিক্ষার্থীদের আগ্রহ সৃষ্টি করে এবং ধরে রাখতে পারে এমন শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক শিক্ষাদান পদ্ধতি ব্যবহার। এ পদ্ধতি শিক্ষার্থীর চিন্তন এবং সৃষ্টিশীল প্রক্রিয়াকে উৎসাহিত করে। ● সকল ছাত্রের পরিবার এবং সামাজিক জীবনের সাথে প্রাসঙ্গিক বিষয়বস্তু সম্পর্কে পাঠদান। ● কার্যকর প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শিখন ফল মূল্যায়ন। ● শিক্ষার্থীদের দৃষ্টিগত, লৈঙ্গিক, সামাজিক অথবা অন্যান্য প্রাসঙ্গিক	২২. (ক) সকল পাঠদানের ক্ষেত্রে পাঠ-পরিকল্পনা করে থাকেন। (খ) শিখন ফল, পাঠ্যাংশ, শিখণ-শেখানো কাজ, শ্রেণী ব্যবস্থাপনা এবং মূল্যায়ন পরিকল্পনা সুস্পষ্টভাবে বিবৃত। (গ) বিষয়/শ্রেণী ভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতার সাথে সম্পর্কযুক্ত শিখন ফল নির্ধারণ। (ঘ) শিক্ষার্থী পূর্বের মূল্যায়ন ফলাফলের সাথে সম্পর্ক রেখে শিখন ফল এবং কার্যক্রম নির্ধারণ। (ঙ) শিখন শেখানো কাজ পাঠ-কাঠামো এবং বিষয় যথাযথ এবং বৈচিত্রপূর্ণ (যেমন শিখন শেখানো কাজের মধ্যে সম্পূর্ণ শ্রেণীভিত্তিক প্রশ্নোত্তর, ব্যবহারিক কাজ ছোট দলে অথবা জোড়ায় পড়া এবং লেখার কাজ ইত্যাদি। (চ) শিখন শেখানো কাজে শিক্ষাথীদের শিখনকে প্রাধান্য দান এবং যেখানে সম্ভব সেখানে শিক্ষার্থীদের সৃষ্টিশীল চিন্তা করতে উৎসাহ দান। (ছ) প্রধান প্রধান শিক্ষাদান সম্পর্কিত প্রশ্নগুলো মূল্য দিয়ে থাকেন। (জ) পরিকল্পিত শিখন শেখানো কাজ একটি সমন্বিত শিখন অভিজ্ঞতা সৃষ্টি করে। (ঝ) পরিকল্পনায় সব ধরণের উপকরণের ব্যবহার সহ

		দিকগুলোকে প্রাধান্য দিয়ে সকল ছাত্রের শিখন চাহিদা সম্পর্কে পরিপূর্ণ উপলব্ধি। • কার্যকর, কার্যক্রম এবং শিখন ফল চিহ্নিত করার জন্য মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার ব্যবহার।	অন্যান্য দিকগুলো বিস্তৃতভাবে উল্লেখ করা হয়। (ঞ) মূল্যায়ন পদ্ধতি যথাযথ এবং বৈচিত্রপূর্ণ (যেমন মৌখিক প্রশ্ন, পর্যবেক্ষণ, লিখিত কাজ ইত্যাদি)। (চ) সকল ধর্মের শিক্ষার্থী সক্রিয়ভাবে শিখন শেখানো কাজের সাথে জড়িত থাকে।

(খ) প্রত্যাশা	৮. সকল শিক্ষার্থী সম্পর্কে অনেক উচ্চাশা প্রদর্শন করেন এবং প্রত্যেকে চাহিদা এবং কৃষ্টিগত ঐতিহ্যকে সম্মান করেন ও মূল্য দিয়ে থাকেন।	২২. (ক) সকল শিশু এমনকি ঘনিষ্ঠতম শিশুও তার সাথে অভিজ্ঞতা, জ্ঞান এবং দক্ষতা নিয়ে বিদ্যালয়ে আসে, এমন বিশ্বাস পোষণ করে। (খ) যেকোনো সামাজিক অথবা কৃষ্টিগত পটভূমি থেকে আগত শিক্ষার্থীদের উপর গভীর আস্থা এবং উচ্চাশা প্রকাশ করে থাকে। (গ) সকল শিক্ষার্থীকে ইতিবাচক এবং যুক্তিসংগতভাবে তাদের জ্ঞান এবং দক্ষতা উন্নয়নের জন্য চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি করেন। (ঘ) শ্রেণীকক্ষের কার্যক্রম এমনভাবে পরিকল্পনা করে থাকেন যে, তা সকল শিশুর সামাজিক এবং কৃষ্টিগত পটভূমিতে ধারণ করে এবং এর ফলে তারা সবচেয়ে ভালভাবে শেখে ও সকলের মধ্যে তার	২৩. (ক) শিক্ষক এমন প্রশ্ন করেন যাতে শিক্ষার্থীর বর্তমান জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা প্রকাশ পায়। (খ) শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত, কৃষ্টিগত এবং পারিবারিক অভিজ্ঞতার দিকগুলো সঠিকভাবে শ্রেণীকক্ষের আলোচনায় প্রতিফলিত হয়। (গ) সকল শিক্ষার্থী বিশ্বাস করে যে, শিক্ষকের তাদের সম্পর্কে অতি উচ্চাশা বর্তমান এবং সেই মত তারা কাজ করে থাকে। (ঘ) শিক্ষক শ্রেণীকক্ষে যেকোনো আলোচনার সময় বিদ্যালয় এবং শ্রেণীকক্ষে প্রকাশিত শিক্ষার্থীদের আচার-আচরণ সম্পর্কে গভীর উপলব্ধি প্রকাশ করেন। (ঙ) শ্রেণীকক্ষে যে সকল কার্যক্রম পরিকল্পিত তা শিক্ষার্থীদের সামর্থ্যের সাথে মিলে যায়।

		অন্তর্ভূক্ত এমন মনোভাব পোষণ করে।	
(গ) যোগাযোগ দক্ষতা	৯. শিক্ষার্থীদের শিখন ফল শিক্ষাদান প্রক্রিয়া এবং বিষয়বস্তু তাদের সকলের নিকট স্পষ্ট হয় এমনভাবে সুস্পষ্ট নির্দেশনা প্রদান করে থাকেন।	২৩. (ক) প্রতিটি পাঠের বিষয়বস্তু, পাঠদান প্রক্রিয়া এবং শিখন ফল সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা বর্তমান। (খ) শিক্ষার্থীদের কী করতে হবে সে সম্পর্কে বয়সকে বিবেচনায় রেখে সুস্পষ্ট এবং সংক্ষিপ্ত নির্দেশনা প্রদান করেন। (গ) তুলনামূলকভাবে বয়স্ক শিশুদের সাথে তাদের কাঙ্খিত শিখন সম্পর্কে সুস্পষ্ট এবং সংক্ষিপ্ত নির্দেশনা প্রদান করেন। (ঘ) শিক্ষকের প্রতি সকল ছাত্রের গভীর মনোযোগ বজায় থাকে। (ঙ) শ্রবণযোগ্য এবং সঠিকভাবে কণ্ঠস্বর ব্যবহার করে থাকেন। (চ) ব্ল্যাকবোর্ডসহ অন্যান্য প্রদর্শিত উপকরণের উপযুক্ত ব্যবহার করে থাকেন।	২৪. (ক) যেকোনো কাজ এবং পাঠের ভূমিকা যথাযথভাবে সংক্ষিপ্ত অবধানযোগ্য এবং সুপ্রদর্শিত। (খ) শিক্ষক যখন কথা বলে থাকেন সকল ছাত্রের মনোযোগ তার প্রতি নিবদ্ধ থাকে এবং তার কথা শুনতে তারা আগ্রহবোধ করে। (গ) শিক্ষার্থীরা উপলব্ধি করে কোনো একটি পাঠে তাদের কী করতে হবে এবং নিম্ন পর্যায়ের শ্রেণীগুলোতে শিক্ষার্থীরা জানে তাদের কী শিখতে হবে।
	১০. শিখণে অগ্রগতি লাভের ক্ষেত্রে প্রশ্ন করার দক্ষতা এবং আলোচনাকে সার্থকভাবে ব্যবহার করেন	২৪. (ক) পাঠ এবং শ্রেণীকক্ষের কার্যক্রম পরিকল্পনায় প্রশ্ন করাকে গুরুত্ব দেন। (খ) সাধারণভাবে পুরো ক্লাসকে প্রশ্ন না করে একজন ছাত্রকে প্রশ্ন করে থাকেন। (গ) সকল ছাত্রের অংশগ্রহণকে উৎসাহ প্রদান করার জন্য প্রশ্ন করে থাকেন। (ঘ) কোনো বিষয়	২৫. (ক) পাঠ-পরিকল্পনায় প্রশ্ন করার সুযোগ এবং প্রশ্নের উদাহরণ প্রদর্শন করা হয়। (খ) শিক্ষককে প্রায়ই শিক্ষার্থীর সাথে কথা বলতে দেখা যায়। (গ) শ্রেণীকক্ষে শিক্ষকের কথা প্রাধান্য পায় না। (ঘ) প্রধানত একজন শিক্ষার্থীকে লক্ষ্য করে প্রশ্ন করা হয়। (ঙ) পুরো শ্রেণীতে উত্তর দেওয়া এবং হ্যা অথবা না-বোধক উত্তর দেওয়ার বিষয়টি কদাচিৎ ঘটে থাকে।

		সম্পর্কে উপলব্ধি নিশ্চিত করার জন্য প্রশ্ন করে থাকেন, প্রশ্ন আহবান করেন এবং উত্তর দিয়ে থাকেন। (ঙ) শিক্ষার্থীদের কথা মনোযোগ দিয়ে শোনেন এবং উত্তর দেয়ার পূর্বে শিক্ষাথীদের চিন্তা করার সুযোগ দেন। (চ) শিক্ষাথীদের ভুল অথবা অচিন্তনীয় উত্তর প্রদানের ক্ষেত্রে ইতিবাচকভাবে উত্তর দিয়ে থাকেন। (ছ) প্রশ্ন করার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের সামর্থ্য মাথায় রাখেন। (জ) শিক্ষার্থীদের উচ্চ পর্যায়ের চিন্তন সৃষ্টি করার অভিপ্রায়ে প্রশ্ন করেন। (ঝ) শিক্ষার্থীদের তাদের জ্ঞান ও মতামত বিনিময়ের সুযোগদানের জন্য বিভিন্ন আলোচনা অথবা পর্যালোচনা করে থাকেন। (ঞ) শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করতে উৎসাহিত করেন।	(চ) সকল ছাত্রকে কথা বলার সুযোগ দেয়া হয়। (ছ) শিক্ষার্থীর আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলার জন্য প্রশ্নের সুনির্দ্দিষ্ট লক্ষ্য থাকে। (জ) কোনো প্রশ্নের উত্তর ভুল হলে শিক্ষক শিক্ষাথীকে সঠিক উত্তর খুঁজে পাওয়ার ক্ষেত্রে সহায়তা করেন। (ঝ) শিক্ষার্থীরা ভুল উত্তর দিতে দ্বিধান্বিত হয় না। (ঞ) শিক্ষার্থীরা কোনো বিষয় ব্যাখ্যা করার জন্য প্রশ্ন করে থাকে এবং উত্তর প্রদান করা হয় যথেষ্ট সমীহ করে। (ট) শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করা হয় যাতে তারা কোনো তথ্য স্মরণ করতে পারে, সমস্যার সমাধান করতে পারে, মতামত প্রকাশ করতে পারে এবং অনুমান করতে পারে। (ঠ) শ্রেণীকক্ষে আলোচনা সকল ছাত্রের আগ্রহ ধরে রাখে এবং অংশ গ্রহণ নিশ্চিত করে। (ড) শিক্ষকের প্রশ্নের উদ্দেশ্য হয় শিক্ষার্থীর উপলব্ধিকে পরীক্ষা করা যার ফলে শিক্ষার্থী চিন্তা করতে বাধ্য হয় (শুধু মাত্র পুণরুক্তি না করে অথবা উপলব্ধি করার বিষয়টি নিশ্চিত না করে)।
(ঘ) শ্রেণীকক্ষের পরিবেশ ও ব্যবস্থাপনা	১১. সকল শিক্ষাথীর অংশগ্রহণে সহায়ক, উদ্দেশ্যপূর্ণ, ইতিবাচক, নিরাপদ এবং সমতার ভিত্তিতে শিখণ পরিবেশ	২৫. (ক) আসবাবপত্র এবং অন্যান্য উপকরণ এমনভাবে স্থাপন করেন যাতে শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা,স্বচ্ছন্দ্য এবং শিখণ নিশ্চিত করা যায়। (খ) শিখণ শেখানোর কাজে চাহিদার প্রেক্ষিতে কখনো কখনো আসবাবপত্র	২৬.(ক) শ্রেণীকক্ষের বিন্যাস এমনভাবে করা হয় ● যেন তা সকল ছাত্রের চাহিদা পূরণ করে বিশেষ করে প্রাক-প্রাথমিক এবং নিম্ন শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের সকল চাহিদা বিবেচনা করা হয়। ● সকল ছাত্র স্বাচ্ছন্দ্যে কাজ করতে পারে।

	বজায় রাখেন।	পুণ:সজ্জিতকরণ করেন (যেমন জোড়ায় অথবা দলীয় কাজ, ভূমিকাভিনয় অথবা আলোচনার ক্ষেত্রে) । (গ) শিক্ষার্থীদের আত্মমর্যাদা, শিখণ এবং সৃষ্টিশীলতা সৃষ্টিতে উৎসাহ প্রদানের জন্য শিক্ষার্থীদের নানাকাজ যেমন আঁকা ছবি, লেখা কবিতা, গল্প ইত্যাদি শ্রেণীকক্ষে প্রদর্শিত হয়।	• সকল ছাত্রের লেখার জন্য যথেষ্ট জায়গা এবং সুবিধা থাকে। • সকল শিক্ষার্থী শিক্ষককে স্পস্টভাবে শুনতে এবং দেখতে পারে। • কোনো শিক্ষার্থী যখন একা একা কাজ করে তখন শিক্ষক যেন তাকে সাহায্য করতে পারেন। (খ) সকল শিক্ষার্থীর কাজ বিশেষ করে তাদের আঁকা ছবি শ্রেণীকক্ষে সকল সময় অথবা বিভিন্ন সময় প্রদর্শিত হয়ে থাকে। (গ) সঠিকভাবে এবং পরিষ্কারভাবে দর্শনযোগ্য উপকরণ (যেমন ছবি, যেকোনো লেখা, মানচিত্র, শব্দ, বর্ণচার্ট ইত্যাদি) প্রদর্শিত হয়ে থাকে।
	১২. বিদ্যালয় এবং শিক্ষার্থীদের চাহিদার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ বাস্তব ইতিবাচক এবং সমতাভিত্তিক শ্রেণীকক্ষ ব্যবস্থাপনার ব্যবহার করেন।	২৬. (ক) শ্রেণীকক্ষে শিখন শেখানো কাজগুলো সকলকে ব্যস্ত রাখে এবং সকলের সামর্থ পরীক্ষা করে। (খ) উল্লিখিত কাজগুলো শিক্ষার্থীদের নিকট আকর্ষণীয় হয়ে থাকে, তারা এ কাজগুলোর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট যোগ্যতা অর্জন করে। তবে সেগুলো তাদের কাছে ততটা সহজ নয়। (গ) সময়ের কার্যকর ব্যবহার করেন। যাতে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর সময় পরিপূর্ণভাবে ব্যবহৃত হয়। (ঘ) বিভিন্ন ধরণের শিক্ষাদান পদ্ধতি ব্যবহার করেন।	২৭. (ক) শিক্ষার্থীদের নিকট আকর্ষণীয় এবং তাদের সামর্থকে পরীক্ষা করে এমন শিখণ শেখানো কাজে শিক্ষার্থীদের ব্যাপৃত করেন। (খ) প্রায় সমস্ত সময় ধরে শিক্ষার্থীদের শিখণ শেখানো কাজে ব্যস্ত রাখেন। (গ) যখন যেমন প্রয়োজন হয় তেমনভাবে শিক্ষার্থীদের একাকি দলীয়ভাবে এবং সমগ্র শ্রেণীগতভাবে শিক্ষার্থীদের কাজ ভাগ করে দেন। (ঘ) প্রাক-প্রাথমিক এবং নিম্ন প্রাথমিক শ্রেণীতে শিক্ষার্থীদের খেলাধূলার প্রচুর সুযোগ দেয়া হয় এবং কোনো কিছু পরীক্ষা করার সুযোগ দেয়া হয়। (ঙ) শিক্ষার্থীরা সফলভাবে তাদের প্রদত্ত এ্যাসাইনমেন্ট সমাপ্ত করে থাকে। (চ) শিক্ষক প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে

		(ঙ) শিক্ষার্থীদের তাদের শ্রেণীকক্ষের কাজ সফলভাবে করে সংশ্লিষ্ট যোগ্যতা অর্জন করার বিষয়ে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করেন। (চ) শ্রেণীকক্ষে সকলের একাকি এবং দলভিত্তিকভাবে শিখণ লাভে সহায়তা প্রদানের জন্য নানাধরণের উপকরণ ব্যবহার করেন।	নানাভাবে সহায়তা করেন। যেমন প্রশ্নের মাধ্যমে, যাতে তারা শিখতে পারে এবং সফল হয়। তবে এর সাথে সাথে তাদেরকে বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে চিন্তা করার সুযোগ দেয়া হয়। (ছ) কার্যকরভাবে কোনো বিষয় ব্যাখ্যা করার জন্য শিক্ষক পাঠ্য-পুস্তক, ব্ল্যাকবোর্ড, ছবি এবং উপকরণ ব্যবহার করেন। (জ) শিক্ষার্থীরা ব্যক্তিগত এবং দলীয় উপকরণ যেমন খেলাধূলা, ওয়ার্কশিট, ওয়ার্কবুক, পাঠের জন্য বই ইত্যাদির মাধ্যমে শিখন লাভ করে।
	১৩. শিক্ষাথীদের সাথে ইতিবাচক এবং সম্মানসূচক সম্পর্ক স্থাপনের জন্য বিভিন্ন ধরণের কৌশলের ব্যবহার প্রদর্শন করে থাকেন।	২৭. (ক) শিক্ষক নিজে ইতিবাচক আচরণ প্রদর্শন করে ইতিবাচক করতে উদ্বুদ্ধ করেন। (খ) শিক্ষার্থীদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ, বিশ্বাসী এবং পেশাগত সম্পর্ক স্থাপন করেন। (গ) প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের প্রশংসা এবং উৎসাহ প্রদান করেন।	২৮. (ক) শিক্ষক শিক্ষার্থীদের শিখণ সম্পর্কিত কাজ এবং আচরণ সম্পর্কে অতি উচ্চাশা পোষণ করেন। (খ) শিক্ষার্থীদের তাদের ভাল কাজ এবং আচরণের জন্য প্রায়ই প্রশংসা করে থাকেন। (গ) যোগ্য ক্ষেত্রেই শুধুমাত্র প্রশংসা করা হয় (যেমন, কোনো কাজে শুধু একটি দিকের জন্য অথবা কঠিণ সমস্যার মোকাবেলা করার ক্ষেত্রে)।
(চ) উপকরণ ব্যবহার	১৪. সমতাভিত্তিক এবং কার্যকর পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য যথাযথ এবং স্থানীয়ভাবে পাওয়া যায় এমন শিক্ষাউপকরণ নির্বাচন এবং ব্যবহার করেন।	২৮. নিম্নলিখিত উপকরণগুলো সাধারণভাবে ব্যবহার করেন: ● পাঠ্য-পুস্তক, ● পোস্টার, মানচিত্র এবং অন্যান্য দৃশ্যমান উপকরণ, ● সব ধরণের পড়ার বই, ● খেল-ধূলার উপকরণ, ● এ্যাবাকাসসহ গণণার জন্য অন্যান্য উপকরণ, সকল শিক্ষার্থীর শিখণ সহায়তার জন্য	২৯.(ক) জ্ঞান এবং উপলব্ধি সঞ্চারের জন্য বিভিন্ন উপকরণ এবং যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে থাকেন। (খ) যথাযথ উপকরণ এবং যন্ত্রপাতি ব্যবহারে শিক্ষার্থীদের শিখন এবং উপলব্ধি বৃদ্ধি পায় বলে তা নিয়মিতভাবে ব্যবহার করেন। (গ) শিক্ষা উপকরণ পরিকল্পিতভাবে ব্যবহার হয়। (ঘ) শিক্ষার্থীরাও যথাযথভাবে এবং আত্মবিশ্বাসের সাথে শিখণ উপকরণ ব্যবহার করে থাকে। (ঙ) সকল লাকসই উপকরণ পূর্ব

		পরিকল্পিতভাবে নির্ধারিত প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণীর জন্য যেমন, বিভিন্ন ধরণের খেলার পুতুল, বিভিন্ন ধরণের ব্লক, সংখ্যা, বর্ণ চিহ্নিত ব্লক এবং অন্যান্য শ্রেণীর উপযুক্ত সহ-পাঠক্রমিক উপকরণ নিয়মিতভাবে ব্যবহার করেন।	পরিকল্পিত হওয়ার ফলে নিয়মিত ব্যবহার করা হয়।
	১৫. শিক্ষক সহজলভ্য বিভিন্ন দ্রব্যাদি ব্যবহার করে শিক্ষা উপকরণ নিজেই তৈরি করেন।	২৯. (ক) সহজলভ্য বিভিন্ন দ্রব্যাদির সাহায্যে নিম্নলিখিত সাধারণ উপকরণগুলো তৈরি করেন। • স্থানীয়ভাবে প্রাপ্ত যেমন তেতুলবীজ, মার্বেল, ছোলা ইত্যাদির সাহায্যে গণনা, • শিক্ষার্থী, শিক্ষকের আঁকা ছবি অথবা প্রত্রিকা, ম্যাগাজিন অথবা বইয়ে আঁকা ছবি, ফটোকপি করা, • স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত গল্পের/পড়ার বই, (খ) উপরোল্লিখিত উপকরণগুলো পরিকল্পিত ও নিয়মিতভাবে ব্যবহার করেন।	৩০. (ক) কোনো একটি নির্দ্দিষ্ট শিখণ শেখানো কাজে ব্যবহারের জন্য শিক্ষক পরিকল্পিতভাবে উপকরণ তৈরি করে থাকেন। (খ) সকল উপকরণ শিখন উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয়ে থাকে। (গ) উপযুক্ত ও যথাযথ শিক্ষা উপকরণ এবং উপকরণ এবং যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ফলে শিক্ষার্থীদের শিখণ এবং উপলব্ধি বৃদ্ধি পায়। (ঘ) শিক্ষা উপকরণের ব্যবহার, পাঠ-পরিকল্পনা উল্লিখিত থাকে এবং সে পরিকল্পনা মতো ব্যবহৃত হয়। (ঙ) নিম্ন শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা যখন যেমন প্রয়োজন তেমনভাবে তাদের চিন্তা /কল্পনাকে প্রসারিত করার লক্ষ্যে বাস্তব উপকরণ ব্যবহার করতে পারে।

	১৬. শিখনকে সহায়তা দেয়ার জন্য তথ্য ও প্রযুক্তিসহ অন্যান্য প্রযুক্তি (যেমন মোবাইল ফোন) যথাযথভাবে	৩০. (ক) স্থানীয়ভাবে প্রাপ্ত প্রযুক্তি চিহ্নিত করা হয়। (খ) স্থানীয়ভাবে প্রাপ্ত যন্ত্রপাতি পরিকল্পিতভাবে প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণীসহ অন্যান্য শ্রেণীতে শিখনকে উপযুক্তভাবে সহায়তা দিতে ব্যবহার করা হয়।	৩১.(ক) শিক্ষক স্থানীয়ভাবে প্রাপ্ত প্রযুক্তি সম্পর্কে সচেতন এবং কীভাবে তা ব্যবহার করতে হয় তা জানেন। এছাড়া কীভাবে ব্যবহার করলে শিখনকে সঠিকভাবে সহায়তা দেয়া যাবে সে সম্পর্কে পুণঃ সচেতন। (খ) এরূপ প্রযুক্তির ব্যবহার পাঠ-পরিকল্পনায় উল্লেখ করা থাকে এবং সে পরিকল্পনা মতে ব্যবহার

	ব্যবহার করা হয়।		করা হয়। (গ) শিক্ষার্থীদের সৃষ্টিশীল করার জন্য প্রযুক্তির ব্যবহার করা হয় (যেমন কম্পিউটার ব্যবহার করে শিক্ষার্থীরা সমস্যার সমাধান করতে পারে অথবা তার কোনো ধারণা উপস্থাপন করতে পারে)। (ঘ) শিক্ষার্থীরা প্রযুক্তিকে আত্মবিশ্বাসের সাথে পরিচালনা করতে পারে এবং তা থেকে তাদের উপলব্ধি বৃদ্ধি পায়। (ঙ) প্রযুক্তি ব্যবহারের প্রধান লক্ষ্য থাকে শিখন শেখানো কাজে যন্ত্রপাতি ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শিখন লাভের উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধন।
(ছ) মূল্যায়ন	১৭. যথাযথ মূল্যায়ন কৌশল পরিকল্পন ব্যবহার করেন।	৩১. (ক) পাঠ-পরিকল্পনায় এবং শিখন শেখানো কাজে শিক্ষার্থীদের পরিকল্পিত শিখন ফল কার্যকরভাবে মূল্যায়নের জন্য যথাযথ কৌশল চিহ্নিত করেন। (খ) একটি নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের গাঠনিক এবং সামষ্টিক মূল্যায়ন কৌশল ব্যবহার করেন। (গ) একটি পাঠের সময় একজন শিক্ষার্থীর অগ্রগতি সম্পর্কিত তথ্য ব্যবহার করে তার চাহিদা পূরণের জন্য শিক্ষাদান কৌশল ব্যবহার করেন।	৩২. (ক) প্রতিটি পাঠ-পরিকল্পনার সাথে বিবৃত শিখন ফল অনুসারে মূল্যায়ন কৌশল উল্লিখিত থাকে। (খ) পাঠ-পরিকল্পনায় বিভিন্ন ধরনের গাঠনিক এবং সামষ্টিক মূল্যায়ন পদ্ধতি ব্যবহারের পরিকল্পনা করা হয়। (গ) শিক্ষার্থীর চাহিদ অনুসারে বিভিন্ন বিষয় শিক্ষক বিভিন্নভাবে ব্যবহার করে থাকেন।
	১৮. শিক্ষার্থীদের যথাযথ সময়ে মৌখিক এবং লিখিত ফিডব্যাক প্রদান করেন এবং প্রয়োজন	৩২. (ক) শুধুমাত্র ভুল সংশোধনের মাধ্যমে অথবা জানার ক্ষেত্রে কোনো ফাঁক পূরণের মাধ্যমে নয় বরং শিক্ষার্থীকে সামগ্রিকভাবে তার জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা পুনঃনির্মাণে প্রতিটি শিক্ষার্থীকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবেন।	৩৩. (ক) শিক্ষক শিক্ষাথীদের বিভিন্ন কাজ পর্যবেক্ষণ করেন, পর্যালোচনা করেন এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ইতিবাচক এবং গঠণমূলকভাবে তাদের কাজে হস্তক্ষেপ করেন। (খ) শিক্ষার্থীর প্রতিটি কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে ধারণা লাভের জন্য শিক্ষক একাকী, দলীয়ভাবে

	অনুসারে শিক্ষার্থীকে পুনঃ ফিডব্যাক দিয়ে থাকেন।	(খ) শিক্ষার্থীর শিখনের প্রকৃত অগ্রগতি উপলব্ধি করার জন্য আনুষ্ঠানিক এবং অনানুষ্ঠানিক মূল্যায়ন পদ্ধতি পরিকল্পনা করেন এবং সুযোগমতো তা ব্যবহার করেন। (গ) শিখন অগ্রগতির বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন ধরনের এবং প্রয়োজনমতো প্রশ্ন করেন। (ঘ) শিক্ষার্থীদের এমন প্রশ্ন করেন যা তাদের চিন্তার উদ্রেগ করে (বিবৃত বিষয়ের পুণরুক্তি না করে)। (ঙ) শিখন আবেগ, আচরণ এবং প্রেষণা ভূমিকা গভীরভাবে উপলব্ধি করে মূল্যায়ন করে থাকেন। (চ) শিক্ষার্থীর আচরণ পর্যবেক্ষণ করে তাদের সম্পর্কে প্রাপ্ত ধারণা পাকাপোক্ত করেন। (ছ) প্রদত্ত ফিডব্যাক হয় ইতিবাচক এবং কোনো বিষয়কে প্রাধান্য দিয়ে। (জ) লিখিতভাবে অথবা মৌখিকভাবে যেভাবেই ফিডব্যাক দেয়া হোক না কেন তা সবসময় চিন্তার উদ্রেগ করে। (ঝ) যদি কোনো শিখন শেখানো কাজ কাঙ্খিত শিখন ফল লাভে ব্যর্থ হয় তখন একাকি এবং দলীয়ভাবে শিখন নিশ্চিত করার জন্য উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। (ঞ) শিক্ষক জানেন কখন সহায়তা প্রদান করতে হয় এবং কখন তা প্রদান করার জন্য অপেক্ষা করতে হয়।	এবং সমগ্র শ্রেণিকে প্রশ্ন করেন। (গ) শিক্ষার্থীকে আরও শিখনের জন্য প্রেষণা দিতে এবং ইতিবাচক অনুভূতির সৃষ্টি করে এমনভাবে ফিডব্যাক প্রদান করেন। (ঘ) কোনো শিক্ষার্থীকে নির্দ্দিষ্ট ক্ষেত্রে সহায়তা দানের মাধ্যমে শিক্ষক কাজটি শেষ করেননা বরং তার শিখন সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত বারবার তার কাছে ফিরে আসে। (ঙ) শিক্ষার্থীর কাজে অথবা কথা বলার ক্ষেত্রে অনুসন্ধান করে শিক্ষার্থীর প্রকৃত অবস্থা অনুধাবনের চেষ্টা করেন। (চ) সামান্য সামান্য বিষয়ে প্রাধান্য দিয়ে শিক্ষক মূল্যায়নের গ্রেডিং প্রদান করেন। (ছ) শিক্ষক মৌখিকভাবে প্রশ্ন করার মাধ্যমে এমনভাবে শিক্ষাথীকে চ্যালেঞ্জ করেন যে সে কোনো বিষয়ে তথ্য লাভের কাজে ব্যাপৃত না থেকে বরং আরও গভীরতর বিষয় অনুসন্ধানে ব্যস্ত হয়। (জ) শিক্ষার্থীর লিখিত কাজে শিক্ষকের মন্তব্য তাকে আরও চিন্তা করতে উৎসাহিত করে। (ঝ) যদি কোনো শিখন শিক্ষার্থীর নিকট কঠিন প্রতিভাত হয় তখন শিক্ষক তাকে বিশেষ ধরনের কাজ প্রদানের মাধ্যমে শিখনের নির্দ্দিষ্ট দক্ষতা এবং জ্ঞান আয়ত্ব করতে সহায়তা করে।

		(ট) মূল্যায়ন কখনই শিখণের কাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে না।	
	১৯. মূল্যায়ন এবং বিভিন্ন পরীক্ষা থেকে আহরিত তথ্য বিশ্লেষণ করে প্রাপ্ত সিদ্ধান্ত পরিকল্পনা করার ক্ষেত্রে এবং শিক্ষার্থীর শিখন উন্নয়নের কাজে ব্যবহার করেন।	৩৩. (ক) সঠিক সময়ে গাঠণিক মূল্যায়ন পরিকল্পিত এবং অনুষ্ঠিত হয়। (খ) মূল্যায়নের কাজগুলো এমনভাবে পরিকল্পিত হয় যা শুধুমাত্র শিক্ষার্থীর "পুণরায় মনে করার বিষয়টি পরীক্ষিত হয় না বরং তার সৃষ্টিশীলতা এবং চিন্তাশক্তিকেও পরীক্ষা করা হয়"। (গ) সমগ্র শ্রেণীভিত্তিক এবং প্রতিটি শিক্ষার্থীর শিখন অগ্রগতির মূল্যায়ন রেকর্ডসহ শিক্ষার্থীর শিখন অগ্রগতি এবং চাহিদার রেকর্ড সংরক্ষণ করা হয়।	৩৪. (ক) সামষ্টিক পরীক্ষা শুধুমাত্র লিখিত পরীক্ষা হিসেবে গ্রহণ করা হয়না বরং তা বিভিন্ন ধরণের মূল্যায়নের মাধ্যমে যেমন স্বাধীনভাবে লিখতে দেয়া, পর্যবেক্ষণ, শ্রেণীভিত্তিক আলোচনা, মৌখিক প্রশ্নোত্তর ইত্যাদির সমন্বয় গৃহীত হয়। (খ) শিক্ষার্থীর পারদর্শীতা পরিষ্কার এবং স্থায়ী রেকর্ড সংরক্ষণ করা হয়। (গ) পাঠ-পরিকল্পনা করার ক্ষেত্রে মূল্যায়নের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যকে বিবেচনায় নেয়া হয়।

ক্ষেত্র : পেশাগত মূল্যবোধ এবং সম্পর্ক স্থাপন

শিখনের ক্ষেত্র	মান: একজন ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত শিক্ষকের সক্ষমতা	অর্জিত যোগ্যতা	ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত এবং নিয়মিত শিক্ষকদের পারদর্শিতার সূচক
(ক) সমতার প্রতি অঙ্গীকার	২০. প্রত্যেক শিশুর মধ্যে নিহিত সম্ভাবনার পূর্ণ মাত্রায় বিকাশের অধিকারসহ একীভূত শিক্ষা ন্যায়পরায়ণতা এবং সমতার প্রতি অঙ্গীকার, শিক্ষকের বিভিন্ন কাজের মধ্য দিয়ে প্রকাশ	৩৪. (ক) প্রত্যেক শিশুর যেমন রয়েছে জ্ঞান ও দক্ষতা তেমনি আছে আগ্রহ এবং সক্রিয়তা, সে সম্পর্কে শিক্ষকের পরিপূর্ণ উপলব্ধি। (খ) লিঙ্গ, ধর্ম, জাতি, ভাষা, বর্ণ, দৈহিক অক্ষমতা অথবা আর্থ-সামাজিক অবস্থান নির্বিশেষে শিক্ষক সকল শিশুর চাহিদা সঠিকভাবে এবং সমতার ভিত্তিতে পূরণ করেন। (গ) প্রত্যেক শিশুর ব্যক্তিগত	৩৫. (ক) শিক্ষক প্রত্যেক শিক্ষার্থীর সাথে ইতিবাচকভাবে মেলামেশা করেন এবং প্রত্যেক শিক্ষার্থী সম্পর্কে উচ্চাশা পোষণ করেন। (খ) প্রত্যেক শিক্ষার্থী ব্যক্তিগত বিষয় সম্পর্কে পরিপূর্ণভাবে জানেন এবং সে জ্ঞান শিখনের সাথে সম্পর্কিত করে থাকেন। (গ) সকল শিক্ষার্থীর প্রতি শিক্ষকের মনোযোগ থাকে। (ঘ) সামাজিক, কৃষ্টিগত, লৈঙ্গিক, ধর্মীয়, জাতীয়, ভাষাগত এবং

	পায়।	অবস্থা সম্পর্কে সজাগ থেকে প্রত্যেকের সাথে পেশাগত এবং ইতিবাচক সম্পর্ক রক্ষা করেন। (ঘ) কৃষ্টিগত, ধর্মীয় এবং ভাষাগত পার্থক্যগুলোকে নেতিবাচক হিসাবে না নিয়ে বরং এ পার্থক্যকে শক্তি হিসেবে বিশ্বাস করে।	আর্থিক অবস্থান নির্বিশেষে সকল শিশু সামাজিকভাবে এবং তাদের শিখনের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ সফল। (ঙ) শ্রেণিকক্ষে সকল শিশুর পরিচিতি কোন না কোনভাবে প্রকাশ পায়।
(খ) চিন্তন অনুশীলন এবং পেশাগত উন্নয়ন	২১. সমগ্র শিক্ষতার জীবনে পেশাগত উন্নয়নের প্রতি এবং সক্রিয়ভাবে চিন্তন অনুশীলনের প্রতি অঙ্গীকার প্রদর্শন করে।	৩৫. (ক) শিক্ষাদান দক্ষতা উন্নয়নের জন্য এবং তা সময় সময় আধুনিকায়নের জন্য ধারাবাহিক প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। (খ) নিজেদের শিক্ষাদানের পারদর্শিতা এবং শিক্ষার্থীর যোগ্যতা অর্জন উন্নয়নের জন্য সক্রিয়ভাবে চিন্তাভাবনা করে থাকে। (গ) শিক্ষাদানে পারদর্শিতা অর্জনের জন্য সহকর্মী এবং পেশাজীবিদের পরামর্শ ইতিবাচকভাবে গ্রহণ করে থাকেন।	৩৬. (ক) প্রশিক্ষণসহ শিক্ষকদের পেশা উন্নয়নের বিভিন্ন উদ্যোগ সম্পর্কে পরিপূর্ণভাবে সচেতন। (খ) বিভিন্ন জার্নাল, পত্রিকায় লেখার মাধ্যমে শিক্ষকের তার পেশা সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনার প্রমাণ পাওয়া যায়। এছাড়া প্রাত্যহিকভাবে প্রণীত পাঠ-পরিকল্পনাতেও এরূপ চিন্তা-ভাবনার প্রকাশ দেখা যায়। (গ) শিক্ষক যেকোন ইতিবাচক ফিডব্যাক গ্রহণ করে সে অনুসারে কাজ করে থাকেন।
(গ) স্থানীয় জনগণের সাথে অংশগ্রহণ	২২. মা-বাবা অভিভাবক এবং স্থানীয় জনগণের সাথে কার্যকরভাবে বিদ্যালয় উন্নয়নের কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে পূর্ণমাত্রায় সজাগ।	৩৬. (ক) বিদ্যালয় এবং স্থানীয় জনগণ সকলের সাথে ইতিবাচক এবং পেশাগত সম্পর্ক স্থাপনে সক্রিয় হয়ে থাকেন এবং সকলকে সমানভাবে বিচার করেন। (খ) পরিবার এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠী সম্পর্কে শিক্ষকের পর্যাপ্ত ধারণা পাঠ-পরিকল্পনা প্রণয়নে এবং উপকরণ সংগ্রহে কাজে লাগানো হয়।	৩৭. (ক) শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং তাদের মা-বাবার প্রতি ইতিবাচক মনোভাব প্রকাশ করেন। (খ) শিক্ষক তাঁর আচরণের মাধ্যমে স্থানীয় জনগণের মধ্যে অনুকরণীয় চরিত্র হিসেবে বিবেচিত হন। (গ) প্রাক-প্রাথমিক ভর্তি হওয়ার সময় থেকে শিক্ষক শিক্ষার্থীর পরিবারের সাথে চমৎকার সম্পর্ক স্থাপন করেন। (ঘ) শিক্ষক প্রয়োজনে লিখিতভাবে মা-বাবার সাথে তাদের সন্তান সম্পর্কে যোগাযোগ করে থাকেন। (ঙ) শিক্ষক প্রয়োজন অনুসারে

			শিক্ষার্থীর গৃহ পরিদর্শন করেন। (চ) পাঠ-পরিকল্পনায় স্থানীয় জনগণ অথবা পরিবেশ সম্পর্কে শিক্ষকের ধারণা প্রতিফলিত হয়ে থাকে।
(ঘ) সহকমীদের সাথে সহযোগীতা	২৩. দলীয় সদস্য হিসেবে সহকর্মীদের কাজ করে থাকেন।	৩৭. শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন কাজে সহায়তা সমর্থন দান করেন যেমন : ● সম্পদ বিনিময়; ● কার্যকর অনুশীলনের জন্য ধারণা/অভিজ্ঞতা বিনিময়; ● পরস্পরের চিন্তা-ভাবনায় প্রভাব রাখা।	৩৮. (ক) সহকর্মীদের চমৎকার সম্পর্ক উপভোগ করে থাকেন। (খ) যেকোন ধরনের দ্বন্দ এড়িয়ে চলেন এবং এরূপ কোনো সমস্যার উদ্ভব হলে আলোচনার মাধ্যমে তার সমাধান করেন। (গ) আলোচানা-পর্যালোচনার মাধ্যমে পরস্পরের শিক্ষদান, দক্ষতায় উৎকর্ষতা সাধনের ক্ষেত্রে সহায়তা করে থাকেন।

শিক্ষার্থীর/ অফিস কপি

প্রশিক্ষণ বিদ্যালয় প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়

প্রশিক্ষণ বিদ্যালয় শিক্ষার্থীর রেকর্ড

পিটিআই ----------

শিক্ষার্থীর নাম:---------- ---------- রোল নং ----------

বি.দ্র.: এ রেকর্ড শিক্ষার্থীর নিকট থাকবে এবং এর অনুলিপি পিটিআই অফিসে সংরক্ষিত থাকবে।

যোগ্যতা : প্রশিক্ষণ বিদ্যালয়ে অবস্থানকালীন যোগ্যতা। এ অবস্থানকালে শিক্ষার্থী মান অর্জনের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত অগ্রগতি প্রদর্শন করবে	টীম	
	প্রমাণ	ইনস্ট্রাক্টরের স্বাক্ষর , তারিখ, মন্তব্য ও গ্রেড (এ, বি, সি, ডি)
১. পর্যবেক্ষিত পাঠসমূহে বিষয় জ্ঞানের মূল দিক গুলো চিহ্নিত করা হচ্ছে। ২. পরিকল্পিত পাঠসমূহের সুনির্দিষ্ট বিষয় জ্ঞানের ব্যবহার দেখা যায়		
৩. পর্যবেক্ষিত পাঠসমূহের ব্যবহৃত পাঠদান কৌশল সনাক্ত করা হচ্ছে। ৪. শিক্ষার্থীদের উপলব্ধি এবং আগ্রহের বিষয়টি উপলব্ধি করছে ৫. পাঠ পরিকল্পনায় নির্বাচিত শিখন শেখানো কৌশল অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে		
৬. শিক্ষাক্রমের কাঠামোভুক্ত পাঠসমূহের পরিকল্পনায় উপলব্ধির পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে ৭. পাঠ পরিকল্পনায় শিক্ষার্থীদের যোগ্যতা সম্পর্কে সচেতনতার পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে।		
৮. পাঠপরিকল্পনা করার পূর্বে বিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের বর্তমান জ্ঞান যাচাই করে থাকেন। ৯. পাঠ পরিকল্পনায় বিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের কীভাবে প্রণোদনা সৃষ্টি করতে হয় সে বিষয়ে উপলব্ধির প্রকাশ ঘটছে।		
১০.শিক্ষার্থীদের পরিবার এবং তাদের বিভিন্ন বিষয়ে আগ্রহ সম্পর্কে খোঁজ খবর নিবেন। ১১. শ্রোণ শিক্ষকের সাথে শ্রেণির শিক্ষার্থীর বিশেষ অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা		

করছেন।		
১২.বিদ্যালয়ের নীতিমালা, সরকারি আইন ও বিধি সম্পর্কে প্রধান ও সহকারী শিক্ষকের সাথে আলোচনা করছেন। ১৩.বিদ্যালয়ে রক্ষিত সরকারি বিধি, আইন এবং সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্রের সাথে পরিচিত হয়ে উঠছেন।		
শিক্ষার্থীদের আগ্রহ এবং শিখন অগ্রগতি নিশ্চিত করে পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন করছেন। শিখনফল অর্জন নিশ্চিত করার জন্য কীভাবে পাঠকে বিভক্ত করতে হয়, সে বিষয়ে ধারণা স্পষ্ট হচ্ছে		
যোগ্যতা : প্রশিক্ষণ বিদ্যালয়ে অবস্থান কালীন যোগ্যতা। এ অবস্থানকালে শিক্ষার্থী মান অর্জনের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত অগ্রগতি প্রদর্শন করবে	টীম	
	প্রমাণ	ইনস্ট্রাক্টরের স্বাক্ষর , তারিখ, মন্তব্য ও গ্রেড (এ, বি, সি, ডি)
সকল শিক্ষার্থীর আগ্রহ এবং পারিবারিক ও সামাজিক পটভূমি সম্পর্কে জানার গুরুত্ব সম্পর্কে উপলব্ধি প্রকাশ পাচ্ছে। শিক্ষার্থীদের উৎসাহ দিচ্ছেন এবং ইতিবাচক কাজে নিয়োজিত করছেন।		
কোনো নতুন বিষয় শুরু করার সময় সরল ও স্পষ্ট ভাষা ব্যবহারের গুরুত্ব সম্পর্কে উপলব্ধি প্রকাশ পাচ্ছে। শিক্ষার্থীর সহজভাবে বোধগম্য শিখনফলকে কেন্দ্র করে প্রত্যেকটি পাঠে শিখন শেখানো কাজ পরিচালনা করছেন।		
প্রশ্ন করা এবং আলোচনা কীভাবে পাঠদানকে সহায়তা করতে পারে সে সম্পর্কে পরিপূর্ণ উপলব্ধি প্রকাশিত হচ্ছে। পাঠদানের সময় সকল শিক্ষার্থীকেই প্রশ্ন করা হচ্ছে। অপ্রত্যাশিত অথবা ভুল উত্তরের ক্ষেত্রে		

ইতিবাচকভাবে সাড়া দিচ্ছেন।		
যোগ্যতা : প্রশিক্ষণ বিদ্যালয়ে অবস্থানকালীন যোগ্যতা। এ অবস্থানকালে শিক্ষার্থী মান অর্জনের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত অগ্রগতি প্রদর্শন করবে	টীম	
	প্রমাণ	ইনস্ট্রাক্টরের স্বাক্ষর , তারিখ, মন্তব্য ও গ্রেড (এ, বি, সি, ডি)
শ্রেণি পরিবেশ কীভাবে পাঠদানকে প্রভাবিত করতে পারে সে সম্পর্কে উপলব্ধি প্রকাশ পাচ্ছে। শিক্ষার্থীদের উৎসাহ দেয়া এবং শিখনকে আরও শক্তিশালী করে, এমনভাবে শিক্ষার্থীদের প্রণীত কাজ প্রদর্শন করছেন। সকল শিক্ষার্থী দেখতে এবং শুনতে পারে এমনভাবে কোন শ্রেণি অথবা দলে পাঠ উপস্থাপন করেন।		
শিক্ষার্থীদের চাহিদার সাথে পাঠের বিষয়বস্তুর সঙ্গতি বিষয়ে পরিপূর্ণ উপলব্ধি প্রকাশ পাচ্ছে। পাঠদানকালে নিশ্চিত করছেন যে শিক্ষার্থীরা তাদেরকে প্রদত্ত কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শেষ করতে পারে। পাঠদানকালে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে প্রয়োজনীয়তা সহায়তা এবং উৎসাহ প্রদান করছেন।		
শিক্ষার্থীদের পারিবারিক জীবন এবং তাদের আগ্রহের বিষয়ে খোঁজ খবর নিচ্ছেন। প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে তাদের প্রত্যেক অর্জন বিষয়ে প্রশংসা করছেন। বিদ্যালয়ে সমাজের যেকোন কাজ সদস্যের সাথে কথা বলার সময় সৌজন্য ও সম্মানবোধের আদর্শ প্রতিষ্ঠা করছেন।		

যোগ্যতা : প্রশিক্ষণ বিদ্যালয়ে অবস্থানকালীনযোগ্যতা। এ অবস্থানকালে শিক্ষার্থী মান অর্জনের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত অগ্রগতি প্রদর্শন করবে	প্রথম টার্ম প্রমাণ	ইনস্ট্রাক্টরের স্বাক্ষর , তারিখ, মন্তব্য ও গ্রেড (এ, বি, সি, ডি)
শিখনকে সহায়তাদানের ক্ষেত্রে পাঠপুস্তককে যে অনেকগুলো উপায়ে ব্যবহার করা যায়, সে সম্পর্কে সম্যক উপলব্ধি প্রদর্শন করছেন। নতুন তথ্য উপস্থাপনের সময় সচিত্র উপকরণ ব্যবহার করেন।		
কিছু ক্ষেত্রে জ্ঞান এবং দক্ষতা যে বাস্তব এবং সচিত্র উপকরণের সাহায্যে ভালো শেখা যায় সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় উপলব্ধি প্রকাশ পাচ্ছে। শিক্ষার্থীদের সহজ শিখন উপকরণ যেমন শব্দ খেলার কার্ড, গণনার জন্য এ্যাবাকাস ইত্যাদি প্রদান করেন।		
ডিজিটাল বাংলাদেশ কর্মসূচীর অধীনে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কী ধরনের প্রযুক্তিগত সুযোগ সুবিধা (ল্যাপটপ, মোবাইল ফোন, মাল্টিমিডিয়ার ইত্যাদি) পাওয়া যাবে সে সম্পর্কে ধারণা লাভ করছেন।		
প্রত্যেকটি পাঠে গাঠনিক মূল্যায়নের গুরুত্ব সম্পর্কে উপলব্ধি প্রকাশ হচ্ছে। পর্যবেক্ষিত পাঠে গাঠনিক মূল্যায়ন কৌশল সনাক্ত করতে পারছেন। মূল্যায়ন কৌশল সম্বলিত পাঠপরিকল্পনা তৈরি করছেন।		

যোগ্যতা : প্রশিক্ষণ বিদ্যালয়ে অবস্থানকালীন যোগ্যতা। এ অবস্থানকালে শিক্ষার্থী মান অর্জনের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত অগ্রগতি প্রদর্শন করবে	প্রথম টার্ম	
	প্রমাণ	ইনস্ট্রাক্টরের স্বাক্ষর , তারিখ, মন্তব্য ও গ্রেড (এ, বি, সি, ডি)
শিখন কাজে নিয়োজিত শিক্ষার্থীদের সাথে কথা বলছেন। শিক্ষার্থীদের প্রশংসা করছেন এবং পরামর্শ দিচ্ছেন বা তাদের সাহায্য করছেন। লিখিত কাজ নম্বর প্রদান করেন নির্বাচনের সাহায্যে, শিখনের বিষয়টি মাথায় রেখে		
একটি দলে অথবা শ্রেণিতে মূল্যায়ন করার ক্ষেত্রে ফলাফলের ভূমিকা সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠছেন।		
প্রত্যেক শিক্ষার্থীর জীবনে বিভিন্ন প্রকার সামাজিক অর্থনৈতিক ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকান্ডের প্রভাবের বিষয়টি জানার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারছেন। এমনভাবে পাঠ পরিকল্পনা হচ্ছে যাতে সকল শিক্ষার্থী সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে পারে।		
শ্রেণি শিক্ষকের সাথে প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষকদের পেশাগত উন্নয়নের সুযোগ সম্পর্কে আলোচনা করছেন। শ্রেণি শিক্ষকের সাথে নিজের অভিজ্ঞতার বিষয়ে আলোচনাকালে তার সমস্যা এবং সাফল্য সম্পর্কে চিন্তা করার আগ্রহ প্রকাশ পাচ্ছে।		

যোগ্যতা : প্রশিক্ষণ বিদ্যালয়ে অবস্থান কালীন যোগ্যতা। এ অবস্থানকালে শিক্ষার্থী মান অর্জনের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত অগ্রগতি প্রদর্শন করবে	প্রথম টার্ম	
	প্রমাণ	ইনস্ট্রাক্টরের স্বাক্ষর , তারিখ, মন্তব্য ও গ্রেড
শ্রেণি শিক্ষকের সাথে বিদ্যালয়ের সমাজ সম্পর্কে আলোচনা করছেন।		
শ্রেণি শিক্ষকের সাথে শ্রেণি পর্যবেক্ষণ, পাঠ পরিকল্পনা এবং সাম্প্রতিক পাঠদান সম্পর্কে আলাপ করছেন।		
শিখনফল, শিক্ষাক্রমের চাহিদা এবং মূল্যায়ন সম্পর্কিত তথ্যের সঠিক ব্যবহার করে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনুক্রম বজায় রেখে পাঠ পরিকল্পনা করছেন। অনেক ধরনের কার্যকর শিখন শেখানো এবং মূল্যায়ন কৌশল ব্যবহার করে পাঠ পরিকল্পনা প্রস্তুত করছেন। পরিকল্পিত পাঠ পরিকল্পনা সকল শিক্ষার্থীকে জড়িত করছে। কার্যকর সম্পদের ব্যবহার করে পাঠ পরিকল্পনা তৈরি করছেন।		
বিদ্যালয়ে আগত শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক অবস্থান সম্পর্কে গভীর উপলব্ধি প্রকাশ পাচ্ছে। পরিকল্পিত পাঠ সকল শিক্ষার্থীকে চ্যালেঞ্জ করে। শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করার সময় কাজ প্রদানে অথবা ফিড ব্যাক প্রদানে উৎসাহ দেখান এবং ইতিবাচক আচরণ করেন।		

যোগ্যতা : প্রশিক্ষণ বিদ্যালয়ে অবস্থানকালীন যোগ্যতা। এ অবস্থানকালে শিক্ষার্থী মান অর্জনের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত অগ্রগতি প্রদর্শন করবে	প্রথম টার্ম	
	প্রমাণ	ইনস্ট্রাক্টরের স্বাক্ষর , তারিখ, মন্তব্য ও গ্রেড (এ, বি, সি, ডি)
তথ্য উপস্থাপন এবং কোনো কাজ প্রদানের সময় সহজ এবং স্পষ্ট ভাষা কার্যকর ভাবে ব্যবহার করছেন। শিখন সঠিকভাবে হয়েছে কিনা তা বুঝার জন্য প্রশ্ন করছেন।		
প্রলম্বিত উত্তর প্রদানে উৎসাহ দেয়ার জন্য প্রশ্ন করছেন। প্রশ্ন এবং আলোচনা করা বিষয়টির ব্যবহার পরিকল্পনা করেন যাতে শিক্ষার্থীরা কথোপকথনের মাধ্যমে অহরহ শেখার সুযোগ পায়। শিক্ষার্থীর জ্ঞান এবং উপলব্ধির সাথে সঙ্গতি রেখে প্রশ্ন তৈরি করে।		
শিক্ষার্থীদের ব্যবহার্য আসবাবপত্র সঠিকভাবে সাজাচ্ছেন (অথবা যেখানে তা করা সম্ভব নয়, এর সীমাবদ্ধতা বুঝতে পারছেন।) দল অথবা জোড়ায় শিক্ষার্থীদের কাজ সম্বলিত পাঠ পরিকল্পনা করছেন। শিক্ষার্থীদের কাজ এবং শিক্ষা উপকরণ এমনভাবে প্রদর্শন করছেন যে তা তাদেরকে উৎসাহ প্রদান করে এবং তাদের শিক্ষাকে শক্তিশালী করে।		

যোগ্যতা : প্রশিক্ষণ বিদ্যালয়ে অবস্থানকালীন যোগ্যতা। এ অবস্থানকালে শিক্ষার্থী মান অর্জনের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত অগ্রগতি প্রদর্শন করবে	প্রথম টার্ম	
	প্রমাণ	ইনস্ট্রাক্টরের স্বাক্ষর , তারিখ, মন্তব্য ও গ্রেড (এ, বি, সি, ডি)
বেশির ভাগ শিক্ষার্থী যেন পাঠের কাজে সবসময় ব্যাপৃত থাকে তা নিশ্চিত করছেন। কখনও সম্পূর্ণ ক্লাস, কখনও দলে বা জোড়ায় অর্থাৎ যখন যেরূপ প্রয়োজন তা করছেন। একাকী অথবা দলে শিক্ষার্থীদের গঠনমূলকভাবে নিয়োজিত করছেন। শিক্ষা উপকরণ যথাযথ ভাবে ব্যবহার করছেন। পাঠে কার্যকরভাবে সময়ের ব্যবহার করছেন।		
শ্রেণির শিক্ষার্থীদের সাথে কথা বলার সময় তাদের ব্যক্তিগত ভাবে জানার বিষয়টি প্রদর্শন করছেন। শিক্ষার্থীদের প্রশংসা করে সদাচরণ এবং শিখনলাভ উৎসাহিত করছেন।		
পাঠ্যপুস্তক পড়ানোর সময় নানা কৌশল প্রয়োগ করেন শিক্ষার্থীদের শিখনে সহায়তাদানের জন্য অনেক ধরনের সম্পূরক উপকরণব্যবহার করছেন।		
নতুন তথ্য প্রদানে সহায়তার জন্য বিশেষ উপকরণ তৈরি করছেন।		
বিদ্যালয়ে যে প্রযুক্তি পাওয়া যায় তা আত্মবিশ্বাস এবং যোগ্যতার সাথে ব্যবহার করছেন। শিক্ষার্থীর সক্রিয় শিখনকে সহায়তাদানের জন্য প্রাপ্ত প্রযুক্তি যেমন মোবাইল ফোন ব্যবহার করছেন।		

যোগ্যতা : প্রশিক্ষণ বিদ্যালয়ে অবস্থান কালীন যোগ্যতা। এ অবস্থানকালে শিক্ষার্থী মান অর্জনের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত অগ্রগতি প্রদর্শন করবে	প্রথম টার্ম	
	প্রমাণ	ইনস্ট্রাক্টরের স্বাক্ষর , তারিখ, মন্তব্য ও গ্রেড (এ, বি, সি, ডি)
পাঠ পরিকল্পনায় নানা ধরনের মূল্যায়ন কৌশল যুক্ত করছেন। নিয়মিত ভাবে শিক্ষার্থীদের উপলব্ধির পর্যায় পরীক্ষা করে দেখছেন। পাঠ পরিকল্পনাকালে মূল্যায়ন করা তথ্য ব্যবহার করছেন।		
কাজ দিয়ে প্রত্যেক শিক্ষার্থীদের সমস্যা দূরীকরণে সহায়তা দিচ্ছেন। সফল শিখন আরও জোরদার করার জন্য প্রশংসা করছেন। নিয়মিত ভাবে লিখিত কাজে নম্বর দিচ্ছেন শিক্ষার্থীর শিখন চাহিদার কথা মাথায় রেখে।		
পাঠের অনুক্রম অনুসারে মূল্যায়ন রেকর্ড রাখছেন। একটি পাঠের অনুক্রম অনুসারে মূল্যায়ন পরিকল্পনা এবং মূল্যায়ন করছেন এবং উপলব্ধি করছেন এর ফলাফল ভবিষ্যৎ শিক্ষণকে প্রভাবিত করতে পারে।		

সামগ্রিক গ্রেড (এ, বি, সি, ডি)	

মূল্যায়নকারীর স্বাক্ষর ও তারিখ
সীল

প্রশিক্ষণ বিদ্যালয় প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়
প্রশিক্ষণ বিদ্যালয় শিক্ষার্থীর রেকর্ড
পিটিআই ----------

শিক্ষার্থীর নাম:---------- রোল নং ----------

বি.দ্র.: এ রেকর্ড শিক্ষার্থীর নিকট থাকবে এবং এর অনুলিপি পিটিআই অফিসে সংরক্ষিত থাকবে।

যোগ্যতা : প্রশিক্ষণ বিদ্যালয়ে অবস্থানকালীন যোগ্যতা। এ অবস্থানকালে শিক্ষার্থী মান অর্জনের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত অগ্রগতি প্রদর্শন করবে	টীম	
	প্রমাণ	ইনস্ট্রাক্টরের স্বাক্ষর , তারিখ, মন্তব্য ও গ্রেড (এ, বি, সি, ডি)
পর্যবেক্ষিত পাঠসমূহে বিষয় জ্ঞানের মূল দিকগুলো চিহ্নিত করা হচ্ছে। পরিকল্পিত পাঠসমূহের সুনির্দিষ্ট বিষয় জ্ঞানের ব্যবহার দেখা যায়		
পর্যবেক্ষিত পাঠসমূহের ব্যবহৃত পাঠদান কৌশল সনাক্ত করা হচ্ছে। শিক্ষার্থীদের উপলব্ধি এবং আগ্রহের বিষয়টি উপলব্ধি করছে পাঠ পরিকল্পনায় নির্বাচিত শিখন শেখানো কৌশল অন্তর্ভূক্ত করা হচ্ছে		
শিক্ষাক্রমের কাঠামোভুক্ত পাঠসমূহের পরিকল্পনায় উপলব্ধির পরিচয় পাওয় যাচ্ছে পাঠ পরিকল্পনায় শিক্ষার্থীদের যোগ্যতা সম্পর্কে সচেতনতার পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে		

যোগ্যতা : প্রশিক্ষণ বিদ্যালয়ে অবস্থানকালীন যোগ্যতা। এ অবস্থানকালে শিক্ষার্থী মান অর্জনের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত অগ্রগতি প্রদর্শন করবে	টীম	
	প্রমাণ	ইনস্ট্রাক্টরের স্বাক্ষর , তারিখ, মন্তব্য ও গ্রেড (এ, বি, সি, ডি)
পাঠপরিকল্পনা করার পূর্বে বিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের বর্তমান জ্ঞান যাচাই করে থাকেন পাঠ পরিকল্পনায় বিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের কীভাবে প্রণোদনা সৃষ্টি করতে হয় সে বিষয়ে উপলব্ধির প্রকাশ ঘটছে।		
শিক্ষার্থীদের পরিবার এবং তাদের বিভিন্ন বিষয়ে আগ্রহ সম্পর্কে খোঁজ খবর নিবেন। শ্রোণ শিক্ষকের সাথে শ্রেণির শিক্ষার্থীর বিশেষ অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করছেন।		
বিদ্যালয়ের নীতিমালা, সরকারি আইন ও বিধি সম্পর্কে প্রধান ও সহকারী শিক্ষকের সাথে আলোচনা করছেন। বিদ্যালয়ে রক্ষিত সরকারী বিধি, আইন এবং সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্রের সাথে পরিচিত হয়ে উঠছেন।		
শিক্ষার্থীদের আগ্রহ এবং শিখন অগ্রগতি নিশ্চিত করে পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন করছেন। শিখনফল অর্জন নিশ্চিত করার জন্য কীভাবে পাঠকে বিভক্ত করতে হয়, সে বিষয়ে ধারণা স্পষ্ট হচ্ছে		
যোগ্যতা :	টীম	

প্রশিক্ষণ বিদ্যালয়ে অবস্থানকালীন যোগ্যতা। এ অবস্থানকালে শিক্ষার্থী মান অর্জনের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত অগ্রগতি প্রদর্শন করবে	প্রমাণ	ইনস্ট্রাক্টরের স্বাক্ষর , তারিখ, মন্তব্য ও গ্রেড (এ, বি, সি, ডি)
সকল শিক্ষার্থীর আগ্রহ এবং পারিবারিক ও সামাজিক পটভূমি সম্পর্কে জানার গুরুত্ব সম্পর্কে উপলব্ধি প্রকাশ পাচ্ছে। শিক্ষার্থীদের উৎসাহ দিচ্ছেন এবং ইতিবাচক কাজে নিয়োজিত করছেন।		
কোন নতুন বিষয় শুরু করার সময় সরল ও স্পষ্ট ভাষা ব্যবহারের গুরুত্ব সম্পর্কে উপলব্ধি প্রকাশ পাচ্ছে। শিক্ষার্থীর সহজভাবে বোধগম্য শিখনফলকে কেন্দ্র করে প্রত্যেকটি পাঠে শিখন শেখানো কাজ পরিচালনা করছেন।		
প্রশ্ন করা এবং আলোচনা কীভাবে পাঠদানকে সহায়তা করতে পারে সে সম্পর্কে পরিপূর্ণ উপলব্ধি প্রকাশিত হচ্ছে। পাঠদানের সময় সকল শিক্ষার্থীকেই প্রশ্ন করা হচ্ছে। অপ্রত্যাশিত অথবা ভুল উত্তরের ক্ষেত্রে ইতিবাচকভাবে সাড়া দিচ্ছেন।		
যোগ্যতা :	টীম	

প্রশিক্ষণ বিদ্যালয়ে অবস্থানকালীন যোগ্যতা। এ অবস্থানকালে শিক্ষার্থী মান অর্জনের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত অগ্রগতি প্রদর্শন করবে	প্রমাণ	ইনস্ট্রাক্টরের স্বাক্ষর , তারিখ, মন্তব্য ও গ্রেড (এ, বি, সি, ডি)
শ্রেণি পরিবেশ কীভাবে পাঠদানকে প্রভাবিত করতে পারে সে সম্পর্কে উপলব্ধি প্রকাশ পাচ্ছে। শিক্ষার্থীদের উৎসাহ দেয়া এবং শিখনকে আরও শক্তিশালী করে, এমনভাবে শিক্ষার্থীদের প্রণীত কাজ প্রদর্শন করছেন। সকল শিক্ষার্থী দেখতে এবং শুনতে পারে এমনভাবে কোন শ্রেণি অথবা দলে পাঠ উপস্থাপন করেন।		
শিক্ষার্থীদের চাহিদার সাথে পাঠের বিষয়বস্তুর সঙ্গতি বিষয়ে পরিপূর্ণ উপলব্ধি প্রকাশ পাচ্ছে। পাঠদানকালে নিশ্চিত করছেন যে শিক্ষার্থীরা তাদেরকে প্রদত্ত কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শেষ করতে পারে। পাঠদানকালে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে প্রয়োজনীয়তা সহায়তা এবং উৎসাহ প্রদান করছেন।		
শিক্ষার্থীদের পারিবারিক জীবন এবং তাদের আগ্রহের বিষয়ে খোঁজ খবর নিচ্ছেন। প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে তাদের প্রত্যেক অর্জন বিষয়ে প্রশংসা করছেন। বিদ্যালয়ে সমাজের যেকোনো কাজ সদস্যের সাথে কথা বলার সময় সৌজন্য ও সম্মানবোধের আদর্শ প্রতিষ্ঠা করছেন।		
যোগ্যতা :	টীম	

প্রশিক্ষণ বিদ্যালয়ে অবস্থানকালীন যোগ্যতা। এ অবস্থানকালে শিক্ষার্থী মান অর্জনের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত অগ্রগতি প্রদর্শন করবে	প্রমাণ	ইনস্ট্রাক্টরের স্বাক্ষর , তারিখ, মন্তব্য ও গ্রেড (এ, বি, সি, ডি)
শিখনকে সহায়তাদানের ক্ষেত্রে পাঠপুস্তককে যে অনেকগুলো উপায়ে ব্যবহার করা যায়, সে সম্পর্কে সম্যক উপলব্ধি প্রদর্শন করছেন। নতুন তথ্য উপস্থাপনের সময় সচিত্র উপকরণ ব্যবহার করেন।		
কিছু ক্ষেত্রে জ্ঞান এবং দক্ষতা যে বাস্তব এবং সচিত্র উপকরণের সাহায্যে ভালো শেখা যায় সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় উপলব্ধি প্রকাশ পাচ্ছে। শিক্ষার্থীদের সহজ শিখন উপকরণ যেমন শব্দ খেলার কার্ড, গণনার জন্য এ্যাবাকাস ইত্যাদি প্রদান করেন।		
ডিজিটাল বাংলাদেশ কর্মসূচির অধীনে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কী ধরনের প্রযুক্তিগত সুযোগ সুবিধা (ল্যাপটপ, মোবাইল ফোন, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর ইত্যাদি) পাওয়া যাবে সে সম্পর্কে ধারণা লাভ করছেন।		
প্রত্যেকটি পাঠে গাঠনিক মূল্যায়নের গুরুত্ব সম্পর্কে উপলব্ধি প্রকাশ হচ্ছে। পর্যবেক্ষিত পাঠে গাঠনিক মূল্যায়ন কৌশল সনাক্ত করতে পারছেন। মূল্যায়ন কৌশল সম্বলিত পাঠপরিকল্পনা তৈরি করছেন।		
যোগ্যতা : প্রশিক্ষণ বিদ্যালয়ে অবস্থানকালীন	টীম	
	প্রমাণ	ইনস্ট্রাক্টরের স্বাক্ষর , তারিখ, মন্তব্য ও

যোগ্যতা। এ অবস্থানকালে শিক্ষার্থী মান অর্জনের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত অগ্রগতি প্রদর্শন করবে		গ্রেড (এ, বি, সি, ডি)
শিখন কাজে নিয়োজিত শিক্ষার্থীদের সাথে কথা বলছেন। শিক্ষার্থীদের প্রশংসা করছেন এবং পরামর্শ দিচ্ছেন বা তাদের সাহায্য করছেন। লিখিত কাজ নম্বর প্রদান করেন নির্বাচনের সাহায্যে, শিখনের বিষয়টি মাথায় রেখে		
একটি দলে অথবা শ্রেণিতে মূল্যায়ন করার ক্ষেত্রে ফলাফলের ভূমিকা সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠছেন।		
প্রত্যেক শিক্ষার্থীর জীবনে বিভিন্ন প্রকার সামাজিক অর্থনৈতিক ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকাণ্ডের প্রভাবের বিষয়টি জানার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারছেন। এমনভাবে পাঠ পরিকল্পনা হচ্ছে যাতে সকল শিক্ষার্থী সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে পারে।		
শ্রেণিশিক্ষকের সাথে প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষকদের পেশাগত উন্নয়নের সুযোগ সম্পর্কে আলোচনা করছেন। শ্রেণিশিক্ষকের সাথে নিজের অভিজ্ঞতার বিষয়ে আলোচনাকালে তার সমস্যা এবং সাফল্য সম্পর্কে চিন্তা করার আগ্রহ প্রকাশ পাচ্ছে		
যোগ্যতা : প্রশিক্ষণ বিদ্যালয়ে অবস্থানকালীন যোগ্যতা। এ অবস্থানকালে শিক্ষার্থী মান	টীম প্রমাণ	 ইনস্ট্রাক্টরের স্বাক্ষর , তারিখ, মন্তব্য ও গ্রেড

অর্জনের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত অগ্রগতি প্রদর্শন করবে।		
শ্রেণি শিক্ষকের সাথে বিদ্যালয়ের সমাজ সম্পর্কে আলোচনা করছেন।		
শ্রেণিশিক্ষকের সাথে শ্রেণি পর্যবেক্ষণ, পাঠ পরিকল্পনা এবং সাম্প্রতিক পাঠদান সম্পর্কে আলাপ করছেন।		
শিখনফল, শিক্ষাক্রমের চাহিদা এবং মূল্যায়ন সম্পর্কিত তথ্যের সঠিক ব্যবহার করে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনুক্রম বজায় রেখে পাঠ পরিকল্পনা করছেন। অনেক ধরনের কার্যকর শিখন শেখানো এবং মূল্যায়ন কৌশল ব্যবহার করে পাঠ পরিকল্পনা প্রস্তুত করছেন। পরিকল্পিত পাঠ পরিকল্পনা সকল শিক্ষার্থীকে জড়িত করছে। কার্যকর সম্পদের ব্যবহার করে পাঠ পরিকল্পনা তৈরি করছেন।		
বিদ্যালয়ে আগত শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক অবস্থান সম্পর্কে গভীর উপলব্ধি প্রকাশ পাচ্ছে। পরিকল্পিত পাঠ সকল শিক্ষার্থীকে চ্যালেঞ্জ করে। শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করার সময় কাজ প্রদানে অথবা ফিড ব্যাক প্রদানে উৎসাহ দেখান এবং ইতিবাচক আচরণ করেন।		
যোগ্যতা : প্রশিক্ষণ বিদ্যালয়ে অবস্থানকালীন যোগ্যতা। এ অবস্থানকালে শিক্ষার্থী মান অর্জনের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত অগ্রগতি প্রদর্শন	টীম প্রমাণ	 ইনস্ট্রাক্টরের স্বাক্ষর , তারিখ, মন্তব্য ও গ্রেড (এ, বি, সি, ডি)

করবে		
তথ্য উপস্থাপন এবং কোনো কাজ প্রদানের সময় সহজ এবং স্পষ্ট ভাষা কার্যকরভাবে ব্যবহার করছেন। শিখন সঠিকভাবে হয়েছে কিনা তা বুঝার জন্য প্রশ্ন করছেন।		
প্রলম্বিত উত্তর প্রদানে উৎসাহ দেয়ার জন্য প্রশ্ন করছেন। প্রশ্ন এবং আলোচনা করা বিষয়টির ব্যবহার পরিকল্পনা করেন যাতে শিক্ষার্থীরা কথোপকথনের মাধ্যমে অহরহ শেখার সুযোগ পায়। শিক্ষার্থীর জ্ঞান এবং উপলব্ধির সাথে সঙ্গতি রেখে প্রশ্ন তৈরি করে।		
শিক্ষার্থীদের ব্যবহার্য আসবাবপত্র সঠিকভাবে সাজাচ্ছেন (অথবা যেখানে তা করা সম্ভব নয়, এর সীমাবদ্ধতা বুঝতে পারছেন।) দল অথবা জোড়ায় শিক্ষার্থীদের কাজ সম্বলিত পাঠ পরিকল্পনা করছেন। শিক্ষার্থীদের কাজ এবং শিক্ষা উপকরণ এমনভাবে প্রদর্শন করছেন যে তা তাদেরকে উৎসাহ প্রদান করে এবং তাদের শিক্ষাকে শক্তিশালী করে।		
যোগ্যতা : প্রশিক্ষণ বিদ্যালয়ে অবস্থানকালীন যোগ্যতা। এ অবস্থানকালে শিক্ষার্থী মান অর্জনের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত অগ্রগতি প্রদর্শন করবে	টীম	
	প্রমাণ	ইনস্ট্রাক্টরের স্বাক্ষর , তারিখ, মন্তব্য ও গ্রেড (এ, বি, সি, ডি)

বেশির ভাগ শিক্ষার্থী যেন পাঠের কাজে সবসময় ব্যাপৃত থাকে তা নিশ্চিত করছেন। কখনও সম্পূর্ণ ক্লাস, কখনও দলে বা জোড়ায় অর্থাৎ যখন যেরূপ প্রয়োজন তা করছেন। একাকী অথবা দলে শিক্ষার্থীদের গঠনমূলকভাবে নিয়োজিত করছেন। শিক্ষা উপকরণ যথাযথভাবে ব্যবহার করছেন । পাঠে কার্যকরভাবে সময়ের ব্যবহার করছেন।		
শ্রেণির শিক্ষার্থীদের সাথে কথা বলার সময় তাদের ব্যক্তিগত ভাবে জানার বিষয়টি প্রদর্শন করছেন। শিক্ষার্থীদের প্রশংসা করে সদাচরণ এবং শিখনলাভ উৎসাহিত করছেন।		
পাঠ্যপুস্তক পড়ানোর সময় নানা কৌশল প্রয়োগ করেন শিক্ষার্থীদের শিখনে সহায়তাদানের জন্য অনেক ধরনের সম্পূরক উপকরণব্যবহার করছেন।		
নতুন তথ্য প্রদানে সহায়তার জন্য বিশেষ উপকরণ তৈরি করছেন।		
বিদ্যালয়ে যে প্রযুক্তি পাওয়া যায় তা আত্মবিশ্বাস এবং যোগ্যতার সাথে ব্যবহার করছেন। শিক্ষার্থীর সক্রিয় শিখনকে সহায়তাদানের জন্য প্রাপ্ত প্রযুক্তি যেমন মোবাইল ফোন ব্যবহার করছেন।		
যোগ্যতা : প্রশিক্ষণ বিদ্যালয়ে অবস্থানকালীন যোগ্যতা। এ অবস্থানকালে শিক্ষার্থী মান অর্জনের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত অগ্রগতি প্রদর্শন করবে	টীম প্রমাণ	 ইনস্ট্রাক্টরের স্বাক্ষর , তারিখ, মন্তব্য ও গ্রেড (এ, বি, সি, ডি)

পাঠ পরিকল্পনায় নানা ধরনের মূল্যায়ন কৌশল যুক্ত করছেন। নিয়মিত ভাবে শিক্ষার্থীদের উপলব্ধির পর্যায় পরীক্ষা করে দেখছেন। পাঠ পরিকল্পনাকালে মূল্যায়ন করা তথ্য ব্যবহার করছেন।		
কাজ দিয়ে প্রত্যেক শিক্ষার্থীদের সমস্যা দূরীকরণে সহায়তা দিচ্ছেন। সফল শিখন আরও জোরদার করার জন্য প্রশংসা করছেন। শিক্ষার্থীর শিখন চাহিদার কথা মাথায় রেখে নিয়মিত ভাবে লিখিত কাজে নম্বর দিচ্ছেন।		
পাঠের অনুক্রম অনুসারে মূল্যায়ন রেকর্ড রাখছেন। একটি পাঠের অনুক্রম অনুসারে মূল্যায়ন পরিকল্পনা এবং মূল্যায়ন করছেন এবং উপলব্ধি করছেন এর ফলাফল ভবিষ্যৎ শিক্ষণকে প্রভাবিত করতে পারে।		

সামগ্রিক গ্রেড (এ, বি, সি, ডি)	

মূল্যায়নকারীর স্বাক্ষর ও তারিখ

দিন-২১
অধিবেশন-৫
তথ্যপত্র-১

শ্রেণিকার্যক্রম পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট (ডিপিএড কোর্সের আলোকে)

পিটিআই এর নাম	:	
ট্রেণিং বিদ্যালয়ের নাম ও ঠিকানা	:	
পর্যবেক্ষিত শ্রেণিতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা	বালক---------- জন	বালিকা---------জন, উপস্থিতির হারঃ %
পর্যবেক্ষণের তারিখঃ	শ্রেণি কার্যক্রম শুরুঃ সমাপ্তঃ শ্রেণি কার্যক্রম এর মোট সময়ঃ	
শিক্ষার্থী শিক্ষকের নাম		
পর্যবেক্ষণের বিষয়	বাংলা/ইংরেজি/গণিত/বিজ্ঞান/বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়/ধর্ম/----------	
পাঠের শিরোনাম		
ব্যবহৃত ম্যাটেরিয়ালস এর নাম	হোয়াইট বোর্ড/ব্লাক বোর্ড/পুশপিন বোর্ড/অন্যান্য (উল্লেখ করুন)---------- শ্রেণি কার্যক্রমে মাল্টিমিডিয়া/পাওয়ারপয়েন্ট প্রেজেন্টেশন/ওভারহেড প্রোজেক্টর/পোস্টার পেপার ব্যবহার করা হয়েছে কিনাহ্যাঁ / না	

প্রযোজ্য ঘরে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। বিষয়বস্তু উপস্থাপন

যোগ্যতা/কার্যক্রম	পুরোপুরি একমত	একমত	একমত নই	আংশিক একমত	মোটেই একমত নই
উপস্থাপিত বিষয়বস্তু সম্পর্কে গভীর উপলব্ধি (ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ, প্রশ্নোত্তর যথাযথভাবে করতে পারেন) বর্তমান					
উপস্থাপিত বিষয়বস্তুতে তত্ত্ব এবং অনুশীলনের প্রয়োজনীয় ভারসাম্য রয়েছে					
মন্তব্য (মন্তব্য থাকলে সুনির্দিষ্ট করে লিখুন)ঃ					

২। পাঠ পরিকল্পনার ব্যবহার

যোগ্যতা/কার্যক্রম	পুরোপুরি একমত	একমত	একমত নই	আংশিক একমত	মোটেই একমত নই
শিক্ষক ভিন্নমাত্রার শিখন অনুসরণ করে পাঠপরিল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করেন					
শিক্ষক দলীয়কাজ, জোড়ায়কাজ, প্রশ্নোত্তর প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের কৌশল ব্যবহার করে পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন					
মন্তব্য (মন্তব্য থাকলে সুনির্দিষ্ট করে লিখুন):					

৩। শিখন শেখানো পদ্ধতি ও কৌশলসমূহ

যোগ্যতা/কার্যক্রম	পুরোপুরি একমত	একমত	একমত নই	আংশিক একমত	মোটেই একমত নই
শ্রেণিতে বিভিন্ন বিষয়ে নির্দেশ দানের ভাষা যথাযথ এবং শিক্ষার্থী তা সহজেই বুঝতে পারে					
শিখনফল অর্জন করানোর জন্য শিখনফল অনুযায়ী শিখন শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল অনুসরণ করেন					
শিক্ষক সার্থকভাবে সক্রিয় শিখন শেখানো কার্যাবলি অনুসরণ করেন (interactive pedagogy)					
শিক্ষক শ্রেণি কার্যক্রমে ভিন্নমাত্রার শিখন কার্যকরভাবে অনুসরণ করেন					
শিক্ষক উপস্থাপন শেষে যথাযথভাবে তথ্য বিশ্লেষণ এবং সংশ্লেষণ করেন					
শিক্ষক শুধুমাত্র বক্তৃতা এবং প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে পাঠদান করেন না বরং দলীয়, জোড়ায় কাজ দেন, প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন এবং শিক্ষার্থীকে জিজ্ঞাসা করার সুযোগ দেন					
মন্তব্য (শিখন শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল, ব্যাখ্য, বিশ্লেষণ, প্রদর্শন, আলোচনা প্রভৃতি সম্পর্কে এবং স্ক্যাফোল্ডিং , শিক্ষার্থীদের শিখন অগ্রগতি সম্পর্কে মন্তব্য থাকলে সুনির্দিষ্ট করে লিখুন):					

৪। শিখন শেখানো কার্যক্রম

যোগ্যতা/কার্যক্রম	পুরোপুরি একমত	একমত	একমত নই	আংশিক একমত	মোটেই একমত নই
শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাই করা হচ্ছে					
প্রদত্ত কাজ শিক্ষার্থীদের উপলব্ধিতে সাহায্য করে এবং শিক্ষকতা কাজের দক্ষতা বৃদ্ধি করে থাকে					
নানা ধরণের শ্রেণি কাজ যেমন দলীয় কাজ, জোড়ায় কাজ, ভূমিকাভিনয়, বেইন স্ট্রর্মিং, প্রশ্নোত্তর, অনুচিন্তন করার সুযোগদান ইত্যাদির মাধ্যমে শিক্ষার্থীর চাহিদা পূরণ করা হয়					
প্রদত্ত কাজের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর শিখনের ধরণকে বিবেচনা করা হচ্ছে					
শিক্ষার্থীদের অনুশীলন পাঠদানে বিষয়ভিত্তিক শিক্ষণ বিজ্ঞান সম্পর্কিত জ্ঞানের ছাপ দেখা যায়					
শ্রেণির সময় এবং শিক্ষকের উপস্থাপনার সময়ের মিল রয়েছে					
মন্তব্য (মন্তব্য থাকলে সুনির্দিষ্ট করে লিখুন):					

৫। ফিডব্যাক এবং মূল্যায়ন

যোগ্যতা/কার্যক্রম	পুরোপুরি একমত	একমত	একমত নই	আংশিক একমত	মোটেই একমত নই
শিক্ষক শ্রেণি কার্যক্রম এবং মূল্যায়নের ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত ফিডব্যাক প্রদান করেন					
শিক্ষক গঠনমূলক ফিডব্যাক প্রদান করেন					
শিক্ষক শিক্ষার্থীর ভুল সংশোধন করে দেন					
ব্যবহৃত মূল্যায়নের কৌশল যথোপযুক্ত (ডিপিএড এ বর্ণিত)					
শিক্ষার্থীর উপলব্ধি/অগ্রগতি মাঝে মধ্যেই পরীক্ষা করেন					
মন্তব্য (বিশেষ করে কীভাবে মূল্যায়ন করা হচ্ছে সেম্পর্কে মন্তব্য থাকলে সুনির্দিষ্ট করে লিখুন):					

৬। শিক্ষক কর্তৃক প্রস্তুতকৃত/পরিপূরক শিখন সামগ্রী/উপকরণ

যোগ্যতা/কার্যক্রম	পুরোপুরি একমত	একমত	একমত নই	আংশিক একমত	মোটেই একমত নই
শিখন সামগ্রী/উপকরণ শিক্ষার্থীর বয়সের সাথে সংগতিপূর্ণ					
শিখন সামগ্রী/পরিপূরক শিখন সামগ্রী/উপকরণ পাঠের বিষয়বস্তুর সাথে যথোপযুক্ত এবং সংগতিপূর্ণ					
শিখন সামগ্রী/উপকরণ পাঠের শিখনফলের সাথে সংগতিপূর্ণ					
শিক্ষক শিখন সামগ্রী/উপকরণ ফলপ্রসূভাবে এবং আন্তরিকতার সাথে ব্যবহার করেন					
শিক্ষকের শিখন সামগ্রী/উপকরণ এর উপস্থাপনা/ব্যবহার অর্থপূর্ণ, প্রেষণাদায়ক এবং প্রাসঙ্গিক					
মন্তব্য (থাকলে সুনির্দিষ্ট করে লিখুন):					

৭। শিখন শেখানো পরিবেশ এবং মিথস্ক্রিয়া

যোগ্যতা/কার্যক্রম	পুরোপুরি একমত	একমত	একমত নই	আংশিক একমত	মোটেই একমত নই
শ্রেণিকক্ষের পরিবেশ শিখন উপযোগী এবং শিক্ষার্থীরা স্বতঃস্ফুর্ত ভাবে অংশগ্রহণ করছে					
শ্রেণিকক্ষে প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি এবং আসবাবপত্র পর্যাপ্ত					
শিক্ষার্থীদের বসার ব্যবস্থা উপযুক্ত					
শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদের চলাফেরার জন্য এবং শ্রেণিরকাজ কার্যকর করার জন্য শ্রেণিকক্ষে পর্যাপ্ত জায়গা রয়েছে					
শ্রেণিকক্ষ বিভিন্ন রকম কাজ অনুশীলনের জন্য উপযোগী					
শ্রেণিকক্ষে পর্যাপ্ত ভেন্টিলেশন, আলোবাতাস রয়েছে					
শ্রেণিকক্ষের সকল শিশুকে সব কাজে সমান সুযোগ দেয়া হচ্ছে					
মেয়েসহ সকল শিক্ষার্থীকে তাদের চাহিদা অনুসারে কাজ দেয়া হয়					
মেয়েসহ সকল শিক্ষার্থীকে প্রশ্ন করা হয় এবং প্রশ্ন করতে উৎসাহিত করা হয়					
মন্তব্য (শ্রেণিকক্ষের চারপাশ এবং মিথস্ক্রিয়া সম্পর্কে মন্তব্য থাকলে সুনির্দিষ্ট করে লিখুন):					

৮। শ্রেণি ব্যবস্থাপনা

যোগ্যতা/কার্যক্রম	পুরোপুরি একমত	একমত	একমত নই	আংশিক একমত	মোটেই একমত নই
শ্রেণি কার্যক্রমে শিক্ষক সুনির্দিষ্ট/সুস্পষ্ট নির্দেশনা প্রদান করেন					
শিক্ষার্থীদেরকে কাজ/বিষয়বস্তু সম্পন্ন করার জন্য প্রয়োজনীয় সময় দেন					
মন্তব্য (মন্তব্য থাকলে সুনির্দিষ্ট করে লিখুন):					

৯। যোগাযোগ

যোগ্যতা/কার্যক্রম	পুরোপুরি একমত	একমত	একমত নই	আংশিক একমত	মোটেই একমত নই
শ্রেণি কার্যক্রমে শিক্ষার্থীর সকল ধরণের যোগাযোগ (প্রশ্ন করা, নির্দেশনা প্রদান, ব্যাখ্যা করা) কার্যকর, স্পষ্ট এবং বোধগম্য হচ্ছে					
শিক্ষার্থীদের সাড়া দান (উত্তর প্রদান, মতামত প্রকাশ, অংশগ্রহণ)-কে উৎসাহিত করা হয় এবং যথাযথ মূল্য দেওয়া হচ্ছে					
শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করতে উৎসাহিত করা হয়					
মন্তব্য (মন্তব্য থাকলে সুনির্দিষ্ট করে লিখুন):					

১০। নির্দেশনার ভাষা (**Medium of instruction**)

মন্তব্য সুনির্দিষ্ট করে লিখুন: ১। ইংরেজি বিষয়ের ক্ষেত্রে নির্দেশনার ভাষা (Medium of instruction) কী- ২। শিক্ষক/শিক্ষার্থী আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার করেন কি না- ৩। শিক্ষক আঞ্চলিক ভাষা সংশোধন করেন কি না-
সার্বিক মন্তব্য সুনির্দিষ্ট করে লিখুন:

দিন- ২২
অধিবেশন-৪
তথ্যপত্র- ১

Terminal Competencies

Listening

1. to recognize basic English sound differences, stress and intonation.
2. to understand simple commands, instructions and requests and carry them out.
3. to understand simple questions and statements.
4. to listen to, understand and enjoy simple rhymes, poems and stories.

Speaking

1. to use English sounds, stress and intonation appropriately .
2. to exchange greetings and farewells and to make introductions.
3. to ask and answer questions .
4. to recite rhymes and poems.
5. to say the names of the days of the week and the months, and to tell the time.
6. to talk about simple things and actions.
7. to give instructions, commands and to make requests.
8. to take part in conversations on topics related to students' daily life.

Reading

1. to read aloud texts with proper pronunciation, stress and intonation.
2. to recognize and read both cardinal and ordinal numbers.
3. to read the names of the days of the week, the months and the time.
4. to read aloud poems with proper stress and intonation.
5. to read silently with understanding paragraphs, stories and other text materials.
6. to read instructions and carry them out.
7. to recognize punctuation marks and read accordingly.

Writing

1. to write non-cursive and cursive letters both capital and small.
2. to write cardinal and ordinal numbers.
3. to write words, phrases and sentences using non-cursive and cursive letters both capital and small.
4. to write figures for words and words for figures.
5. to use punctuation marks.
6. to use capital letters.
7. to write the names of the days of the week and the months, and to write the time.
8. to write words, phrases and sentences correctly.
9. to take dictation.
10. to write short and simple compositions.
11. to write simple personal letters.
12 to fill in simple forms.

Terminal Competencies	Class-wise attainable competencies				
	Class I	**Class II**	**Class III**	**Class IV**	**Class V**
Listening					
1. to recognize basic English sound differences, stress and intonation.	1.1 to become familiar with English sounds by listening to common English words.	1.1 to become familiar with English sounds by listening to common English words.	1.1 to recognize English sound differences in the context of words. 1.2 to recognize which syllable in a word is stressed. 1.3 to recognize which words in a sentence are stressed	1.1 to recognize sound differences in the context of words. 1.2 to recognize which syllable in a word is stressed. 1.3 to recognize which words in a sentence are stressed. 1.4 to recognize and use intonation patterns for Wh- and Yes/No questions, greetings and statements.	1.1 to recognize sound differences in the context of words. 1.2 to recognize which syllable in a word is stressed. 1.3 to recognize which words in a sentence are stressed. 1.4 to recognize and use intonation patterns for Wh- and Yes/No questions, greetings and statements.
2. to understand simple commands, instructions and requests and carry them out.	2.1 to follow simple commands and instructions. e.g.. Stand up. Sit down. Come here. Go there.	2.1 to follow simple commands and instructions. e.g. Open ....., Close ....., Repeat ....., etc.	2.1 to carry out simple commands andinstructions. 2.2-------	2.1 to carry out simple commands and instructions. 2.2 to carry out a set of commands and instructions.	2.1 to carry out simple commands and instructions. 2.2 to carry out a set of commands and instructions.

Terminal Competencies	Class-wise attainable competencies				
	Class I	**Class II**	**Class III**	**Class IV**	**Class V**
			2.3 to respondto requests. e.g. Can you….?	2.3 to comply with requests. e.g. Can you……? ould/Would you…..?	2.3 to comply with requests. e.g. Can you……? Could/Would you…..?
3. to understand simple questions and statements.	3.1 to understand simple questions asked by the teacher about the students and a few familiar objects, e.g. What's your name? What's this? 3.2 to understand simple statements.	3.1 to understand simple questions, statements about the students and familiar things around them.	3.1 to understand simple questions aboutfamily, the students and friends. 3.2 to understand questions about familiar objects. 3.3 to understand statements.	3.1 to understand questions asked about the students. 3.2 to understand questions about family, friends and neighbors of students. 3.3 to understand questions about objects around them. 3.4 to understand statements made by the teacher and students.	3.1 to understand questions about the students. 3.2 to understand questions about family, friends and community of students. 3.3 to understand questions about objects around them. 3.4 to understand statements made by the teacher and students.

Terminal Competencies	Class-wise attainable competencies				
	Class I	**Class II**	**Class III**	**Class IV**	**Class V**
4. to listen to, understand and enjoy simple rhymes, poems and stories.	4.1 to enjoy the rhythm and music of simple rhymes.	4.1 to enjoy the rhythm and music of simple rhymes.	4.1 to enjoy simple rhymes.	4.1 —	4.1 —
		4.2 to enjoy simple stories.	4.2 to enjoy and understand simple stories.	4.2 to enjoy and understand simple stories.	4.2to enjoy and understand simple stories.
			4.3 to enjoy and understand simple poems.	4.3 to enjoy and understand simple poems.	4.3 to enjoy and understand simple poems.

Terminal Competencies	Class-wise attainable competencies				
	Class I	**Class II**	**Class III**	**Class IV**	**Class V**
Speaking					
1. to use English sounds, stress and intonation appropriately .	1.1 to repeat after the teacher and say simple words and phrases and sing the Alphabet Song.	1.1 to repeat after the teacher and say simple words, phrases with proper sounds and stress.	1.1 to repeat after the teacher and say words, phrases and sentences with proper sounds and stress.	1.1 to say words, phrases and sentences with proper sounds, stress and intonation.	1.1 to say words, phrases and sentences with proper sounds, stress and intonation.
2. to exchange greetings and farewells and to make introductions.	2.1 to say Good morning, Hello! Hi! Bye-bye! Good-bye! I'm your English teacher. My name is……	2.1 to say Good morning ! Hello! Hi ! and ask "How are you"? and reply by saying " I am fine, thank you", etc.	2.1 to exchange greetings and farewells and make simple self –introductions Good morning! Hello, Hi, Bye, See you, etc .	2.1 to exchange greetings, farewells and make simple self-introductions/ introductions. How do you do?	2.1 to exchange greetings, farewells and make introductions. How do you do? Nice to meet you. etc.
3. to ask and answer questions.	3.1 to ask and answer questions about the students and a few familiar objects.	3.1 to ask and answer questions about the students and familiar objects.	3.1 to ask and answer simple Wh and Yes/No questions.	3.1 to ask and answer Wh and Yes/No questions.	3.1 to ask and answer Wh and Yes/No questions.
4. to recite rhymes and poems.	4.1 to repeat and recite rhymes after the teacher.	4.1 to repeat rhymes after the teacher and recite.	4.1 to repeat rhymes and simple poems after the teacher and recite.	4.1 to recite poems .	4.1 to recite poems.

Terminal Competencies	Class-wise attainable competencies				
	Class I	**Class II**	**Class III**	**Class IV**	**Class V**
5. to say the names of the days of the week and the months and to tell the time.	5.1 ----------	5.1 to say the names of the days of the week.	5.1 to say the names of the months.	5.1 to tell the time(hours only) and mention a.m./p.m.	5.1 to tell the time (hours and minutes) and mention a.m./p.m. half past, quarter past, quarter to, etc.
6. to talk about simple things and actions.	6.1 ------- 6.2 -------	6.1 -------- 6.2 --------	6.1 to say what the speaker is doing and others are doing. 6.2 to talk about people and objects .	6.1 to say what the speaker is doing and others are doing. 6.2 to talk about people, objects, events, etc.	6.1 to say what the speaker is doing and others are doing. 6.2 to talk about people, objects, events, etc.

Terminal Competencies	Class-wise attainable competencies				
	Class I	**Class II**	**Class III**	**Class IV**	**Class V**
7. to give instructions, commands and to make requests.	7.1 to give simple instructions and commands.	7.1 to give simple instructions and commands.	7.1 to give simple instructions and commands 7.2 to make requests and to respond. Can you…?Yes, sure. No, Sorry.	7.1 to give instructions and commands. 7.2 to make requests and to respond. Could you…? Yes, sure. No, Sorry, thanks. You are welcome, etc.	7.1 to give instructions and commands. 7.2 to make requests and to respond. Giving short answers Could you…? Yes, sure. No, Sorry, thanks. You are welcome. No problem. That's ok, etc.
8. to take part in conversations on topics related to students' daily life.	8.1 --------	8.1 to ask and answer simple questions about everyday life.	8.1 to take part in simple conversations(exchanging personal information)	8.1 to take part in conversations on simple topics(likes/dislikes, hobbies, holidays, family, friends, etc.)	8.1 to take part in conversations on appropriate topics.

Terminal Competencies	Class-wise attainable competencies				
	Class I	**Class II**	**Class III**	**Class IV**	**Class V**
Writing					
1. to write non-cursive and cursive letters both capital and small.	1.1 to practice letter shapes/ simple writing patterns, etc. 1.2 to write non-cursive capital letters.	1.1 to write non-cursive capital letters. 1.2 to write non-cursive small letters.	1.1 to write cursive capital letters. 1.2 to write cursive small letters.	1.1 to write non- cursive and cursive capital letters. 1.2 to write non- cursive and cursive small letters.	1.1 --------- 1.2 ---------
2. to write cardinal and ordinal numbers.	2.1 to write cardinal numbers up to10 in figures.	2.1 to write cardinal numbers up to 30 in figures.	2.1 to write cardinal numbers up to 100 in figures .	2.1 to write cardinal numbers 101 to 500 in figures. 2.2 to write ordinal numbers up to 10th.	2.1 to write cardinal numbers 1 to 500 in figures. 2.2 to write ordinal numbers up to 20th.

3. to write words, phrases and sentences using non-cursive and cursive letters both capital and small.	3.1 ------	3.1 to write words and phrases using non-cursive capital and small letters.	3.1 to write words , phrases and simple sentences using non-cursive capital and small letters.	3.1 to write sentences using non cursive and cursive capital and small letters.	3.1 to write sentences using non cursive and cursive capital and small letters.
4. to write figures for words and words for figures.	4.1 -------	4.1 to copy and write cardinal numbers up to 10 both in figures and in words.	4.1 to copy and write cardinal numbers up to 30 both in figures and in words.	4.1 to copy and write cardinal numbers up to 50 both in figures and in words. 4.2 to write ordinal numbers up to 10th both in figures and in words.	4.1 to write cardinal numbers up to 100 both in figures and in words. 4.2 to write ordinal numbers up to 20th both in figures and in words.
5. to use punctuation marks.	5.1 -------	5.1 -------	5.1 to use full stop, comma and question mark.	5.1 to use full stop, comma, question mark and exclamation mark.	5.1 to use full stop, comma, question mark and exclamation mark.

Terminal Competencies	Class-wise attainable competencies				
	Class I	**Class II**	**Class III**	**Class IV**	**Class V**
Writing					
6. to use capital letters.	6.1 ----------	6.1 ----------	6.1 to use capital letters for sentence beginnings and proper nouns.	6.1 to use capital letters for sentence beginnings, proper nouns and for beginnings within quotation marks.	6.1 to use capital letters for sentence beginnings, proper nouns and for beginnings within quotation marks.
7.to write the names of the days of the week and the months, and to write the time.	7.1 ----------	7.1 ----------	7.1 to write names of the days of the week.	7.1 to write names of the days of the week and the months. 7.2 to write the time (hours only) and mention a.m./p. m.	7.1 ---------- 7.2 to write the time (hours and minutes) and mention a.m./p. m, half past, quarter past, quarter to, etc.

8. to write words, phrases and sentences correctly.	8.1 ----------	8.1 ----------	8.1 to write words, phrases and sentences from the textbook or model presented by the teacher .	8.1 to make sentences using words and phrases, following instructions.	8.1 to make sentences using words and phrases, following instructions.
9. to take dictation.	9.1 ---------	9.1 ----------	9.1 to take dictation of words and phrases only.	9.1 to take dictation of words, phrases and sentences.	9.1 to take dictation of short and simple paragraphs.
10. to write short and simple compositions.	10.1 ----------	10.1 ----------	10.1 to write a short and simple paragraph by answering a set of questions.	10.1 to write a short paragraph by answering a set of questions. 10.2 to write a short composition about oneself, friends, family and other familiar topics.	10.1 to write a short piece of composition by answering a set of questions. 10.2 to write short compositions on familiar objects, people, places, events , etc.
11. to write simple personal letters.	11.1 -------	11.1 --------	11.1 ---------	11.1 to write simple letters to friends.	11.1 to write simple letters to friends and relatives.

12. to fill in simple forms.	12.1 ----------	12.1 ----------	12.1 ----------	12.1 ----------	12.1 to fill in simple forms about oneself and others.

দিন- ২২
অধিবেশন- ৪
তথ্যপত্র- ২

Tools for Base Line Survey

প্রশ্নপত্র- ১

১. কমপক্ষে ৩টি Letter চিনতে পারে কিনা এবং সঠিক ভাবে উচ্চারণ করতে পারে কিনা (Small এবং Capital Letter)।

২. ৪ টি Letter লিখতে পারে কিনা (২টি Small এবং ২ টি Capital)

৩. ছবি দেখে এবং নির্দেশনা শুনে বুঝতে পারে কিনা যেমন- Stand up, show me your pen. (বই পরিবর্তন হলে নির্দেশনা পরিবর্তন করতে হবে)

৪. অন্তত: ১টি Rhymes এর ৪ লাইন সঠিক উচ্চারণে আবৃত্তি করতে পারে কিনা

৫. প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে কিনা যেমন- বস্তু বা ছবি দেখিয়ে What's this? It's….বলতে পারে কিনা

প্রশ্নপত্র- ২ (তৃতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করার জন্য)

১. ১ম শ্রেণির উল্লেখিত টেস্ট সবগুলো করতে পারে কিনা

২. ২য় শ্রেণির alphabet থেকে ৬ টি Letter এর নাম বলতে পারে কিনা এবং অন্তত: ৩টি Small ও Capital লিখতে পারে কিনা (4 Roll line অনুসরণ করে লিখতে পারে কিনা)

৩. ইংরেজিতে নিজের পরিচয় দিতে পারে কীনা

৪. ছবি দেখে নির্দেশনা বুঝতে পারে কীনা

1. যেমন Draw a flower & Colour it
    a. Show me your homework
    b. Go to your seat.

৫. শুনে সঠিক উচ্চারণে পড়তে পারে কিনা (আঙ্গুল ধরে পড়তে পারে কিনা)

প্রশ্নপত্র -৩ (তৃতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থীদের বছরের মাঝামাঝি সময়ে মূল্যায়নের জন্য)

১. ইংরেজিতে নিজের সম্বন্ধে ৩ টি বাক্য বলতে পারে কিনা? যেমন

1. I am …….. I am a student of Class three,……..

২. পৃষ্টা ১৬ এর ছবি দেখে matching করতে পারে কিনা?

৩.Monday থেকে পরে ৩ দিনের নাম বলতে পারে কিনা?

৪. পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্টা ৫৩ এর প্রথম Para শুনে তারপর পড়তে পারে কিনা (আঙ্গুল ধরে পড়তে পারে কিনা)

৫.Cursive & Capital ও small letter (অন্তত: ৩ টি) লিখতে পারে কিনা

৬. Full stop, comma ও প্রশ্ন চিহ্ন বসাতে পারে কিনা ? (পৃ: ৬১)

অনুরূপ ভাবে ৪র্থ ও পঞ্চম শ্রেণির শিখন অবস্থান নির্ণয়ের কৌশল গ্রহণ করতে হবে।

* ১ম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের Survey করা যাবে বছরের মাঝামাঝি সময়ে। যতটুকু পড়ানো হয় তার উপর Tools তৈরি করে।

দিন- ২৩
অধিবেশন-৪
তথ্যপত্র-১

Fortnightly Plan

StudentsName &Roll	Level of Students	What will learn	How will learn	Materials	Students Activities	Assessment
	Level-1					
	Level-2					
	Level-3					

দিন- ২৩
অধিবেশন-৪
তথ্যপত্র-২

Fortnightly Plan (Sample)

Students Name &Roll	Level of Students	What will learn	How will learn	Materials	Students Activities	Assessment
	Level-1	Students will be able to read (A) with understan dable pronunciation	• One minute Reading (IW) • B(Ask and answer) (SG;WCW)	Picture Unit-10 • text book	IW,SG,WC W A (Read) • B(As k and answer)	B C
	Level-2	Students will be able to use some words.	•One minute Reading (IW) •Fill in the blanks	Picture, Word card, Activity sheet	•A Read(IW) •Fill in the blanks(SG W)	•Sentence making
	Level-3	Students will be able to read level based text (e,i, Eft-2	•One minute Reading (IW) •Question/A nswer (SG/WCW)	Picture Dft-2 Activity sheet	•Read (IW) •Question/A ns (SG, WCW	Question/A nswer.

দিন- ২৩
অধিবেশন-৫
তথ্যপত্র-১

Time Management

Stage	Activities	Time for Teacher (minutes)	Time for Students (minutes)
Input	• Warm up • Showing picture for title & new words • Teacher's Reading /Demonstration of activities • Instruction for level based activities	• 1 • 2 • 3 • 4	• 1 • 2 • 3 • 4
Practice	• **Level based activity** (without teacher's help) • **Creative writing** (without teacher's help) • **One minute reading** (with teacher's help) • **Small Group Work** (2groups, each group 6 minutes, with teacher's help)	- - • 10 • 12	• 12 • 10 - -
Task/ Checking Learning	• Help/feedback on student activities/SRM	• 3	• 3

দিন- ২৪
অধিবেশন-৩
তথ্যপত্র-১

প্রাথমিক বিজ্ঞান

বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা	শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা				
	১ম শ্রেণি	২য় শ্রেণি	৩য় শ্রেণি	৪র্থ শ্রেণি	৫ম শ্রেণি
১. পরিবেশ, পরিবেশের উপাদান, পরিবেশের পরিবর্তন ও পরিবেশ দূষণ সম্পর্কে জেনে পরিবেশ সংরক্ষণে সচেষ্ট হওয়া।	১. জগৎ ও পরিবেশের বস্তুসমুহ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে চিনতে পারবে। ২. দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত সামগ্রী কোথা থেকে আসে তা বুঝতে পারবে।	১. নিকট পরিবেশের বস্তুসমূহ কোনটি মানুষের তৈরি আর কোনটি প্রকৃতি থেকে পাওয়া যায় তা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে চিনতে পারবে। ২. মাটি, পানি, বায়ু ও জীবের প্রতি যত্ন নিতে পারবে।	১. পরিবেশ সম্পর্কে ধারণা লাভ করবে। ২. পরিবেশের উপাদানগুলো পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে চিনতে পারবে। ৩. প্রাকৃতিক ও মানুষের সৃষ্ট পরিবেশ কী তা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে উপলব্ধি করবে।	১. নিজের প্রয়োজন মেটানোর জন্য জীব কীভাবে পরিবেশের উপর নির্ভরশীল তা জানবে। ২. প্রাকৃতিক ও মানুষের সৃষ্ট কারণে পরিবেশের পরিবর্তন ঘটছে তা বুঝতে পারবে	১. পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ও নির্ভরশীলতা উপলব্ধি করবে। ২. পরিবেশ দূষণের কারণ ও প্রভাব সম্পর্কে জানবে। ৩. পরিবেশ সংরক্ষণের গুরুত্ব অনুধাবন করে পরিবেশ সংরক্ষণে সচেষ্ট হবে। ৪. উদ্ভিদ ও প্রাণীর সংরক্ষণের জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টিতে সচেষ্ট হবে।
২. আমাদের পরিবেশে জড় ও জীব সম্পর্কে জানা	১. নিকট পরিবেশে কাদের জীবন আছে ও কাদের জীবন নেই তা	১. পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে নিকট পরিবেশের জড় ও জীব বস্তু চিনতে	১. জীব ও জড়ের পার্থক্য বুঝতে পারবে।	১. বিভিন্ন জীব বিভিন্ন পরিবেশে বসবাস করে তা বুঝতে পারবে	

	চিনতে পারবে। ২। নিকট পরিবেশের জড়বস্তু ও জীবের যত্ন নিতে পারবে।	পারবে। ২. বেঁচে থাকার জন্য উদ্ভিদের পানি ও আলো প্রয়োজন এবং প্রাণীর জন্য প্রয়োজন খাদ্য তা বুঝতে পারবে	২. উদ্ভিদ ও প্রাণী চিনতে পারবে। ৩. বেঁচে থাকার জন্য প্রাণী কীভাবে উদ্ভিদ ও অন্যান্য প্রাণীর উপর নির্ভরশীল তা জানবে	২. উদ্ভিদ ও প্রাণীর মধ্যে পার্থক্য জানবে।	
৩. পরিবেশের উপাদান হিসেবে পানির গুর"ত্ব সম্পর্কে জেনে পানির যথাযথ ব্যবহার ও সংরক্ষণ করা।	১. পানির ব্যবহার সম্পর্কে জানবে। ২. নিকট পরিবেশে পানির উৎস পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে চিনতে পারবে।		১. পানির উৎস সমূহ জানবে। ২. নিরাপদ ও দূষিত পানি শনাক্ত করতে জানবে। ৩. মানুষের জন্য পানির গুরুত্ব সম্পর্কে জানবে। ৪. পানির অপচয় রোধে সচেষ্ট হবে।		১. উদ্ভিদ ও প্রাণীর জীবনে পানির প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করতে পারবে। ২. পানিচক্রের ধারণা অর্জন করবে। ৩. মানুষের জীবনে পানি দূষণের ফলাফল বা প্রভাব আলোচনা করতে পারবে। ৪. পানি দূষণের কারণ ও দূষণ রোধের উপায়গুলো জানবে। ৫. পানি শোধন করে নিরাপদ করার উপায় জানবে।
৪. পরিবেশের উপাদান হিসেবে মাটির গুর"ত্ব সম্পর্কে জেনে মাটির যথাযথ ব্যবহার ও সংরক্ষণ করা।		১. মাটি আমাদের কী কাজে লাগে তা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে জানবে।	১. মাটির প্রকারভেদ জানবে। ২. কোন মাটিতে কোন ফসল হয় তা জানবে।	১. পরিবেশ রক্ষায় মাটির গুর"ত্ব বুঝতে পারবে। ২. মাটির উর্বরতা ও মাটি দূষণ সম্পর্কে ধারণা লাভ করবে। ৩. মাটি সংরক্ষণে কী কী	

				করণীয় তা জানবে।	
৫. পরিবেশের উপাদান হিসেবে বায়ুর গুরুত্ব সম্পর্কে জেনে বায়ুর উপাদানের যথাযথ ব্যবহার করা ও দূষণ রোধ করা।		১. আমাদের চারপাশে বায়ু আছে তা পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে বুঝতে পারবে। ২. বায়ুর গুরুত্ব সম্পর্কে জানবে।	১. পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে আমাদের চারপাশে বায়ুর উপস্থিতি উপলব্ধি করবে। ২. বায়ুর প্রধান উপাদানগুলো ও এদের ব্যবহার জানবে। ৩. উদ্ভিদ ও প্রাণীর বেঁচে থাকার জন্য বায়ুর গুরুত্ব সম্পর্কে বুঝতে পারবে। ৪. বায়ুর বৈশিষ্ট্যসমূহ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে জানবে।		১. বায়ুপ্রবাহকে ব্যবহার করে কী কী করা যায় তা জানবে। ২. কোন কোন কারণে বায়ু দূষিত হয় তা জানবে। ৩. দূষিত বায়ু কীভাবে স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর তা জানবে। ৪. বায়ু দূষণ রোধে করণীয় কী তা বুঝতে পারবে।
৬. পরিচিত প্রাকৃতিক ঘটনা ও তাদের কার্যকারণসহ বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা জানা।	১. রোদ, মেঘ, বৃষ্টি ও বায়ু প্রবাহ পর্যবেক্ষণ করে এসব ঘটনা সম্পর্কে কৌতুহল বাড়াবে। ২. রোদ কোথা থেকে আসে তা জানবে। ৩. দিনের কোন সময়ে রোদ কেমন তা জানবে।	১. মেঘ ও বৃষ্টির মধ্যে সম্পর্ক চিহ্নিত করতে পারবে। ২. দিনের কোন সময়ে রোদের তাপ কেমন তা বোঝা।		১. মেঘ ও বৃষ্টি হয় কীভাবে তা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ২. কুয়াশা, শিশির, শিলাবৃষ্টি কীভাবে ও কেন হয় তা বলতে পারবে।	১. বায়ুপ্রবাহের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা জানবে। ২. ঝড়ের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা জানবে। ৩. দিনরাত, অমাবস্যা-পূর্ণিমা ও ঋতু পরিবর্তনের ব্যাখ্যা বুঝতে পারবে।

৭. বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের পদ্ধতিসমুহ জানা ও অনুসন্ধিৎসা, মুক্তমানসিকতা, যৌক্তিক বিশ্লেষণ, প্রশ্ন উত্থাপন, সৃজনশীলতা ও কল্পনা ইত্যাদি মূল্যবোধ অর্জনের মাধ্যমে বিজ্ঞানমনস্কতা অর্জনকরা ও বিজ্ঞান চর্চায় অংশ নেওয়া।		১. পর্যবেক্ষণের দক্ষতা অর্জন করবে। ২. অনুসন্ধিৎসা, প্রশ্ন উত্থাপন ও মুক্তমানসিকতা লালন করবে।	১. পরিচিত প্রাকৃতিক ঘটনাবলিকে বিজ্ঞানের আলোকে ব্যাখ্যা করার মানসিকতা অর্জন করবে।	১. যৌক্তিকভাবে চিন্তা করা, সৃজনশীলতা ও কল্পনাশক্তির ব্যবহার করা শিখবে।	১. বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের পদ্ধতি সমূহ জানবে। ২. একটি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ইতিহাস জেনে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে ধারণা লাভ করবে। ৩. বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের পদ্ধতি সমূহ অনুসরণ করে সমস্যা সমাধানের মানসিকতা ও অভ্যাস গঠন করবে। ৪। প্রচলিত অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার ত্যাগ করবে।
৮. সুস্থ জীবনের জন্য সঠিকখাদ্য নির্বাচন ও গ্রহণ করা।	১. খাদ্যের নাম জানা ও খাদ্যের স্বাদ অনুযায়ী শ্রেণিকরণ করতে পারা।	১. স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্য সম্পর্কে ধারণা লাভ করবে। ২. আমরা কোন খাবার কাঁচা ও কোন খাবার রান্না করে খাই তা জানবে। ৩. খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জানবে।	১. পুষ্টি কী তা জানবে। ২. পুষ্টি অনুযায়ী খাদ্যের শ্রেণিবিভাগ করতে ও সুষম খাদ্য সম্পর্কে জানতে পারবে। ৩. মৌসুমী ফল ও সবজির খাদ্যগুণ সম্পর্কে জানতে পারবে। ৪. পুষ্টিগুণ অনুযায়ী দেশি ও বিদেশি	১. বিভিন্ন ধরনের ভিটামিন, এসবের উৎস ও গুরুত্ব সম্পর্কে জানবে। ২. সুষম খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জানবে। ৩. সহজলভ্য ও স্বল্পমূল্যের দেশীয় সুষম খাদ্য নির্বাচন করতে জানবে। ৪. খাদ্যের বিভিন্ন উৎস	১. বয়স অনুযায়ী পরিমিত খাদ্য গ্রহণের গুরুত্ব উপলব্ধি করবে। ২. বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে খাদ্য সংরক্ষণ সম্পর্কে জানতে পারবে ৩. খাদ্যে কৃত্রিম রং ব্যবহার ও রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবহার করে খাদ্য সংরক্ষণের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে জানতে পারবে। ৪. জাঙ্ক ফুড (Junk

			খাদ্যের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই তা বুঝতে পারবে।	সম্পর্কে জানবে।	Food) গ্রহণের অপকারিতা সম্পর্কে জানবে।
৯. রোগেরকারণ ও প্রতিরোধের উপায়সমুহ জানা এবং স্বাস্থ্য রক্ষার নিয়মগুলো জানা ও অনুসরণ করা।	১. কয়েকটি সাধারণ রোগের ধারণা লাভ করবে। ২. শরীরের বিভিন্ন অংশের পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করা সম্পর্কে জানবে।	১. সাধারণ কিছু রোগের কারণ ও প্রতিরোধ সম্পর্কে জানবে। ২. স্বাস্থ্য রক্ষার সাধারণ নিয়ম জানবে ও অনুসরণ করবে।	১. রোগের কারণ, উৎস, প্রতিরোধ ও প্রতিকার সম্পর্কে জানতে পারবে ২. স্বাস্থ্য ভালো রাখার নিয়মগুলো জানবে। ৩. পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জানবে ও পরিচ্ছন্নতা রক্ষায় (স্যানিটেশন সহ) যত্নবান হবে।	১. স্বাস্থ্য রক্ষার প্রয়োজনীয়তা জানবে ও স্বাস্থ্য রক্ষার নিয়মগুলো অনুসরণ করবে (স্যানিটেশনসহ)। ২. বিভিন্ন রোগের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে জেনে রোগ প্রতিরোধে সচেষ্ট থাকবে।	১. বায়ুবাহিত রোগসমুহের প্রতিরোধ ও প্রতিকার সম্পর্কে জানবে। ২. সংক্রামক রোগসমুহের সংক্রমন প্রক্রিয়া ও প্রতিরোধ ব্যবস্থা সম্পর্কে ধারণা লাভ করবে। ৩. বয়স বৃদ্ধির সংগে শরীরের বিভিন্ন পরিবর্তন ঘটে তা জানবে এবং সে অনুযায়ী শরীরের যত্ন নেবে।
১০. আমাদের জীবনে প্রযুক্তির ব্যবহার, বিকাশ ও প্রভাব জানা		খেলনা, পড়াশোনা, যোগাযোগ ও কৃষিতে ব্যবহৃত প্রযুক্তি সম্পর্কে জানবে।	১. আমাদের পড়াশোনা, যাতায়াত ও কৃষিতে প্রযুক্তির বিকাশ ও ব্যবহার সম্পর্কে জানবে।	১. আমাদের বাসস্থানে, চিকিৎসায়, খেলাধুলায় ও বিনোদনে ব্যবহৃত প্রযুক্তি সম্পর্কে জানবে। ২. কৃষিতে ব্যবহৃত প্রযুক্তির ব্যবহার সম্পর্কে জানবে । ৩. বনজ ও সৌন্দর্যবর্ধক উদ্ভিদের ব্যবহার জানবে।	১. প্রযুক্তির উন্নয়নে বিজ্ঞানের ব্যবহার সম্পর্কে জানবে। ২. কৃষিজাত দ্রব্যের মানোন্নয়ন ও উৎপাদন বৃদ্ধিতে প্রযুক্তির ব্যবহার সম্পর্কে জানবে। ৩. আমাদের জীবনে প্রযুক্তির অপব্যবহার ও ঝুঁকি সম্পর্কে সচেতন হবে।

১১. আমাদের জীবনে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার ও প্রভাব জানা এবং তা ব্যবহার করা।	১. আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত তথ্য প্রযুক্তি সম্পর্কে ধারণা লাভ করবে।	১. আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত বিভিন্ন তথ্য প্রযুক্তি সম্বন্ধে ধারণা লাভ করবে	১. তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে তথ্য বিনিময় ও পারস্পরিক যোগাযোগ সম্পর্কে জানবে। ২. তথ্য জানার ও জানানোর গুরুত্ব উপলব্ধি করবে।	১. তথ্য প্রেরণের উপায়সমূহের পর্যায়ক্রমিক বিকাশ সম্পর্কে জানবে। ২. তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে বিভিন্ন ক্ষেত্র সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ ও ব্যবহার করতে শিখবে।	১. উপাত্ত ও তথ্যের মধ্যে সম্পর্ক জানবে। ২. কীভাবে তথ্য উৎপন্ন হয় তা জানবে। ৩. ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে তথ্যের গুরুত্ব উপলব্ধি করবে। ৪. কম্পিউটার কী ও তা কী কাজে ব্যবহার করা হয় তা জানবে।
১২. মহাবিশ্বের নানা বস্তু, তাদের বৈশিষ্ট্য ও তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক জানা।		চাঁদ, তারা, সূর্য ও পৃথিবী সম্পর্কে জানবে।		১. সৌরজগৎ সম্পর্কে জানবে। ২. মহাবিশ্বের গঠন সম্পর্কে ধারণা লাভ করবে। ৩. রাতের আকাশ পর্যবেক্ষণ করতে শিখবে। ৪. আমাদের ছায়াপথ সম্পর্কে জানবে।	১. মহাবিশ্বের বিশালতা উপলব্ধি করবে। ২. দিনরাত কীভাবে হয় তার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা বুঝবে। ৩. ঋতু পরিবর্তনের কারণ জানবে। ৪. অমাবস্যা ও পূর্ণিমা কীভাবে হয় তা বুঝতে পারবে।
১৩. আবহাওয়া ও জলবায়ু, এদের আন্তঃসম্পর্ক এবং নিয়ামক সম্পর্কে জানা।				১. আবহাওয়া ও আবহাওয়ার উপাদান সমূহ জানবে। ২. আবহাওয়া পরিবর্তিত হওয়ার কারণ জানবে। ৩. অনুকূল ও প্রতিকূল আবহাওয়ার প্রভাব। ৪. জলবায়ু কী তা বলতে পারবে।	১. আবহাওয়া ও জলবায়ুর মধ্যে সম্পর্ক ও পার্থক্য বুঝতে পারবে। ২. আবহাওয়া ও জলবায়ুর নিয়ামক সম্পর্কে জানবে। ৩. বিরূপ আবহাওয়া যেমন ঝড়, বন্যা, জলোচ্ছ্বাস ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণ জানবে।
১৪. জলবায়ু পরিবর্তনের					১. জলবায়ু পরিবর্তনের

সমস্যাসহ অন্যান্য প্রতিকূলতা ও দুর্যোগ সম্পর্কে জানা এবং তা মোকাবেলায় দক্ষ ও আত্মপ্রত্যয়ী হওয়া।					কারণ ও প্রভাব জেনে অভিযোজনের কৌশল নির্বাচন করতে পারবে।
১৫. দুর্ঘটনার কারণ ও প্রতিরোধ জেনে নিরাপদে জীবন যাপন করা।	১. বাড়ি ও বিদ্যালয় পরিবেশের দুর্ঘটনার কারণ যেমন আগুন, বিদ্যুৎ, দিয়াশলাই, ছুরি, কাঁচি ইত্যাদির বিপদ সম্পর্কে জেনে তা থেকে সাবধান হবে।	১. খেলাধুলার সময় নিরাপদ থাকার নিয়ম জানবে।		১. বিভিন্ন দুর্ঘটনা যেমন পানিতে ডোবা, গায়ে আগুন লাগা, সাপে কাটা ইত্যাদি প্রতিরোধের উপায় জেনে তা প্রতিরোধ করতে পারবে। ২. বিভিন্ন দুর্ঘটনার প্রাথমিক চিকিৎসা সম্পর্কে জেনে তা প্রয়োগ করতে পারবে।	
১৬. বিভিন্ন ধরনের পদার্থ ও শক্তি সম্পর্কে জানা।		১. পানি, বরফ ও জলীয় বাষ্প সম্পর্কে জেনে পদার্থের তিন অবস্থার ধারণা লাভ করবে। ২. আলো ও তাপের বিভিন্ন ব্যবহার জানবে।	১. কঠিন তরল ও বায়বীয় অবস্থার বৈশিষ্ট্য বলতে পারবে। ২. তাপশক্তি ও বৈদ্যুতিক শক্তির ব্যবহার জানবে। ৩. আলো, বিদ্যুৎ ও তাপ যে শক্তি তা বুঝতে পারবে।	১. পদার্থের ওজন আছে ও জায়গা দখল করে – এ ধারণা লাভ করবে। ২. পরীক্ষার সাহায্যে পদার্থের বৈশিষ্ট্যের প্রমাণ দিতে পারবে। ৩. বায়ু যে পদার্থ তা পরীক্ষা করে দেখাতে পারবে	১. বিভিন্ন অভিজ্ঞতা থেকে তাপ ও আলোর সঞ্চালন সম্পর্কে ধারণা অর্জন করবে। ২. শক্তির বিভিন্ন উৎস সম্পর্কে জানবে। ৩. শক্তির রূপান্তর সম্পর্কে জানবে ৪. শক্তির যথাযথ ব্যবহার ও অপচয় রোধ সম্পর্কে

					জানবে। ৫. পদার্থের গঠন সম্পর্কে জানবে।
১৭. বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদ সম্পর্কে জেনে এর যথাযথ ব্যবহার ও সংরক্ষণে সচেষ্ট হওয়া।	১. নিকট পরিবেশের বিভিন্ন সম্পদ সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা লাভ করবে।			১. বাংলাদেশের ভূমিসম্পদ, পানিসম্পদ ও বনজসম্পদ সম্পর্কে ধারণা লাভ করবে। ২. বাংলাদেশের খনিজ সম্পদ সম্পর্কে ধারণা লাভ করবে। ৩. সৌরশক্তি ও বায়ুপ্রবাহ যে আমাদের সম্পদ তা জানবে। ৪ প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযথ ব্যবহার জানবে ও সম্পদ সংরক্ষণে সচেষ্ট হবে।	১. সম্পদের পরিকল্পিত ব্যবহারের গুরুত্ব বুঝতে পারবে ও উপায় জানবে।
১৮. মানুষের মৌলিক চাহিদা ও পরিবেশের ওপর জনসংখ্যার প্রভাব এবং জনসম্পদের গুরুত্ব সম্পর্কে জানা।			১. প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রভাব জানবে।	১. প্রাকৃতিক সম্পদের উপর জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রভাব জানবে।	১. প্রাকৃতিক সম্পদ ও পরিবেশের উপর জনসংখ্যারবৃদ্ধির প্রভাব উপলব্ধি করবে। ২. জনসম্পদ তৈরিতে বিজ্ঞানের ভূমিকা সম্পর্কে জানবে।

দিন- ২৪
অধিবেশন-৩
তথ্যপত্র-২

প্রথম শ্রেণি (পরিবেশ পরিচিতি সমাজ ও বিজ্ঞান)

অধ্যায়ের নাম

১. পরিবেশ
২. জীব ও জড়বস্তু
৩. পরিবার ও বিদ্যালয়
৪. মিলে মিশে থাকি
৫. খাদ্য
৬. স্বাস্থ্য বিধি
৭. আমাদের জাতীয় পতাকা, প্রতীক ও জাতীয় সংগীত
৮. আমাদের জাতীয় দিবস
৯. আমাদের লোকছড়া
১০. আমরা সবাই কাজ করি
১১. সময়মতো কাজ করি
১২. দৈনন্দিন ঘটনা
১৩. দিক চেনা
১৪. পরিবার ও জনসংখ্যা

দ্বিতীয় শ্রেণি (পরিবেশ পরিচিতি সমাজ ও বিজ্ঞান)

অধ্যায়ের নাম

১. সামাজিক পরিবেশ
২. প্রাকৃতিক পরিবেশ
৩. জড় ও জীব
৪. মাটি , পানি ও বায়ু
৫. মেঘ, বৃষ্টি ও রোদ
৬. খাদ্য ও খাদ্যদ্রব্য সংরক্ষণ
৭. বিজ্ঞানের আবিস্কার
৮. পরিবেশ সংরক্ষণ
৯. আমরা সবাই মানুষ
১০. শিশু অধিকার
১১. শ্রমজীবী মানুষ
১২. আমাদের দেশ
১৩. আমাদের জাতীয় ইতিহাস ও ঐতিহ্য
১৪. সামাজিক ও রাস্ট্রীয় সম্পদ
১৫. শৃঙ্খলাবোধ, সময়ানুবর্তিতা ও শিষ্টাচার
১৬. মৌলিক চাহিদার উপর জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রভার

পরিবেশ পরিচিতি বিজ্ঞান

৩ য় শ্রেণি	৪ র্থ শ্রেণি	৫ম শ্রেণি
আমাদের পরিবেশ	জীব ও পরিবেশ	জীব ও আমাদের পরিবেশ
জড় ও জীব	উদ্ভিদ ও প্রাণি	পরিবেশ দূষণ
বিভিন্ন ধরনের পদার্থ	মাটি	জীবনের জন্য পানি
পানি	খাদ্য	বায়ু
মাটি	স্বাস্থ্য বিধি	পদার্থ ও শক্তি
বায়ু	পদার্থ	সুস্থ জীবনের জন্য খাদ্য
খাদ্য	প্রাকৃতিক সম্পদ	স্বাস্থ্য বিধি
স্বাস্থ্য বিধি	মহাবিশ্ব	মহাবিশ্ব
শক্তি	আমাদের জীবনে প্রযুক্তি	আমাদের জীবনে প্রযুক্তি
প্রযুক্তির সংগে পরিচয়	আবহাওয়া ও জলবায়ু	আমাদের জীবনে তথ্য
তথ্য ও যোগাযোগ	নিরাপত্তা ও প্রাথমিক চিকিৎসা	আবহাওয়া পরিবর্তন
জনসংখ্যা ও প্রাকৃতিক পরিবেশ	আমাদের জীবনে তথ্য	জলবায়ুর পরিবর্তন
	জনসংখ্যা ও প্রাকৃতিক পরিবেশ	প্রাকৃতিক সম্পদ
		জনসম্পদ ও প্রাকৃতিক পরিবেশ

শ্রেণি ওয়ারি বিষয়

বিষয়	শ্রেণি		
	৩য়	৪ র্থ	৫ম
১. আমাদের পরিবেশ	√	√	√
২. খাদ্য	√	√	√
৩. আমাদের জীবনে প্রযুক্তি	√	√	√
৪. তথ্য ও যোগাযোগ	√	√	√
৫. স্বাস্থ্য বিধি	√	√	√
৬. জনসংখ্যা ও প্রাকৃতিক সম্পদ	√	√	√
৭. বিভিন্ন ধরনের পদার্থ	√	√	--
৮. পদার্থ	--	√	--
৯. শক্তি	√	--	--
১০. পদার্থ ও শক্তি	--	--	√
১১. মহাবিশ্ব	--	√	√
১২. পানি	√	--	√
১৩. মাটি	√	√	--
১৪. বায়ু	--	√	√
১৫. আবহাওয়া ও জলবায়ু	√	--	√
১৬. জলবায়ু পরিবর্তন	--	--	√
১৭. উদ্ভিদ ও প্রাণী	--	√	--
১৮. পরিবেশ দূষণ	--	--	√
১৯. প্রাকৃতিক সম্পদ	--	--	√

দিন- ২৪
অধিবেশন-৪
তথ্যপত্র-১
‘‘প্রাথমিক বিজ্ঞান’’ বিষয়ের বেইসলাইন মূল্যায়ন তথ্য সংগ্রহ ছক

শ্রেণিঃ শাখাঃ

১	২	৩	৪	৫		৬		৭		৮		৯		১০	
শিক্ষার্থীর নাম ও রোল নং	সাবলীল ভাবে পড়তে পারে	আংশিক সাহায্যে পড়তে পারে	সম্পূর্ণ সাহায্যে পড়তে পারে	পর্যবেক্ষণ করতে পারে		শ্রেণিকরণ করতে পারে		পরিমাপকরণ করতে পারে		সম্ভাব্য ব্যাখ্যা দান করতেপারে		অনুমিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে		পরীক্ষণ করতে পারে	
				হ্যাঁ	না	হ্যাঁ	না	হ্যাঁ	না	হ্যাঁ	না	হ্যাঁ	না	হ্যাঁ	না

- ‘প্রাথমিক বিজ্ঞান’ বিষয়ের শিক্ষক ‘আমার বাংলা বই’ বিষয়ের শিক্ষকের কাছ থেকে ২,৩,৪ নং কলামের তথ্য জেনে নেবেন এবং বেইসলাইন মূল্যায়ন তথ্য সংগ্রহ ছক পূরণ করবেন।
- প্রাথমিক বিজ্ঞান বিষয় মূল্যায়ন টুলস (Tools) তৈরির ক্ষেত্রে তৃতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য দ্বিতীয় শ্রেণির যোগ্যতার উপর ভিত্তি করে মূল্যায়ন প্রশ্ন তৈরি করতে হবে। অনুরূপে তৃতীয় শ্রেণির যোগ্যতার উপর ভিত্তি করে চতুর্থ এবং চতুর্থ শ্রেণির যোগ্যতার উপর ভিত্তি করে পঞ্চম শ্রেণির জন্য মূল্যায়ন প্রশ্নপত্র তৈরি করতে হবে।

দিন- ২৪
অধিবেশন-৪
তথ্যপত্র-২

‘প্রাথমিক বিজ্ঞান’ বিষয়ের বেইস লাইন মূল্যায়ন বিশ্লেষণ ও শ্রেণিকরণ ছক

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
শ্রেণি,শাখা ও মোট শিক্ষার্থী সংখ্যা	মূল্যায়নকৃত শিক্ষার্থীর সংখ্যা	শিক্ষার্থীর নাম ও রোল নং	পর্যবেক্ষণ ও শ্রেণিকরণ করতে পারবে	পর্যবেক্ষণ, শ্রেণিকরণ, পরিমাপকরণ করতে পারবে	পর্যবেক্ষণ, শ্রেণিকরণ, পরিমাপকরণ, অনুমিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবে	পর্যবেক্ষণ, শ্রেণিকরণ, পরিমাপকরণ ও পরীক্ষণ করতে পারবে

দিন- ২৪
অধিবেশন-৪
তথ্যপত্র-৩
‘‘প্রাথমিক বিজ্ঞান’’ বিষয়ের বেইস লাইন মূল্যায়ন বিশ্লেষণ ও শ্রেণিকরণ ছক (নমুনা)

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
শ্রেণি, শাখা ও মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা	মূল্যায়নকৃত শিক্ষার্থীর সংখ্যা	শিক্ষার্থীর নাম ও রোল নং	পর্যবেক্ষণ ও শ্রেণিকরণ করতে পারবে	পর্যবেক্ষণ, শ্রেণিকরণ, পরিমাপকরণ করতে পারবে	পর্যবেক্ষণ, শ্রেণিকরণ, পরিমাপকরণ, অনুমিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবে	পর্যবেক্ষণ, শ্রেণিকরণ, পরিমাপকরণ ও পরীক্ষণ করতে পারবে
৩য় শ্রেণি ক- শাখা	২২	১২,১৪, ১৭, ১৮,২৪, ২৫, ২৩, ২৬, ২৭, ৩০, ৩২, ৩৪, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪২, ৪৩, ৪৫, ৪৭, ৪৮,	✓	-	-	-
মোট শিক্ষার্থী ৪৮ জন	১৮	৬, ৮, ১০,১৩, ১৫, ১৬, ১৯,২০, ২১, ২২, ২৪, ২৮, ৩১, ৩৩, ৩৫, ৪১, ৪৪, ৪৬	✓	✓	-	-

	৮	১, ২, ৩, ৪, ৫, ৭, ৯,১১	✓	✓	✓	-

- যে সকল শিক্ষার্থীরা পর্যবেক্ষণ ও শ্রেণিকরণ করতে পারে তাদের একটি দলে রেখে স্তর ভিত্তিক পাঠ দিতে হবে।
- যে সকল শিক্ষার্থীরা পর্যবেক্ষণ , শ্রেণিকরণ ও পরিমাপকরণ করতে পারে তাদের একটি দলে রেখে স্তর ভিত্তিক পাঠ দিতে হবে।
- যে সকল শিক্ষার্থীরা পর্যবেক্ষণ , শ্রেণিকরণ ও পরিমাপকরণ করে সম্ভাব্য ব্যাখ্যাদান করতে পারে তাদের একটি দলে রেখে স্তর ভিত্তিক পাঠ দিতে হবে। এভাবে পর্যায়ক্রমে অন্যান্য দক্ষতা মূল্যায়ণ করতে পারেন।
- এছাড়াও শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন স্তর অনুযায়ী দলের নামকরণ করে নিতে পারবেন।
- প্রতিটি স্তরে কোন কোন শিক্ষার্থী সাবলীল, কোন কোন শিক্ষার্থী শিক্ষকের আংশিক সাহায্যে, কোন কোন শিক্ষার্থী শিক্ষকের সম্পূর্ণ সাহায্যে পড়তে পারে তা জেনে শিক্ষক স্তর ভিত্তিক সাব গ্রুপ করে নিয়ে তাদের স্তর (লেবেল) অনুযায়ী কাজ দিতে পারেন।
- যেহেতু ২য় শ্রেণির যোগ্যতার উপর ভিত্তি করে তৃতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করা হয় তাই এখানে ৭ নং কলাম এর পরীক্ষণ অংশটির জন্য নমুনা ছক পূরণ করা হয়নি। তবে তৃতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থীদের বছরের মাঝামাঝি সময়ে মূল্যায়ন করলে ৭নং কলাম পূরণ করা যেতে পারে।

দিন- ২৪
অধিবেশন-৪
তথ্যপত্র-৪

বেইসলাইন মূল্যায়ন তথ্যছক পূরণের জন্য প্রশ্নপত্র

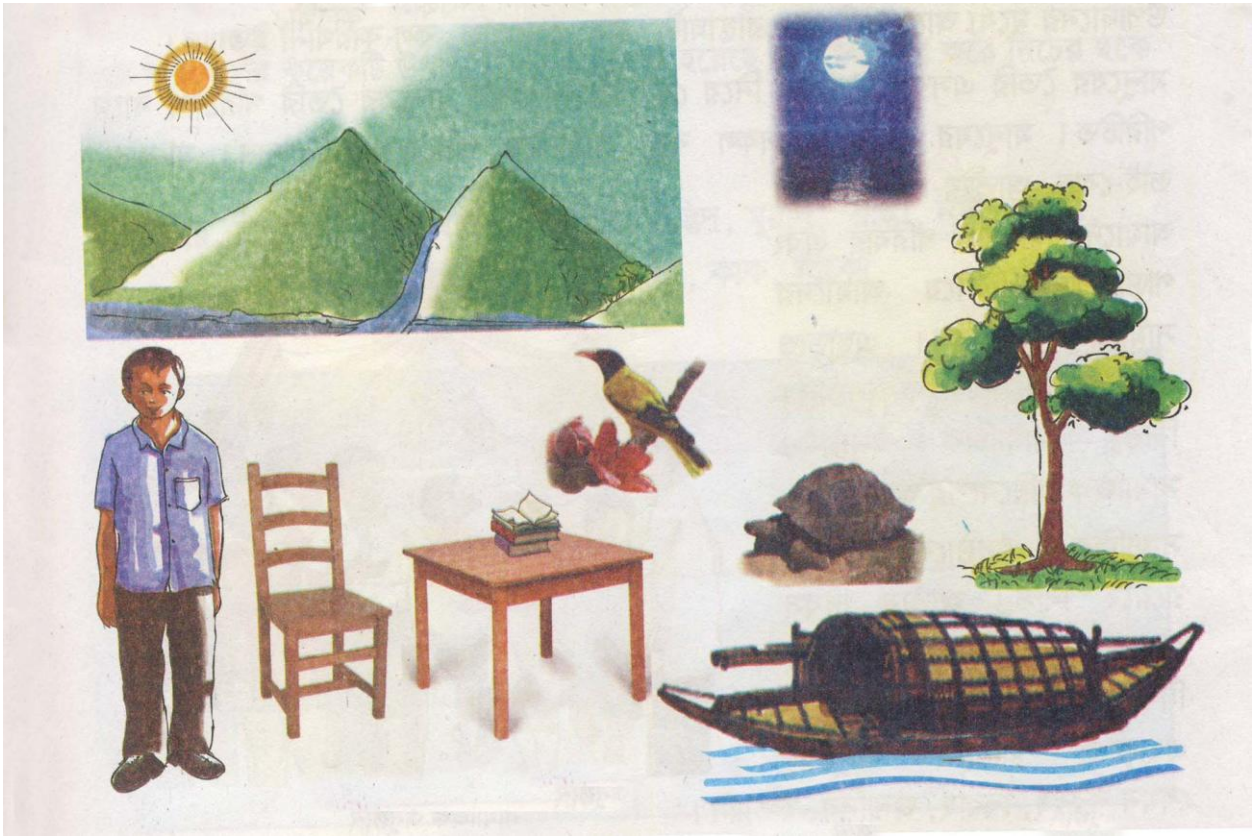

উপরের ছবিটি পর্যবেক্ষণ করে ১ থেকে ৩ পর্যন্ত প্রশ্নের উত্তর দাও।

১. পরিবেশ বলতে কী বুঝ?

২. পরিবেশের কোন উপাদানগুলো মানুষের তৈরি এবং কোন উপাদানগুলো আল্লাহর সৃষ্টি বা প্রকৃতি থেকে পাওয়া যায় তা পৃথক কর।

৩. উপরের ছবিতে কোনটি জীব ও কোনটি জড় শ্রেণিকরণ কর।

৪. স্কেল / ফিতা দিয়ে তোমার টেবিলটি মাপ অথবা তোমার দুই সহপাঠীর মধ্যে কে লম্বা, কে খাটো বল।

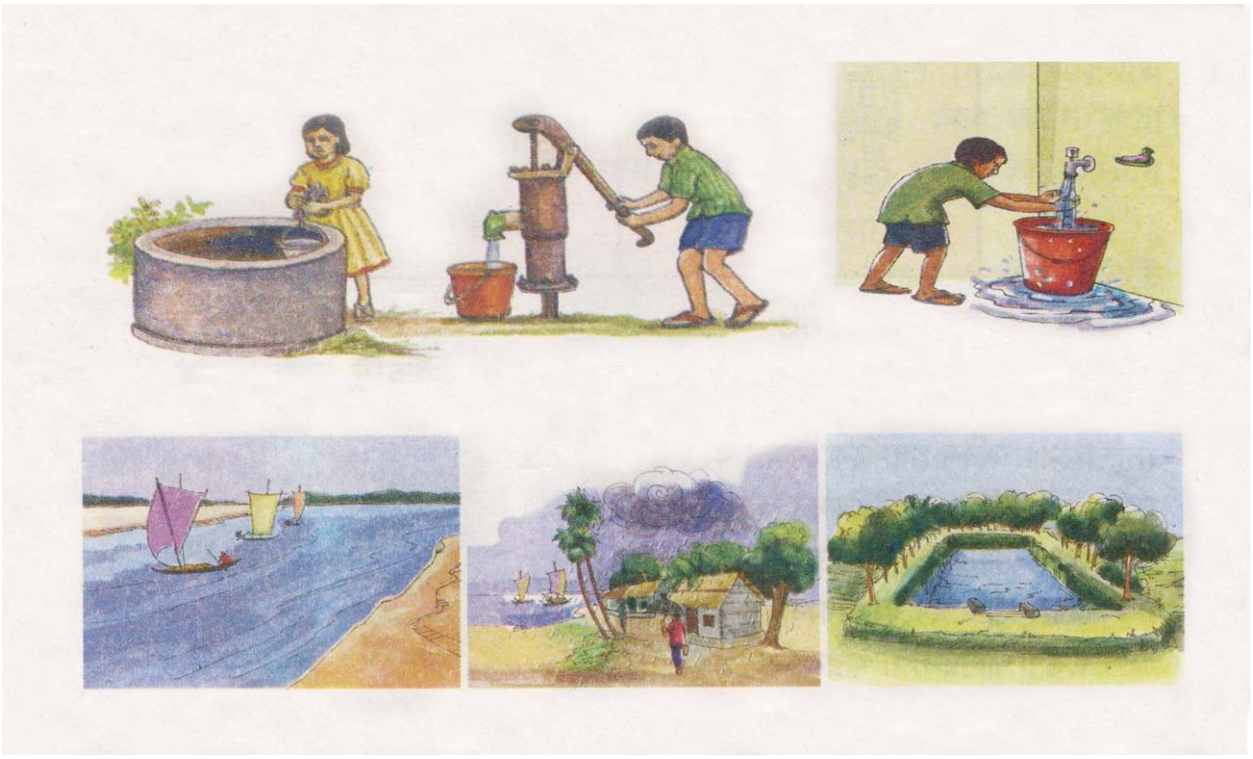

৫. ছবিতে কী কী দেখা যাচ্ছে তা তোমার নিজের ভাষায় বল।

৬. মনেকর তুমি ঈদে দাদাবাড়ি গিয়েছ, তোমার দাদাবাড়ির আশে পাশে উপরের ছবির মত সবগুলো পানির উৎস আছে। তুমি কোথা থেকে পানি পান করতে চাও? তোমার উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দাও।

দিন- ২৪
অধিবেশন-৪
তথ্যপত্র-৫
বেইসলাইন মূল্যায়ন ছক পূরণের নিয়মাবলী (তৃতীয় শ্রেণি)

বেইসলাইন মূল্যায়ন ছক পূরণ করার সময় শিক্ষককে তৃতীয় শ্রেণির 'প্রাথমিক বিজ্ঞান' বিষয়টি থেকে (যে কোন পাঠ-সময় উপযোগী) শিক্ষার্থীকে রিডিং পড়তে দিতে হবে , এতে শিক্ষার্থীদের পাঠগত অবস্থান জানা যাবে। অর্থাৎ কোন কোন শিক্ষার্থী সাবলিল, কোন কোন শিক্ষার্থী আংশিক সাহায্যে পড়তে পারে এবং কোন কোন শিক্ষার্থী সম্পূর্ণ সাহায্যে পড়ে তা জেনে নিতে হবে। অতঃপর বেইসলাইন মূল্যায়ন তথ্য সংগ্রহ ছকের ২, ৩, ৪ নং কলাম পূরণ করতে হবে। ৫ থেকে ১০ নং কলাম পূরণের উদ্দেশ্যে মূল্যায়ন তথ্য ছক পূরণের জন্য প্রশ্নের উত্তর যথাযথ হলে প্রযোজ্য ঘরে টিক (√) অথবা ক্রস (×) চিহ্ন দিন।

এখানে উল্লেখ্য যে, বেইসলাইন মূল্যায়ন অবশ্যই One to One অ্যাপ্রোচ এ করতে হবে। বিজ্ঞানে কয়েকটি দিক গুরুত্বপূর্ণ তা হল পর্যবেক্ষণ, শ্রেণিকরণ, বিশ্লেষণ, কারণ অনুসন্ধান, ফলাফল নির্ধারণ। বিভিন্নভাবে শিক্ষার্থীকে প্রশ্ন করে এই দিকগুলোর ধারণা আছে কিনা তা জেনে নিতে হবে।

দিন- ২৪
অধিবেশন-৫
তথ্যপত্র-১
বিজ্ঞান বিষয়ের শিখন-শেখানো কার্যক্রমের বিশেষ দিক

পর্যবেক্ষণ

আমাদের শিক্ষাক্রমে বিজ্ঞানের জন্য কয়েকটি প্রক্রিয়াকরণ দক্ষতা (Process skill of Science) যেমনঃ- পর্যবেক্ষণ, শ্রেণিকরণ, পরীক্ষণ, অনুমিত সিদ্ধান্তগ্রহণ, অনুমিত সিদ্ধান্ত যাচাই অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

পর্যবেক্ষণ বিজ্ঞানের একটি আবশ্যকীয় দক্ষতা । সাধারণভাবে পর্যবেক্ষণ বলতে কেউ কেউ কোন কিছুকে মনোযোগ দিয়ে দেখাকে বোঝেন। পর্যবেক্ষণ শুধু চোখ দিয়ে হয় না । আমরা আমাদের সকল ইন্দ্রিয় ব্যবহার করে পর্যবেক্ষণ করে থাকি। পর্যবেক্ষণ হলো ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষণ। শিক্ষক হিসাবে আমাদের দায়িত্ব হলো কোন বস্তু বা ঘটনা পর্যবেক্ষণ করতে শিক্ষার্থীদের সবগুলো ইন্দ্রিয় ব্যবহার করা । উদাহরণ হিসাবে একটি ফুল একজন শিক্ষর্থীকে দিয়ে তার আকৃতি রং গন্ধ, গঠনশৈলী (শক্ত না নরম) ইত্যাদি নির্ণয় করতে বলতে পারেন।

শ্রেণিকরণ

শ্রেণিকরণ হলো কোন বৈশিষ্ট্যর ভিত্তিতে বিভিন্ন বস্তুকে একাধিক দলে/শ্রেণিতে সাজানো। প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণির শিশুরা কোনো বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে বিভিন্ন বস্তুকে দুটি ভাগে ভাগ করতে পারার কথা। অন্যান্য শ্রেণিতে শিশুরা বস্তুসমূহকে অনেকগুলো শ্রেণিতে বিভক্ত করতে পারা উচিত।

প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণিতে নিচের বিষয়গুলোকে দুটি শ্রেণিতে ভাগ করতে শিশুদের কাজ দেয়া যেতে পারে।
যেমনঃ-

- কোন প্রাণী জলে আর কোন প্রাণী স্থলে বাস করে?
- কোন ফুলের ঘ্রাণ আছে আর কোন ফুলের ঘ্রাণ নেই?
- যারা চলতে পারে তাদের একটি ভাগে যারা চলতে পারে না তাদের আরেকটি ভাগে।

৩য় থেকে ৫ম শ্রেণিতে নিচের বিষয়গুলোকে তিন বা ততোধিক শ্রেণিতে ভাগ করতে শিশুদের কাজ দেয়া যেতে পারে।
যেমনঃ-

- বিভিন্ন আকারের গাছ বা উদ্ভিদ - বড়, ছোট , মাঝারি।
- সবজি জাতীয় ফসল, খাদ্যশস্য ও অন্যান্য অর্থকরী ফসল।
- মেরুদন্ডী ও অমেরুদন্ডী প্রাণীর বিভিন্ন ক্যাটাগরীতে শ্রেনিকরণ।

পরিমাপকরণ

বস্তুসমূহকে তুলনা করার জন্য পরিমাপ করা হয়। প্রাথমিক পর্যায়ের শিশুরা প্রথম পর্যায়ের শিশুরা প্রথম দিকে কোন পরিমাপ যন্ত্রের সাহায্যে কোন কিছু মাপতে পারে না, তবে সহজেই দু'জন সহপাঠীর মধ্যে কে লম্বা, কে খাটো তা তুলনা করতে পারে। আরও বলা যেতে পারে-

১.শ্রেণি কক্ষটি কত লম্বা? (পায়ের পাতা দিয়ে মেপে বলবে)

২. স্কেল বা ফিতা দিয়ে তোমার টেবিল / বই মাপ।

৩. জ্বর কি দিয়ে মাপা হয়?

সম্ভাব্য ব্যাখ্যাদান

এটি হলোআমরা যা পর্যবেক্ষণ করি তার একটি সম্ভাব্য ব্যাখ্যা প্রদান। যেমন- বৃষ্টি নামের শিক্ষার্থী আপনাকে দেখে হাসলো এটি আপনার পর্যবেক্ষণ। কিন্তু কেন হাসলো তা যদি বলেন তবে তা হবে ব্যাখ্যাদান । এছাড়া সকালে বা দুপুরের তাপমাত্রার জন্য জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে-

১. সকালের তাপমাত্রা কম কেন?

২. দুপুরের বেশি কেন?

৩. রাতে শীত বেশী পড়ে কেন?

অনুমিত সিদ্ধান্ত

কোন কিছু করার বা পরিবর্তনের মাধ্যমে পরীক্ষা বা যাচাই করার আগে 'কী করলে কী ঘটবে' এ সম্পর্কে শিক্ষার্থীর ধারণা থাকা দরকার। যেমন- পানিকে তাপ দিলে পানি ফুটবে এবং বাষ্প হয়ে উড়ে যাবে। শিক্ষার্থীরা এসব ধারণা অবশ্যই তাদের অভিজ্ঞতা ও পূর্বজ্ঞান থেকে করে থাকে। উপরে উল্লেখিত ২টি অনুসিদ্ধান্তই পরীক্ষণ করে দেখা যেতে পারে সত্যিই ঘটে কিনা। এভাবে অনুমিত সিদ্ধান্ত হলো " এটি করলে কী ঘটবে" এমন একটি ধারণা যা পরীক্ষা করার যোগ্য।

পরীক্ষণ

পরীক্ষণ হলো কী ঘটবে তা দেখার জন্য কিছু একটা করা। আমরা পূর্বে বর্ণিত দক্ষতাগুলোতে দেখেছি যে, ঐ ধরনের কাজে আমরা নিজেরা কোন কিছু পরিবর্তন করি না। যা আছে বা ঘটছে তাই পর্যবেক্ষণ করি, বর্ণনা করি, পরিমাপ করি, সম্ভাব্য ব্যাখ্যা দান করি, শ্রেণিকরণ করি। কিন্তু পরীক্ষণের ক্ষেত্রে কোন কিছু (বস্তু, উপাদান বা ঘটনা) পরিবর্তন করে দেখি তার ফল কী হয়?

যেমন- একটি পাত্রে এক লিটার পানি রয়েছে। পাত্র সহ পানিকে যাদি শুধু রেখে দেওয়া হয় তাহলে কী ঘটবে? আমরা দেখবো যে আধ ঘন্টা সময়ে তেমন কিছুই হয়তো ঘটবে না। কিন্তু একই সময়ে আমরা যদি আরেকটি পাত্রে এক লিটার পানি নিয়ে চুলার উপর বসিয়ে তাপ দেই তাহলে দেখা যাবে কিছুক্ষণ পর পানি ফুটতে শুরু করেছে এবং আধঘন্টা পরে পানি অনেকটা কমে গেছে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে আমরা নিজের কিছু একটা করেছি (তাপ দিয়েছি) । এটি একটি পরীক্ষণ।

পরীক্ষণ এর পরবর্তী কাজ হল শিক্ষার্থীদেও অভিজ্ঞতা ও পূর্বজ্ঞান এর সাথে পরীক্ষালব্ধ ধারনার সমন্বয় খোঁজা। অর্থাৎ শিক্ষার্থী এই প্রক্রিয়ায় একটি অনুমিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। প্রয়োজনে সেই সিদ্ধান্ত শিক্ষার্থী যাচাই করে নিতে পারে।

- বিজ্ঞান শিখন-শেখানো কার্যক্রমের জন্য শিক্ষককে উপরোক্ত ধারণাগুলো নিয়ে শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করতে হবে। তবে শিক্ষককে প্রতিটি শিক্ষার্থীর স্তর অনুযায়ী বিজ্ঞান শিখনকে নিশ্চিত করতে হবে। ধরা যাক ৩০ মিনিট এর একটি বিজ্ঞান ক্লাস। কিভাবে শিক্ষক প্রতিটি শিক্ষার্থীর বিজ্ঞান শিখন নিশ্চিত করবেন? পূর্বেই বেইসলাইন মূল্যায়ন এর মাধ্যমে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের নিজ নিজ লেভেল চিহ্নিত করে রাখবেন। প্রথম ১০ মিনিট শিক্ষক শিক্ষার্থীদের Open ended question / উন্মুক্ত প্রশ্ন করে/ পূর্বজ্ঞানমূলক প্রশ্ন করে পাঠ শিরোনাম বোর্ডে লিখবেন। এরপর বাস্তব মডেল/ সহজলভ্য উপকরণ/বাস্তব পরিবেশে নিয়ে পর্যবেক্ষণ এর মাধ্যমে বিষয়বস্তু বোঝাবেন। প্রয়োজনে পরীক্ষণ করে দেখাতে পারেন। অত:পর সকল শিক্ষার্থীর জন্য স্তর অনুযায়ী বোর্ডের কাজ দিবেন। সকল শিক্ষার্থী যার যার কাজে ব্যস্ত (engage) থাকবে। এই সময়ে শিক্ষক ৭.৫ মিনিট করে ২টি দলকে নিয়ে ছোট দলে বসে তাদের লেবেল অনুযায়ী পাঠ বোঝাবেন/বিশ্লেষণ/শ্রেণিকরণ/পরীক্ষণ/ সিদ্ধান্তগ্রহণ করবেন এবং বড় দলে যে স্তর ভিত্তিক কাজ দেয়া ছিল তা মূল্যায়ন করবেন। এরপর পাঠের অংশটুকু বড়দলে রিডিং পড়বেন। এই কাজের পর শিক্ষক ৫ জন শিশুর কাছে যেয়ে ১ মিনিট রিডিং শুনবেন (আংগুল দিয়ে ধরে) পাঠের অংশ থেকে। উল্লেখ্য যে, বিজ্ঞান শিখন-শেখানো কার্যক্রমে রিডিং অর্ন্তভূক্ত করার কারন-রিডিং এ সাবলিল না হলে শিক্ষার্থীর বোঝার ক্ষমতা (Understanding), বিশ্লেষণদক্ষতা (Analysis), প্রয়োগদক্ষতা (Application), অর্জিত হবে না।

দিন -২৪
অধিবেশন- ৫
তথ্যপত্র-২
"প্রাথমিক বিজ্ঞান" বিষয়ের শিখন শেখানো কার্যক্রম" (নমুনা ছক)

বিষয়বস্তু	শিখনফল	বিজ্ঞানের প্রক্রিয়াকরণ দক্ষতা (Process skill of Science)	শিখন শেখানো কার্যক্রম		
			সমবেত কাজ	শিক্ষকের সহায়তা ছাড়া বন্ধু দলে অনুশীলনমূলক কাজ	ছোট দলে শিক্ষকের সহায়তায় কাজ
অধ্যায়- ৪র্থ জীবনের জন্য পানি পাঠ্যাংশঃ ● পনির ব্যবহার ও প্রয়োজনীয়তা ● পানির দূষণ ও অপচয় রোধ	১.পানির উৎসসমূহ জানবে ২. নিরাপদ ও দূষিত পানি সনাক্ত করতে পারবে। ৩. মানুষের জন্য পানির গুরুত্ব সম্পর্কে জানবে। ৪. পানির অপচয় রোধে সচেষ্ট হবে।	১.পর্যবেক্ষণ ২. শ্রেণিকরণ, পরিমাপকরণ ৩.পর্যবেক্ষণ, সম্ভাব্য ব্যাখ্যাদান, ৪. পর্যবেক্ষণ, সম্ভাব্য ব্যাখ্যাদান, সিদ্ধান্ত গ্রহণ।	কুশল বিনিময় ● পানির উৎসের একটি ভিডিও/ছবি দেখিয়ে প্রশ্নোত্তর ও আলোচনার মাধ্যমে বিষয়টি উপস্থাপন করবো। নমুনা প্রশ্ন- ১. ছবিতে তোমরা কী কী দেখতে পাচ্ছ? (পর্যবেক্ষণ) ২. পানির উৎস কী কী (পর্যবেক্ষণ) ৩. তোমার পরিবার কোন কোন উৎস থেকে পানি সংগ্রহ করে? (পর্যবেক্ষণ, শ্রেণিকরণ) সব উৎস থেকে পাওয়া পানি কি তোমরা পান কর? (পর্যবেক্ষণ,	দল-১,২,৩ এর শিক্ষার্থীরা সমবেত কাজে যে স্তরভিত্তিক নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে তা বন্ধু দলে বসে অনুশীলন করবে।	দল -১ ১. বন্ধুদলে শিক্ষকের সহায়তা ছাড়া যে অনুশীলন মূলক কাজ দেয়া হয়েছিল তা শিক্ষক ছোট দলে মূল্যায়ন করবেন। ২.পানি দূষণ কিভাবে হয় তা আলোচনা করে তালিকা তৈরি করতে বলবেন। ৩.পানির অপচয় রোধে আমাদের করণীয় সম্পর্কে আলোচনা করবেন। দল-২ ১.বন্ধু দলে শিক্ষকের সহায়তা ছাড়া যে অনুশীলন মূলক কাজ দেয়া হয়েছিল তা শিক্ষক ছোট দলে মূল্যায়ন করবেন। ২. অনুশীলণীর

			শ্রেণিকরণ, সম্ভাব্য ব্যাখ্যাদান) ৫. কোন কোন উৎস থেকে পাওয়া পানি আমরা পান করি (পর্যবেক্ষণ, শ্রেণিকরণ, সম্ভাব্য ব্যাখ্যাদান, সিদ্ধান্ত গ্রহণ)। • স্তর ভিত্তিক কাজ বন্টন দল -১ ১. প্রাণির মত উদ্ভিদের কিভাবে পানির প্রয়োজন হয় তা নিজের ভাষায় লিখ। ২. কৃষি কাজে কিভাবে পানি ব্যবহার করা হয় তা ব্যাখ্যা কর। দল-২ ১. পানি ব্যবহার আমরা কিভাবে করি? ২. পানির ব্যবহারের দুটি চিত্র এঁকে বর্ণনা কর? দল-৩ ১. অনুশীলনী থেকে বইয়ের		সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন থেকে ১,২,৩ নং প্রশ্নের উত্তর লেখার জন্য পাঠ্য বইয়ের অংশটুকু আলোচনা করবেন এবং প্রশ্নের উত্তর লেখায় ছোট দলে সহায়তা করবেন।

			সহায়তা নিয়ে শূন্যস্থান পূরণ কর। ২. অনুশীলনীর সঠিক উত্তর অংশটি বইয়ের সহায়তা নিয়ে যাচাই কর।		

- **" প্রাথমিক বিজ্ঞান" এর একটি অধ্যায়ের শিখনফল অর্জনের জন্য বিজ্ঞানের প্রক্রিয়াকরণ দক্ষতা** (Process skill of Science) **এর কোন কোন দক্ষতা শিখন শেখানো কার্যক্রমে ব্যবহৃত হবে তা উপরোক্ত ছকে উল্লেখ করতে হবে। আবশ্যকীয় প্রক্রিয়াকরণ দক্ষতাগুলো হল- পর্যবেক্ষণ, শ্রেণিকরণ,পরিমাপকরণ,সম্ভাব্য ব্যাখ্যা দান, অনুমিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ, পরীক্ষণ ইত্যাদি।**

দিন -২৫
অধিবেশন- ১
তথ্যপত্র-১
পাক্ষিক পাঠ পরিকল্পনা (নমুনা)

১	২	৩	৪	৫
শিক্ষার্থীর নাম ও রোল	শিক্ষার্থীর পাঠগত অবস্থান	কী শিখবে	কীভাবে শেখাবো	মূল্যায়ন
সোহেল (১) নাবিল (২) জুয়েল (৭) রীনা (১০) মিতা (১৮) ঐক্য (২২)	বিষয়বস্তু শুনে বুঝতে পারে এবং পর্যবেক্ষণ ও শ্রেণিকরণ করতে পারে।	১. "বিভিন্ন ধরনের পদার্থ" অধ্যায় থেকে পাঠের অংশগুলো শিখবে" ২. জীবনের জন্য পানি" অধ্যায় থেকে পাঠের অংশগুলো শিখবে	১."বিভিন্ন ধরনের পদার্থ" অধ্যায় পাঠ দান এর শুরুতে সমবেত কাজ ও পর্যবেক্ষণ এর মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের পদার্থ যেমন ইট, মারবেল, চেয়ার, লাঠি, দুধ, পানি, তেল, বেলুন, ফুটবল ইত্যাদি নিয়ে প্রশ্নোত্তর আলোচনা করব। ২. পাঠ্য বইয়ের অনুশীলনীর বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর, শূন্যস্থান পূরণ, সঠিক উত্তর বাছাই করতে দেব (বই দেখে)। ৩. পদার্থের তিন অবস্থা জানার জন্য আমি (শিক্ষক) পরীক্ষণ অংশটি বড় দলে করে দেখাব (Whole class work)। ৪. পাঠ্য বই পড়বে এবং বইয়ের ছবি নিয়ে বন্ধু দলে আলোচনা করতে দেব। ৫. পাঠ্যবইয়ের বিষয়বস্তু ভিত্তিক ছবি আঁকবে এবং তার উপর লিখতে ও বই তৈরি করতে দেব। ৬. One to one অ্যাপ্রোচে অধ্যায়টি আমার (শিক্ষকের) সাথে আংগুল দিয়ে ধরে পড়াব। ১. জীবনের জন্য পানি অধ্যায় পাঠদানের শুরুতে সমবেত কাজে পানির উৎসের ছবি /চার্ট/ভিডিও দেখিয়ে পর্যবেক্ষণ, শ্রেণিকরণ/প্রশ্নোত্তর আলোচনা করব। ২. সব উৎস থেকে পানি নিরাপদ নয় তা বড় দলে (Whole class) বুঝাব ৩. কোন কোন উৎসের পানি পানের জন্য নিরাপদ, কোন কোন উৎসের পানি নিরাপদ নয় তা শ্রেণিকরণ করতে দেব বন্ধু দলে। ৪. পাঠ্যবই এর ছবি দেখে এবং বন্ধু দলে	বন্ধু দলে শিক্ষার্থীদের অনুশীলন মূলক কাজে ব্যস্ত রেখে শিক্ষক ছোট দলে (প্রতিদিন ২ টি দল) এনে পাঠের বিষয়বস্তু লিখতে দিয়ে ও প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে মূল্যায়ন করব।

			আলোচনা করে পানির ব্যবহার ও প্রয়োজনীয়তা নিরূপন করতে দেব এবং ছোট দলে সহায়তা করব। ৫. পাঠ্যবইয়ের অনুশীলনীর বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর, শূন্যস্থান পূরণ, সঠিক উত্তর বাছাই করতে দেব (বই দেখে)। ৬. পাঠ্য বই পড়বে এবং বইয়ের ছবি নিয়ে বন্ধু দলে আলোচনা করতে দেব। ৭. পাঠ্যবইয়ের বিষয়বস্তু ভিত্তিক ছবি আঁকতে এবং তার উপর লিখতে ও বই তৈরি করতে দেব। ৮. One to one অ্যাপ্রোচে অধ্যায়টি আমার (শিক্ষকের) সাথে আংগুল দিয়ে ধরে পড়াব।	
তাসমিয়া(২) ঐশ্বর্য (৫) রিনা (১১) সোনিয়া (৮) বর্ষা (১৯)	পাঠের বিষয়বস্তু শুনে বুঝতে পারে, পর্যবেক্ষণ, শ্রেণিকরণ করে সম্ভাব্য ব্যাখ্যাদান করতে পারে	১. "বিভিন্ন ধরনের পদার্থ" অধ্যায় থেকে পাঠের অংশগুলো শিখবে ২."জীবনের জন্য পানি" অধ্যায় থেকে	১. "বিভিন্ন ধরনের পদার্থ" অধ্যায় পাঠ দান এর শুরুতে সমবেত কাজ ও পর্যবেক্ষণ এর মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের পদার্থ যেমন ইট, মারবেল, চেয়ার, লাঠি, দুধ, পানি, তেল, বেলুন, ফুটবল ইত্যাদি নিয়ে প্রশ্নোত্তর আলোচনা করব। ২. পাঠ্য বইয়ের অনুশীলনী ও অনুশীলনীর বাইরে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর, শূন্যস্থান পূরণ, সঠিক উত্তর বাছাই করতে দেব (বই দেখে)। ৩. পদার্থের তিন অবস্থা জানার জন্য আমি (শিক্ষক) পরীক্ষণ অংশটি বড় দলে করে দেখাব (Whole class work)। ৪. পাঠ্য বই পড়বে এবং বইয়ের ছবি নিয়ে বন্ধু দলে আলোচনা করতে দেব। ৫. পাঠ্যবইয়ের বিষয়বস্তু ভিত্তিক ছবি আঁকবে এবং তার উপর লিখতে ও বই তৈরি করতে দেব। ৬. One to one/Group Reading করাব শিশুদের রিডিং এর স্তর অনুযায়ী। ১. জীবনের জন্য পানি অধ্যায় পাঠদানের শুরুতে সমবেত কাজে পানির উৎসের ছবি /চার্ট/ভিডিও দেখিয়ে পর্যবেক্ষণ, শ্রেণিকরণ/প্রশ্নোত্তর আলোচনা করব।	বন্ধু দলে শিক্ষার্থীদের অনুশীলন মূলক কাজে ব্যস্ত রেখে শিক্ষক ছোট দলে (প্রতিদিন ২ টি দল) এনে পাঠের বিষয়বস্তু লিখতে দিয়ে ও প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে মূল্যায়ন করব।

		পাঠের অংশগুলো শিখবে	২. সব উৎস থেকে পানি নিরাপদ নয় তা বড় দলে (Whole class) বুঝাব ৩. কোন কোন উৎসের পানি পানের জন্য নিরাপদ, কোন কোন উৎসের পানি নিরাপদ নয় তা শ্রেণিকরণ করতে দেব বন্ধু দলে। ৪. পাঠ্যবই এর ছবি দেখে এবং বন্ধু দলে আলোচনা করে পানির ব্যবহার ও প্রয়োজনীয়তা নিরূপন করতে দেব এবং ছোট দলে সহায়তা করব। ৫. পাঠ্যবইয়ের অনুশীলনী ও অনুশীলনীর বাইরে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর, শূন্যস্থান পূরণ, সঠিক উত্তর বাছাই করতে দেব (বই দেখে)। ৬. পাঠ্য বই পড়বে এবং বইয়ের ছবি নিয়ে বন্ধু দলে আলোচনা করতে দেব। ৭. পাঠ্যবইয়ের বিষয়বস্তু ভিত্তিক ছবি আঁকতে এবং তার উপর লিখতে ও বই তৈরি করতে দেব। ৮. One to one অ্যাপ্রোচে অধ্যায়টি আমার (শিক্ষকের) সাথে আংগুল দিয়ে ধরে পড়াব।	
মিম (২১) সামি (২৭) সাদিয়া(২৯) মিতু (৩১) আরেফিন(২৮)	বিষয়বস্তু শুনে বুঝতে পারে, পর্যবেক্ষণ, শ্রেণিকরণ, পরিমাপকরণ করতে পারে, সম্ভাব্য ব্যাখ্যা দান করতে পারে।	১. “ বিভিন্ন ধরনের পদার্থ” অধ্যায় থেকে পাঠের অংশগুলো শিখবে।	১. “বিভিন্ন ধরনের পদার্থ” অধ্যায় পাঠ দান এর শুরুতে সমবেত কাজ ও পর্যবেক্ষণ এর মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের পদার্থ যেমন ইট, মারবেল, চেয়ার, লাঠি, দুধ, পানি, তেল, বেলুন, ফুটবল ইত্যাদি নিয়ে প্রশ্নোত্তর আলোচনা করব। ২. পাঠ্য বইয়ের অনুশীলনী ও অনুশীলনীর বাইরে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর, শূন্যস্থান পূরণ, সঠিক উত্তর বাছাই করতে দেব। ৩. পদার্থের তিন অবস্থা জানার জন্য আমি (শিক্ষক) পরীক্ষণ অংশটি বড় দলে করে দেখাব (Whole class work)। ৪. পাঠ্য বই পড়বে এবং বইয়ের ছবি নিয়ে বন্ধু দলে আলোচনা করতে দেব। ৫. পাঠ্যবইয়ের বিষয়বস্তু ভিত্তিক ছবি আঁকবে এবং তার উপর লিখতে ও বই তৈরি করতে দেব। ৬. One to one/Group Reading করাব	বন্ধু দলে শিক্ষার্থীদের অনুশীলন মূলক কাজে ব্যস্ত রেখে শিক্ষক ছোট দলে (প্রতিদিন ২ টি দল) এনে পাঠের বিষয়বস্তু লিখতে দিয়ে ও প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে মূল্যায়ন করব।

		২.“জীবনের জন্য পানি” অধ্যায় থেকে পাঠের অংশগুলো শিখবে	শিশুদের রিডিং এর স্তর অনুযায়ী। ১. জীবনের জন্য পানি অধ্যায় পাঠদানের শুরুতে সমবেত কাজে পানির উৎসের ছবি /চার্ট/ভিডিও দেখিয়ে পর্যবেক্ষণ, শ্রেণিকরণ/প্রশ্নোত্তর আলোচনা করব। ২. সব উৎস থেকে পানি নিরাপদ নয় তা বড় দলে (Whole class) বুঝাব ৩. কোন কোন উৎসের পানি পানের জন্য নিরাপদ, কোন কোন উৎসের পানি নিরাপদ নয় তা শ্রেণিকরণ করতে দেব বন্ধু দলে। ৪. পাঠ্যবই এর ছবি দেখে এবং বন্ধু দলে আলোচনা করে পানির ব্যবহার ও প্রয়োজনীয়তা নিরূপন করতে দেব এবং ছোট দলে সহায়তা করব। ৫. পানি দূষণ কিভাবে হয় তা ছোট দলে আলোচনা করে তালিকা তৈরি করতে বলব। ৬. পানি অপচয় রোধে কী করা উচিত তা বন্ধু দলে আলোচনা করে সম্ভাব্য ব্যাখ্যা দান করতে বলব। ৭. পাঠ্যবইয়ের অনুশীলনীর বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর , শূন্যস্থান পূরণ, সঠিক উত্তর বাছাই করতে দেব। ৮. পাঠ্য বই পড়বে এবং বইয়ের ছবি নিয়ে বন্ধু দলে আলোচনা করতে দেব। ৯. পাঠ্যবইয়ের বিষয়বস্তু ভিত্তিক ছবি আঁকতে এবং তার উপর লিখতে ও বই তৈরি করতে দেব। ১০. One to one অ্যাপ্রোচে অধ্যায়টি আমার (শিক্ষকের) সাথে আংগুল দিয়ে ধরে পড়াব।	

দিন -২৫
অধিবেশন- ২
তথ্যপত্র-১
প্রাথমিক বিজ্ঞান
সময় ব্যবস্থাপনা

৩য়, ৪র্থ ও ৫ম শ্রেণি **মোট সময়:- ৩০ মিনিট**

কাজ	শিক্ষকের সময়	শিক্ষার্থীর সময়
১. সমবেত কাজ (১০ মিনিট) ১.১ শুভেচ্ছা বিনিময়/কুশল বিনিময়। ১.২. সিলেবাস অনুযায়ী বিষয়বস্তু আলোচনা (ছোট ছোট প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে) ১.৩. স্তর অনুযায়ী শিক্ষার্থীরা যে কাজ করবে তার নির্দেশনা বোর্ডে লিখে দেয়া এবং অ্যাকটিভিটি বুঝিয়ে দেয়া।	১.০ -- ১.১ ১ মিনিট ১.২ ৬ মিনিট ১.৩ ৩ মিনিট	১.০ -- ১.১ ১ মিনিট ১.২ ৬ মিনিট ১.৩ ৩ মিনিট
২. মিশ্রদলে / বন্ধুদলে শিক্ষকের সহায়তায়/শিক্ষকের সহায়তা ছাড়া কাজ (১৫ মিনিট)। ২.১ স্তর ভিত্তিক শিক্ষার্থীর কাজ (শিক্ষকের সহায়তা ছাড়া)। - বই পড়া/ছবি নিয়ে / ছবি আঁকা ও লেখা / ভিত্তিক (পাঠ্যবইয়ের বিষয়বস্তু ভিত্তিক) - প্রশ্নোত্তর / প্রশ্ন তৈরি ২.২ছোট দলে কাজ মূল্যায়ন (শিক্ষকের সহায়তায়) ২.৩ ১ মিনিট রিডিং (৫ মিনিট)	২. -- ২.১. -- ২.২. ১৫ মিনিট (২টি দল) শিক্ষকের সহায়তায় কাজ করবে। প্রতি দল সময় পাবে ৭.৫ মিনিট) ২.৩. ৫ মিনিট (১ মিনিট করে ৫ মিনিটে ক্ষার্থীর রিডিং শুনবেন/আংগুলধরে পড়াবেন	২. -- ২.১ ১৫ মিনিট (মিশ্রদলে বসে একাকী/দলগতভাবে নির্দেশনা ও স্তর অনুযায়ী অ্যাকটিভিটির কাজ করবে। যে সকল শিক্ষার্থী ছোট দলে কাজ করবে তারা ৭.৫ মিনিট সময় পাবে)। ২.২ ৭.৫ মিনিট (যে সকল শিক্ষার্থীরা ছোট দলে শিক্ষকের সহায়তায় কাজ করবে) ২.৩. ১ মিনিট
৩.প্রজেক্টের কাজ /বই তৈরি		৪. ৫ মিনিট (প্রজেক্ট এর কাজ করবে/ পাঠ্যবইয়ের বিষয়বস্তু ভিত্তিক ছবি আঁকবে ও বই তৈরি করবে)।

দিন-২৫
অধিবেশন-৩
তথ্য পত্র-১

বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা (বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়)

১. সমাজ, পরিবেশ ও পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান সম্পর্কে জানা এবং এগুলোর পারস্পরিক সম্পর্কের গুরুত্ব উপলব্ধি করা।
২. বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুসহ (নারী-পুরুষ, শ্রেণি, জাতি, ধর্ম-বর্ণ ইত্যাদি নির্বিশেষ) সকলের সাথে সহযোগিতা ও সম্প্রীতির মানসিকতা অর্জন করা।
৩. মৌলিক চাহিদা ও মানবাধিকার সম্পর্কে ধারণা অর্জন এবং বাস্তব জীবনে অনুশীলন করা।
৪. সমাজ ও রাষ্ট্রের সদস্য হিসাবে নিজের অধিকার, দায়িত্ব, কর্তব্য ও নিরাপত্তা সম্পর্কে জানা এবং এগুলো অর্জন ও পালনে সচেতন হওয়া।
৫. ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সমাজিক ও রাষ্ট্রীয় সম্পদের পরিচয়, যথাযথ ব্যবহার, সংরক্ষণ ও অপচয় রোধ করা।
৬. সকল পেশাকে গুরুত্ব দেওয়া ও কায়িক শ্রমের প্রতি আগ্রহী হওয়া।
৭. পরমত সহিষ্ণুতা প্রদর্শন ও গণতান্ত্রিক রীতিনীতি অনুশীলন করা।
৮. নৈতিক ও সামাজিক গুণাবলি অর্জনের মাধ্যমে ভালো-মন্দের পার্থক্য নিরুপন করতে পারে এবং বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করা।
৯. বিভিন্ন ধরনের সামাজিক উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করা এবং এগুলোর গুরুত্ব উপলব্ধি করা।
১০. দুর্যোগ সম্পর্কে জানা এবং দুর্যোগ মোকাবেলায় দক্ষতা অর্জন করা।
১১. পরিবেশ দূষণের কারণ জানা এবং পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নে অংশগ্রহণ করা।
১২. জনসংখ্যা সমস্যা ও সম্ভাবনা সম্পর্কে জানা।
১৩. পৃথিবীর মহাদেশ ও মহাসাগরগুলো সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা অর্জন।
১৪. মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস জানা ও এর চেতনায় দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হওয়া।
১৫. বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, ভৌগলিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে জানা এবং এগুলোর প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া ও ভালোবাসা।
১৬. আন্তর্জাতিকতাবোধ, বিশ্বভ্রাতৃত্ব ও বিশ্ব সংস্কৃতির প্রতি আগ্রহী ও শ্রদ্ধাশীল হওয়া।

সর্বমোট = ১৬ টি

দিন- ২৫
অধিবেশন-৩
তথ্য পত্র-২

বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়

আবশ্যকীয় শিখনক্রম

বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা	শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা				
	প্রথম শ্রেণি	দ্বিতীয় শ্রেণি	তৃতীয় শ্রেণি	চতুর্থ শ্রেণি	পঞ্চম শ্রেণি
১. সমাজ, পরিবেশ ও পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান সম্পর্কে জানা এবং এগুলোর পারস্পরিক সম্পর্কের গুরুত্ব উপলব্ধি করা।	১.১ বিদ্যালয়, বাড়ি/বাসা ও আশেপাশের পরিবেশ পর্যবেক্ষণ করবে এবং বিভিন্ন উপাদানের নাম বলতে পারবে।	১.১ চারপাশের পরিবেশের সামাজিক ও প্রাকৃতিক উপাদানগুলো সম্পর্কে জানবে। ১.২ পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা উপলব্ধি করবে।	১.১ সমাজ ও পরিবেশ সম্পর্কে জানবে। ১.২ সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান এবং এদের কাজ ও গুরুত্ব সম্পর্কে জানবে।	১.১ প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের পারস্পরিক সম্পর্ক জানবে এবং উপলব্ধি করবে।	-
২. বিশেষ-চাহিদাসম্পন্ন শিশুসহ (নারী-পুরুষ, শ্রেণি, জাতি-ধর্ম-বর্ণ ইত্যাদি নির্বিশেষে) সকলের	২.১ বাড়ি ও বিদ্যালয়ে সকলের সঙ্গে মিলেমিশে চলবে।	২.১ বাড়ি, বিদ্যালয় এবং আশেপাশে সকলের সঙ্গে মিলেমিশে চলবে ও সহযোগিতা	২.১ সমাজে সকলের সঙ্গে সম্প্রীতি ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের গুরুত্ব অনুধাবন	২.১ বিশেষ-চাহিদাসম্পন্ন শিশুসহ নারী-পুরুষ, শ্রেণি, জাতি-ধর্ম-বর্ণ ইত্যাদি	২.১ সমাজের সদস্য হিসেবে নারী পুরুষের সম-মর্যাদা বুঝবে এবং পরিবার ও বিদ্যালয়ে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা ও

বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা	শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা				
	প্রথম শ্রেণি	দ্বিতীয় শ্রেণি	তৃতীয় শ্রেণি	চতুর্থ শ্রেণি	পঞ্চম শ্রেণি
সাথে সহযোগিতা ও সম্প্রীতির মানসিকতা অর্জন করা।	২.২ বাড়ি ও বিদ্যালয়ে সকলের সঙ্গে সহযোগিতামূলক আচরণ করবে ও প্রয়োজনে নিজের ব্যবহার্য সামগ্রী দিয়ে সহযোগিতা করবে।	করবে। ২.২ বিভিন্ন জীবনধারা এবং ধর্মের অনুসারী সহপাঠীদের ধর্মীয় উৎসবের নাম জানবে।	করবে। ২.২ বিশেষ-চাহিদাসম্পন্ন শিশু সহ নারী-পুরুষ, শ্রেণি, জাতি-ধর্ম-বর্ণ, ছোট-বড় নির্বিশেষে সকলের সঙ্গে ভালো আচরণ করবে। ২.৩ বিভিন্ন জীবনধারা ও ধর্মের অনুসারী সহপাঠীদের বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসবের নাম জানবে, শ্রদ্ধাপোষণ করবে।	নির্বিশেষে সকলের সঙ্গে সম্প্রীতি ও শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের মানসিকতা অর্জন করবে। ২.২বিশেষ-চাহিদাসম্পন্ন শিশু ও ব্যক্তির চাহিদা বুঝবে ও প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করবে। ২.৩ বাংলাদেশের কয়েকটি ক্ষুদ্র জাতিসত্তার জীবনধারা সম্পর্কে জানবে।	অধিকারের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমতার গুরুত্ব উপলব্ধি করবে। ২.২ অটিজম কী বুঝতে পারবে এবং অটিস্টিক শিশুদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য জানা ও চাহিদা অনুধাবনের মাধ্যমে তাদের প্রতি ইতিবাচক আচরণ প্রদর্শনের মনোভাব অর্জন করবে।
৩. মৌলিক চাহিদা ও মানবাধিকার সম্পর্কে ধারণা অর্জন এবং বাস্তব জীবনে অনুশীলন করা।	-	-	৩.১ শিশুর কয়েকটি মৌলিক অধিকার সম্পর্কে জানবে। ৩.২ শিশু নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠায় সচেতন হবে ও	-	৩.১ মানবাধিকার সম্পর্কে জানবে। ৩.২ মানবাধিকার বাস্তবায়ন সম্পর্কে সচেতন হবে।

বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা	শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা				
	প্রথম শ্রেণি	দ্বিতীয় শ্রেণি	তৃতীয় শ্রেণি	চতুর্থ শ্রেণি	পঞ্চম শ্রেণি
			অন্যের অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবে।		
৪. সমাজ ও রাষ্ট্রের সদস্য হিসেবে নিজের অধিকার, দায়িত্ব-কর্তব্য ও নিরাপত্তা সম্পর্কে জানা এবং এগুলো অর্জন ও পালনে সচেতন হওয়া।	৪.১ পরিবারের গুরুত্ব বলতে পারবে। ৪.২ নিজের নিরাপত্তা সম্পর্কে সচেতন হবে।	৪.১ শিশুর প্রতি পরিবারের সদস্যদের দায়িত্ব এবং পরিবারের প্রতি শিশুর দায়িত্ব বলতে পারবে।	৪.১ শিশুর প্রতি পরিবারের ও পরিবারের প্রতি শিশুর দায়িত্ব বলতে পারবে।	৪.১ নাগরিক হিসেবে রাষ্ট্রের কাছ থেকে প্রাপ্য অধিকারগুলো সম্পর্কে জানবে। ৪.২ নিজের অধিকারসহ অন্যের অধিকার প্রতিষ্ঠায় সচেতন হবে ও অন্যের অধিকারকে শ্রদ্ধা করবে।	৪.১ সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে জানবে ও পালন করবে। ৪.২ নিজের নিরাপত্তা সম্পর্কে সচেতন হবে।
৫. ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সম্পদের পরিচয়, যথাযথ ব্যবহার, সংরক্ষণ ও অপচয় রোধ করা।	-	৫.১ শিশুর ব্যক্তিগত ব্যবহার্য সামগ্রী (ব্যাগ, বই, খাতা, পেনসিল, জুতা, বিছানা, পড়ার টেবিল, খেলনা ইত্যাদি) যথাযথভাবে ব্যবহার এবং সংরক্ষণ করতে	-	৫.১ সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সম্পদের পরিচয়, ব্যবহার, রক্ষণাবেক্ষণ, উন্নয়ন এবং সংস্কার কাজে যথাসম্ভব অংশগ্রহণ করবে।	-

বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা	শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা				
	প্রথম শ্রেণি	দ্বিতীয় শ্রেণি	তৃতীয় শ্রেণি	চতুর্থ শ্রেণি	পঞ্চম শ্রেণি
		পারবে ও অপচয় রোধ করবে। ৫.২ পরিবার ও বিদ্যালয়ের বিভিন্ন সামগ্রী যথাযথ ব্যবহার ও সংরক্ষণ করবে এবং অপচয় করা থেকে বিরত থাকবে।			
৬. সকল পেশাকে গুরুত্ব দেওয়া ও কায়িক শ্রমের প্রতি আগ্রহী হওয়া ।	৬.১ বাড়িতে ও বিদ্যালয়ে কে কে কাজ করে পর্যবেক্ষণ করবে ও কাজের নাম বলতে পারবে।	৬.১ বাড়িতে নিজের ব্যক্তিগত কাজগুলো যথাসম্ভব নিজে করবে। ৬.২ বাড়িতে ও বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কাজে সামর্থ্য অনুযায়ী অংশগ্রহণ ও অন্যদের সহযোগিতা করবে।	৬.১ সমাজের বিভিন্ন পেশাজীবীদের সম্পর্কে জানবে এবং তাদের কাজের গুরুত্ব বুঝবে।	৬.১ শ্রমের মর্যাদা বুঝবে। ৬.২ সমাজে পেশাজীবীদের অবদান জানবে। ৬.৩ কয়েক ধরনের পেশাজীবীর কাজের বর্ণনা দিতে পারবে এবং সকলের কাজকে শ্রদ্ধা করবে।	-
৭. পরমতসহিষ্ণুতা				৭.১ বাড়িতে ও	৭.১ গণতন্ত্রের মূল

বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা	শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা				
	প্রথম শ্রেণি	দ্বিতীয় শ্রেণি	তৃতীয় শ্রেণি	চতুর্থ শ্রেণি	পঞ্চম শ্রেণি
প্রদর্শন ও গণতান্ত্রিক রীতিনীতি অনুশীলন করা।	-	-	-	শ্রেণিকক্ষের বিভিন্ন কাজে ও বিষয়ে নিজস্ব মতামত প্রকাশ করবে। ৭.২ অন্যের মতামত ধৈর্যসহ শুনবে ও শ্রদ্ধা করবে। ৭.৩ গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ অর্জন করবে।	কথা অনুধাবন করবে। ৭.২ গণতন্ত্রকে শ্রদ্ধা করবে এবং বাড়ি ও বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কাজে গণতান্ত্রিক রীতিনীতি চর্চা করবে।
৮. নৈতিক ও সামাজিক গুণাবলি অর্জনের মাধ্যমে ভালো-মন্দের পার্থক্য নিরূপণ করতে পারা এবং তা বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করা।	-	৮.১ বাড়িতে ও বিদ্যালয়ে বিভিন্ন ধরনের সামাজিক ও নৈতিক গুণাবলি চর্চা করবে।	৮.১ কয়েকটি সামাজিক ও নৈতিক গুণাবলির তালিকা তৈরি করবে। ৮.২ বাড়িতে ও বিদ্যালয়ে বিভিন্ন ধরনের সামাজিক ও নৈতিক গুণাবলি চর্চা করবে।	৮.১ নৈতিক ও সামাজিক গুণাবলি অর্জন করার গুরুত্ব বুঝবে ও এগুলো অর্জনে সচেষ্ট হবে ও বাস্তব জীবনে সেগুলো প্রয়োগ করবে।	-
৯. বিভিন্ন ধরনের সামাজিক উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করা এবং এগুলোর গুরুত্ব উপলব্ধি করা।	-	-	৯.১ পরিবার ও বিদ্যালয়ের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ চিহ্নিত করতে পারবে এবং	৯.১ নিজ এলাকার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড চিহ্নিত করতে পারবে ও এগুলোতে অংশগ্রহণ	-

বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা	শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা				
	প্রথম শ্রেণি	দ্বিতীয় শ্রেণি	তৃতীয় শ্রেণি	চতুর্থ শ্রেণি	পঞ্চম শ্রেণি
			এগুলোতে অংশগ্রহণ করবে।	করবে।	
১০. দুর্যোগ সম্পর্কে জানা এবং দুর্যোগ মোকাবেলার দক্ষতা অর্জন করা।	-	-	-	১০.১ বাংলাদেশে ঘটমান বিভিন্ন ধরনের দুর্যোগ এবং সমাজ-জীবনে এদের প্রভাব সম্পর্কে জানবে। ১০.২ প্রতিকূলতা ও দুর্যোগ মোকাবেলার উপায় জানবে এবং প্রয়োজনে ব্যবহার করতে পারবে।	১০.১ বাংলাদেশে আবহাওয়া ও জলবায়ু পরিবর্তন ও সামাজিক কারণে সৃষ্ট দুর্যোগ সম্পর্কে জানবে এবং তা মোকাবেলার প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করবে। ১০.২ প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হয় এমন কর্মকান্ড করা থেকে বিরত থাকবে।
১০. পরিবেশ দূষণের কারণ জানা এবং পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নে অংশগ্রহণ করা।	১১.১ বিদ্যালয় ও গৃহস্থালীর পরিত্যক্ত দ্রব্যাদি দিয়ে কিভাবে পরিবেশ নষ্ট হয় তা জানবে ও এ ধরনের কাজ করা থেকে বিরত থাকবে।	১১.১ বিদ্যালয় এবং গৃহস্থালীর পরিত্যক্ত দ্রব্যাদি দিয়ে কীভাবে পরিবেশ নষ্ট হয় পর্যবেক্ষণ করবে ও এ ধরনের কাজ করা থেকে বিরত থাকবে। ১১.২ বাড়ি ও বিদ্যালয়ের পরিবেশ রক্ষার কাজে অংশগ্রহণ করবে।	১১.১ পরিবেশ দূষণমুক্ত রাখার গুরুত্ব বুঝবে। ১১.২ পরিবেশ দূষণ জনিত কয়েকটি সামাজিক সমস্যা চিহ্নিত করতে পারবে। ১১.৩ পরিবেশের উন্নয়ন ও সংরক্ষণে অংশগ্রহণ করবে।		-
১২. জনসংখ্যা	১২.১ ছোট	১২.১ ছোট	১২.১	১২.১	১২.১ মানুষের

বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা	শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা				
	প্রথম শ্রেণি	দ্বিতীয় শ্রেণি	তৃতীয় শ্রেণি	চতুর্থ শ্রেণি	পঞ্চম শ্রেণি
সমস্যা ও সম্ভাবনা সম্পর্কে জানা।	পরিবার ও বড় পরিবার সম্পর্কে ধারণা লাভ করবে। ১২.২ পরিবারে অধিক জনসংখ্যা কীভাবে পরিবেশের উপর প্রভাব ফেলে তা বলতে পারবে।	পরিবার ও বড় পরিবার সম্পর্কে ধারণা লাভ করবে। ১২.২ পরিবারে অধিক জনসংখ্যা কীভাবে পরিবেশের উপর প্রভাব ফেলে তা বলতে পারবে।	বাংলাদেশের জনসংখ্যা পরিস্থিতি সংক্ষেপে বর্ণনা করতে পারবে।	বাংলাদেশের জনসংখ্যা পরিস্থিতি সম্পর্কে জানবে। ১২.২ বাংলাদেশে জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধির কারণ সম্পর্কে জানবে।	মৌলিক চাহিদার ওপর জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রভাব সম্পর্কে জানবে। ১২.২ বাংলাদেশের মানুষের জীবনযাত্রার মানের ওপর জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রভাব সম্পর্কে জানবে। ১২.৩ বাংলাদেশের ব্যাপক জনগোষ্ঠীকে জনসম্পদে রূপান্তরের গুরুত্ব ও উপায় জানবে।
১৩. পৃথিবীর মহাদেশ ও মহাসাগরগুলো সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা অর্জন।	-	-	১৩.১ মহাদেশ ও মহাসাগরগুলোর নাম বলতে পারবে ও মানচিত্রে এগুলোর অবস্থান দেখাতে পারবে। ১৩.২ বাংলাদেশ কোন মহাদেশে অবস্থিত তা বলতে পারবে।	১৩.১ এশিয়া মহাদেশের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিতে পারবে।	
১৪. মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস জানা ও এর চেতনায় দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধে	১৪.১ জাতীয় পতাকার মৌখিক বর্ণনা দিতে	১৪.১ জাতীয় পতাকা ব্যবহারের নিয়ম জানবে ও সম্মান	১৪.১ জাতির পিতার জীবনী ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে	১৪.১ মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি জানবে (ভাষা	১৪.১ মুক্তিযুদ্ধের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা (২৫মার্চের পর থেকে ১৬ ডিসেম্বর

বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা	শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা				
	প্রথম শ্রেণি	দ্বিতীয় শ্রেণি	তৃতীয় শ্রেণি	চতুর্থ শ্রেণি	পঞ্চম শ্রেণি
উদ্বোধ্ব / উদ্বুদ্ধ হওয়া।	পারবে। ১৪.২ মুক্তহাতে জাতীয় পতাকা আঁকতে পারবে। ১৪.৩ জাতীয় সংগীতের প্রথম চার লাইন শুদ্ধ করে বলতে ও গাইতে পারবে ও জাতীয় পতাকাকে সম্মান করবে।	করবে। ১৪.২ জাতীয় কবি ও জাতীয় সংগীতের রচয়িতার নাম জানবে। ১৪.৩ জাতীয় সংগীত গাইতে এবং জাতীয় সংগীত ও জাতীয় পতাকাকে কীভাবে সম্মান করতে হয় তা বলতে পারবে। ১৪.৪ মুক্তিযুদ্ধ স্মরণে ও বিভিন্ন জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবে।	তাঁর অবদান সংক্ষেপে জানবে ও তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত হবে। ১৪.২ আমাদের জাতীয় পতাকা ও জাতীয় সংগীত যে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত হয়েছে তা জানবে ও গর্ব অনুভব করবে। ১৪.৩ জাতীয় পতাকার রং ও নকশার সঠিক অনুপাত এবং বিভিন্ন দিবস এর ব্যবহার জানবে।	আন্দোলন থেকে ১৯৭১ এর ২৫ মার্চ পর্যন্ত) । ১৪.২ বিভিন্ন ক্ষেত্রে তৎকালীন পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে বৈষম্য সম্পর্কে জানবে। ১৪.৩ বাংলাদেশের স্বাধীনতার চেতনার কথা জানবে। ১৪.৪ ১৯৭১ এর ২৫ মার্চ রাতে বাঙালিদের ওপর পাকিস্তানি সৈন্য বাহিনীর আক্রমণের ঘটনা বলতে পারবে। ১৪.৫ ১৯৭১ এর ২৬ মার্চ	পর্যন্ত) দিতে পারবে ও এর জন্য গর্ববোধ করবে। ১৪.২ সাধারণ মানুষ ও মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মত্যাগের কথা জানবে ও তাদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করবে। ১৪.৩ মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধে উদ্দীপ্ত হবে এবং ত্যাগের মনোভাব গঠন ও দেশগড়ার কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণ করবে।

বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা	শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা				
	প্রথম শ্রেণি	দ্বিতীয় শ্রেণি	তৃতীয় শ্রেণি	চতুর্থ শ্রেণি	পঞ্চম শ্রেণি
				স্বাধীনতার ঘোষণা ও মুক্তিযুদ্ধের উলেণ্টখযোগ্য ইতিহাস জানবে।	
১৫. বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, ভৌগোলিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে জানা এবং এগুলোর প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া ও ভালোবাসা।	১৫.১ জাতীয় পতাকা ও জাতীয় সংগীতকে ভালোবাসার মাধ্যমে দেশপ্রেমে উদ্ভোধ্ব হবে। ১৫.২ স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস, শহিদ দিবস এর তারিখ উল্লেখ/বলতে পারবে। ১৫.৩ বিদ্যালয় কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন জাতীয় দিবসের অনুষ্ঠান উপভোগ করবে। ১৫.৪ বাংলাদেশের মানচিত্র দেখে	১৫.১ শহিদ দিবস, স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস, বাংলা নববর্ষের তারিখ বলতে পারবে ও এগুলোর তাৎপর্য উপলব্ধি করবে। ১৫.২ কয়েকটি লোক কাহিনী ও ছড়া বলতে পারবে। ১৫.৩ মুক্তিযুদ্ধের ঘটনা জানার মাধ্যমে আমরা কিভাবে জাতীয় পতাকা ও জাতীয় সংগীত অর্জন করেছি তা বলতে	১৫.১ বাংলাদেশের জাতীয় দিবসগুলো সম্পর্কে জানবে। ১৫.২ বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য সামাজিক উৎসবগুলো সম্পর্কে জানবে। ১৫.৩ বাংলাদেশের সীমারেখা ও আয়তন জানবে। ১৫.৪ ছাপ দিয়ে বাংলাদেশের মানচিত্র আঁকতে পারবে। ১৫.৫ বাংলাদেশের	১৫.১ প্রাচীন ও মধ্য যুগের বাংলার ইতিহাস সংক্ষেপে জানবে। ১৫.২ বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থা সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা অর্জন করবে। ১৫.৩ বাংলাদেশের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা লাভ করবে ও শ্রদ্ধা করবে।	১৫.১ ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনকাল সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা অর্জন করবে। ১৫.২ বাংলাদেশের কয়েকটি ঐতিহাসিক নিদর্শন ও সংশ্লিষ্ট ইতিহাস সংক্ষেপে জানবে। ১৫.৩ বাংলাদেশের কৃষিজাত দ্রব্য, শিল্প ও আমদানি-রপ্তানি সম্পর্কে জানবে।

বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা	শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা				
	প্রথম শ্রেণি	দ্বিতীয় শ্রেণি	তৃতীয় শ্রেণি	চতুর্থ শ্রেণি	পঞ্চম শ্রেণি
	চিনতে পারবে। ১৫.৫ বাংলা নববর্ষের মাসের নাম ও তারিখ বলতে পারবে। ১৫.৬ বাংলাদেশের কয়েকটি জাতীয় প্রতীকের (ফল, ফুল, মাছ, পশু, পাখি) নাম জানবে। ১৫.৭ আমাদের রাষ্ট্রভাষার নাম বলতে পারবে। ১৫.৮ জাতীয় প্রতীকগুলোর ছবি আঁকবে।	পারবে। ১৫.৪ বাংলাদেশের মানচিত্রে দিক চিহ্নিত করতে পারবে। ১৫.৫ জাতীয় প্রতীকগুলোর ছবি আঁকতে পারবে। ১৫.৬ জাতীয় প্রতীকগুলোর ছবি আঁকবে। ১৫.৭ আমাদের রাষ্ট্রভাষার নাম বলতে পারবে।	মানচিত্র দেখে এর সীমানা নির্দেশ করতে পারবে। ১৫.৬ মানচিত্রে বাংলাদেশের রাজধানী ও বিভাগীয় শহর এবং প্রধান প্রধান নদী দেখাতে পারবে।		
১৬. আন্তর্জাতিকতাবোধ, বিশ্বভ্রাতৃত্ব ও বিশ্ব সংস্কৃতির প্রতি আগ্রহী ও শ্রদ্ধাশীল হওয়া।	-	-	-	১৬.১ এশিয়া মহাদেশের সংস্কৃতি সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা অর্জন করবে।	১৬.১ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ও জনগণের মধ্যে বন্ধুত্ব ও ভ্রাতৃত্বের গুরুত্ব বুঝবে। ১৬.২ সার্ক সম্পর্কে সংক্ষেপে জানবে।

বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা	শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা				
	প্রথম শ্রেণি	দ্বিতীয় শ্রেণি	তৃতীয় শ্রেণি	চতুর্থ শ্রেণি	পঞ্চম শ্রেণি
					১৬.৩ জাতিসংঘ সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা অর্জন করবে।

দিন- ২৫
অধিবেশন-৩
তথ্যপত্র-৩

পরিবেশ পরিচিতি (১ম -২য় শ্রেণি) বিষয়বস্তু

১ম শ্রেণি	২য় শ্রেণি
১. পরিবেশ ২. পরিবার ও বিদ্যালয় ৩. মিলেমিশে থকি ৪. আমাদের জাতীয় পতাকা, প্রতীক ও জাতীয় সংগীত ৫. আমাদের জাতীয় দিবস ৬. আমাদের লোকছড়া ৭. আমারা সবাই কাজ করি ৮. সময়মতো কাজ করি ৯. দৈনন্দিন কাজ ১০. দিক চেনা ১১. পরিবার ও জনসংখ্যা	১. সামাজিক পরিবেশ ২. প্রাকৃতিক পরিবেশ ৩. মাটি, পানি ও বায়ু ৪. পরিবেশ সংরক্ষণ ৫. আমরা সবাই মানুষ ৬. শিশু অধিকার ৭. শ্রমজীবি মানুষ ৮. আমাদের দেশ ৯. আমাদের জাতীয় ইতিহাস ও ঐহিহ্য ১০. সামাজিক ও রাষ্ট্রিয় সম্পদ ১১. শৃঙ্খলাবোধ, সময়ানুবর্তিতা ও শিষ্টাচার ১২. মৌলিক চাহিদার উপর জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রভাব
মোট বিষয়বস্তু = ১১ টি	মোট বিষয়বস্তু = ১২ টি

বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় (৩য়-৫ম শ্রেণি) বিষয়বস্তু

৩য় শ্রেণি	৪র্থ শ্রেণি	৫ম শ্রেণি
১. আমাদের সমাজ ও পরিবেশ ২. মিলেমিশে থাকি ৩. আমাদের অধিকার ও দায়িত্ব ৪. সমাজের বিভিন্ন পেশা ৫. মানুষের গুন ৬. পরিবার ও বিদ্যালয়ে উন্নয়নমূলক কাজ ৭. পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন ৮. মহাদেশ ও মহাসাগর ৯. আমাদের বাংলাদেশ	১. আমাদের পরিবেশ ও সমাজ ২. সমাজে সহাবস্থান ও সহযোগিতা ৩. বাংলাদেশের ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বা ৪. নাগরিকের অধিকার ৫. সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সম্পদ ৬. বিভিন্ন পেশার মর্যাদা ৭. পরমত সহিষ্ণুতা ৮. নৈতিক ও সামাজিক গুণাবলি ৯. এলাকার উন্নয়ন কর্মকান্ড ১০. দুর্যোগ ও দুর্যোগ মোকাবেলা ১১. বাংলাদেশের জনসংখ্যা ১২. এশিয়া মহাদেশ	১. আমাদের মুক্তিযুদ্ধ ২. আমাদের বাংলাদেশঃ ইংরেজ শাসন ৩. বাংলাদেশের ঐতিহাসিক স্থান ও নিদর্শন ৪. বাংলাদেশের অর্থনীতিঃ কৃষি ও শিল্প ৫. বাংলাদেশের জনসংখ্যা ৬. জলবায়ু এবং দুর্যোগ ৭. মানবাধিকার ৮. আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য ৯. আমরা সবাই সমান ১০. গণতান্ত্রিক মনোভাব

১০. আমাদের জাতির পিতা ১১. আমাদের ইতিহাস ও সংস্কৃতি ১২. বাংলাদেশের জনসংখ্যা	১৩. আমাদের মুক্তিযুদ্ধা ১৪. আমাদের ইতিহাস ১৫. আমাদের সংস্কৃতি ১৬. আমাদের বাংলাদেশ	১১. নারী-পুরুষ সমতা ১২. বাংলাদেশের কয়েকটি ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বা ও তাদের সংস্কৃতি ১৩. বাংলাদেশ ও বহির্বিশ্ব
মোট বিষয়বস্তু = ১২ টি	মোট বিষয়বস্তু = ১৬ টি	মোট বিষয়বস্তু = ১৩ টি

দিন- ২৫
অধিবেশন-৩
তথ্যপত্র- ৪ক

৩য়/৪র্থ/৫ম শ্রেণির পাঠ্যবইয়ে যে সকল বিষয়বস্তু **common**

বিষয়বস্তু	বিষয়
১. আমাদের সমাজ ও পরিবেশ/আমাদের পরিবেশ ও সমাজ	সামাজিক বিজ্ঞান
২. মিলেমিশে থাকি/ সমাজে সহাবস্থান ও সহযোগিতা/আমরা সবাই সমান	সামাজিক বিজ্ঞান
৩. আমাদের অধিকার ও দায়িত্ব /নাগরিকের অধিকার/আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য	পৌরনীতি
৪. সমাজের বিভিন্ন পেশা/ বিভিন্ন পেশার মর্যাদা	সামাজিক বিজ্ঞান
৫. মানুষের গুণ/নৈতিক ও সামাজিক গুণাবলি	সামাজিক বিজ্ঞান
৬. পরিবার ও বিদ্যালয়ে উন্নয়নমূলক কাজ/ এলাকার উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড	সামাজিক বিজ্ঞান
৭. পরিবেশ ও সংরক্ষণ ও উন্নয়ন/ এলাকার উন্নয়ন কর্মকান্ড	সামাজিক বিজ্ঞান
৮. মহাদেশ ও মহাসাগর/এশিয়া মহাদেশ	ভূগোল
৯. আমাদের বাংলাদেশ/আমাদের বাংলাদেশ/ বাংলাদেশ ও বহির্বিশ্ব	ভূগোল
১০. আমাদের জাতির পিতা/ আমাদের মুক্তিযুদ্ধ/আমাদের মুক্তিযুদ্ধ	ইতিহাস
১১. আমাদের ইতিহাস ও সংস্কৃতি/আমাদের ইতিহাস, আমাদের সংস্কৃতি	ইতিহাস
১২. বাংলাদেশের জনসংখ্যা/বাংলাদেশের জনসংখ্যা/বাংলাদেশের জনসংখ্যা	জনমিতি

** তৃতীয় শ্রেণির ১২টি বিষয়বস্তু চতুর্থ শ্রেণিতে ও রয়েছে এবং ৪ টি বিষয়বস্তু পঞ্চম শ্রেণিতে রয়েছে।

দিন- ২৫
অধিবেশন-৩
তথ্যপত্র- ৪খ

বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়

শ্রেণি ভিত্তিক বিষয়বস্তু

বিষয়বস্তু	৩য় শ্রেণি	৪র্থ শ্রেণি	৫ম শ্রেণি	মন্তব্য
১. আমাদের সমাজ ও পরিবেশ	√	√	--	এখানে উল্লেখ্য যে, ৩য়-৫ম শ্রেণি পর্যন্ত মোট ২০টি বিষয়বস্তু রয়েছে। এর মধ্যে ১২টি বিষয়বস্তু ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণিতে Common এবং ৭ টি বিষয়বস্তু ৫ম শ্রেণিতে রয়েছে। ৪র্থ ও ৫ম শ্রেণিতে ৭ টি নতুন বিষয়বস্তু রয়েছে এবং এর মধ্যে ৩ টি বিষয়বস্তু রয়েছে যা শুধুমাত্র ৫ম শ্রেণির পাঠ্য বইয়ে আছে।
২. মিলেমিশে থকি	√	√	√	
৩. আমাদের অধিকার ও দায়িত্ব	√	√	√	
৪. সমাজের বিভিন্ন পেশা	√	√	--	
৫. মানুষের গুণ	√	√	√	
৬. পরিবার ও বিদ্যালয় উন্নয়নমূলক কাজ	√	√	--	
৭. পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন	√	√	--	
৮. মহাদেশ ও মহাসাগর	√	√	--	
৯. আমাদের বাংলাদেশ	√	√	√	
১০. আমাদের জাতির পিতা	√	√	√	
১১. আমাদের ইতিহাস ও সংস্কৃতি	√	√	√	
১২. বাংলাদেশের জনসংখ্যা	√	√	√	
১৩. সামাজিক ও রাষ্ট্রিয় সম্পদ	--	√	√	
১৪. বাংলাদেশের ক্ষুদ্র জাতিসত্তা	--	√	√	
১৫. পরমত সহিষ্ণুতা	--	√	√	
১৬. বাংলাদেশের ঐতিহাসিক স্থান ও নিদর্শন	--	--	√	
১৭. দুর্যোগ ও দুর্যোগ মোকাবেলা	--	√	√	
১৮. নারী-পুরুষ সমতা	--	--	√	
১৯. বাংলাদেশ ও বহির্বিশ্ব	--	--	√	
	১২	১৭	১৫	

দিন- ২৫
অধিবেশন-৩
তথ্যপত্র-৫

শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা অনুযায়ী ১ম-৫ম শ্রেণির পরিবেশ পরিচিতি/'বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়' পাঠ্যপুস্তকের অন্তর্ভুক্ত বিষয়বস্তু

পোস্টার

১ম শ্রেণি		২য় শ্রেণি		৩য় শ্রেণি		৪র্থ শ্রেণি		৫ম শ্রেণি	
শ্রেণি ভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	বিষয়বস্তু ও পৃষ্ঠা নম্বর	শ্রেণি ভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	বিষয়বস্তু ও পৃষ্ঠা নম্বর	শ্রেণি ভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	বিষয়বস্তু ও পৃষ্ঠা নম্বর	শ্রেণি ভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	বিষয়বস্তু ও পৃষ্ঠা নম্বর	শ্রেণি ভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	বিষয়বস্তু ও পৃষ্ঠা নম্বর

দিন-২৫
অধিবেশন-৪
তথ্যপত্র-১

‘বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়’বেইসলাইন মূল্যায়ন প্রক্রিয়া/নিয়মাবলী :

শিক্ষার্থীদের ‘বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়’ বিষয়ের পাঠগত অবস্থান নির্ণয়ের জন্য এই বেইসলাইন মূল্যায়ন । শিক্ষার্থী মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে , মূল্যায়নের পূর্বে শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে শিশুদের সাথে মত বিনিময় করে ভীতিহীন পরিবেশ সৃষ্টি করবেন। শিক্ষক একজন একজন করে শিক্ষার্থীকে কাছে এনে (One to one approach) মূল্যায়ন করবেন। এই মূল্যায়নের মাধ্যমে-

- পাঠ্যবইটি পড়া
- পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান পর্যবেক্ষণ করে শ্রেণিকরণ করা।
- পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান সংরক্ষণ
- পরিবার ও সমাজের প্রতি দায়িত্ববোধ
- পারস্পারিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতা

এই কয়েকটি বিষয়ের উপর শিক্ষার্থীদের ধারণা মূল্যায়ন করা হবে। মূল্যায়ন করার জন্য একটি প্রশ্নপত্র আছে।

বেইসলাইন মূল্যায়ন ছক পূরণের নিয়মাবলী (তৃতীয় শ্রেণি)ঃ

বেইসলাইন মূল্যায়ন ছক পূরণ করার সময় শিক্ষককে তৃতীয় শ্রেণির ‘বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়’ বিষয়টি থেকে (যে কোন পাঠ-সময় উপযোগী) শিক্ষার্থীকে রিডিং পড়তে দিতে হবে , এতে শিক্ষার্থীদের পাঠগত অবস্থান জানা যাবে। অর্থাৎ কোন কোন শিক্ষার্থী সাবলিল, কোন কোন শিক্ষার্থী আংশিক সাহায্যে পড়তে পারে এবং কোন কোন শিক্ষার্থীশিক্ষকের সম্পূর্ণ সাহায্যে পড়ে তা জেনে নিয়ে ২,৩,৪ নং কলাম পূরণ করতে হবে। অত:পর বেইসলাইন মূল্যায়ন তথ্য সংগ্রহ ছকের ৫,৬,৭,৮ ও ৯ নং কলাম পূরণ করতে হবে। ৫ থেকে ৯ নং কলাম পূরণের উদ্দেশ্যে মূল্যায়ন তথ্য ছক পূরণের জন্য প্রশ্নের উত্তর যথাযথ হলে প্রযোজ্য ঘরে টিক (√) অথবা ক্রস (×) চিহ্ন দিন।

এখানে উল্লেখ্য যে, বেইসলাইন মূল্যায়ন অবশ্যই One to One অ্যাপ্রোচ এ করতে হবে। বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের কয়েকটি দিক গুরুত্বপূর্ণ তা হল পর্যবেক্ষণ, শ্রেণিকরণ, বিশ্লেষণ, অন্যের প্রতি সহযোগিতামূলক মনোভাব, পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান সংরক্ষণ, পরিবার ও সমাজের প্রতি দায়িত্ববোধ ইত্যাদি। বিভিন্নভাবে শিক্ষার্থীকে প্রশ্ন করে এই দিকগুলোর ধারণা আছে কিনা তা জেনে নিতে হবে।

দিন-২৫
অধিবেশন-৪
তথ্যপত্র-২

<u>প্রশ্নপ্রত্র</u>

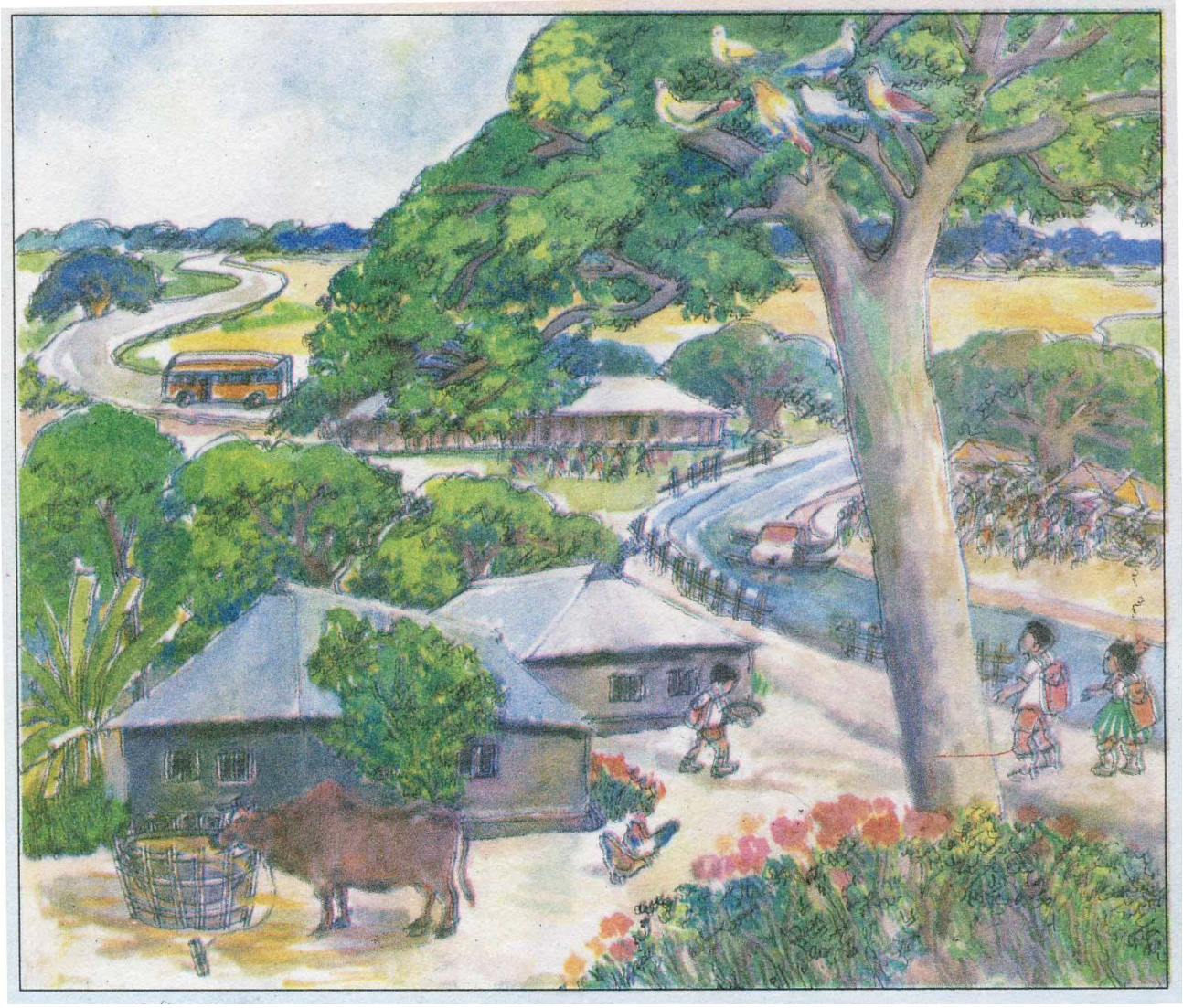

১। উপরের ছবিটি দেখে/পর্যবেক্ষণ করে পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের নাম বল।

২। পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান যেমন- ঘরবাড়ি,গাছপালা,বাগান, বিদ্যালয় কিভাবে সংরক্ষণ করা যায় তা ব্যাখ্যা কর /নিজের ভাষায় বল

৩। ধর্মীয় উৎসবে তোমরা বন্ধুদের সাথে কিভাবে আনন্দ কর তা বর্ণনা কর।

৪। তোমার একজন সহপাঠী বন্ধু রাস্তায় হঠাৎ পড়ে গেলে তুমি কি করবে ?

দিন-২৫
অধিবেশন-৪
তথ্যপত্র-৩
বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের বেইসলাইন মূল্যায়ন তথ্য সংগ্রহ ছক

১	২	৩	৪	৫		৬		৭		৮		৯	
শিক্ষার্থীর নাম ও রোল নং	সাবলীল ভাবে পড়তে পারে	আংশিক সাহায্যে পড়তে পারে	সম্পূর্ণ সাহায্যে পড়তে পারে	পর্যবেক্ষণ করতে পারে		শ্রেণিকরণ করতে পারে		অন্যের প্রতি সহযোগিতামূলক মনোভাব		পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান সংরক্ষণ করতে পারে		পরিবার ও সমাজের প্রতি দায়িত্ববোধ	
				হা	না	হা	না	হা	না	হা	না	হা	না

- '' বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় ' বিষয়ের শিক্ষক বাংলা বিষয় শিক্ষকের কাছ থেকে ২, ৩, ৪ নং কলামের তথ্য জেনে নেবেন এবং বেইসলাইন মূল্যায়ন তথ্য সংগ্রহ ছক পূরণ করবেন।
- পর্যবেক্ষণ হলো ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষণ। আমাদের সকল ইন্দ্রিয় ব্যবহার করে মনোযোগ দিয়ে দেখাকে পর্যবেক্ষণ বলা হয়। শ্রেণিকরণ হলো কোন বৈশিষ্ট্যর ভিত্তিতে বিভিন্ন বস্তুকে একাধিক দলে ভাগ করাঃ

দিন-২৫
অধিবেশন-৪
তথ্যপত্র-৪

‘‘বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়’’ বিষয়ের বেইস লাইন মূল্যায়ন বিশ্লেষণ ও শ্রেণিকরণ (ছক)

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
শ্রেণি	মূল্যায়নকৃত শিক্ষার্থীর সংখ্যা	শিক্ষার্থীর নাম ও রোল নং	পর্যবেক্ষণ করতে পারে	পর্যবেক্ষণ ও শ্রেণিকরণ করতে পারে	পর্যবেক্ষণ, শ্রেণিকরণ ও সহযোগিতামূলক মনোভাব আছে	পর্যবেক্ষণ, শ্রেণিকরণ ও সহযোগিতামূলক মনোভাব এবং পরিবার ও সমাজের প্রতি দায়িত্ববোধ আছে	পর্যবেক্ষণ, শ্রেণিকরণ, সহযোগিতামূলক মনোভাব, পরিবার ও সমাজের প্রতি দায়িত্ববোধ এবং পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান সংরক্ষণ করতে পারে

দিন-২৫
অধিবেশন-৪
তথ্যপত্র-৫
‘‘বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়’’ বিষয়ের বেইস লাইন মূল্যায়ন বিশ্লেষণ ও শ্রেণিকরণ (নমুনা)

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
শ্রেণি	মূল্যায়নকৃত শিক্ষার্থীর সংখ্যা	শিক্ষার্থীর নাম ও রোল নং	পর্যবেক্ষণ করতে পারে	পর্যবেক্ষণ ও শ্রেণিকরণ করতে পারে	পর্যবেক্ষণ, শ্রেণিকরণ ও সহযোগিতামূলক মনোভাব আছে	পর্যবেক্ষণ, শ্রেণিকরণ ও সহযোগিতামূলক মনোভাব এবং পরিবার ও সমাজের প্রতি দায়িত্ববোধ আছে	পর্যবেক্ষণ, শ্রেণিকরণ, সহযোগিতামূলক মনোভাব, পরিবার ও সমাজের প্রতি দায়িত্ববোধ এবং পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান সংরক্ষণ করতে পারে
৩য় শ্রেণি ক-শাখা মোট শিক্ষার্থী ৪৫ জন	২০	৭, ১০, ১১, ১৩,১৬,১৮, ২০, ২১, ২৩, ২৬, ২৭, ৩০, ৩৩, ৩৫, ৩৭, ৩৯, ৪০, ৪১, ৪৩, ৪৪	✓	✓			
	১৫	২, ৫, ৯, ১২, ১৫, ১৭, ১৯, ২২, ২৫, ২৮, ২৯, ৩২, ৩৬, ৪২, ৪৫,	✓	✓	✓		
	১০	১, ৩, ৪,৬,৮,১৪,২৪, ৩১,৩৪, ৩৮,	✓	✓	✓	✓	

- ❖ যে সকল শিক্ষার্থী পর্যবেক্ষণ ও শ্রেণিকরণ করতে পারে তাদের একটি দলে রেখে স্তর ভিত্তিক পাঠ দিতে হবে।
- ❖ যে সকল শিক্ষার্থী পর্যবেক্ষণ , শ্রেণিকরণ ও সহযোগিতামূলক মনোভাব আছে তাদের একটি দলে রেখে স্তর ভিত্তিক পাঠ দিতে হবে।
- ❖ যে সকল শিক্ষার্থী পর্যবেক্ষণ , শ্রেণিকরণ ও সহযোগিতামূলক মনোভাব এবং পরিবার ও সমাজের প্রতি দায়িত্ববোধ আছে তাদের একটি দলে রেখে স্তর ভিত্তিক পাঠ দিতে হবে।
- ❖ এছাড়াও শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন স্তর অনুযায়ী দলের নামকরণ করে নিতে পারবেন।

দিন-২৬
অধিবেশন-১
তথ্যপত্র-১

বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় বিষয় শিখনের বিশেষ দিক

বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা স্তরের 'বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়' বিষয়টি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের (যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইংল্যান্ড, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, ভারত ইত্যাদি) প্রাথমিক শিক্ষা স্তরে প্রচলিত সোস্যাল স্টাডিজ এবং বাংলাদেশে মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরে প্রচলিত সামাজিক বিজ্ঞানের অনুরূপ। সোস্যাল স্টাডিজ বা সামাজিক বিজ্ঞানের মত এটি বিভিন্ন সামাজিক ও মানবিক বিষয়াবলির সমন্বিত একটি বিষয়। 'বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়' এর ধারণা তিনটি প্রধান দিকের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে। যথা:

১. 'বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়' একটি সমন্বিত বিষয় হিসেবে বিভিন্ন বিষয় থেকে বিষয়বস্তু ধারণ করে। ফলে এর মাধ্যমে শিক্ষার্থী সমাজ তথা বিশ্বেও বিভিন্ন দিক সম্পর্কে অভিজ্ঞতা সঞ্চার করে।
২. বিভিন্ন সামাজিক ও মানবিক বিষয়াবলির পদ্ধতিগত ও সু-সমন্বিত অনুশীলনের মাধ্যমে 'বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়' এর জ্ঞানের উন্নয়ন হয়। এতে শিশুদের যথাযথ বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশের সামর্থ্যের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। ফলে শিশু ধারাবাহিক প্রক্রিয়ায় জ্ঞান অনুসন্ধান, সংগঠন ও ধারণা সংহত করতে পারে।
৩. 'বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়' বিষয়ের একটি সুস্পষ্ট ও প্রাসঙ্গিক সামাজিক লক্ষ্য রয়েছে। তা হল শিশুদের একটি সামাজিক দলে বসবাসের সামর্থ্য অর্জনে সহায়তা করা। এ লক্ষ্য অর্জনে 'বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়' শিক্ষার্থীদের সামাজিক নানা বিষয়ের অভিজ্ঞতা প্রদান করে। আর এসকল বিষয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে জ্ঞান সঞ্চারণে বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় শ্রেণিকক্ষ গবেষণাগার হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

সাধারণভাবে বলা যায়, শিক্ষার্থীদের সামাজিক দক্ষতার উন্নয়ন ও বিকাশের লক্ষ্যে এটি পাঠ করা হয়। একটি সামাজিক দলের সদস্য হিসেবে শিক্ষার্থীদের নিজ নিজ পরিবেশ, সমাজ ও রাষ্ট্রে বসবাসের ও মিথস্ক্রিয়ার দক্ষতা অর্জন করানো এবং জীবনভর দায়িত্বশীল নাগরিকের ভূমিকা পালনে সমর্থ করে তোলার প্রাথমিক সূচনা হয় 'বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়' পঠন পাঠনের মাধ্যমে। আজকের পরিবর্তনশীল ও আন্তঃনির্ভরশীল বিশ্বের সাথে শিক্ষার্থীদের খাপ খাওয়ানো এবং বিশ্ব পরিসরে তাদের কার্যকরভাবে অংশগ্রহণমূলক জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধের উন্মেষ ও বিকাশ সাধন করাও 'বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়' পঠন পাঠনের লক্ষ্য।

'বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়' এর বিষয়বস্তু বিভিন্ন সামাজিক ও মানবীয় বিষয়াবলি থেকে গ্রহণ করা হয়। এটি বিভিন্ন বিষয়কে বিচ্ছিন্নভাবে না পড়ে বরং আন্তঃসম্পর্কিত বিষয়সমূহ সমন্বিত করে পঠন পাঠনের নীতি মেনে চলে। এভাবে পঠন পাঠনের তাৎপর্য হল, শিক্ষার্থীরা সেটাকে ভালভাবে বুঝতে পারে এবং একটির সাথে অপরটির আন্তঃসম্পর্ক উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে। 'বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়' এভাবে একটি বিষয় সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সামগ্রিক ও সমৃদ্ধ ধারণা তৈরিতে সহায়তা করে। যেমন 'বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়' এর অন্তর্ভুক্ত ইতিহাস ও ভূগোলের বিষয়বস্তু অধ্যয়ন করে তারা বিভিন্ন স্থানের অবস্থান ও ঐতিহাসিক ঘটনাবলি সম্পর্কে জানতে পারবে। তারা আরও অনুধাবন করতে পারবে যে, কীভাবে একটি নির্দিষ্ট স্থানের ভৌগোলিক প্রভাব মানব কর্মকাণ্ডের সহায়ক বা প্রতিকূল হতে পারে। একইভাবে, অর্থনীতির বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীদের ঐ স্থানের মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ধারণা প্রদানে সহায়ক হয়ে থাকে।

শিশুর নিজের জগত ও তার নিজের পরিবার থেকে শুরু করে বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট পর্যন্ত'বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়' এর পরিসর। মানুষ, মানুষের পরিবেশ, সমাজ এবং সমাজে বিদ্যমান নানারকম প্রতিষ্ঠান ও সংগঠন, নিয়ম-নীতি ইত্যাদির বহুমাত্রিক আন্তঃসম্পর্ক এর পঠনপাঠনের বিষয়বস্তু। তবে যেহেতু প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক স্তরে ছোট ছোট শিশুরা পড়ালেখা করে, কাজেই এর বিষয়বস্তুর পরিসর সামাজিক বিজ্ঞানের চেয়ে তুলনামূলক সীমিত, সংক্ষিপ্ত ও সহজ সরল হয়। বাংলাদেশে প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ে শিশুর নিজস্ব গণ্ডি এর বিষয়বস্তুগত পরিসর হিসেবে গুরুত্ব পায়। আর প্রাথমিক শিক্ষা স্তরে সাধারণত সমাজবিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল, পৌরনীতি ও জনসংখ্যা শিক্ষা ইত্যাদি বিষয় থেকে 'বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়' এর বিষয়বস্তু চয়ন করা হয়। মোট কথা, শিশুদেরকে পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র ও বিশ্ব প্রেক্ষাপটে দায়িত্বশীল দক্ষ নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার উপযোগী বিষয়বস্তুই 'বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়' -এ স্থান পায়।

'বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়' পাঠের অন্যতম তাৎপর্য হল এটি শিশুদের পরিবেশ ও সামাজিক বিষয়ে জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি অর্জনে সাহায্য করে যা পরিবেশ ও সমাজের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। 'বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়' পাঠের মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি সমাজে আমাদের কেমন আচরণ করা উচিৎ। সমাজের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, দল, ব্যক্তি কীভাবে কাজ করে, কীভবে তারা টিকে আছে এবং তাদের অতীত কর্মধারা আলোচনার মাধ্যমে আমাদের ভবিষ্যৎ কর্মধারার দিক নির্দেশনা দেয়। পরিবেশ পরিচিতি সমাজ এর অধ্যয়ন মানুষ কীভাবে সমাজ গঠন করেছে; সমাজ কীভাবে পরিচালিত হবে সে সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ উত্তর প্রদান করে। এভাবে বিষয়টি আমাদের জীবন উন্নয়নের উপলব্ধি প্রদান করে এবং আমাদের পরস্পরের সাথে মিথস্ক্রিয়ার ও সম্পর্ক উন্নয়নে ভূমিকা রাখে।

'বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়' সন্তান-সন্ততির লালন-পালন ও বিকাশ, সম্পর্ক, পারিবারিক সম্পর্ক, বন্ধুত্ব, কর্মক্ষেত্রে সম্পর্ক, সমাজের সদস্যদের মিথস্ক্রিয়া, সাংস্কৃতিক পার্থক্য ইত্যাদি ব্যাপারে আমাদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ অন্তর্দৃষ্টির বিকাশ ঘটায়। শিশুদের জীবনযাত্রা বাছাইয়ের ক্ষেত্রে, গুরুত্বপূর্ণ আদর্শ আত্মস্থকরণে এবং মানুষ হিসাবে তারা কারা এবং তাদের ভূমিকা নির্ধারণে 'বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়' এর জ্ঞান সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

'বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়' অধ্যয়নের মাধ্যমে আমরা আমাদের গৌরবোজ্জ্বল অতীত ও বর্তমান সম্পর্কে জানতে পারি এবং ভবিষ্যতের করণীয় উপলব্ধি করতে পারি। অতীতের কোন পরিস্থিতির সাফল্য ও ব্যর্থতা উপলব্ধি করে তা ভবিষ্যতকে ভাল করার জন্য ব্যবহার করতে পারি।

শিক্ষার্থীদের মধ্যে দেশপ্রেম জাগ্রতকরণ, আদর্শ ও মূল্যবোধ সৃষ্টি এবং শান্তিপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠার মনোভাব সৃষ্টি করে। নাগরিকের প্রাত্যহিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনকে বোঝার জন্য; রাষ্ট্রের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও কৃষ্টিকে ভাল করে জানার জন্য, কিভাবে এই দেশের নাগরিক হিসেবে আমরা আত্মপ্রকাশ করেছি, বাংলাদেশের প্রকৃত পরিচয় কী, নাগরিক হিসেবে আমাদের কী অধিকার এবং দায়িত্ব-কর্তব্য রয়েছে ইত্যাদি সম্পর্কে আমরা 'বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়' পাঠের মাধ্যমে জানতে পারি।

'বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়' আমাদের ইতিহাস ও ঐতিহ্য সম্পর্কে জানতে সহায়তা করে। আমাদের পূর্বপুরুষেরা তাদের জীবিতাবস্থায় যে আদর্শ ও চিন্তা তারা রেখে গেছেন তা গভীরভাবে উপলব্ধি করার মাধ্যমে ও তাদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে শিশুর জীবনকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে অনুপ্রাণিত করে।

আমাদের ছোট্ট দেশে বিপুল জনসংখ্যা পরিবেশ, খাদ্য, বাসস্থান, চিকিৎসা, শিক্ষা, কর্মসংস্থান, বিনোদন প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রে মারাত্মক সমস্যা সৃষ্টি করেছে। তারপরও দেশে লোকসংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। জনসংখ্যার এই বৃদ্ধি যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রণ করা না গেলে আগামীতে সার্বিক ক্ষেত্রে এর প্রভাব আরও নেতিবাচক হবে। শিশুদের এ সম্পর্কে সচেতন করতে 'বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়' পঠন পাঠনের গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য রয়েছে।

আজকের পরিবর্তিত ও আন্তঃনির্ভরশীল বিশ্বে একজন নাগরিকের দায়িত্ব বিশ্ব পরিসরে বিস্তৃত। বিশ্বের নাগরিক হিসাবে মানুষকে ভালোভাবে সেবা দান করা আমাদের দায়িত্ব। 'বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়' শিক্ষার্থীদের এসব দায়িত্বের সাথে সুপরিচিত করে তোলে। এছাড়া তাদেরকে বিশ্বের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার বৃহত্তর দৃষ্টিভঙ্গি গঠনে সহায়তা করে। অর্থাৎ, বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে শিক্ষার্থীদের মূল্যবোধ জাগ্রত করতে এবং ভূমিকা পালনের মনোভাব তৈরিতেও 'বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়' গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যা একটি সমাজ গঠনে সহায়তা করতে পারে।

সর্বোপরি শিশুদের ভবিষ্যৎ সামাজিক, রাষ্টীয়, আন্তর্জাতিক ও পেশাগত জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান, দৃষ্টিভঙ্গি ও দক্ষতা সৃষ্টিতে 'বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়' অনবদ্য ভূমিকা পালন করে।

বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় বিষয়ের শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা

শিক্ষক শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করবেন-
-পূর্ব অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মাধ্যমে
-শিক্ষার্থীদের মতামত প্রদানে উৎসাহ প্রদান করে
- শ্রেণিকক্ষের কার্যক্রমে অংশগ্রহণে উৎসাহ প্রদান করে
-শিক্ষার্থীদেরকে চিন্তামূলক প্রশ্ন করার সুযোগ সৃষ্টি করে
- কোন বিষয়ের প্রাথমিক ধারনা প্রদান করে
-অভিজ্ঞতা শেয়ার করে
-শিশুর জ্ঞান বিকাশের স্তর অনুযায়ী শিক্ষামূলক সমস্যা প্রদান করে
-সংক্ষিপ্ত নির্দেশনা প্রদান করে
-দীর্ঘ লেকচার পরিহার করে
- শেণিকক্ষের যে কোন জটিল ধারনা ব্যাখ্যা দেয়ার ক্ষেত্রে পরিচিত উদাহরণের প্রয়োগ করে
- বাস্তব ক্ষেত্রে সমস্যার মিল করে
-শিক্ষক ধর্ম, বর্ণ, শ্রেণি, লিঙ্গ এবং ভাষায় সমতা বিধান করে
-বিদ্যালয় ও বাড়ির মধ্যে সেতু বন্ধন করে
-বিদ্যালয়ের পরিবেশ শিশুর উপযোগী করে
-শিক্ষার্থীর মতামতের উপর গুরুত্ব দিয়ে
-পর্যবেক্ষণের সুযোগ সৃষ্টি করে
-মডেল প্রদর্শন করে
-সমাজের গুণী ব্যক্তিদের মডেল হিসেবে উপস্থাপন করে
-উদাহরণ বাস্তব ভিত্তিক দিয়ে

- কোন বিষয় বলতে দিয়ে
-চার্টের মাধ্যমে বিষয়বস্তু উপস্থাপন করে
-নির্ধারিত স্থানে ভ্রমন করে
-মানচিত্রে বিভিন্ন বিষয় দেখতে/দেখাতে দিয়ে
- কোন বিষয় নাচ, গান, ছড়া, নাটক, অভিনয়ের মাধ্যমে উপস্থান করে
-একাকী চিন্তা করার সুযোগ দিয়ে
-দলে কাজ করার সুযোগ দিয়ে
-গাছপালা সম্পর্কে জানার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টির মাধ্যমে
-সৃজনশীল খেলা, সক্রিয় খেলার মাধ্যমে
-সামাজিক গল্প বলে
-পরিবারের সাথে পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপন করে
-শিখনের প্রতিবন্ধকতা বিবেচনা করে শিখন কার্য পরিচালনা করে
-বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুর প্রতি বিশেষ নাজর দিয়ে
-ব্যক্তিগত শিখনে উৎসাহ দিয়ে

দিন - ২৬
অধিবেশন- ২
তথ্যপত্র -১
পাক্ষিক পরিকল্পনা (নমুনা)
বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়
৩য় শ্রেণি

শিক্ষার্থীর নাম ও রোল	শিক্ষার্থীর পাঠগত অবস্থান	কী শিখবে	কীভাবে শেখাবো	মূল্যায়ন
সোহেল (১) নাবিল (৩) জুয়েল (৭) তাসফিয়া (১০) মিতা (১৫) মিনা (১৬)	১.বিষয়বস্তু শুনে ও পড়ে বুঝতে পারে এবং তা মৌখিকভাবে ও লিখিতভাবে প্রকাশ করতে পারে। ২.সমাজ ও পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান পর্যবেক্ষণ করে নাম বলতেপারে এবং শ্রেণি করণ করতে পারে	'আমাদের সমাজ ও পরিবেশ' অধ্যায় থেকে পাঠের অংশগুলো শিখবে।	১. 'আমাদের সমাজ ও পরিবেশ' অধ্যায় থেকে পাঠের অংশগুলো ছোট দলে এনে হাতে কলমে শেখাবো, ২. পাঠ্যবইয়ের অনুশীলনী ও অনুশীলনীর বাইরে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর, শূণ্যস্থান পূরণ, সঠিক উত্তর বাছাই করতে শেখাব। ৩.বন্ধুদলে /মিশ্রদলে পূর্ববর্তী দিনের ছোটদলে শেখা কাজ অনুশীলন করতে দেব। ৪.পাঠ্যবই পড়বে এবং বইয়ের ছবি নিয়ে বন্ধু দলে আলোচনা করতে দেব। ৫.পাঠ্যবইয়ের বিষয়বস্তু ভিত্তিক ছবি আঁকবে এবং তার উপর লিখতে ও বই তৈরি করতে দেব। ৬. পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান সংরক্ষণ করতে উৎসাহিত করব এবং বাড়িতে ও বিদ্যালয়ে এ সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রজেক্টের কাজ দেব।	বন্ধু দলে শিক্ষাথীদের অনুশীলনমূলক কাজে ব্যস্ত রেখে ছোটদলে (প্রতিদিন ২ টি দল) এনে পাঠের বিষয়বস্তু লিখতে দিয়ে প্রশ্নোত্তর এর মাধ্যমে মূল্যায়ন করবো।

শিক্ষার্থীর নাম ও রোল	শিক্ষার্থীর পাঠগত অবস্থান	কী শিখবে	কীভাবে শেখাবো	মূল্যায়ন
তানহীম (৬) নন্দিনী (১৫) মাহবুবা (২৩) শওকত (৩০) সোনিয়া (৩৩) হাসান (৩৫)	১. বিষয়বস্তুর আলোচনা শুনে বুঝতে পারে এবং তা মৌখিকভাবে প্রকাশ করতে পারে। ২.সমাজ ও পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান পর্যবেক্ষণ করে নাম বলতে পারে।	'আমাদের সমাজ ও পরিবেশ' অধ্যায় থেকে পাঠের অংশগুলো আলোচনার মাধ্যমে বুঝবে এবং বই দেখে পড়তে ও লিখতে পারবে।	১ 'আমাদের সমাজ ও পরিবেশ' অধ্যায় থেকে পাঠের অংশগুলো ছোট দলে এনে বিভিন্ন উপকরণ ব্যবহার করে আলোচনার মাধ্যমে হাতে-কলমে শিখাবো। ২ পাঠ্যবইয়ের অনুশীলনী থেকে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর, শূণ্যস্থান পূরণ, সঠিক উত্তর বাছাই করতে শেখাব। ৩ বড়দলে পূর্ববর্তী দিনের ছোটদলে শেখা কাজ অনুশীলন করতে দেব। ৪ পাঠ্যবই পড়বে এবং বইয়ের ছবিনিয়ে বন্ধু দলে আলোচনা করতে দেব। ৫ পাঠ্যবইয়ের বিষয়বস্তু ভিত্তিক ছবি আঁকবে এবং তার উপর লিখতে দেব (প্রয়োজনে বই এর সাহায্যে লিখবে)। ৬ পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান সংরক্ষণ করতে উৎসাহিত করব এবং বাড়িতে ও বিদ্যালয়ে এসংক্রান্ত বিভিন্ন প্রজেক্টের কাজ দেব।	বড় দলে শিক্ষার্থীদের অনুশীলনমূলক কাজে ব্যস্ত রেখে শিক্ষক ছোট দলে (প্রতিদিন ২ টি দল) এনে পাঠের বিষয়বস্তু লিখতে দিয়ে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে মূল্যায়ন করবেন।
খালিদ (৫)	১ বিষয়বস্তু	আমাদের সমাজ ও		বড় দলে শিক্ষাথীদের অনুশীলনমূলক কাজে ব্যস্তরেখে শিক্ষক ছোটদলে শিক্ষক ছোটদলে (প্রতিদিন ২

শিক্ষার্থীর নাম ও রোল	শিক্ষার্থীর পাঠগত অবস্থান	কী শিখবে	কীভাবে শেখাবো	মূল্যায়ন
হাফিজ (৯) সনিয়া (১২) আতিকুল(১৭) আল্পনা (৩১)	আলোচনা শুনে বুঝতে পারে ২ পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের নাম বলতে পারে	পরিবেশ অধ্যায়ের অংশগুলো পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে শিখবে এবং বই দেখে পড়তে ও লিখতে পারবে	১ 'আমাদের সমাজ ও পরিবেশ' অধ্যায় থেকে পাঠের অংশগুলো ছোট দলে এনে বিভিন্ন উপকরণ ব্যবহার করে আলোচনার মাধ্যমে হাতে-কলমে শিখাবো। ২ পাঠ্যবইয়ের অনুশীলনী থেকে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর, শূণ্যস্থান পূরণ, সঠিক উত্তর বাছাই বই এর সাহায্য নিয়ে অনুশীলন করতে সহায়তা করব। ৩ বড়দলে পূর্ববর্তী দিনের ছোটদলে শেখা কাজ অনুশীলন করতে দেব। ৪ পাঠ্যবই পড়বে এবং বইয়ের ছবিনিয়ে বন্ধু দলে আলোচনা করতে দেব। ৫ পাঠ্যবইয়ের বিষয়বস্তু ভিত্তিক ছবি আঁকবে এবং তার উপর লিখতে দেব (প্রয়োজনে বই এর সাহায্যে লিখবে)। ৬ পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান সংরক্ষণ করতে উৎসাহিত করব এবং বাড়িতে ও বিদ্যালয়ে এসংক্রান্ত বিভিন্ন প্রজেক্টের কাজ দেব।	টি দল) এনে পাঠের বিষয়বস্তু লিখতে দিয়ে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে মূল্যায়ন করবেন।

দিন-২৬
অধিবেশন-৩
তথ্যপত্র-১
সময় ব্যবস্থাপনা
বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়

৩য়, ৪র্থ ও ৫ম শ্রেণি মোট সময়ঃ- ৩০ মিনিট

কাজ	শিক্ষকের সময়	শিক্ষার্থীর সময়
১. সমবেত কাজ (১০ মিনিট) ১.১ শুভেচ্ছা বিনিময়/কুশল বিনিময়। ১.২ সিলেবাস অনুযায়ী বিষয়বস্তু আলোচনা (ছোট ছোট প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে) ১.৩ স্তর অনুযায়ী শিক্ষার্থীরা যে কাজ করবে তার নির্দেশনা বোর্ডে লিখে দেয়া এবং অ্যাকটিভিটি বুঝিয়ে দেয়া।	১.০ -- ১.১ ১ মিনিট ১.২ ৬ মিনিট ১.৩ ৩ মিনিট	২ -- ১.১ ১ মিনিট ১.২ ৬ মিনিট ১.৩ ৩ মিনিট
২.মিশ্রদলে / বন্ধুদলে শিক্ষকের সহায়তায়/শিক্ষকের সহায়তা ছাড়া কাজ (১৫ মিনিট)। ২.১স্তর ভিত্তিক শিক্ষার্থীর কাজ (শিক্ষকের সহায়তা ছাড়া)। - বই পড়া/ছবি নিয়ে আলোচনা / ছবি আঁকা ও লেখা / বিষয়বস্তু ভিত্তিক (পাঠ্যবইয়ের বিষয়বস্তু ভিত্তিক) - প্রশ্নোত্তর / প্রশ্ন তৈরি ২.২ছোট দলে কাজ মূল্যায়ন (শিক্ষকের সহায়তায়) ২.৩ ১ মিনিট রিডিং (৫ মিনিট)	২. -- ২.১. -- ২.২. ১৪ মিনিট (২টি দল) শিক্ষকের সহায়তায় কাজ করবে। প্রতি দল সময় পাবে ৭.৫ মিনিট) ২.৩. ৫ মিনিট (১ মিনিট করে ৫মিনিটে ৫জন শিক্ষার্থীর) রিডিং শুনবেন/আংগুল ধরে পড়াবেন	২. -- ২.১ ১৫ মিনিট (মিশ্রদলে বসে একাকী/দলগতভাবে নির্দেশনা ও স্তর অনুযায়ী অ্যাকটিভিটির কাজ করবে। যে সকল শিক্ষার্থী ছোট দলে কাজ করবে তারা ৭.৫ মিনিট সময় পাবে)। ২.২ ৭.৫ মিনিট (যে সকল শিক্ষার্থীরা ছোট দলে শিক্ষকের সহায়তায় কাজ করবে) ২.৩ ১ মিনিট
৩.প্রজেক্টের কাজ /বই তৈরি	৩.-	৩. ৫ মিনিট (প্রজেক্ট এর কাজ করবে/ পাঠ্যবইয়ের বিষয়বস্তু ভিত্তিক ছবি আঁকবে ও বই তৈরি করবে)।